Contents
তাফসীর
ইব্‌ন
কাসীর
VOLUME - 16
মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্ন কাসীর

ষষ্ঠদশ খন্ড

(সূরা ৩৪ ঃ সাবা থেকে সূরা ৪৮ ঃ ফাত্হ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

Contents

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী'আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

৫। চর্তুদশ খন্ড

৬। পঞ্চদশ খন্ড

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৮। সপ্তদশ খন্ড

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

Contents

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং

অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ

নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে

পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

Contents

সূরা ৩৪ ঃ সাবা, মাক্কী
(আয়াত ৫৪, রুকূ ৬)

٣٤ – سورة سبأ، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ	১। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।
٢. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ	২। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

সমস্ত প্রশংসা এবং গাইবের মালিক আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নি'আমাত ও রাহমাত তাঁরই নিকট হতে আসে। সমস্ত হুকুমাতের হাকিম তিনিই। সুতরাং সর্ব প্রকারের প্রশংসা ও গুণ-গানের হকদার একমাত্র তিনিই। তিনিই মা'বূদ। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই।

হুকুমাত একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। যমীনে ও আসমানে যা কিছু আছে সবই তাঁর স্ত। যত কিছু আছে সবাই তাঁর দাস ও অনুগত। আর সবই তাঁর আয়ত্তাধীন। সবারই উপর তাঁর আধিপত্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৮ ঃ ৭০) যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْءَاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ

আমিই মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১৩)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةَ আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা হবে। তাঁর কথা, তাঁর কাজ এবং তাঁর আহকাম তাঁরই হুকুমাতে বিরাজিত। যুহরী (রহঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি যা আদেশ করেন তার পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি এত সজাগ যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তাঁর কাছে একটি অণুও গোপন থাকার নয়।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا *তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, তা হতে যা নির্গত হয়।* পানির যতগুলি ফোঁটা যমীনে যায়, যতগুলি বীজ যমীনে বপন করা হয়, কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের হয় সেটাও তিনি জানেন। প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তাঁর জানা।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাতে কতটা ফোঁটা আছে তা তাঁর অজানা থাকেনা। যে খাদ্য সেখান হতে বরাদ্দ হয় সেই সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ভাল কাজ যা আকাশের উপর উঠে যায় সেই খবরও তিনি রাখেন।

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ কারণেই তাদের পাপরাশি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেননা। বরং তাদেরকে তাওবাহ করার সুযোগ দেন। তিনি অত্যন্ত

ক্ষমাশীল। তাওবাহকারীকে তিনি ধমক দিয়ে সরিয়ে দেননা। তাঁর উপর ভরসাকারীরা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না।

৩। কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।	٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ
৪। এটা এ জন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।	٤. لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
৫। যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।	٥. وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসাহ আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।	٦. وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকে তাদের আমল অনুপাতে উত্তম অথবা খারাপ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে

সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামাত আগমনের উপর শপথ করা হয়েছে। কারণ উদ্ধ্যত কাফিরেরা অস্বীকার করছে যে, তা কখনও হবেনা। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ!! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৩)

দ্বিতীয় হল এই সূরা সাবার وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا এ আয়াতটি। আর তৃতীয় হল সূরা তাগাবুনের নিম্নের আয়াতটি ঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭)

قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ *বল ঃ (কিয়ামাত) আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং ওর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।* এখানেও কাফিরদের কিয়ামাতের অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথমূলক উত্তর দিতে বলার পর আরও গুরুত্বের সাথে বলছেন ঃ সেই আল্লাহ তিনি, যিনি আলিমুল গাইব, যাঁর অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। যে হাড়গুলি পচে গলে যায়, মানুষের শরীরের জোড়াগুলি যে খুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলি কোথায় যায় এবং ওগুলির সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলি একত্রিত করতে সক্ষম, যেমন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। সবকিছুই তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাত আসার হিকমাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

এটা এ জন্য যে, যারা মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক রিয্ক। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি। সৎকর্মশীল মু’মিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিরেরা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ

نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের আর একটি হিকমাত বর্ণনায় বলেন ঃ

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ

কিয়ামাতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং পাপীদেরকে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে। ঐ সময় তারা বলে উঠবে ঃ

لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) আরও বলা হবে ঃ

هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ

দয়াময় (আল্লাহ) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫২) অন্যত্র রয়েছে ঃ

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ

তোমরাতো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাইতো পুনরুত্থান দিবস। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৬)

আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী। তাঁর উপর কারও কোন আদেশ চলেনা এবং কারও কোন জোরও খাটেনা। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে শক্তিহীন ও অপারগ। তাঁর কথা ও কাজ, তাঁর বিধান অবধারিত। তাঁর সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৭। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদেরকে	٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ

বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা সৃষ্টি রূপে উত্থিত হবে?	نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ
৮। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	٨. أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَـٰلِ ٱلْبَعِيدِ
৯। তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ মন্ডলীর পতন ঘটাবো; আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।	٩. أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

কাফিরেরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকার করত এবং তাদের ঐ ধারণার জবাব

কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদেরই খবর দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করত ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ দেখ, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে বলে, যখন আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তার পরেও নাকি আমরা আবার জীবিত হয়ে উঠব! এ লোক সম্পর্কে দু'টি কথা বলা যায়। হয় সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, না হয় সে উন্মাদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ

بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ না, এ কথা সত্যি নয়। বরং মুহাম্মাদ সত্যবাদী, সৎ, সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী যে তোমাদের জন্য সত্য নিয়ে এসেছে। তোমরাই বরং মিথ্যাবাদী, তোমরা বোকার রাজ্যে বাস করছ। তোমাদের এই অস্বীকৃতি তোমাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সত্য থেকে তোমরা দূরে সরে যাচ্ছ। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? তিনি এত ক্ষমতাবান যে, এমন উদার আকাশ ও বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন। না আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, আর না যমীন ধ্বসে যাচ্ছে! যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَـٰهَا بِأَيۡيۡدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَـٰهَا فَنِعۡمَ ٱلۡمَـٰهِدُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭-৪৮)

إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ

তিনিতো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরূপ অবাধ্য বান্দা কিন্তু এরূপ

শাস্তিরই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস। তিনি মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ সৃষ্টিতে সন্দেহই পোষণ করতে পারেনা যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবেনা। আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলি পঁচে গলে টুকরা টুকরা হয়ে যাবার পর আবার ঐগুলিকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেননা? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলছেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে আছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো মানব সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

১০। আমি নিশ্চয়ই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও। তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ -	١٠. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

১১। (এই আদেশ করে) 'তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎ কাজ কর।' তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা	١١. أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

দাউদের (আঃ) প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল দাউদের (আঃ) উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রাহমাত নাযিল করেছিলেন। তাঁকে তিনি নাবুওয়াত দান করেছিলেন, রাজত্ব দিয়েছিলেন, সৈন্য-সামন্ত প্রদান করেছিলেন, শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলেন এবং আরও একটি মু'জিযা দান করেছিলেন। এক দিকে দাউদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একাত্মবাদের গান ধরতেন, আর অপর দিকে পাখিদের যারা ভোরে বের হয়ে বিকেলে ফিরে আসত তারাও দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর গুণগান শুনে থেমে যেত এবং তাঁর সুরে সুর মিলাতো। তিনি পাখিদের ভাষাও বুঝতেন এবং কথা বলতেন। পাহাড় পর্বত সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করত।

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) কুরআন পাঠ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। অতঃপর বলেন ঃ একে দাউদের (আঃ) মিষ্টি সুরের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ১/৫৪৬)

আবূ উসমান নাহ্দী (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রে শুনিনি। (ফাযায়িলুল কুরআন ৭৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, হাবশী ভাষায় أَوِّبِي শব্দের অর্থ হল ঃ 'তাসবীহ পাঠ কর।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ أَوِّبِي এর অর্থ করেছেন আল্লাহর প্রশংসা। (তাবারী ২০/৩৫৭) এ শব্দের মূলের (তা'য়িব) অর্থ হচ্ছে বার বার বলা বা সাড়া দেয়া। সুতরাং পাখি কিংবা পাহাড়-পর্বতকে বলা হয়েছে যে, তাঁর সাথে তারাও যেন বার বার তা পাঠ করে।

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ তাঁর উপর এ অনুগ্রহও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আল আমাশ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ঐ লোহাকে উত্তপ্ত করার জন্য হাপরে দিবার কোন প্রয়োজন হতনা বা হাতুড়ী দিয়ে পিটানোরও দরকার হতনা। পিটানোর কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেত। তাঁর হাতে লোহাকে সূতার মত মনে হত। ঐ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে বর্ম তৈরী করতেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক বা বর্ম তৈরী করেছিলেন। (তাবারী ২০/৩৫৯) وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ যেরা বা বর্ম তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আংটা যেন ঠিকমত দেয়া হয়, ছোট বড় যেন না হয়, মাপ যেন সঠিক হয়। আংটাগুলি যাতে মযবূত হয় তা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। (তাবারী ২০/৩৬১) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ سَرْدِ এর অর্থ হচ্ছে লোহার আংটা। কেহ কেহ বলেছেন যে, উহা হল চেইনের মত যা কোন কিছুর সাথে আটকে রাখা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা নিজের এসব নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এখন তোমাদেরও উচিত সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের বিপরীত কিছু না করা। তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক অথবা মন্দই হোক, আমার কাছে প্রকাশমান। কিছুই আমার কাছে গোপন নেই।

১২। সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করেছিলাম।	١٢. وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن

يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ	এবং ছিল জিন সম্প্রদায় যারা তাদের রবের অনুমতিক্রমে নিজেদের কতক তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব।
١٣. يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَـٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ	১৩। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

সুলাইমানের (আঃ) প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ

দাঊদের (আঃ) উপর আল্লাহ তা‘আলা যে নি‘আমাতরাজি অবতীর্ণ করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর পুত্র সুলাইমানের (আঃ) উপর যেসব নি‘আমাত নাযিল করেছিলেন সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি বাতাসকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং একই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও অতিক্রম করত। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) সিংহাসনে বসে দামেস্ক হতে লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে *‘ইসতাখারে’* পৌঁছে যেতেন এবং সেখানে দুপুরের খাবার খেতেন। অতঃপর ইসতাখার থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায়ই তিনি কাবুলে পৌঁছে যেতেন। একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য দামেস্ক হতে ইসতাখার পর্যন্ত এক মাসের পথ এবং ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্বও একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্য এক মাসের পথ। (তাবারী ২০/৩৬২) মহান

আল্লাহ তাঁর জন্য শক্ত/কঠিন তামাকে তরল করে দিয়ে ওর নাহর বইয়ে দিয়েছিলেন। যখন যে কাজে যে অবস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কষ্টে অতি সহজে সেই কাজে ওটাকে লাগাতে পারতেন।

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের *'কিত্‌র'* শব্দের অর্থ করেছেন তামা। (তাবারী ২০/৩৬৩, ৩৬৪)

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ মহামহিমান্বিত আল্লাহ জিনদেরকে তাঁর অধীনস্ত ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তাঁর সামনে তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন। **وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا** কোন জিন কাজে ফাঁকি দিলে সাথে সাথে তাঁকে তা জানিয়ে দেয়া হত।

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ *তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত প্রাসাদ, ভাস্কর্য।* **مَحَارِيْب** বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারাতকে, বাড়ীর উৎকৃষ্টতম অংশকে এবং কোন সমাবেশের সভাপতির আসনকে। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে **مَحَارِيْب** বলা হয়। আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, **تَمَاثِيل** শব্দের অর্থ হচ্ছে ছবি। (তাবারী ২০/৩৬৬)

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ *হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ।* **جَوَاب** শব্দটি **جَابِيَة** শব্দের বহুবচন। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, **جَابِيَة** ঐ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি রাখা হয়। আর *'কুদুর রাসিয়াত'* বলা হয় ঐ সব বড় পাত্রকে যেগুলি খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলিকে এদিক ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভব হতনা। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছিলেন ঃ

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক।

شُكْر শব্দটি فِيْل ছাড়াই مَصْدَر রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা مَفْعُول لَهُ হয়েছে এবং দু'টিই হয়েছে উহ্যরূপে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন কথা ও নিয়াত দ্বারা হয়, তেমনি কাজ দ্বারাও হয়।

আবূ আবদুর রাহমান আল হুবিলী (রহঃ) বলেন যে, সালাতও শোকর, সিয়াম পালন করাও শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য করা হয় সবই শোকর। অর্থাৎ এগুলি সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর সর্বোৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করা। (তাবারী ২০/৩৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দাঊদের (আঃ) সালাতই ছিল সবচেয়ে পছন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং এর পরের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম ছিল দাঊদের (আঃ) সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম অবস্থায় থাকতেন এবং পর দিন সিয়াম পালন করতেননা। তাঁর মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনও পালাতেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৫২৫, মুসলিম ২/৮১৬)

এখানে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ফুযাইল (রহঃ) হতে দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ আছার বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, দাঊদ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন ঃ হে আমার রাব্ব! কিরূপে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারাতো আপনার একটি নি'আমাত! জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন তুমি বুঝতে পারলে যে, সমস্ত নি'আমাত আমারই পক্ষ থেকে আসে তখনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে। (দুররুল মানসুর ৬/৬৮০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। এটি একটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর দান।

১৪। যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন	١٤. فَلَمَّا قَضَيۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَوۡتَ

জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।	مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যু

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পরেও তাঁর মৃতদেহটি তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়েই ছিল। তাঁর অধীনস্ত জিনেরা তিনি জীবিত আছেন ভেবে বড় বড় কঠিন কাজগুলি করেই যাচ্ছিল। (তাবারী ২০/৩৭০)

এভাবেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা যখন উঁই পোকায় খেয়ে শেষ করে ফেলে তখন তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে যায়। ঐ সময় জিনেরা তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন শুধু মানুষই নয়, বরং জিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাদের মধ্যে কেহই গাইবের খবর রাখেনা। এটাই এখানে বলা হয়েছে যে ঃ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْته إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُل مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَت الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِين *তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতনা।*

১৫। সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন! দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব!	١٥. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ
১৬। অতঃপর তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।	١٦. فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ
১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা।	١٧. ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ

সাবাবাসীর অস্বীকৃতি এবং তাদের শাস্তি

সাবা গোত্র ইয়ামানে বসবাস করত। তাদের প্রাচীন বাদশাহর নাম ছিল তুব্বা। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিলেন। এরা বড় নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে

ছিল। অনেক প্রাচুর্য, ভোগ-বিলাস এবং বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করছিল। ফল-ফসল এবং প্রচুর খাদ্যের তারা অধিকারী ছিল। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের কথা বুঝালেন। কিছু দিন তারা দা'ওয়াত মেনে চলল। কিন্তু পরে যখন তারা বিরুদ্ধাচরণ করল, মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা করল তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এর বিবরণ হল নিম্নরূপ ঃ

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফারওয়াহ ইব্ন মুসাইক আল গুতাফি (রাঃ) বলেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের নাম, নাকি কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা কোন নারীর নামও ছিলনা এবং কোন এলাকাও ছিলনা, বরং সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায়। যে ছয়জন ইয়ামানে বসবাস করছিল তাদের নাম ছিল ঃ কিনদাহ, আশআ'রীউন, আয্দ, মুয্হিজ, হিমাইয়ার এবং আনমার। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম ছিল ঃ লাখাম, জুযাম, আ'মিলাহ এবং গাসসান। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ *'আনমার'* কারা? তিনি বললেন ঃ যারা *'গাসাম'* এবং *'বাযিলাহ'*। (তাবারী ২০/৩৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৯/৮৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ সাবার পূরা নাম ছিল আব্দ সাম্স ইব্ন ইয়াশযুব ইব্ন ইয়া'রুব ইব্ন কাহতান। তাকে সাবা বলার কারণ ছিল এই যে, সে'ই প্রথম আরাব যে নিজ এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিল। সে'ই শত্রুদেরকে বন্দী করার প্রথা চালু করেছিল। তাকে 'আর রইশ'ও বলা হত। কারণ সে'ই প্রথম যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তার লোকদেরকে বিতরণ করেছিল। আরাবরা সম্পদকে 'রিশ' অথবা 'রিয়াশ' বলে থাকে।

কাহ্তানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি হল ঃ তিনি ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহের (আঃ) বংশধর। দ্বিতীয় উক্তি হল ঃ তিনি আবির অর্থাৎ হুদের (আঃ) বংশধর। তৃতীয় উক্তি হল ঃ তিনি ইসমাঈল ইব্ন

ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বংশধর।

এসবগুলি ইমাম হাফিয আবূ উমার আবদুল বার নামারী (রহঃ) তাঁর *আল মুসাম্মা আল ইনবাহ 'আলা যিক্র উসূল আল কাবা'ইল আল রূওআত* নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

'সে আরাবেরই একজন ছিল' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার অর্থ হল সে ছিল মূল আরাবদের একজন। অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও সে সেখানে ছিল, যার বংশধারা চলে আসছে সাম ইব্ন নূহ থেকে। উপরে উল্লিখিত তৃতীয় মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণীয় হয়নি। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তবে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 'আসলাম' গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ। (ফাতহুল বারী ৬/২৬১)

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশক্রম ইবরাহীম খলীল (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আসলাম আনসারগণেরই একটি গোত্র ছিল। আর আনসারগণের আউস এবং খাযরাজ গোত্রের সবাই ছিলেন গাসসান বংশোদ্ভূত। তারা সবাই ছিলেন ইয়ামানী। সবাই সাবার সন্তান। এরা ঐ সময় মাদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আর একটি দল সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। তাদেরকে গাস্সানী বলার কারণ এই যে, ঐ নামের পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ স্থানটি মুশাল্লালের নিকট অবস্থিত। হাসসান ইব্ন সাবিতের (রাঃ) কবিতায়ও এটা পাওয়া যায়। তিনি তার কবিতায় বলেন ঃ তুমি যদি আমাদের ব্যাপারে জানতে চাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমরা হলাম এক অভিজাত বংশধর যাদের সাথে সংযোগ রয়েছে আল আজ্দ গোত্রের এবং আমরা হলাম গাসসান পানির এলাকার লোক। গাসসান ছিল একটা কূপের নাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন ঃ সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ঔরষজাত পুত্র নয়। কেননা তাদের কেহ কেহ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল, যেমন নসবনামার কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা। কেহ কেহ সেখানে থেকে গেল; আবার কেহ কেহ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল।

‘মা আরিব’ এর বাঁধ এবং প্লাবন

বাঁধের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝর্ণাধারা বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি শক্ত বাঁধ বেঁধে দিয়েছিল। ঐ বাঁধের কারণে পানি পাহাড়ের অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠত। ঐ বাঁধের দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল। সব সময় ওটা ফল-ফুলে তরু-তাজা থাকত। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন মহিলা ডালা নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালাটি ফলে ভর্তি হয়ে যেত। গাছ হতে যে ফলগুলি আপনা আপনি পড়ত ওগুলি এত বেশী হত যে, হাত দ্বারা গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে নেয়ার কোন প্রয়োজনই হতনা। এ দেয়ালটি মা’রিবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ’ হতে তিন দিনের দূরে ছিল। আল্লাহর ফাযল ও কারমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল যে, সেখানে মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলইনা। এটা এ জন্যই ছিল যে, যেন সেখানকার লোকেরা আল্লাহর একাত্মবাদকে মেনে নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করে। এগুলিই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম। গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান ছিল এবং ছিল নাহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন ঃ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রাব্ব।

فَأَعْرَضُوا কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং তাঁর নি‘আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠল। যেমন হুদহুদ এসে সুলাইমানকে (আঃ) খবর দিল ঃ

وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ

مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

এবং আমি 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; শাইতান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২২-২৪)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ *ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যখন তাদেরকে শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন তখন তিনি বাঁধের উপর বড় বড় ইঁদুর প্রেরণ করেন। তারা বাঁধটিতে গর্তের সৃষ্টি করে। (তাবারী ২০/৩৭৮, ৩৮০) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তাদের গ্রন্থে লিখা পেয়েছিল যে, তাদের বাঁধ ইঁদুরের গর্ত করার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য তারা কিছু দিনের জন্য বিড়াল নিয়ে এসে পুষতে শুরু করে। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন বিড়ালের ভয় উপেক্ষা করে ইঁদুরেরা বাঁধে পৌঁছে যায় এবং ওতে গর্ত করতে থাকে, যার পরিণামে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। (তাবারী ২০/৩৮১) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ ঐ ইঁদুরগুলি ছিল মরুভূমির বৃহদাকারের ইঁদুর। ওগুলি গর্ত করে বাঁধের তলদেশে পৌঁছে যায়। ফলে ওটি খুব দুর্বল হয়ে যায়। অতঃপর প্লাবনের পানির চাপে বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পানি বইতে থাকে এবং ওর চলার পথের মাঠের ফসলসহ ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা যা কিছু ছিল সব ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ২০/৩১)

পাহাড়ের চারিদিকে যে সমস্ত গাছ-পালা ছিল তার উপর দিয়ে বন্যার পানি বয়ে যাওয়ার ফলে, পানি চলে যাওয়ার পর ওগুলি শুকিয়ে মরে যায়। সবুজ শ্যামল যে গাছগুলি বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন করত তা মরে শুকিয়ে অন্য রূপ ধারণ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ

قَلِيلٍ *এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু কুল গাছ।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ উহা ছিল তিক্ত ও ঝাঝযুক্ত খারাপ জাতীয় ফল। (তাবারী ২০/৩৮২, ৩৮৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) وَأَثْلٍ এর অর্থ করেছেন ঝাউ গাছ। অন্যেরা বলেছেন যে, ইহা হল ঝাউ গাছ জাতীয় এক প্রকার গুল্ম যা থেকে কস বের হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ *এবং কিছু কুল গাছ।* বলা হয়েছে যে, ঐ বাগানগুলিতে যে সমস্ত গাছ-পালা পরবর্তী সময়ে জন্মেছিল তার মধ্যে উত্তম গাছ ছিল ঐ কুল গাছ, যার সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে বাগান দু'টি ছিল বিভিন্ন সুস্বাদু ফলে সাজানো, মানুষকে শান্তির ছায়া দানকারী, প্রকৃতির রূপে-বর্ণে ভরপুর তা পরিণত হল তিক্ত, বিস্বাদ ও কাঁটাযুক্ত বাগানে, যা থেকে কোন আহার্য ফল আর উৎপন্ন হতনা। এর কারণ ছিল এই যে, ওখানকার বাসিন্দারা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করেছিল এবং পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়েছিল। তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ *আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কেহকেও এমন শাস্তি দিইনা।* অর্থাৎ তাদের অবিশ্বাসের কারণেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ অবিশ্বাসী কাফির ছাড়া আল্লাহ আর কেহকেও শাস্তি দেননা। (বাগাবী ৩/৫৫৫)

১৮। তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে	١٨. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ۖ

سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ	**বলেছিলাম ঃ তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।**
١٩. فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدۡ بَيۡنَ أَسۡفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَجَعَلۡنَـٰهُمۡ أَحَادِيثَ وَمَزَّقۡنَـٰهُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	**১৯। কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন! এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।**

সাবাবাসীদের ব্যবসা-বানিজ্য এবং তাদের ধ্বংস

এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সাবাবাসী আল্লাহর কাছ থেকে কি ধরণের নি'আমাত লাভ করেছিল। তাদের ছিল বড় বড় বিলাস বহুল অট্টালিকা, প্রচুর খাদ্যসম্ভার, নিরাপদ খিলান করা বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকার গাছ-পালা ও ফলের বাগান এবং ফল ও ফসল। তারা যখন ভ্রমণে বের হত তখন তাদের সাথে খাদ্য কিংবা পানি বহন করে নিয়ে যেতে হতনা। যেখানেই তারা বিশ্রামের জন্য থামত সেখানেই তারা পানি এবং ফল পেত। তারা তাদের চলতি পথে দুপুরে এক জায়গায় বিশ্রাম নিত এবং রাতে অন্য জায়গায় পৌঁছে ঘুমিয়ে যেত। এ সবই তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পেত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا *তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।* মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে এবং অন্যান্যরা যেমন কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এটি সিরিয়ার একটি শহর। এর অর্থ হল তারা ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অতি সহজে ও আরামের সাথে ভ্রমণ করত, যার একটির সাথে অপরটির যোগাযোগ ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত শহরে আল্লাহর রাহমাত ছিল তার মধ্যে জেরুযালেমও একটি। (তাবারী ২০/৩৮৬)

قُرًى ظَاهِرَةً ঐ সমস্ত শহরের পরিবেশ ছিল সুন্দর এবং যাতায়াত ব্যবস্থাও ছিল উন্নত। ফলে এক জায়গায় দুপুরের খাবার খেয়ে রওয়ানা দিয়ে রাত কাটানোর জন্য অন্য জায়গায় পৌঁছে যেত।

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ভ্রমণ যাতে সহজ হয় সেই জন্য তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা করে দেয়া হয়েছিল। আর রাতে কিংবা দিনে সব সময়েই ভ্রমণে যাতে কোন বিপদাপদ না হয় সেই রকম সুরক্ষিত ছিল ভ্রমণের পথগুলি।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ *কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের সফরের মনযিলগুলির ব্যবধান বর্ধিত করুন!* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে ব্যর্থ হল। তারা চাইল যেন ভ্রমণের সময় তাদের সাথে খাদ্য দ্রব্য বহন করে নিতে হয়, পথে যেন ভ্রমণের ঝুকি থাকে এবং গরমের কষ্ট ও বিপদের আশংকা থাকে।

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ *এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম।* এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি যাদেরকে এত প্রাচুর্য দান করেছিলেন তারা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে বরং নিজেদের উপর যুল্ম চাপিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন শাস্তি প্রদান করেন যে, তারা ইতিহাসের পাতায় ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকায় স্থান পেয়ে যায়। তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, যে সুরম্য প্রাসাদে তারা বসবাস করত এবং যে সুস্বাদু ফল ও খাদ্য তারা আহার করত তা ধ্বংস হওয়ার ফলে উত্তম বাসস্থান ও খাদ্যের অন্বেষনে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তাই যারা তাদের বাসস্থান থেকে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে আরাবরা 'সাবা'র মত ছড়িয়ে পড়েছে' বলে থাকে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور *(এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে)* তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলছেন যে, যারা আল্লাহর অশেষ নি'আমাত, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভ করার পরেও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে শির্ক ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যারা এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য বিস্ময়কর ফাইসালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ-আপদে পতিত হয় ও তাতে ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে। মোট কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মু'মিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় তাতেও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। (আহমাদ ১/১৭৩, নাসাঈ ৬/২৬৩)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের জন্য বিস্ময় যে, আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। সে যদি শান্তি ও আরাম লাভ করে এবং শুকরিয়া আদায় করে তাহলে তা হয় তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু এটা শুধু মু'মিনের জন্যই। (ফাতহুল বারী ১০/১০৭)

মুতাররিফ (রহঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কতই না উত্তম! যখন সে কোন নি'আমাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন বিপদে পড়ে তখন ধৈর্যশীল হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯২)

২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল।	٢٠. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

২১। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।	٢١. وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيۡهِم مِّن سُلۡطَٰنٍ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يُؤۡمِنُ بِٱلۡأٓخِرَةِ مِمَّنۡ هُوَ مِنۡهَا فِي شَكٍّۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٌ

কাফিরদের ব্যাপারে ইবলীসের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে সত্য হল

সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা শাইতান ও তার মুরীদদের সাধারণভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, ভালর বদলে মন্দ বেছে নিয়েছে। ইবলীস তাদের উপাসনার স্থানে বসে গেছে। সে বলেছিল ঃ

أَرَءَيۡتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمۡتَ عَلَيَّ لَئِنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) সে আরও বলেছিল ঃ

ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ

অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭) এ ধরণের আরও বহু আয়াত বর্ণিত রয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ *তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা*

আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। সে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার এই প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হিকমাত এই ছিল যে, যাতে মু'মিন ও কাফিরদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর সত্য হয়ে যায়। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনও শাইতানকে মানবেনা। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনুগত থাকবে।

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। মু'মিনগণ তাঁরই হিফাযাতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা।

২২। তুমি বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমান কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই এবং না তারা সাহায্যকারী।	٢٢. قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ
২৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কী বললেন?	٢٣. وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ

তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।	ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

মূর্তি পূজকদের দেবতাদের অসহায়ত্বতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বূদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন পীর নেই, কোন শরীক নেই, সঙ্গী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাক, জেনে রেখ যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, আর না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের থেকে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেননা। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইয্যাত ও মর্যাদা এমনই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেহ কারও জন্য সুপারিশ করার সাহস রাখেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআ'তের জন্য দাঁড়াবেন এবং সবাই ফাইসালার জন্য তাদের রবের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। কতক্ষণ যে আমি সাজদাহয় পড়ে থাকব তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ঐ সাজদাহয় আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব যা আমি এখন বলতে পারছিনা। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৮, মুসলিম ১/১৮৫)

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ *অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন।* ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রবের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় অহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তারা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাঁদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই সময় রবের কি হুকুম নাযিল হল? আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন তাদের অন্তর

থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন তাদের কেহ কেহ অন্যদেরকে বলেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন? যে মালাইকা আরশ ধারণ করে আছেন তারা বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন। এভাবে তাদের কাছে যারা থাকেন তারা এবং তাদের কাছে যারা থাকেন তারা, এভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্ন আসমান পর্যন্ত সবাই একই কথা বলতে থাকেন। তারা এর সাথে বাড়িয়ে বলেননা এবং কমও করেননা।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ *তিনি সমুচ্চ, মহান* - এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখনই আল্লাহ তা‘আলা কোন বিষয়ে অহী নাযিল করেন তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ নাড়তে থাকেন। ফলে তা থেকে যে শব্দ হয় তা যেন কোন পাথরের উপর শিকলের আঘাতের ঝনঝনানির শব্দ। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে যায় তখন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? উত্তরে তারা বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ সত্য বলেছেন। তারা যে বাণী শোনেন তা তাদের কাছের মালাইকাকে জানিয়ে দেন। বর্ণনাকারীদের একজন সুফিয়ান (রহঃ) তার হাতের আঙ্গুলগুলি একটির উপর আর একটি খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দেন। এভাবে একদল মালাইকা তার কাছের দলকে জানিয়ে দেন। সেই দল আবার তাদের নিকটের দলকে জানিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তা নিম্ন আকাশের মালাইকার কাছে পৌঁছে যায়। কখনও কখনও ঐ বাণী দুষ্ট জিন/শাইতান চুরি করে শুনে ফেলে এবং সে তা কোন গণক অথবা জোতিষীর কাছে বলে দেয়। জিন/শাইতানের কাছ থেকে গণক বা জোতিষী যা শুনতে পায় তার সাথে আরও শত শত মিথ্যা যোগ করে অন্যদেরকে বলে। তার বলা কথাগুলোর মধ্য থেকে যে সত্য কথাটি রয়েছে তা যখন মানুষ দেখতে পায় তখন বলা হয় যে, সে অমুক কথা বলেছিল এবং তা সত্যি হয়েছে। ফলে তার অন্যান্য মিথ্যা কথাও লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে। (ফাতহুল বারী ৮/৩৯৮, আবূ দাঊদ ৪/২৮৮, তিরমিযী ৯/৯০, ইব্ন মাজাহ ১/৬৯)

২৪। বল ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাকে রিয্ক প্রদান করে? বল ঃ আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।	٢٤. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ

هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ	
٢٥. قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ	২৫। বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।
٢٦. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ	২৬। বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ।
٢٧. قُلْ أَرُونِىَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	২৭। বল ঃ তোমরা আমাকে দেখাও তাদেরকে যাদেরকে শরীক রূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর অংশীদার নয়

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও আহারদাতা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। যেমন তারা স্বীকার করে যে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্নকারী একমাত্র আল্লাহ। অনুরূপভাবে তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ হে নাবী! তুমি এই কাফির

মুশরিকদেরকে বল ঃ যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এত মতানৈক্য ও মতভেদ রয়েছে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর এবং অপর দল বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। এটা হতে পারেনা যে, উভয় দলই হিদায়াতের উপর রয়েছে বা উভয় দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে।

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ আমরা হলাম একাত্মবাদী এবং আমরা একাত্মবাদের স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আর তোমরা রয়েছ শিরকের উপর, তোমরা যা করছ তার কোন দলীল তোমাদের কাছে নেই। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আবী মারিয়াম (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা রয়েছ বিভ্রান্তির উপর। (তাবারী ২০/৪০১) অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ *বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।* আমরা তোমাদের হতে ও তোমাদের আমল হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত। তবে হ্যাঁ, আমরা যে পথে রয়েছি তোমরাও যদি সেই পথে চল তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং আমরা তোমাদের হব। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকবেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ. لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ.

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর, এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি, এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ, এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-৬) জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا হে নাবী! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ কিয়ামাতের মাঠে সকলকে একত্রিত করবেন এবং আমাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করে দিবেন। সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন আমাদের সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। ঐ দিন তারা জানতে পারবে যে, কে সফলকাম এবং কে নিরবচ্ছিন্ন সুখী জীবন লাভ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا وَلِقَآىِٕ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪-১৬)

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ আল্লাহ তা‘আলা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফাইসালাকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনও না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসাবে তাদেরকে দেখাতে সক্ষম হবেনা। কেননা তিনিতো তুলনাবিহীন এবং শরীকবিহীন। তিনি একক। তিনি পরাক্রমশালী। তিনি সকলকেই নিজের অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি অতি পবিত্র ও মহান। মুশরিকরা তাঁর প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

২৮। আমিতো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।	٢٨. وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ
২৯। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?	٢٩. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
৩০। বল ঃ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন যা মুহুর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবেনা, ত্বরান্বিত করতেও পারবেনা।	٣٠. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوۡمٍ لَّا تَسۡتَـٔۡخِرُونَ عَنۡهُ سَاعَةً وَلَا تَسۡتَقۡدِمُونَ

সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূলকে (সাঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তাদের সবাইকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আর এক আয়াতে আছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে

বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৬)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ *আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি।* মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আরাব এবং অনারাব সবার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি অনুগত। (তাবারী ২০/৪০৫)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (এক মাসের পথের দূরত্ব হতে শত্রুরা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। (২) আমার জন্য সমস্ত যমীনকে সাজদাহর জায়গা এবং ওর মাটি পবিত্র করা হয়েছে, ফলে আমার উম্মাতের যে কেহই যে কোন জায়গায়ই থাকুক, সালাতের সময় হলে সে সেখানেই সালাত আদায় করে নিতে পারে। (৩) আমার পূর্বে কোন নাবীর জন্য গাণীমাতের মাল হালাল ছিলনা, কিন্তু আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে শাফা‘আত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধু তার কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে সমস্ত মানুষের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ আমাকে সাদা ও কালো উভয়ের জন্য

নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/১৪৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ করা হয়েছে দানব ও মানব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরাব ও অনারাব উভয়ের জন্য নাবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে কাফিরদের জিজ্ঞাসা এবং ওর উত্তর

এরপর কাফিরেরা যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি (কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি) কখন বাস্তবায়িত হবে? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা (কিয়ামাত) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবেনা এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবেনা। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয়না। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪-১০৫)

৩১। কাফিরেরা বলে ঃ আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবনা, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না। হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।	٣١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ بِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
৩২। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে অপরাধী।	٣٢. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ
৩৩। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো	٣٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ

দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে।	وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কাফিরদের পৃথিবীতে সত্য অস্বীকার এবং কিয়ামাত দিবসে একে অপরের সাথে বাক-বিতন্ডা

কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও বাতিল জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা ফাইসালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআনুল হাকীমের সত্যতার হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবেনা। এমনকি ওর পূর্ববর্তী কিতাবগুলির উপরও না। তারা তাদের এই কথার স্বাদ ঐ সময় গ্রহণ করবে যখন আল্লাহর সামনে জাহান্নামের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে। প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে ঃ

لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা রাসূলকে (সাঃ) বিশ্বাস করতাম এবং মু'মিন হতাম। অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে বলবে ঃ

أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল নেই।

অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দলীলসমূহ তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তোমরা ঐগুলির অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেন মেনেছিলে? সুতরাং তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। অনুসারীরা আবার অনুসৃতদেরকে জবাব দিবে ঃ

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ প্রকৃতপক্ষে তোমরাইতো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, তোমাদের আকীদাহ ও আমল ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন তাঁর শরীক স্থাপন করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আমাদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকার এটাই কারণ। ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলে।

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ করবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবী করবে। অতঃপর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে।

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিবেন। ঐ শিকল দিয়ে তাদের দুই হাতও বাঁধা থাকবে। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই মন্দ প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে। দেহ ঝলসানো মাংস তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৬৩)

৩৪। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।	٣٤. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ
৩৫। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা।	٣٥. وَقَالُواْ نَحۡنُ أَكۡثَرُ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ
৩৬। বল ঃ আমার রাব্ব যার প্রতি ইচ্ছা রিয্ক বর্ধিত করেন, অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা।	٣٦. قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ
৩৭। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।	٣٧. وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ
৩৮। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা	٣٨. وَٱلَّذِينَ يَسۡعَوۡنَ فِـ

ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰٓئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ	**শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।**
٣٩. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ	**৩৯। বল ঃ আমার রাব্ব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা ওটা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।**

যারা যৌলুসের সাথে বসবাস করে তারা রাসূলকে (সাঃ) অবিশ্বাস করে এবং সম্পদ ও সন্তানের মোহে বিপদগামী হয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মত চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দিচ্ছেন। যে লোকালয়েই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদেরকে অমান্য করেছে। তবে গরীবেরা তাঁদের অনুগত হয়েছে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১১১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৭) সালিহর (আঃ) কাওমের প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল ঃ

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ

তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৭৫-৭৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ যখন আমি কোন লোকালয়ে সতর্ককারী অর্থাৎ নাবী বা রাসূল প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী, ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ

তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

কাফির ও মুশরিকেরা বলত ঃ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। এ কথা তারা ফখর করে বলত যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি তাদের উপর তাঁর বিশেষ মেহেরবানী না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এতসব নি'আমাত দান করতেননা। আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জায়গায়ই তাদের এ দাবী খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫) অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالاً مَّمْدُودًا. وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَٰتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ। এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে

দিয়েছি স্বচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ১১-১৭)

ঐ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে, যার দু'টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার করেনি। আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের পূর্বেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। দুনিয়ায় তিনি শত্রু-মিত্র সকলকেই দান করে থাকেন। গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং তাতে অন্য কোন হিকমাত লুকায়িত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও তোমাদের সম্পদের দিকে তাকাননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে। (আহমাদ ২/৫৩৯, মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। তাদের এক একটি সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির

থেকে ভিতর দেখা যাবে। তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কার জন্য? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে উত্তম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খেতে দেয়, অধিক সিয়াম পালন করে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ৮/৪৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিবে এবং রাসূলদের অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা খুব কম দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন অতি দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করছে। তাঁর এ হিকমাতের কথা কেহ বুঝতে পারবেনা। এর গোপন রহস্য তিনিই জানেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অর্থাৎ আখিরাতের ফাযীলাত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে যেমন ধনী ও গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উঁচু ও নীচু স্তর আছে, ঠিক তেমনই আখিরাতেও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদে অবস্থান করবে। আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে মর্যাদাহীন অবস্থায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হল ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি মুসলিম এবং প্রয়োজন মত রুযী পায়, আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে অল্পে তুষ্ট রাখা হয়। (মুসলিম ২/৭৩০)

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর বৈধ করা কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি

তাদেরকে দুনিয়ায় এবং অখিরাতে প্রদান করবেন।

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন মালাক/ফেরেশতা দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস করুন। আর একজন মালাক দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খরচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। (মুসলিম ১/৭০০)

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে বিলাল (রাঃ)! খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার আশংকা করনা। (তাবারানী ১০/১৯১)

৪০। যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?	٤٠. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ
৪১। মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।	٤١. قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ
৪২। আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুল্ম করেছিল তাদেরকে বলব ঃ তোমরা যে আগুনের শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।	٤٢. فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

কিয়ামাত দিবসে মালাইকা তাদের ইবাদাতকারীদেরকে অস্বীকার করবে

কিয়ামাত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিরুত্তর এবং ওযরবিহীন করার জন্য মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, যাদের কৃত্রিম ছবি তৈরী করে মুশরিকরা পূজা-অর্চনা করত এই আশায় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। বলা হবে ঃ

أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের ইবাদাত করতে বলেছিলে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানে বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَـٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ

তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৭) যেমন তিনি ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন ঃ

ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ

তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬) অনুরূপভাবে মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم আপনি পবিত্র ও মহান। আপনার কোন শরীক নেই। আমরা নিজেরাইতো আপনার বান্দা। আমরা এই মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক।

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ তারাতো পূজা করত শাইতানদের। শাইতানেরাই তাদের জন্য মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল। আর তারাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শাইতানের উপরই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ ٱللَّهُ

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭-১১৮) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلاَ ضَرًّا সুতরাং হে মুশরিকের দল! তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক করেছিলে তাদের একজনও তোমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা। এই কঠিন দিনে তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কারণ তাদের কারও কোন প্রকারের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। আজ আমি আল্লাহ স্বয়ং এই যালিম মুশরিকদেরকে বলব ঃ

ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ তোমরা যে আগুনের লেলিহান শিখার শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

৪৩। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ তোমাদের পূর্ব-পুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাঁধা দিতে চায়। তারা আরও বলে ঃ এটাতো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়। এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে ঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু!	٤٣. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

٤٤. وَمَآ ءَاتَيۡنَـٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدۡرُسُونَهَا ۖ وَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرٍ	৪৪। আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।
٤٥. وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعۡشَارَ مَآ ءَاتَيۡنَـٰهُمۡ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ	৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি!

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য এবং উহা খন্ডন

কাফিরদের ঐ দুষ্টামি ও দুষ্কর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার জীবন্ত বাণী তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকে। তা মেনে নেয়া এবং ওর উপর আমল করাতো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

দেখ, مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদাত করত এই ব্যক্তিইতো তার ইবাদাতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে।

مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى আর এটাতো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

আমি وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ

তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। এ জন্য বহু দিন থেকে তারা আকাংখা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহর কোন রাসূল তাদের কাছে আসেন অথবা যদি আল্লাহর কিতাব তাদের উপর নাযিল করা হয় তাহলে তারা সবচেয়ে বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন তখন তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করল।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের পরিণাম তাদের সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন-সম্পদে তাদের উপরে ছিল। এরাতো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসেনি। তাদের দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা'ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮২)

فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ সুতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে,

আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে তিনি স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৪৬। বল ঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।	٤٦. قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

রাসূলকে (সাঃ) কাফিরদের পাগল বলা এবং উহা খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّه مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ হে মুহাম্মদ! যে কাফিরেরা তোমাকে পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা এক কাজ কর, নিষ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস কর, মুহাম্মাদ কি পাগল? আর ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও। তোমরা এককভাবেও চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, একগুঁয়েমী, হঠকারিতা এবং কথার প্যাঁচ তোমাদের মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও। এভাবে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, মুহাম্মাদ পাগল নন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ বরং তিনি সবারই শুভাকাংখী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছেন যে বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছ। এই নাবীতো তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরাবের প্রথা অনুযায়ী **يَاصَبَاحَاهُ** বলে উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন। কুরাইশের লোকেরা এ ডাক শুনেই দৌড়ে এলো এবং সেখানে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ শোন, আমি যদি বলি যে, শত্রু সৈন্য তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে, তারা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলল ঃ হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে ঐ আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর এ কথা শুনে অভিশপ্ত আবূ লাহাব বলল ঃ তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের সূরাটি নাযিল হয় ঃ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (সূরা মাসাদ, ১১১ ঃ ১) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলি وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (২৬ ঃ ২১৪) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

৪৭। বল ঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই, আমার পুরস্কারতো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।	٤٧. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ
৪৮। বল ঃ আমার রাব্ব সত্য নিক্ষেপ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।	٤٨. قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ
৪৯। বল ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু	٤٩. قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ

ٱلْبَـٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ	সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।
٥٠. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ	৫০। বল ঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাব্ব অহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট।

‘দা‘ওয়াত প্রচারের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাইনা’ এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন ঃ

مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّه আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে আমি দীনী আহকাম পৌঁছে দিচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছিনা। বিনিময়তো আমাকে আল্লাহ তা‘আলাই দিবেন। তিনি সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে যাবে। নিম্নের আয়াতটিও এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ১৫) পৃথিবীতে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার কাছে খুশি সত্যসহ মালাইকা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তাঁর কাছে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই।

جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ আল্লাহর নিকট হতে হক এবং মুবারাক শারীয়াত এসেছে। আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান

আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮) মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার মূর্তিগুলোকে স্বীয় ধনুক দ্বারা আঘাত করছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন ঃ

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮১) আরও বলেছিলেন ঃ

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ *বল ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।* (ফাতহুল বারী ৮/২৫২, মুসলিম ৩/১৪০৯, তিরমিযী ৮/৫৭৩, নাসাঈ ৬/৪৮৩)

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

বল ঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি তাহলে তা এ জন্য যে, আমার প্রতি আমার রাব্ব অহী প্রেরণ করেন। যা কিছু উত্তম তা আল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলা যে অহী প্রেরণ করেন তাতে রয়েছে হক, পথ নির্দেশ এবং হিকমাত। সুতরাং যে বিপথগামী হয় তা হয় তার নিজের আমলের কারণে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমি যা বুঝি তা তোমাদেরকে বলি; যদি তা সঠিক হয় তাহলে জানবে যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে, আর তা যদি সঠিক না হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে অথবা শাইতানের তরফ থেকে। তখন সেই ব্যাপারে আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। (আবূ দাঊদ ২/৫৮৯)

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন, তিনি খুব নিকটেই আছেন। আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ তোমরা

কোন বধিরকেও ডাকছনা এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছনা, বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবূলকারী। (নাসাঈ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৯/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৬)

৫১। তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে।	٥١. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ
৫২। আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে?	٥٢. وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ
৫৩। তারাতো পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুড়ে মারত।	٥٣. وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ
৫৪। তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।	٥٤. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍۭ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি ঐ কাফিরদের কিয়ামাতের দিনের ভীতি-বিহ্বলতা দেখতে! সব সময় তারা শাস্তি হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। পালিয়েও না, লুকিয়েও না, কারও সাহায্যেও না এবং কারও আশ্রয়েও না। وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ বরং পাশ হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া হবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এদিকে কাবর হতে বের হবে আর ওদিকে আবদ্ধ হয়ে যাবে। (তাবারী ২০/৪২৩) এদিকে দাঁড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও হয়ে যাবে।

কিয়ামাতের দিন তারা বলবে ঃ آمَنَّا بِهِ আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ কিন্তু কোন লোক কোন দূরের জিনিস পাবার জন্য দূর থেকে হাত বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারেনা, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে ঐ লোকদের। আখিরাতের জন্য যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সেই কাজ সে আখিরাতে করতে চায়। সুতরাং আখিরাতে ঈমান আনা বৃথা। তখন আর না তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর না সেখানে কেঁদে-কেটে কোন লাভ হবে। না তাওবাহ, ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দিবে। ইতোপূর্বে দুনিয়ায় তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল। না তারা আল্লাহকে মেনেছিল, না রাসূলের উপর ঈমান এনেছিল, আর না কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই নিজের খেয়াল-খুশী মত তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তাঁর নাবীকে যাদুকর বলেছে, আবার কখনও পাগল বলেছে, কিয়ামাতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা প্রমাণে অন্যের ইবাদাত করেছে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে উপহাস

করেছে। এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে।

মুজাহিদ (রহঃ) وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ কিন্তু এখন তা কি করে সম্ভব? এখনতো (পরকালে) তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৪) যুহরী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তারা যখন পরকালে পৌঁছে যাবে তখন চাবে যে, তারা যাতে ঈমান আনতে পারে, কিন্তু তখনতো পার্থিব আমলের সমস্ত বিষয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তারা তখন (পরকালে) এমন জিনিসের প্রার্থনা করবে যা অর্জন করা আর কখনও সম্ভব নয়, কারণ ঈমান আনার ব্যাপারটি পৃথিবীতেই শেষ হয়ে গেছে যা অন্য এক জগতের জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তাদের কাছ থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা এখন পৃথক হয়ে গেছে।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ তারাতো এর পূর্বে পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ঈমান আনেনি, এখন ঈমান আনা কিংবা সৎ কাজ করে তা থেকে প্রতিদান পাবার আর কোন সুযোগ নেই।

وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ তারা তখন ঈমানের দা'ওয়াত কবূল করার ব্যাপারে ছিল ঘোর বিরোধী। তারা অদৃশ্য বিষয়ে ছিল সন্ধিহান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ

অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২২)

إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

আমরা মনে করি এটা একটি ধারনা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩২)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবস, জান্নাত এবং জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব নেই বলে তারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলত। (তাবারী ২০/৪২৯)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ *তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে।* হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার সময় শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী

২০/৪৩০) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তাওবাহ করার সময় শেষ হয়ে গেছে। (দুররুল মানসুর ৬/৭১৫) মুজাহিদ (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ দুনিয়ার শান-শওকত এবং লোকবলের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। (তাবারী ২০/৪৩১) ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং আরও অনেকেরও একই অভিমত। আসলে এ দুই মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করা হবে। তারা দুনিয়ায় বসে যার আশা করত এবং পরকালে যা থেকে আশ্রয় পেতে চায় তার কোনটাই তাদেরকে দেয়া হবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করত। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ.

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫)

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম জারীই থাকল। কাফিরেরা উপকার লাভে বঞ্চিত হল। সারা জীবন তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয়ন বৃথা।

কাতাদাহর (রহঃ) একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাক। এর উপর যার মৃত্যু হবে কিয়ামাতের দিন তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা যাবে তাকে ঈমানের উপরই উঠানো হবে।

সূরা সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ৩৫ ঃ ফাতির, মাক্কী

٣٥ – سورة فاطر ، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৫. রুকূ ৫)

(اَيَاتُهَا : ٤٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	١. ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি فَاطِر শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম একজন আরাব বেদুঈন থেকে জানতে পেরেছি। ঐ লোকটি তার এক সঙ্গী বেদুঈনের সাথে ঝগড়া করতে করতে এলো। একটি কূপের ব্যাপারে তাদের বিরোধ ছিল। ঐ বেদুঈনটি বলল ঃ اَنَا فَطَرْتُهَا আমিই প্রথমে ওটা বানিয়েছি। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এর অর্থ করেছেন ঃ পৃথিবী এবং আকাশমন্ডলীর উদ্ভাবক। (দুররুল মানসুর ৭/৩) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ যখনই কুরআনে فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ শব্দসমূহ উল্লেখ করা হয় তখনই এর অর্থ হবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা। (দুররুল মানসুর ৭/৩)

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ আল্লাহ তা‘আলা নিজের ও তাঁর নাবীগণের মাঝে মালাইকাকে দূত করেছেন। মালাইকার ডানা রয়েছে, যার দ্বারা তারা উড়তে পারেন। যাতে তারা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূলদের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই ডানা বিশিষ্ট, কারও কারও তিন তিনটি ডানা আছে এবং কারও আছে চার চারটি ডানা। কারও কারও ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি’রাজের রাতে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ’টি ডানা ছিল। প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ইচ্ছা করলে তাদের ডানা বৃদ্ধি করেন অথবা যেভাবে খুশি সেইভাবে সৃষ্টি করেন। (দুররুল মানসুর ৭/৪)

٢. مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ	**২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উম্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

আল্লাহর করুণা কেহ স্থগিত করতে পারেনা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেননা তা কখনও হয়না। যখন তিনি কেহকেও কিছু দেন তখন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা। আর যাকে তিনি দেননা তাকে কেহ দিতে পারেনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুগিরাহ ইব্ন শু’বাহর (রাঃ) আযাদকৃত দাস ওয়াররাদ (রাঃ) বলেন ঃ মু‘আবিয়া (রাঃ) মুগিরাহ ইব্ন শু’বাহকে (রাঃ) একটি চিঠিতে লিখেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

থেকে আপনি যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে জানান। তখন মুগিরাহ (রাঃ) লিখার জন্য আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমি লিখলাম ঃ ফার্‌য সালাত আদায় করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করতে শুনেছি ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيْر. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য-রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ রোধ বা বন্ধ করতে পারেনা এবং আপনি যা দেননা তা কেহ দিতে পারেনা। আর ধনবানকে ধন তার নিজ হতে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা।

আমি তাঁকে পরচর্চা/খোশগল্প করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা, অর্থের অপচয় করা, শিশু কন্যাকে জীবন্ত কাবর দেয়া, মায়ের অবাধ্য হওয়া, নিজে গ্রহণ করে অথচ অন্যকে তা প্রদান না করার ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি। (আহমাদ ৪/২৫০, ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, ১১/১৩৭, ৫২১, মুসলিম ১/৪১৪, ৪১৫)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ’ হতে মাথা উঠানোর পর ঃ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন এবং তারপর নিম্নলিখিত কালেমাগুলি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَللَّهُمَّ أَهْلَ الثَّــنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার জন্যই প্রশংসা আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ। হে আল্লাহ! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা বিশিষ্ট। বান্দা যা বলে তা থেকে যা সত্য তা হল আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেহ বন্ধ করতে পারেনা এবং যা দেননা

তা কেহ দিতে পারেনা এবং ধনীকে তার ধন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন উপকার পৌঁছাতে পারেনা। (মুসলিম ১/৩৪৭) এ আয়াত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের আয়াতের মত ঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৭)

৩। হে লোকসকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয্ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ?	٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

তাওহীদের উদাহরণ

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সত্তা। কেননা সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা শুধুমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্যকে তাঁর অংশী করা অর্থাৎ মূর্তি কিংবা কোন দেব-দেবীর ইবাদাত করা সম্পূর্ণ ভুল।

لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ *তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ।* আসলে তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। অতএব তোমরা এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সত্ত্বেও কেমন করে

অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছ? কি করেই বা তোমরা অন্যের ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৪। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহর নিকটই সব কিছু প্রমানিত হবে।	٤. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ
৫। হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।	٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ
৬। শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।	٦. إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছিল বলে সান্ত্বনা দান এবং কিয়ামাত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যদি তোমার যুগের কাফিরেরা তোমার

বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে এতে তুমি মোটেই নিরুৎসাহিত হবেনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেও এরূপ আচরণ করা হয়েছিল।

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ হে লোকসকল! কিয়ামাত একটি ভীষণ ঘটনা। এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ এর ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা চরম সত্য। সেখানকার চিরস্থায়ী নি'আমাতের পরিবর্তে এখানকার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়না।

فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তির মোহ যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত না করে!

وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ *এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।* অর্থাৎ শাইতানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক থাকবে। তার প্রতারণার ফাঁদে কখনও পড়না। তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য কালামকে পরিত্যাগ করনা। সূরা লুকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩) এখানে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে শাইতানকে। এরপর মহান আল্লাহ শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا *শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর।* সে যা বলে তোমরা তার বিরোধিতা করবে। সে তোমাদেরকে কথার প্যাচে উত্তেজিত করতে চাইলে তোমরা তাকে উল্টা উত্তেজিত করে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিবে।

إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। তাহলে কেন তোমরা তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে?

আমরা মহাশক্তিশালী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে শাইতানের শত্রু করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে রক্ষা করেন। আর আমাদেরকে যেন তিনি তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান তা করতে তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবূলকারী।

এই আয়াতে যেমন শাইতানের শত্রুতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সূরা কাহফের নিম্নের আয়াতেও তার শত্রুতার বর্ণনা রয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

৭। যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।	٧. ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

৮। কেহকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎ কাজ করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।	٨. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের জন্য রয়েছে শাস্তি এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাইতানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম। এ জন্য এখানে বলা হচ্ছে ঃ কাফিরদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা শাইতানের অনুসারী ও রাহমানের অবাধ্য। মু'মিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে সৎ আমল রয়েছে সেজন্য তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে। কাফির ও বদ লোকেরা তাদের দুষ্কর্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء এরূপ বিভ্রান্ত লোকদের উপর তোমার কি ক্ষমতা আছে? হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর হাতে।

فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ সুতরাং তোমার উচিত তাদের জন্য চিন্তা না করা। তাদের কথা চিন্তা করে তোমার নিজেকে ধ্বংস করা উচিত না। আল্লাহর লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছাড়া আর কেহ জানেনা। পথভ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তাঁর হিকমাত নিহিত রয়েছে। তাঁর কোন কাজই হিকমাত বহির্ভূত নয়।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ বান্দার সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

৯। আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এ রূপেই হবে।	٩. وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ
১০। কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে, আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।	١٠. مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ
১১। আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ	١١. وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ

إِلَّا بِعِلْمِهِۦٓ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ	**ধারণ করেনা এবং প্রসবও করেনা; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।**

জীবন ও মৃত্যুর আলামত

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর কুরআনুল কারীমে প্রায়ই মৃত ও শুষ্ক জমি পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা হাজ্জে উল্লেখ করা রয়েছে।

ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ

অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) এতে বান্দার জন্য পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং মৃতদের জীবিত হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয়না। কিন্তু যখন মেঘ জমে বৃষ্টি হয় তখন ঐ জমির শুষ্কতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে পরিবর্তিত হয়। এভাবেই বানী আদমের উপকরণ কাবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরশের নীচ থেকে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে সবগুলি একত্রিত হয়ে কাবর থেকে উদগত হতে শুরু করবে, যেমন মাটি হতে গাছ বের হয়ে আসে কিংবা মাটি হতে চারা বের হয়। সহীহ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম সন্তান মাটিতে গলে পচে যায়। কিন্তু তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় *রেড়* বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, নষ্টও হয়না। এ হাড়ের দ্বারাই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আবার সৃষ্টি করা হবে। (মুসলিম ৪/২২৭১)

كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে। আবূ রাযীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আর তাঁর সৃষ্টিজগতে এর কি নিদর্শন আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আবূ রাযীন! তুমি কি তোমার আশে-পাশের যমীনের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওনি? তুমি কি দেখনি যে, জমিগুলি শুষ্ক ও ফসলবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় সেখান দিয়ে গমন কর তখন কি তুমি দেখতে পাওনা যে, ঐ জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? আবূ রাযীন (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এমনতো প্রায়ই চোখে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা মৃতকে জীবিত করবেন। (আহমাদ ৪/১২)

দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং বিজয় তাদেরই জন্য যারা আল্লাহকে মেনে চলে

মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّه الْعِزَّةُ جَمِيعًا কেহ ক্ষমতা, সম্মান প্রতিপত্তি চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সব ক্ষমতাতো আল্লাহরই। অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে। তিনিই তার এ উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহই একমাত্র সত্তা যাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা, ইয্যাত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

যারা মু’মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৯) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয্যাত আল্লাহরই জন্য। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু সম্মানতো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা

এটা জানেনা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তি/প্রতিমা পূজায় ইয্যাত নেই, ইয্যাতের অধিকারীতো একমাত্র আল্লাহ। (তাবারী ২০/৪৪৩) ভাবার্থ এই যে, ইয্যাত অনুসন্ধানকারীর আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত। আর এটাও বলা হয়েছে যে, কার জন্য ইয্যাত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, সমস্ত ইয্যাত আল্লাহরই জন্য। (তাবারী ২০/৪৪৪)

উত্তম আমল আল্লাহরই তরফ হতে

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ *কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই।* মুখারিক ইব্ন সুলাইম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করি সবগুলিরই সত্যতা আল্লাহর কিতাব হতে পেশ করতে পারি। জেনে রেখ যে, মুসলিম বান্দা যখন ঃ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللهُ اَكْبَرُ' تَبَارَكَ اللَّهُ

এই কালেমাগুলি পাঠ করে তখন মালাইকা/ফেরেশতারা এগুলি তাদের ডানার নীচে নিয়ে আসমানের উপর উঠে যান। এগুলি নিয়ে তারা মালাইকার যে দলের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন ঐ দলটি এই কালেমাগুলি পাঠকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের রাব্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে এই কালেমাগুলি পেশ করা হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২০/৪৪৪)

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিক্র করে তাদের জন্য এই কালেমাগুলি আরশের আশে-পাশে মৌমাছির মত গুনগুন করে আল্লাহর সামনে তাদের কথা আলোচনা করে। তোমরা কি পছন্দ করনা যে, সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহর সামনে আলোচিত হতে থাকুক? (আহমাদ ৪/২৬৮, ইব্ন মাজাহ ২/১২৫২)

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ *এবং সৎ কাজ ওকে উন্নীত করে।* আলী ইব্ন আবী

তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম কথা হল আল্লাহর যিক্‌র এবং উত্তম আমল হচ্ছে যথাসময়ে ফার্‌য কাজসমূহ পালন করা। যখন কেহ আল্লাহর যিক্‌র করার সাথে সাথে ফার্‌য আমলসমূহ পালন করতে থাকে তখন তার সমস্ত আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে, কিন্তু সে ফার্‌য আমলসমূহ করা থেকে বিরত থাকে তখন তার যিক্‌র আল্লাহ সুবহানাহু প্রত্যাখ্যান করেন। (তাবারী ২০/৪৪৫)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ *আর যারা মন্দ কাজের ফন্দি আটে*। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ যারা মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে তারা হল ঐসব লোক যারা ফাঁকিবাজ ও রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে থাকে। (তাবারী ২০/৪৪৭) বাহ্যিকভাবে যদিও এটা লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ও চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ পাবেই। জ্ঞানীরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে। কোন লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ তার চেহারায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার ভাষা ও কথা ঐ রংয়েই রঞ্জিত হয়ে থাকে। ভিতর যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। রিয়াকারীর বে-ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকেনা। নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা। মু'মিন ব্যক্তি পুরামাত্রায় জ্ঞানী ও বিবেকবান হয়ে থাকে। তারা তাদের ধোঁকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে।

আল্লাহই গাইবের মালিক এবং তিনিই ওয়াকিফহাল

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا আল্লাহ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বংশকে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানির (শুক্র বিন্দুর) মাধ্যমে জারী রেখেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও নারী। এটাও আল্লাহর এক বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্য নারী বানিয়েছেন, যারা তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ।

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯) নিম্নের আয়াতগুলিও এ আয়াতের অনুরূপ ঃ

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ. عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা’দ, ১৩ ঃ ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর এখানে বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه إِلَّا فِي كِتَاب কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে।

وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه তে ‘ه’ সর্বনামটির ফিরবার স্থান جنس অর্থাৎ মানব। কেননা দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপারটি কিতাবে রয়েছে এবং আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞানে তার আয়ু হতে কম করা হয়না।

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা যে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে তা পুরা করবেই। কেননা ঐ দীর্ঘায়ু তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যার

জন্য তিনি স্বল্পায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন ঐ পর্যন্তই পৌঁছবে। এ সবকিছু আল্লাহর কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ।

কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে সবই আল্লাহর অবগতিতে আছে এবং তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে চায় যে, তার রিয্ক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (ফাতহুল বারী ৪/৫৫৩, মুসলিম ৪/১৯৮২, আবূ দাঊদ ২/৩২১, নাসাঈ ৬/৪৩৮)

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ এটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ। এটা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

১২। দু'টি দরিয়া একরূপ নয়; একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর, এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ যে, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।	١٢. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহর দয়া ও নিদর্শন

বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের অসীম ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রকাশ করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। একটির পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয়। এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, বাগানে সব সময় প্রবাহিত হতে রয়েছে।

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا অন্যটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত, যার উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর থেকে মানুষ মাছ ধরে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে।

وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا আবার ওর মধ্য হতে অলংকার বের করে। অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২-২৩) وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ এই জাহাজগুলি পানি কেটে চলাফিরা করে। বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে থাকে, যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারে। যেন তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে পারে। সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারা যে বানিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে এ জন্য যেন তারা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তিনি এগুলিকে মানুষের অনুগত করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী হতে জাহাজ দ্বারা লাভবান হতে পারে। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন। এগুলি সবই তাঁর ফাযল ও কারম।

১৩। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ	١٣. يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ

وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ	করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব! সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়।
١٤. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ	১৪। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করছ তা তারা কিয়ামাত দিনে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা।

মূর্তি পূজকদের দেবতারা *‘এক কিতমীর’* পরিমানেরও মালিক নয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে অন্ধকারময় এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনও তিনি রাতকে বড় করেছেন আবার কখনও দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনও রাত-দিনকে সমান করেছেন। কখনও হয় শীতকাল, আবার কখনও হয় গ্রীষ্মকাল।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি সূর্য, চন্দ্র এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ

কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ যে আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। তিনি সবারই পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কেহই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়।

وَالَّذينَ تَدْعُونَ من دُونه আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করছে, তারা মালাইকাই হোক না কেন, সবাই তাঁর সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের আঁটির আবরণেরও তারা অধিকারী নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, *'কিতমির'* শব্দের অর্থ হচ্ছে খেজুরের বীচির সাথে সাদা যে আবরণ থাকে তা। (তাবারী ২০/৪৫৩) অন্যভাবে বলা যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক নয়। তাই মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের ডাক শোনেই না। তোমাদের এই মূর্তিগুলোতো প্রাণহীন। তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে। যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে?

وَلَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিন্তু তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। কেননা তারাতো কোন কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পুরা করতে পারেনা।

وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بشرْككُمْ কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের ইবাদাত তথা শির্ককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা

কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২)

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে পারে? তিনি যা কিছু বলেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে। যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর মত খবর আর কেহই দিতে পারেনা।

১৫। হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।	١٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ
১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।	١٦. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।	١٧. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ
১৮। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা	١٨. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا

تُحَمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ	হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজেকে পরিশোধন করে সেতো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহরই নিকট।

প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল; তারা প্রত্যেকে কিয়ামাত দিবসে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত মাখলূক তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী। তিনি বেপরোয়া এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং তিনি মহা প্রতাপশালী ও বিজয়ী। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়। বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ।

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি যা করেন সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়। তাঁর কোন কাজই হিকমাত ও প্রশংসাশূন্য নয়। নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোট কথা তাঁর সব কাজই প্রশংসার যোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ হে লোকসকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কিয়ামাতের দিন কেহ তার বোঝা অন্যের উপর চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবেনা। এমন কেহ সেখানে থাকবেনা যে তার বোঝা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হে লোকেরা! জেনে রেখ যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ হে নাবী! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তোমার প্রচারিত বাণীকে বিশ্বাস করে, তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের রবের সব আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ যে কেহ নিজেকে সংশোধন করে সেতো সংশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহর কাছেই তাদের ফিরে যেতে হবে। তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের জন্য খারাপ প্রতিদান।

১৯। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান -	١٩. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ
২০। অন্ধকার ও আলো -	٢٠. وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ
২১। ছায়া ও রোদ -	٢١. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ
২২। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে।	٢٢. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ

২৩। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র	٢٣. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ
২৪। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।	٢٤. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
২৫। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।	٢٥. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ
২৬। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি!	٢٦. ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়, যেমন সমান হয়না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত। এগুলোর মাঝে যেমন আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান। মু'মিন ও কাফিরের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনের হৃদয় হচ্ছে জীবিত এবং কাফিরের হৃদয় মৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২২) আর এক আয়াতে আছে ঃ

مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু' ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৪) মু'মিনেরতো চোখ আছে ও কান আছে। সে আলোক প্রাপ্ত। সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া ও নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কাফির অন্ধ ও বধির। সে দেখতেও পায়না, শুনতেও পায়না। অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের অন্ধকার হতে বের হতে পারবেনা। সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন তাপবিশিষ্ট এবং দাহনকারী কালো ধোয়া সমৃদ্ধ আগুনের ভাণ্ডার।

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ এমনভাবে শোনার তাওফীক দিবেন যে, সে শুনে কবূলও করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ যে কাবরে আছে তাকে তুমি (মুহাম্মাদ সঃ) শোনাতে সমর্থ হবেনা। অর্থাৎ কেহ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিরদেরকে হিদায়াতের দা'ওয়াত দেয়া বৃথা। অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। সুতরাং তাদের হিদায়াত লাভের কোন আশা নেই।

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে কখনও হিদায়াতের উপর আনতে পারনা। তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমার কাজ শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا *আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।* অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ এবং কাফিরদের জন্য সতর্ক বাণী। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ আদম সন্তানদের মধ্যে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেননি, যাতে তাদের কোন রকম অযুহাত পেশ করার অবকাশ না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ অতএব এদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্বের লোকেরাও তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল। তবুও তারা তাঁদেরকে বিশ্বাস করেনি।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ তাদের অবিশ্বাস করার পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন এবং তাঁর শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর।

২৭। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি? পাহাড়ের	٢٧. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ

ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ	মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।
٢٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ	২৮। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

আল্লাহরই রয়েছে সুনিশ্চিত শক্তি

রবের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, একই প্রকারের বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরংয়ের ফল উৎপাদিত হয়। যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪)

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا অনুরূপভাবে পাহাড়ের সৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের। কোনটি সাদা, কোনটি লাল এবং কোনটি কালো। কোনটিতে রাস্তা ও ঘাঁটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি অসমতল। আবূ মালিক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিছু কিছু পাহাড় রয়েছে যা খুবই কালো। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ *'আল গারা'বিব'* হল উঁচু এবং কালো পাহাড়। আবূ মালিক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২০/৪৬১) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আরাবরা যখন কোন জিনিসকে অত্যন্ত কালো বুঝাতে চায় তখন *'গিরবিব'* শব্দটি ব্যবহার করে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ এই প্রাণহীন জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, জানোয়ার এবং চতুস্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যাবে যদিও তারা সবাই পায়ে ভর দিয়ে হাটে। মানুষের মধ্যে বার্বার, ইথিওপিয়ান এবং আরও অনেক জাতি সম্পূর্ণ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। রোমানরা হয় অত্যন্ত সাদা বর্ণের, আরাবীয়রা এই দুইয়ের মধ্যম বর্ণের এবং ভারতীয়রা তাদের কাছাকাছি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২২) অনুরূপভাবে চতুস্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর রং এবং রূপও পৃথক পৃথক। এমনকি একই প্রকারের জন্তুর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের রং রয়েছে এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তুরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুবহানাল্লাহ! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়! এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত

বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান যার অন্তরে স্থান পাবে সে তাঁর সাথে কেহকেও শরীক করবেনা। তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে, তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর কথা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য বলে মেনে নিবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ভীতিও একটি শক্তি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর নাফরমানীর মাখঝানে এটা বাধা হয়ে যায়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে ও তাঁর অসন্তুষ্টির কাজকে ঘৃণা করে এবং তা হতে বিরত থাকে।

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবূ হাইয়ান আত তাইমী (রহঃ) থেকে, তিনি এক লোক থেকে বর্ণনা করেন ঃ জ্ঞানী হল তিন প্রকারের। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাঁর হুকুম সম্পর্কে কিছুই জানেনা এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কিন্তু সে আল্লাহ সম্পর্কে জানেনা। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে এবং তাঁর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত আছে সে'ই আল্লাহকে ভয় করে; সে তাঁর হুকুমাতের সীমা সম্পর্কে জানে এবং তার জন্য কি কি করা ফার্‌য তাও সে জানে। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জানে, কিন্তু তাঁর আদেশ সম্পর্কে অবগত নয় সে আল্লাহকে ভয় করে, কিন্তু আল্লাহর আইন এবং ফার্‌য আমলসমূহের ব্যাপারে সে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবহিত কিন্তু আল্লাহকে চিনেনা/জানেনা সে যে ফার্‌য আমলসমূহ করতে হবে তা জানলেও তার ভিতর আল্লাহ ভীতি নেই। তাই সে আল্লাহকে ভয় করে চলেনা।

২৯। যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের	٢٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই -	يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ
৩০। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।	٣٠. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ

মুসলিমরাই পরকালে প্রতিদান পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল আমল ছেড়ে দেয়না, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান খাইরাত করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এ সবের সাওয়াবের আশা করে শুধু আল্লাহর কাছে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই সত্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِه আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দিবেন যা তাদের কল্পনায়ও থাকবেনা। إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

৩১। আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন।	٣١. وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ

কুরআন হল সত্য বাণী বহনকারী আল্লাহর কিতাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। পূর্ববর্তী কিতাবগুলি যেমন এর সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতার সমর্থক।

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন। অনুগ্রহের হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নাবীদেরকে তিনি স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞানে সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর নাবীদেরও পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা ও ফাযীলাত নির্ধারণ করেছেন এবং সাধারণভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নাবীগণের সবারই প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থি এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ।	٣٢. ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ

তিন ভাগে কুরআনের ওয়ারিশ ভাগ হয়ে গেছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে। অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়।

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ কেহ কেহতো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তারা ফার্য

কাজগুলি করার ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়।

وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা তাদের জন্য নির্ধারিত আমলের প্রতি মনোযোগী এবং হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ওয়াজিবগুলি পালন করেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভাল কাজ তাদের থেকে ছুটেও গেছে এবং কখনও কখনও অপছন্দনীয় কাজও তাদের দ্বারা হয়ে গেছে।

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ আর কতকগুলি লোক আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। তাদের প্রতি নির্ধারিত কাজগুলিতো তারা পালন করেছেই, এমনকি যে কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সেই কাজগুলিকেও তারা কখনও ছাড়েনি। আর হারাম কাজগুলো হতেতো দূরে থেকেছেই, এমনকি অপছন্দনীয় কাজগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুবাহ কাজগুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে। আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২০/৪৬৫)

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যই আমার শাফা'আত।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরাতো বিনা হিসাবেই জান্নাতে চলে যাবে। যারা মধ্যপন্থি তারাও আল্লাহর করুণায় সিক্ত হয়ে জান্নাতে যাবে। আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও আ'রাফবাসীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা'আতের ফলে জান্নাতে যাবে। (তাবারানী ১১/১৮৯) সালাফগণের অনেকে বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর অনেকে আছে যারা নিজেদের জীবনে অনেক অত্যাচার করেছে, কিন্তু তথাপিও মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেছেন, যদিও তারা আমলের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নয়, বরং তাদের আমলে ঘাটতি রয়েছে। পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, এ লোকগুলো না এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং

না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ। বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও বাম হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, তারা এই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।

আলেমগণের মর্যাদা

এই নি'আমাতের অধিকারী লোকদের মধ্যে আলেমগণ সবচেয়ে বেশী ঈর্ষার পাত্র এবং এই নি'আমাতের তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হকদার। যেমন কায়েস ইব্ন কাসীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাদীনাবাসী একজন লোক দামেস্কে আবূ দারদার (রাঃ) নিকট গমন করে। তখন আবূ দারদা (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? উত্তরে লোকটি বলে ঃ একটি হাদীস শোনার জন্য যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ কোন ব্যবসার উদ্দেশে আসনি তো? জবাবে সে বলল ঃ না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছ কি? সে উত্তর দিল ঃ না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তুমি কি শুধু এই হাদীসের সন্ধানেই এসেছ? সে জবাব দিল ঃ জি, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্মের সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালিত করেন এবং (রাহমাতের) মালাইকা/ফেরেশতারা ইল্ম অনুসন্ধানকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী সবাই বিদ্যানুসন্ধানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছগুলিও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। (মূর্খ) ইবাদাতকারীদের উপর আলেমের ফাযীলাত এমনই যেমন চন্দ্রের ফাযীলাত সমস্ত তারকার উপর। নিশ্চয়ই আলেমরা নাবীগণের ওয়ারিশ। আর নাবীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রেখে যাননা, বরং তাঁরা রেখে যান ইল্ম। যে তা গ্রহণ করে সে খুব বড় সৌভাগ্য লাভ করে। (আহমাদ ৫/১৯৬, আবূ দাঊদ ৪/১৫৭, তিরমিযী ৭/৪৫০, ইব্ন মাজাহ ১/৮১)

৩৩। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং	٣٣. جَنَّٰتُ عَدۡنٍ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ

وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।
٣٤. وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ	৩৪। এবং তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করেছেন! আমাদের রাব্বতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
٣٥. ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ	৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা।

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার কিতাবের ওয়ারিশ করেছি, আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আমি চিরস্থায়ী নি‘আমাত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করাব।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তা নির্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু’মিনের অলংকার ঐ পর্যন্ত হবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌঁছে থাকে। (মুসলিম ১/২১৯)

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ সেখানে তাদের পোশাক হবে খাঁটি রেশমের, দুনিয়ায় তাদেরকে যা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ১০/২৯৬) তিনি আরও বলেছেন ঃ ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখিরাতে। (ফাতহুল বারী ১০/১৯৬)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন, যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লজ্জা ও অনুতাপ দূর করে দিয়েছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন ঃ তিনি তাদের বড় (কাবিরাহ) পাপগুলো ক্ষমা করে দেন এবং দু'একটি ছোট খাট আমল করলে তার প্রশংসা করেন। তারা আরও বলবে ঃ

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ শোকর আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। আমাদের আমলতো এর যোগ্যই ছিলনা। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহকেও তার আমল কখনও জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও না? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাকেও না, তবে এ অবস্থায় আল্লাহ আমাকে তাঁর রাহমাত ও অনুগ্রহ দ্বারা ঢেকে নিবেন। (ফাতহুল বারী ১০/১৩২) তারা বলবে ঃ

لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ এখানেতো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। রূহতে থাকবে আলাদা খুশী এবং দেহেও থাকবে আলাদা শান্তি। দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহর পথে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এটা তারই প্রতিদান। আজ শুধু শান্তি আর শান্তি। তাদেরকে বলা হবে ঃ

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪)

৩৬। কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা।	٣٦. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم

مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ	এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।
٣٧. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ	৩৭। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

কাফিরদের শাস্তি এবং জাহান্নামে তাদের অবস্থান

সৎ লোকদের (জান্নাতের) সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদের আর কখনও মৃত্যু হবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৪) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী তাদের সেখানে মৃত্যুও হবেনা এবং তারা সেখানে বেঁচেও থাকবেনা (অর্থাৎ সুখময় জীবন লাভ করবেনা)। (মুসলিম ১/১৭২) তারা বলবে ঃ

وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে।.(সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭) এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুকেই নিজেদের জন্য আরাম ও শান্তি দায়ক মনে করবে। কিন্তু মৃত্যু আসবেনা এবং তাদের শাস্তিও কম করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৭৪-৭৫) তারা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে। যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছে ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা (জাহান্নাম) স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমিতো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩০) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কাজ করব এবং পূর্বে যা করতাম তা করবনা। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার অবাধ্যাচরণই করবে। সুতরাং তাদের ঐ মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবেনা। অন্য স্থানে তাদের আকাঙ্ক্ষার জবাবে বলা হয়েছে ঃ

فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟

এখন নিষ্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি? তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ

জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১-১২) অতএব তোমাদেরকে আর সেই সুযোগ দেয়া হবেনা। তোমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা তাই করবে যা করতে নিষেধ করা হত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও বলবেন ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ আমি কি দুনিয়ায় তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি? আমার মু'মিন বান্দারা যেমন তাদের বেঁচে থাকা অবস্থায় সময়ের সদ্ব্যবহার করে সৎ আমল করেছে, তোমরাও চাইলে এ দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু করতে পারতে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে এতদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ষাট অথবা সত্তর বছরে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর চলবেনা, আল্লাহর কাছে তার কোন ওযর চলবেনা। (আহমাদ ২/২৭৫)

সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির ওযর আল্লাহ কেটে দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর জীবিত পর্যন্ত রেখেছেন। (ফাতহুল বারী ১১/২৪৩)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে ষাট বছর পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ কোন অযুহাতের অবকাশ রাখেননা। (তাবারী ২০/৪৭৮, আহমাদ ২/৪১৭, তুহফাতুল আশরাফ ৯/৪৭২) যেহেতু সাধরণতঃ কোন লোকের ষাট বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়া একটি দীর্ঘ সময় এবং এই সময়ের মধ্যেই আমলের দ্বারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে তাই এর পরে তার আর অযুহাত দেখানোর সুযোগ নেই। যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছর। এর চেয়ে বয়স বেশী হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। (তিরমিযী ৩৫৫০, ইব্ন মাজাহ ৪২৩৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ জাফর ইব্ন বাকীর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমাদের সাদা চুল দেখা দিয়েছিল। (বাগাবী ৩/৫৭৩) সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তোমাদের কাছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি সঠিকতর। অতঃপর ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) পাঠ করেন ঃ

هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৬) (তাবারী ২০/৪৭৮)

এটিই উত্তম মতামত, যেমন কাতাদাহ (রহঃ) থেকে শাইবান (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তাদের ব্যাপারে এই প্রমাণ উপস্থিত করা হবে যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়েছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতও তাদের কাছে পৌঁছে ছিল। (দুররুল মানসুর ৭/৩২) ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এরূপ মতামত পেশ করেছেন। নিম্নের আয়াত থেকেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

وَنَادَوْا۟ يَـٰمَـٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّـٰكِثُونَ. لَقَدْ جِئْنَـٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা) তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন ঃ আমিতো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭৭-৭৮) যখন জাহান্নামীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে ঃ তোমাদের কাছে সত্য এসেছিল। অর্থাৎ আমি রাসূলদেরকে তোমাদের কাছে সত্যসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ সুতরাং তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর। অর্থাৎ তোমরা যে নাবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ আগুনের আযাব দ্বারা গ্রহণ কর। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। আজ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদের সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। আর তাদের কেহই আগুনের আযাব এবং শৃংখলের বেড়ি থেকে বাঁচার কোন পথ পাবেনা এবং কেহ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবেনা।

৩৮। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।	٣٨. إِنَّ ٱللَّهَ عَـٰلِمُ غَيۡبِ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৩৯। তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।	٣٩. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمۡ خَلَـٰٓٮِٕفَ فِى ٱلۡأَرۡضِۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَـٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّہِمۡ إِلَّا مَقۡتًاۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَـٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ إِلَّا خَسَارًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের গোপন কথাও তাঁর কাছে পরিষ্কার। তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِ

এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সুরা নামল, ২৭ ঃ ৬২)

فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ কাফিরদের কুফরীর শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। একের শাস্তি অপরে বহন করবেনা।

وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا তারা যত কুফরীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ততো বেড়ে যায়। ফলে আখিরাতে তাদের ক্ষতিও আরও বৃদ্ধি পাবে।। পক্ষান্তরে মু'মিনের বয়স যত বেশী হয় ততই আল্লাহ তাকে বেশি ভালবাসেন এবং তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং জান্নাতে তার মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পছন্দনীয় হয়।

৪০। বল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমন্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।	٤٠. قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبًا فَهُمۡ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنۡهُۚ بَلۡ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعۡضُهُم بَعۡضًا إِلَّا غُرُورًا

৪১। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।	٤١. إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٍ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

মিথ্যা মা'বূদদের অসহায়ত্ব এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেন ঃ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকছ তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে তা একটু দেখিয়ে দাও, অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কি অংশ রয়েছে। তারাতো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। এমনকি খেজুরের বীচির সাদা আবরণেরও তারা মালিক নয়। তাই তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে অংশীদারও নয় এবং অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন ডাকছ?

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তাহলে কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর। কিন্তু তোমরা এটাও পারবেনা।

بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশির পিছনে লেগে রয়েছ। দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই। তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছ। একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছ।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির

প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায়না।

وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫)

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫) আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফূয রেখেছেন। প্রত্যেকটিই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে।

وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِه তিনি ছাড়া অন্য কেহই এগুলিকে স্থির রাখতে পারেনা এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারেনা। এই সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখ যে, তাঁর সৃষ্টজীব ও দাস তাঁর নাফরমানী, শির্ক ও কুফরীতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার সময় দিয়ে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করছেন। তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করছেন এবং ক্ষমা করে চলছেন। অবকাশ ও সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন।

৪২। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল -	٤٢. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

٤٣. ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا	৪৩। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা।

প্রতীক্ষা করার পর অবশেষে যখন রাসূল (সাঃ) আগমন করলেন তখন কাফিরেরা তাঁকে অস্বীকার করল

لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ কুরাইশ ও অন্যান্য আরাবরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে শপথ করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার কোন রাসূল আগমন করেন তাহলে দুনিয়ার সবার আগে তারা তাঁর অনুগত হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার, ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭)

وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ. لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرًا مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ. فَكَفَرُواْ بِهِۦ ۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

তারাইতো বলে এসেছে, ‘পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬৭-১৭০)

فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরও বেড়ে গেছে।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ তারা আল্লাহ তা‘আলার কথা মানতে অস্বীকার করেছে ও অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরাতো মানেইনি, এমনকি চক্রান্ত করে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আসতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষতি করছেনা, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ তারা কি প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও

অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে গযবে পতিত হয়েছিল এ লোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই এবং তাঁর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনও হয়না।

وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ

কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) তাদের উপর থেকে আযাব সরে যাবেনা এবং তারা তা থেকে বাঁচতেও পারবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৪। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٤٤. أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةًۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
৪৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ	٤٥. وَلَوۡ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهۡرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىٰٓ

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا.	দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

রাসূলগণকে অস্বীকারকারীদের করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ও তাঁকে বলতে হুকুম করছেন ঃ ঐ অস্বীকারকারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে দেখ, তোমাদের মত পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের কি পরিণতি হয়েছে? তাদের নিকট থেকে নি‘আমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেহই সরাতে পারেনি। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। কেহই তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। আল্লাহ তা‘আলাকে কেহ অপারগ করতে পারেনা। তাঁর কোন ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয়না। তাঁর কোন আদেশ কেহ রদ করতে পারেনা।

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সব কিছুই করতে পারেন।

শাস্তি পিছিয়ে দেয়ার মধ্যে হিকমাত রয়েছে

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ আল্লাহ তা‘আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন ও শাস্তি দিতেন তাহলে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে এবং ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যেত। জীব-জন্তু, খাদ্যবস্তু সবই বরবাদ হয়ে যেত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করে দিতে চাইতেন তাহলে মানুষের সাথে সাথে পশু-পাখিরাও ধ্বংস হয়ে যেত।

وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আযাবকে বিলম্বিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামাত

সংঘটিত হবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে।

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا সময় এসে যাবার পর আর মোটেই বিলম্ব করা হবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য রাখছেন। তিনি উত্তম দর্শক।

সূরা ফাতির -এর তাফসীর সমাপ্ত।

‘সূরা ইয়াসীন’ এর মর্যাদা

হাফিয আবূ ইয়া’লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সূরা দুখান পাঠ করে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদ আবূ ইয়া’লা ১১/৯৩) এর বর্ণনাধারা সহীহ।

ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (ইব্ন হিব্বান ৪/১২১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। ইয়া সীন।	١. يسٓ
২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।	٢. وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ
৩। তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।	٣. إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
৪। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।	٤. عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ
৫। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে।	٥. تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

٦. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَـٰفِلُونَ	**৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।**
٧. لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	**৭। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা।**

সতর্ককারী হিসাবে রাসূল পাঠানো হয়েছে

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ বা বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত শব্দগুলি যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, যেমন এখানে **يَس** এসেছে, এগুলির পূর্ণ বর্ণনা আমরা সূরা বাকারাহর শুরুতে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার সম্মুখ দিয়ে অথবা পিছন দিয়ে বাতিল আসতে পারেনা। এরপর তিনি বলেন ঃ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সত্য রাসূল। তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছ। আর তুমি আছ পবিত্র দীনের উপর। তুমি যে সরল পথে রয়েছ তা হল দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর পথ। এই দীন অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি মহা মর্যাদাবান এবং মু'মিনদের উপর বিশেষ দরদী। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ, সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম

আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২-৫৩)

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর থেকে পৃথক। যেমন কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ পড়ে যায়না। ইতোপূর্বে আমরা আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারা দুনিয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। যেমন এটা নিম্নের আয়াতের তাফসীরেও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অর্থাৎ তাঁর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতেই থাকবে। (তাবারী ২০/৪৯২)

৮। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।	٨. إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ
৯। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায়না।	٩. وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَـٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা।	١٠. وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
১১। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় রাহমানকে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও।	١١. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكۡرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحۡمَـٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ ۖ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَأَجۡرٍ كَرِيمٍ
১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	١٢. إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَـٰرَهُمۡ ۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَـٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

যাদের ব্যাপারে ধ্বংস সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ যাদের ব্যাপারে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে সেই হতভাগাদের হিদায়াত পাওয়া খুবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব। এরাতো ঐ লোকদের মত যাদের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, আর যাদের হাত তাদের চিবুকের সাথে শক্ত করে লটকানো আছে। ফলে তাদের চিবুক উপরের দিকে উঠে রয়েছে।

غِلّ শব্দের অর্থই হল দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে ঘাড়ের সাথে বেঁধে

দেয়া। এ জন্যই ঘাড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভাবার্থ হল ঃ আমি তাদের হাত তাদের ঘাড়ের সাথে বেঁধে দিয়েছি, সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারেনা। তাদের মাথা উঁচু এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৯)

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا *আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি।* মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তাদের মাথাকে উপরের দিকে তোলা হয়েছে এবং হাতকে মুখের উপর রাখা হয়েছে। ফলে তারা কোন ভাল আমল করতে সক্ষম হচ্ছেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এর অর্থ করেছেন ঃ তাদের এবং হকের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ঝাপিয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। (তাবারী ২০/৪৯৫)

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ এর অর্থ হচ্ছে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া থেকে আমি তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছি। ফলে তারা হিদায়াতের পথে ভাল কিছু অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেনা। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) فَاعَشَيْنَهُ অর্থাৎ عَيْن দিয়ে পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক ধরণের চক্ষু রোগ।

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মাঝে এবং ইসলাম ও ঈমানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা কখনও সেখানে পৌঁছতে পারবেনা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও

ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা যেখানে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে ঐ প্রাচীর সরাতে পারে? (তাবারী ২০/৪৯৫)

ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার অভিশপ্ত আবূ জাহল বলেছিল ঃ আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাই তাহলে এই করব, সেই করব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। লোকেরা তাকে বলত ঃ এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম? কিন্তু সে তাঁকে দেখতেই পেতনা। সে জিজ্ঞেস করত ঃ কোথায় সে? আমি যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা। (তাবারী ২০/৪৯৫)

وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ *তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর তাদের জন্য উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবেনা।* অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তারা বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকবে। তাই তাদেরকে যতই সতর্ক করা হোকনা কেন তা তাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবেনা। সূরা বাকারাহর প্রথম দিকেও প্রায় অনুরূপ একটি আয়াতে (২ ঃ ৬) তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাঁকে ভয় করে যেখানে দেখার কেহই নেই। তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলি দেখতে রয়েছেন। সুতরাং হে নাবী! তুমি এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى আমিই মৃতকে জীবিত করি। কিয়ামাতের দিন আমি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতে এরই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পথভ্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্য স্থানে মৃত অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর কুরআনুল হাকীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ

জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূর হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পশ্চাতে রেখে যায়। অর্থাৎ তারা যা করেছে এবং যাদেরকে তারা রেখে এসেছে তা যদি ভাল হয় তাহলে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শাস্তি রয়েছে। যেমন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের আমলেরও প্রতিদান সে পাবে এবং এতে ঐ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে এ জন্য সে পাপী হবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তাদের পাপের দায়ভারও তার উপর পড়বে এবং ঐ আমলকারীদের পাপ কিছুই কম করা হবেনা। (মুসলিম ২/৭০৪) একটি দীর্ঘ হাদীসে এর সাথেই মুযার গোত্রের উলের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا পাঠ করারও বর্ণনা রয়েছে। (মুসলিম ২/৭০৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইব্ন আদম মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। একটি হল ইলম যার

দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় হল সৎ সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে এবং তৃতীয় হল সাদাকায়ে জারিয়া, যা তার পরেও বাকী থাকে। (মুসলিম ৩/১২৫৫)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আমি মুজাহিদকে (রহঃ) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, পথভ্রষ্ট লোক তার পিছনে পথভ্রষ্টতা রেখে যায়।

ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, مَا قَدَّمُوا এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের আমল’ এবং وَآثَارَهُمْ এর অর্থ হচ্ছে ‘তাদের পথচিহ্ন’। (তাবারী ২০/৪৯৭) হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হে ইব্‌ন আদম! যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তাহলে বাতাস তোমার যে পদচিহ্নগুলি মিটিয়ে দেয় সেগুলি হতে তিনি উদাসীন থাকতেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আসলে তিনি তোমার কোন আমল হতেই গাফিল বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলি পদক্ষেপ তাঁর আনুগত্যের কাজে অথবা বিরোধিতার মধ্যে পড়ে তা সবই তাঁর কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায়। এই অর্থের বহু হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। তখন বানু সালামাহ গোত্র তাদের মহল্লা হতে উঠে এসে মাসজিদের নিকটবর্তী জায়গায় বসবাস করার ইচ্ছা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মাসজিদের কাছাকাছি বাস করতে চাও এটা কি সত্য? তারা উত্তরে বলে ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ হে বানু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ তা‘আলার কাছে লিখিত হয়। এ কথা তিনি দুইবার বললেন (আহমাদ ৩/৩৩২, মুসলিম ১/৪৬২)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একটি লোক মাদীনায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হায়! সে যদি

নিজের জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে মারা যেত তাহলে কতই না ভাল হত! তখন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যখন কোন মুসলিম তার জন্মস্থান থেকে দূরে কোথাও মারা যায় তখন তার জন্মস্থান থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত স্থান মাপা হয় এবং সেই পরিমান দীর্ঘ জায়গা জান্নাতে তার স্থান লাভ হয়। (আহামদ ২/১৭৭, নাসাঈ ৪/৭, ইব্ন মাজাহ ১/৫১৫)

সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালাত আদায় করার জন্য আনাসের (রাঃ) সাথে চলতে থাকি। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে থাকি। তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তার সাথে ধীরে ধীরে হালকা হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন। আমরা সালাত আদায় শেষ করলে তিনি বলেন ঃ আমি একদা যায়িদ ইব্ন সাবিতের (রাঃ) সাথে মাসজিদের দিকে চলছিলাম। আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম। তখন তিনি (যায়িদ) আমাকে বলেন ঃ হে আনাস! তোমার কি এটা জানা নেই যে, এই পদক্ষেপগুলি লিখে নেয়া হচ্ছে? (তাবারী ২০/৪৯৮) এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরও বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা যখন পদচিহ্নকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন ওর সাথে জড়িত ভাল-মন্দকে কেন লিখে নেয়া হবেনা? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ যা কিছু রয়েছে তা সবই অতি পরিস্কারভাবে লাউহে মাহফূযে রক্ষিত রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৪৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَـمِهِمْ

স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭১) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا

مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

১৩। তাদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের নিকটতো এসেছিল রাসূলগণ।	١٣. وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَـٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
১৪। যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল ঃ আমরাতো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	١٤. إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ
১৫। তারা বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।	١٥. قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ

১৬। তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	١٦. قَالُواْ رَبُّنَا يَعۡلَمُ إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ
১৭। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।	١٧. وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

শহরের বাসিন্দাদের বর্ণনা, তারা তাদের নাবীকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে তুমি ঐ লোকদের ঘটনা বর্ণনা কর যারা এদের মত তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব আল আহবার (রহঃ) এবং অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা হল এন্টিওক (ইনতাকিয়া) শহরের ঘটনা। সেখানকার বাদশাহর নাম এন্টিওকাস (ইনতায়খাস)। তার পিতা ও পিতামহেরও এই নামই ছিল। রাজা ও প্রজা সবাই মূর্তিপূজক ছিল। তাদের কাছে সাদিক, সাদূক ও শালূম নামে আল্লাহর তিনজন রাসূল আগমন করেন। বুরাইদাহ ইব্ন হুসাইব (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) এন্টিওকের নাম উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০০) সত্বরই এই বর্ণনা আসছে যে, এটা যে এন্টিওকের ঘটনা এ কথা কোন কোন ইমাম স্বীকার করেননি।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا প্রথমে তাদের কাছে দু'জন নাবী আগমন করেন। তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। فَعَزَّزْنَا بِثَالِث তাঁদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তৃতীয় একজন নাবী আসেন। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) অহাব ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) থেকে, তিনি শু'আইব ইব্নুল যাবাই (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম দু'জন নাবীর নাম ছিল শামঊন ও ইউহান্না এবং তৃতীয়জনের নাম ছিল বু'লাস। তাঁরা তিনজনই বলেন ঃ

إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং তাঁর সাথে শরীক করবেনা।

কাতাদাহ ইব্‌ন দাআমাহর (রহঃ) ধারণা এই যে, এই তিনজন ধার্মিক ব্যক্তি ঈসা (আঃ) কর্তৃক এন্টিওকবাসীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ঐ গ্রামের লোকগুলো তাঁদেরকে বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। তাহলে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবেনা? তোমরা যদি রাসূল হতে তাহলে তোমরা মালাক/ফেরেশতা হতে। অধিকাংশ কাফিরই নিজ নিজ যুগের রাসূলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবূন, ৬৪ ঃ ৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

তারা বলত ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ

যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ

ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً

'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৪)

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ *(তারা বলল ঃ তোমরাতো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি)* এ কথা ঐ লোকগুলো তিনজন নাবীকে (আঃ) বলেছিল। নাবীগণ উত্তরে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমরা তাঁর সত্য রাসূল। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হতাম তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার জন্য শাস্তি দিতেন। কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। ঐ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, পরিণাম হিসাবে কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যারা বাতিলকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫২) নাবীগণ বললেন ঃ

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই শুধু আমাদের দায়িত্ব। মেনে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে তোমাদেরকেই এ জন্য অনুতাপ করতে হবে। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাল কিয়ামাত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

١٨. قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ	**১৮। তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।**
١٩. قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ أَئِن ذُكِّرۡتُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُونَ	**১৯। তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।**

ঐ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বলল ঃ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ তোমাদের আগমনে আমরা বারাকাত ও কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তারা বলত ঃ আমাদের উপর যে সমস্ত দৈব-দুর্বিপাক পতিত হচ্ছে তা তোমাদের উপস্থিতির কারণেই হচ্ছে। (তাবারী ২০/৫০২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা বলত ঃ তোমাদের মত এমন লোকেরা যে শহরেই উপস্থিত হয় সেখানেই আল্লাহর আযাব পতিত হয়।

لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ জেনে রেখ যে, তোমরা যদি তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে থাক তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। রাসূলগণ উত্তরে বললেন ঃ

طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই খারাপ, তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার এটাই কারণ হবে।

এ কথাই ফির'আউন ও তার লোকেরা মূসা (আঃ) ও তাঁর কাওমের মু'মিনদেরকে বলেছিল ঃ

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَـٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَـٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ

যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩১) অর্থাৎ তাদের বিপদাপদের কারণ তাদের খারাপ আমল, যার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর আপতিত হচ্ছে।

সালিহর (আঃ) কাওমও তাঁকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও এ জবাবই দিয়েছিলেন ঃ

ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ

তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৭) স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা! (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৮) নাবীগণ তাদেরকে বললেন ঃ

أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ এটা কি এ জন্য যে, আমরা

তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করলে এবং আমাদেরকে ভয় দেখালে! আর তোমরা আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। কাতাদাহ (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন ঃ দেখ, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, আর তোমরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করছ। এটা কি ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড়ই আফ্সোসের বিষয় যে, তোমরা সীমালংঘন করেছ এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছ! (তাবারী ২০/৫০৪)

২০। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে এলো, সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর।	٢٠. وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ
২১। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং তারা সৎ পথপ্রাপ্ত।	٢١. ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব আল আহ্বার (রহঃ) এবং অহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে জানতে পেরেছেন যে, ঐ গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত ঐ নাবীদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একজন মুসলিম ছিল যে ঐ গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করত। তার নাম ছিল হাবীব, তিনি রেশমের কাজ করতেন এবং তিনি একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব দানশীল। তিনি যা উপার্জন করতেন তার অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করতেন। তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব ছিল খুবই উত্তম। তিনি তার কাওমের লোকদের আক্রমন থেকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। শাবিব ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ লোকটির নাম ছিল হাবীব আন নাজ্জার এবং তিনি তার লোকদের হাতে নিহত হন। আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত নাযিল করুন! তিনি এসে

তার কাওমকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ তোমরা এই রাসূলদের অনুসরণ কর। তাঁদের কথা মেনে চল। اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا তাঁরা নিজেদের উপকারের জন্য কোন কাজ করছেননা। তাঁরা যে তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন এ জন্য তোমাদের কাছে তাঁরা কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেননা। আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তোমাদেরকে আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে তাঁরা সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করছেন! সুতরাং তোমাদের উচিত, অবশ্যই তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়া ও তাঁদের আনুগত্য করা।

দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

২২। আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদাত করবনা?	٢٢. وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করব? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা।	٢٣. ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَـٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ
২৪। এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব।	٢٤. إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ
২৫। আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি,	٢٥. إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ

অতএব তোমরা আমার কথা শোন।	فَٱسْمَعُونِ

অতএব যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত করার ব্যাপারে কে আমাকে বাধা দিতে পারে? আর পরিশেষে আমাদের সকলকেই কিয়ামাত দিবসে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হবে, যেদিন সকলের আমলের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। উত্তম আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলকারীর জন্য প্রস্তুত থাকবে দহন জ্বালার শাস্তি।

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً অতএব জেনে শুনে আমি কি অন্যদেরকে মা'বূদ সাব্যস্ত করব? إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ *(দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবেনা এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা)* তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে মা'বূদ বলে ইবাদাত করছ তাদের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতাইতো তাদের নেই। এমন কি তাদের নিজেদের জন্যও নয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৭) এসব মূর্তি না কারও ক্ষতি করতে সক্ষম, আর না কারও সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে। কোন কারণে যদি দুর্দশা নেমে আসে তখন এরা কখনও এগিয়ে আসবেনা।

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ আমি যদি এরূপ করি তাহলে অবশ্যই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।

فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেহ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৭) হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা'বূদকে অস্বীকার করছ, জেনে রেখ যে, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, তোমরা আমার কথা শোন।

এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, ঐ সৎ লোকটি আল্লাহ তা'আলার ঐ রাসূলদেরকে বলেছিলেন ঃ আপনারা আমার ঈমানের উপর সাক্ষী থাকুন। আমি ঐ আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি আপনাদেরকে সত্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৭) পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী স্পষ্ট। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কা'ব (রাঃ), অহাব (রহঃ) প্রমুখ হতে জানতে পেরেছেন যে, ঐ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। সেখানে এমন কেহ ছিলনা যে তার পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। (তাবারী ২০/৫০৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাকে পাথর মারতে থাকে আর তিনি মুখে উচ্চারণ করেন ঃ হে আল্লাহ! আমার কাওমকে আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানেনা। এমতাবস্থায় তারা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন! (তাবারী ২০/৫০১)

২৬। তাকে বলা হল ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল ঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত -	٢٦. قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَـٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ
২৭। কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।	٢٧. بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ
২৮। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা।	٢٨. وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ
২৯। ওটা ছিল শুধুমাত্র এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর	٢٩. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

নিস্তব্দ হয়ে গেল।	وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَـٰمِدُونَ

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ঐ কাফিরেরা ঐ পূর্ণ মু'মিন লোকটিকে নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করল। তাঁকে ফেলে দিয়ে তাঁর পেটের উপর চড়ে বসলো এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগল, এমন কি তাঁর পিছনের রাস্তা দিয়ে নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে পড়ল!

ادْخُلِ الْجَنَّةَ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হল। মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দান করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পৌঁছে দিলেন। তাঁর শাহাদাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তাঁর জন্য খুলে দেয়া হল এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সাওয়াব ও পুরস্কার এবং ইয্যাত ও সম্মান দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঃ

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ হায়! আমার কাওম যদি জানতে পারত যে, আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই সম্মান দান করেছেন। (তাবারী ২০/৫০৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তি সবারই শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ও মঙ্গলাকাঙ্খী এবং বলতেন ঃ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ *হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর।* এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীই থাকেন এবং বলেন ঃ

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ *আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন।* সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আসীম আল আহওয়াল (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ মিযলাজ (রহঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তিনি বলেন ঃ হায়! যদি আমার কাওম এটা জানতো যে, কি কারণে আমার রাব্ব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে সম্মানিত করেছেন তাহলে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করত। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনত এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্য করত। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তাঁর কাওমের

হিদায়াতের জন্য কতইনা আকাংখী ছিলেন।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

এরপর ঐ লোকদের উপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা ধ্বংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে হত্যা করেছিল, সেই হেতু তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তা'আলা না আকাশ হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, আর না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর জন্যতো শুধু হুকুম দেয়াই যথেষ্ট। তাদের উপর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ করা হয়নি। বরং কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে গ্রেফতার করা হয়। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাদের শহর এন্টিওকবাসীর দরযার চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক শব্দ করেন যে, তাদের কলিজা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রূহ বেরিয়ে পড়ে। (তাবারী ২০/৫১০, ৫১১)

কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে তিনজন রাসূল এসেছিলেন তাঁরা ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ জানা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তারপর ঐ তিনজন রাসূল এন্টিওকবাসীকে বলেন ঃ

إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। যদি ঐ তিনজন ঈসার (আঃ) সাহায্যকারীদের মধ্য হতে তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত হতেন তাহলে তাঁরা এরূপ কথা বলতেননা, বরং অন্য বাক্য বলতেন, যার দ্বারা এটা জানা যেত যে, তাঁরা ঈসার (আঃ) দূত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যে ঈসার (আঃ) প্রেরিত দূত ছিলেননা তার আর একটি ইঙ্গিত এই যে, তাঁদের কথার জবাবে এন্টিওকবাসীরা বলে ঃ

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কাফিরেরা সবর্দা এ উক্তিটি রাসূলদের ব্যাপারেই করত। যদি ঐ তিনজন রাসূল হাওয়ারীদের মধ্য হতেই হতেন তাহলে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের দাবী কেন করবেন? আর ঐ এন্টিওকবাসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেনইবা করবে? কারণ ঐ এন্টিওকবাসীদের নিকট যখন ঈসার (আঃ) দূত গিয়েছিলেন তখন ঐ গ্রামের সমস্ত লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। এমনকি ওটাই ছিল প্রথম গ্রাম, যার সমস্ত অধিবাসীই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। এ জন্যই খৃষ্টানদের যে চারটি শহরকে মুকাদ্দাস বা পবিত্র বলা হয়, ওগুলির মধ্যে এটিও একটি। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইবাদাতের শহর এ জন্যই বলে যে, ওটা ঈসার (আঃ) শহর। আর এন্টিওককে মর্যাদা সম্পন্ন শহর বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম সেখানকার লোকই ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, এখানে তারা তাদের মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর ইজমা' করেছে। আর রোমের মর্যাদার কারণ হচ্ছে এই যে, কনষ্টান্টানটাইন বাদশাহর শহর এটাই এবং সে'ই তাদের ধর্মের সাহায্য করেছিল। অতঃপর যখন কনষ্টান্টানটাইন শহরের পত্তন হয় তখন খৃষ্টান পাদ্রীরা রোম হতে এসে ওখানেই বসতি স্থাপন করে। সাঈদ ইব্ন বিতরীক প্রমুখ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এটাই লিখেছেন। সুতরাং এটা স্বীকার করলে ব্যাপারটি এমন হয় যে, এন্টিওকবাসীরা ঈসার (আঃ) দূতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ এখানে আল্লাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এটা অন্য ঘটনা এবং ঐ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয়তঃ এন্টিওকবাসীদের ঘটনা, যা ঈসার (আঃ) হাওয়ারীদের সাথে ঘটেছিল ওটা হল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আর আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও পূর্বযুগীয় বিজ্ঞজনদের একটি জামা'আত হতে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তিকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেননি। বরং মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করেছেন। নিম্নের আয়াতের তাফসীরে তারা এ কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা এন্টিওকের ঘটনা নয়, যেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে। এটাও হতে পারে যে, এটা এন্টিওক নামক অন্য কোন শহর। আর এটা হয়তো ঐ শহরেরই ঘটনা। কেননা যে এন্টিওক শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। খৃষ্টানদের যুগেওনা এবং তাদের পূর্ববর্তী যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে।	٣٠. يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৩১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবেনা?	٣١. أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
৩২। এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।	٣٢. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও আফ্সোস করছেন যে, কাল কিয়ামাতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা

সেদিন বারবার বলবে ঃ হায়! আমরা নিজেরাইতো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে এনেছি। কিয়ামাতের দিন আযাব দেখে তারা অনুশোচনা করতে থাকবে যে, কেন তারা দুনিয়ায় বসে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং কেনইবা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল?

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون দুনিয়ায় তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মন খুলে তাঁদের সাথে বেআদবী করেছে ও তাঁদেরকে অবজ্ঞা করেছে।

আত্মার বাড়াবাড়ি হেতু করা আমলের প্রতি ধিক্কার

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ যদি তারা একটু চিন্তা করত তাহলে বুঝতে পারত যে, রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। তাদের কেহই রক্ষা পায়নি এবং তাদের কেহই আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফিরে আসেনি। অবিশ্বাসী কাফিরেরা যেমন অনেকে বিশ্বাস করত ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৩৭) এর দ্বারা দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়ায়ই ফিরে আসবে। কিন্তু মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের জন্য হাযির করা হবে এবং সেখানে প্রত্যেকের ভাল-মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১১)

৩৩। তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে।	٣٣. وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
৩৪। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ -	٣٤. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ
৩৫। যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হাত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা?	٣٥. لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
৩৬। পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।	٣٦. سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং মৃতকে আবার জীবিত করার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন ক্ষমতার উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত

যমীন, যা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে তৃণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মেনা, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন তা নব জীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ আমি ঐ মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের গৃহপালিত পশু খেয়ে থাকে।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ঐ যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ-নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে। এটা এ কারণে, যাতে দুনিয়াবাসী এর ফলমূল হতে আহার করতে পারে, শস্যক্ষেত ও উদ্যান হতে উপকার লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা করতে পারে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এগুলি আল্লাহর রাহমাত ও তাঁর ক্ষমতাবলে সৃষ্টি হচ্ছে, অন্য কারও ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হাত এগুলি সৃষ্টি করেনি। মানুষের না আছে এগুলি উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে এগুলি রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না আছে এগুলি পাকানোর কিংবা তৈরী করার অধিকার।

أَفَلاَ يَشْكُرُونَ সুতরাং মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেনা? এবং তাঁর অসংখ্য নি‘আমাতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করছেনা? অবশ্য ইবন্‌ জারীর (রহঃ) ‘মা’ শব্দটিকে ‘আল্লাযী’ শব্দের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে অফুরন্ত ফল-মূল প্রদান করেছেন; তা থেকে এবং নিজেদের হাতে জমি চাষ করে, বীজ বপন করে এবং গাছ-পালার পরিচর্যা করে যা উৎপন্ন করত তা থেকে আহার করত। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে আরও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতটিকে যেভাবে পাঠ করতেন তাতে এ ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণীয়। তিনি পাঠ করতেন ঃ

لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ (সুতরাং তারা তার ফল-মূল আহার করত এবং তারা নিজ হাতে যা উৎপন্ন করত তা থেকেও)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৯)

৩৭। তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।	٣٧. وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ
৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।	٣٨. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ
৩৯। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।	٣٩. وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ
৪০। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে।	٤٠. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

আল্লাহর প্রবল শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও রাত্রি-দিনের পরিবর্তন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা হল দিন ও রাত্রি। একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরাবরই একটি অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ আমি রাত্রি হতে দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ যখন এখান হতে রাত্রি আসে এবং ওখান হতে দিন চলে যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। বাহ্যিক আয়াত এটাই। (ফাতহুল বারী ৪/২৩১) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ *(এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ)* لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এর দু’টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ঃ ওর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যা আরশের নিচে এবং পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে ওর গতিপথ। ইহা যেখান দিয়েই চলুক না কেন তাঁর আরশের নিচ দিয়েই যাচ্ছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুও একইভাবে গমন করছে। কারণ আরশ হচ্ছে সৃষ্টিবস্তুর উপর ছাদ স্বরূপ। (অর্থাৎ সপ্ত আসমান আরশের নিচে অবস্থিত) জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা যে দাবী করে থাকেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগও গোলাকার (বর্তুলাকার) এটা সঠিক নয়। বরং ওটা গম্বুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা মালাইকা/ফেরেশতারা বহন করে আছেন। ওটা মানুষের মাথার উপর উর্ধ্ব জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় চলে আসে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। অতঃপর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে ঐ স্থানেরই বিপরীত দিকে আসে, ওটা তখন মধ্য রাতের সময় হয়। তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরের হয়ে যায়। সুতরাং ওটা সাজদাহয় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে,

যেমন হাদীসসমূহে রয়েছে।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাসজিদে ছিলেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ যার! সূর্য কোথায় অস্ত মিত হয় তা তুমি জান কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ সূর্য আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সাজদাহ করে। অতঃপর তিনি وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا *এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ* - এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ ওর চক্রাকারে আবর্তন আরশের নীচে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪০২)

দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূর্য যখন তাকে বেঁধে দেয়া কার্যক্রমের সময় সীমায় পৌঁছে যাবে অর্থাৎ যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন ওর জন্য নির্দিষ্ট করা আর কোন কক্ষপথ থাকবেনা, তা বাতিল করে দেয়া হবে। ওকে অচল করে দেয়া হবে এবং ওকে গুটিয়ে নেয়া হবে। এ পৃথিবীর আয়ুও শেষ হয়ে যাবে এবং ওর অভ্যন্তরে যা কিছু থাকবে তাদেরও নির্দিষ্ট সময় সীমা এসে যাবে। এটাই হল আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা। কাতাদাহ (রহঃ) لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর দ্বারা ওর চলার শেষ সময় সীমাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/৫১৭) আবার অন্যত্র এও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা গ্রীস্ম ও শীতকালে ওর গতিপথের কথা বলা হয়েছে। গ্রীস্মের শেষ দিন পর্যন্ত সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলতে থাকে এবং শীতকালে তার গতিপথ পরিবর্তন করে ভিন্ন কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। কখনওই সে বেধে দেয়া গতিপথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলেনা এবং নির্দিষ্ট সময়ও অতিক্রম করেনা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটিকে وَالشَّمْسُ تَجْرِي لاَ مُسْتَقَرَّ لَهَا এভাবে পাঠ করতেন। (সূর্য তার কক্ষপথে একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া চলাচল করেনা) অর্থাৎ সব সময় চলার জন্য একই স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। দিনে-রাতে সব সময় ও চলতে রয়েছে। চলার গতি কখনও

ধীরে অথবা দ্রুত হয়না, একই গতিতে চলছে, কোন নির্দিষ্ট জায়গায়ও স্থির হয়ে থাকেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৩) কিয়ামাত পর্যন্ত এগুলি এভাবে চলতেই থাকবে।

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা হল ঐ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর কেহ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা এবং যাঁর হুকুম কেহ টলাতে পারেনা। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হতে পারেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন দ্বারা দিন-রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ

لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ

তিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلاً

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১২) সুতরাং সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক। সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং ঐ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হয়। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র।

আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের জন্য তার মানযিলগুলি বিভিন্ন করে দিয়েছেন। মাসের প্রথম রাতে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো হয় খুবই কম। দ্বিতীয় রাতে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মানযিলও উন্নত হতে থাকে। তারপর যেমন উঁচু হয় তেমনি আলোও বাড়তে থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাতে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতে শুরু করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশ করেন।

আরাবরা চন্দ্রের কিরণ হিসাবে মাসের রাত্রিগুলির নাম রেখেছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম 'গুরার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'নুফাল'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'তুসআ'। কেননা এগুলির শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর

পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'উশার'। কেননা এগুলির প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'বীয'। কেননা এই রাত্রিগুলিতে চন্দ্রের আলো সম্পূর্ণ রাত ব্যাপী থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা 'দারউন' রেখেছে। এই دَرْعٌ শব্দটি دَرْعَاء শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলির এই নামকরণের কারণ এই যে, ষোল তারিখের রাতে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত হয়। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার থাকে অর্থাৎ কালো হয়। আর আরাবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে شَاةٌ دَرْعَاء বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'যুলাম' বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'হানাদিস'। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'দা'দী' বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'মিহাক', কেননা এতে চন্দ্রের আলো দেখতে পাওয়া যায়না এবং মাসও শেষ হয়।

আবূ উবাইদাহ (রাঃ) غَرِيْبُ الْمُصَنِّف নামক কিতাবে 'তুসআ' ও 'উশারকে গ্রহণ করেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া। এ সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেহ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির আবির্ভাবের সময় অপরটি হারিয়ে যায়। যখন একটির আবির্ভাবের সময় হয় তখন অন্যটি চলে যায়। যখন একটির অবস্থান অবধারিত তখন অপরটির উপস্থিতি অবলুপ্ত করা হয়। (তাবারী ২০/৫২০)

وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এ আয়াত সম্পর্কে ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্রের জন্য অবস্থান করার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণেই সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় রাতের আকাশে উপস্থিত হওয়া।

وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারেনা, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাতে। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে চলে আসে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, আর না বিশৃংখলার আশংকা আছে। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে

উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিন ও রাত নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২০/৫২০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি (চাঁদ) হচ্ছে চরকার বৃত্তের পরিধির মত।

৪১। তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।	٤١. وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
৪২। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।	٤٢. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ
৪৩। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সেই অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং তারা পরিত্রাণও পাবেনা -	٤٣. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ
৪৪। আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে।	٤٤. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে আরও রয়েছে নৌযান সৃষ্টি

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করছেন যে, তিনি সমুদ্রকে মানুষের জন্য কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যাতে তাদের নৌযানগুলি বরাবরই যাতায়াত করতে পারে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল নূহের

(আঃ), যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদারগণেরা রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠে আর একটি আদম সন্তানও রক্ষা পায়নি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। নৌকাটি পূর্ণরূপে বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজন্তুকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের জন্তু এক জোড়া করে ছিল।

فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *বোঝাই নৌযানে।* অর্থাৎ ঐ জাহাজটি আসবাবপত্র এবং পশু-পাখি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন যে, জাহাজে যেন সবকিছু থেকে জোড়ায় জোড়ায় তুলে নেয়া হয়। ইবন্ আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে নূহের (আঃ) জাহাজের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২২, ৫২৩)

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ *এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।* অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেমন স্থলে উট ঐ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুস্পদ জন্তুগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে। (তাবারী ২০/৫২৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি জান যে, এ আয়াতটিতে কোন্ ব্যাপারে বলা হয়েছে? আমরা বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ এখানে নূহের (আঃ) নৌকাটির নমুনা স্বরূপ অন্যান্য যে নৌযান নির্মিত হয়েছে সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ২০/৫২৩) আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২০/৫২২-৫২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ চিন্তা করে দেখ যে,

কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা নৌকাটি পানির নীচে বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। তখন এমন কেহ থাকবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রাহমাত যে, তোমরা দীর্ঘ সফর আরামে ও নিরাপদে অতিক্রম করছ এবং আমি তোমাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকার শান্তিতে রাখছি।

৪৫। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ যা তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার।	٤٥. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
৪৬। আর যখনই তাদের রবের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	٤٦. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৪৭। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর তখন কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরাতো স্পষ্ট	٤٧. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا

বিভ্রান্তিতে রয়েছ।	فِي ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

মূর্তি পূজকরা ভুল পথে পরিচালিত

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা, ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা এটা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে। তাদেরতো এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তারা তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়, আর না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের মধ্যে এটা কবূল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাদের এ অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ তাদেরকে যখন আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে বলা হয় এবং বলা হয় যে, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তাতে মুসলিম ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরও অংশ রয়েছে, তখন তারা উত্তর দেয় ঃ আল্লাহর ইচ্ছা হলে তিনি নিজেই তাদেরকে খেতে দিতে পারতেন? অতএব আল্লাহর যখন ইচ্ছা নেই তখন আমরা কেন তাঁর মর্জির উল্টা কাজ করব? إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তোমরা যে আমাদেরকে দান খাইরাতের কথা বলছ এটা তোমরা ভুল করছ। তোমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

৪৮। তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল - এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?	٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৪৯। এরাতো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা এদেরকে আঘাত করবে এদের বাক বিতন্ডা কালে।	٤٩. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

৫০। তখন তারা অসীয়ত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।	٥٠. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

কাফিরেরা মনে করে যে, কখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ যেহেতু কাফিরেরা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করতনা, সেহেতু তারা নাবীদেরকে (আঃ) ও মুসলিমদেরকে বলত ঃ কিয়ামাত আনয়ন করছ না কেন? আচ্ছা বলত ঃ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী হল ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ কিয়ামাত সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন হবেনা। শুধুমাত্র একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকবে, একে অন্যের সাথে কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ইসরাফীলকে (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দিতে আদেশ করবেন। ইসরাফীল (আঃ) দীর্ঘ সময় ধরে বিরামহীনভাবে শিঙ্গায় ফুঁক দিতে থাকবেন। ফলে তখন যারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে তাদের সবার কানে শিঙ্গার আওয়াজ পৌঁছে যাবে এবং আরও পরিস্কারভাবে শোনার জন্য তারা মাথা উঁচু করে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে যে, কোথা থেকে ঐ আওয়াজ আসছে। অতঃপর তাদের সবাইকে এক জায়গায় সমবেত করা হবে এবং আগুন সেখানে তাদের সবাইকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ *তখন তারা অসীয়াত করতে সমর্থ হবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।* ঐ শব্দের পরে কেহকেই এতটুকুও সময় দেয়া হবেনা যে, কারও সাথে কোন কথা বলে বা কারও কোন কথা শুনে অথবা কারও জন্য কোন অসীয়াত করতে পারবে।

তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবেনা। এ আয়াত সম্পর্কে বহু 'আসার' ও হাদীস রয়েছে যেগুলি আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করেছি। এই প্রথম ফূৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই মারা যাবে। সারা জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ থাকবেন, যাঁর ধ্বংস নেই। এরপর পুনরায় উত্থিত হবার ফুৎকার দেয়া হবে।

৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কাবর হতে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।	٥١. وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ
৫২। তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? দয়াময়তো (আল্লাহ) এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।	٥٢. قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ
৫৩। এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।	٥٣. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
৫৪। আজ কারও প্রতি কোন যুল্ম করা হবেনা এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই	٥٤. فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

প্রতিফল দেয়া হবে।	شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাতের পূর্বে শিঙ্গাধ্বনি হবে

অতঃপর তৃতীয়বার শিঙ্গা বেজে উঠবে। পাঠকবৃন্দ! সূরা নামলের ৩৭ নং আয়াতটির (২৭ ঃ ৩৭) তাফসীরটি লক্ষ্য করুন। এখানে যে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় শিঙ্গাধ্বনির কথা বলা হয়েছে সেই ব্যাপারে উক্ত আয়াতের তাফসীর সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। শিঙ্গাধ্বনি হওয়ার সাথে সাথে লোকেরা তাদের কাবর থেকে উঠে আসবে।

فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ পৃথিবীতে যেমন কোন বিশেষ কাজে মানুষ তাড়াহুড়া করে তখনও তারা কাবর থেকে উঠে খুব দ্রুত কিয়ামাতের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩)

يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا যেহেতু দুনিয়ায় তারা কাবর হতে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, সেই হেতু সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল। এর দ্বারা কাবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয়না। কেননা ঐ সময় তারা যে ভীষণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কাবরের শাস্তি তাদের কাছে খুবই হালকা অনুভূত হবে। তারা যেন কাবরে আরামেই ছিল।

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কাবর হতে উত্থিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের ঘুম এসে যাবে। (তাবারী ২০/৫৩৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কাবর হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে। (তাবারী ২০/৫৩২) ঈমানদার লোকেরা এর জবাবে বলবে ঃ

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ দয়াময় আল্লাহতো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূলগণ সত্যি কথাই বলতেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব মু'মিনরাও দিবে এবং মালাইকাও দিবেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্ত্বর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৭) মহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) মোট কথা, হুকুমের সাথে সাথে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ আজ কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা, বরং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৫৫। এ দিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।	٥٥. إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ

৫৬। তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।	٥٦. هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ
৫৭। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফল-মূল এবং থাকবে যা তারা ফরমায়েশ করবে।	٥٧. لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ
৫৮। পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।	٥٨. سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

জান্নাতীদের জীবন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাতীরা কিয়ামাতের মাইদান হতে মুক্ত হয়ে সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানের বিবিধ নি'আমাত ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা ভ্রূক্ষেপ করবে, আর না তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্‌ন আবী খালিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা জাহান্নামের আযাবের কষ্ট থেকে রক্ষা পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, জাহান্নামীরা কে কিভাবে থাকবে তার কোন খবরই তারা রাখবেনা। তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ তারা কুমারী হুর লাভ করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-অহ্লাদে লিপ্ত থাকবে। এই আমোদ-আহ্লাদ ও আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হুরেরাও শামিল থাকবে। জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। তাদের মন যে জিনিস চাবে তা'ই তারা পাবে।

عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ *আসনে হেলান দিয়ে বসবে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ),

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং খুসাইফ (রহঃ) প্রমুখ الْأَرَائِك সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হচ্ছে জান্নাতের বাগানে পেতে রাখা আরামদায়ক আসন। (তাবারী ২০/৫৩৯, ৫৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ *পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।* ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ নিজেই শান্তি, তাঁর পক্ষ থেকে তিনি জান্নাতীদের উপর শান্তি বর্ষণ করবেন। নিম্নের আয়াত থেকেও ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَـٰمٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪)

৫৯। আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।	٥٩. وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ
৬০। হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?	٦٠. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
৬১। আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ?	٦١. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

৬২। শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?	٦٢. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاًّ كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদেরকে মু'মিনদের থেকে পৃথক করা হবে

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৎ লোকদের থেকে অসৎ লোকদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪) অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩) অর্থাৎ লোকদেরকে দুই দলে ভাগ করা হবে।

ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদাত করত আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২-২৩)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ জান্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। ধমক ও শাসন-গর্জনের সুরে তাদেরকে বলা হবে ঃ ওহে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছ এবং শাইতানের আনুগত্য করেছ। সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহারদাতা হলাম আমি, আর আনুগত্য করা হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শাইতানের?

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আমিতো বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করবে। আমার কাছে পৌঁছার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই।

لَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا শাইতান তোমাদের বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে ও সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে। আর শাইতানের পরামর্শ গ্রহণ করে তোমাদের অধিকাংশ চলেছ উল্টা পথে। সুতরাং এখানেও উল্টাভাবেই থাক। সৎ লোকদের ও তোমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। তারা জান্নাতী এবং তোমরা জাহান্নামী।

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ তোমাদের কি এটুকু জ্ঞান ছিলনা যে, তোমরা এর ফাইসালা করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শাইতানকে মানবে? শরীকবিহীন সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করবে, নাকি সৃষ্টের উপাসনা করবে?

৬৩। এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।	٦٣. هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ
৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।	٦٤. ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ

৬৫। আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।	٦٥. ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৬৬। আমি ইচ্ছা করলে এদের চক্ষুগুলিকে লোপ করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত?	٦٦. وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ
৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারতনা এবং ফিরেও আসতে পারতনা।	٦٧. وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের যবান সীল করে দেয়া হবে

জ্বলন্ত, শিখাযুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় জাহান্নাম সামনে আসবে এবং কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ এটা ঐ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার বর্ণনা দিতেন, যার থেকে তাঁরা ভয় দেখাতেন। কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করতে ও মিথ্যাবাদী বলতে।

اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর। ওঠো, এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। যেমন মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৫)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ কিয়ামাতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার করবে এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি? উত্তরে আমরা বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দা তার রবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমাকে যুল্ম হতে রক্ষা করবেননা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। বান্দা তখন বলবে ঃ তাহলে আমি ছাড়া আমার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং আমার সম্মানিত লিপিকার মালাইকা/ফেরেশতারা সাক্ষী হবে। তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলা হবে ঃ তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে, যা সে করেছে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। সে তখন নিজের দেহের জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বলবে ঃ তোমাদের জন্য অভিশাপ! তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্যইতো আমি ঐসব করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। (মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেন ঃ এটা কি ঠিক? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এ কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তখন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি এগুলো গোপন করে রাখবেন। তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারও কাছে প্রকাশিত হবেনা। অতঃপর তার সৎ আমলগুলি নিয়ে আসা হবে এবং সমস্ত মাখলূকের সামনে ওগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতঃপর কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান করা হবে এবং তাকে বলা হবে ঃ তুমি এসব কাজ করেছিলে কি? তখন সে অস্বীকার করে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আপনার এই মালাক/ফেরেশতা এমন কিছু লিখেছেন যা আমি করিনি। তখন ঐ মালাক/ফেরেশতা বলবেন ঃ তুমি কি এ কাজ অমুক দিন অমুক জায়গায় করনি? সে জবাব দিবে ঃ না, হে আমার রাব্ব! আপনার ইয্যাতের শপথ! আমি এটা করিনি। যখন সে এ কথা বলবে তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণায় সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি নিম্নের এই আয়াতটি পাঠ করেন।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের।* (তাবারী ২০/৫৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারতাম, তখন তারা সৎ পথে চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদেরকে তাদের নিজেদের স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম। তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ফলে তখন তারা চলতে পারতনা। অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতনা এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতনা। বরং মূর্তির মত একই জায়গায় বসে থাকত।

৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝেনা?	٦٨. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
৬৯। আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।	٦٩. وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ
৭০। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।	٧٠. لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা'আলা বানী আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের যৌবনে যেমন ভাটা পড়তে থাকে তেমনিভাবে তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা এসে পড়ে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ

তিনিই আল্লাহ! যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا

এবং তোমাদের মধ্যে কেহকে কেহকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সেই সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ

৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প সময়ের আবাস স্থল। এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। أَفَلَا يَعْقِلُونَ তবুও কি এ লোকগুলো এ জ্ঞান রাখেনা যে, তারা নিজেদের শৈশব ও যৌবন পার করে ধূসর চুলের বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এবং এরপরেও কি তারা হৃদয়ঙ্গম করেনা যে, এই দুনিয়ার পরে আখিরাত আসবে এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে?

আল্লাহ তাঁর নাবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। কবিতার প্রতি তার ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই। এর প্রমাণ তার জীবনেই প্রকাশমান যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারতেননা এবং তা পুরোপুরিভাবে তাঁর মুখস্থও থাকতনা।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামীকে (রাঃ) বলেন ঃ তুমিইতো أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ এ কবিতাংশটি বলেছ? উত্তরে আব্বাস ইব্ন মিরদাস (রাঃ) বলেন ঃ بَيْنَ لِعُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ এইরূপ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সবই সমান। অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে দুটো একই। (দালায়িলুল নুবুওয়াহ ৫/১৮১, মুসলিম ২৪৪৩) তাঁর উপর আল্লাহর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) এটি কবিতার কোন পংক্তি নয় যা কাফির কুরাইশরা দাবী করত। এটি কোন যাদুবিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা পাঠ করার জন্য কোন হেয়ালী বাক্যও নয়, যেমনটি বিভিন্ন বিপথগামী মূর্খ লোকেরা মন্তব্য করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতগতভাবেই কোন কবিতা মুখস্ত করে মনে রাখতে

পারতেননা এবং তাঁর জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে নিষেধও করা ছিল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটাতো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ এটা এ জন্যই যে, দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) এই কুরআন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান তাদের জন্য ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। (তাবারী ২০/৫৫০)

وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ আর শাস্তির কথাতো কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, কুরআনুল কারীম মু’মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ এবং কাফিরদের উপর সাক্ষী স্বরূপ।

৭১। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী।	٧١. أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَـٰمًا فَهُمۡ لَهَا مَـٰلِكُونَ

৭২। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করেছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।	٧٢. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
৭৩। তাদের জন্য ওগুলিতে রয়েছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা?	٧٣. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

গৃহপালিত পশুতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনআম ও ইহসানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করে ওগুলো মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। ওদেরকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে মানুষ ওদেরকে যে দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় সেই দিকেই ওরা চলতে থাকে; কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেনা। এমন কি একটি শিশুও যদি একটি পূর্ণ বয়স্ক উটকে বসতে বলে তাহলে সে বসে পড়ে, উঠতে বললে উঠে দাঁড়ায় এবং চলতে বললে হাটতে শুরু করে। যেভাবে যা করতে হবে তা ইশারা করলেই সে তা করতে থাকে। এমনকি কোন কাফিলায় যদি এক শতটি উট থাকে এবং তা যদি একটি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তা উটেরা শান্তভাবে মেনে নিয়ে চলতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে থাকে। তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং তাদের আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে। আর কতকগুলোর গোশত তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা বহু উপকার লাভ হয়। তারা এগুলোর দুধও পান করে। আবার ওগুলোর প্রস্রাবও ওষুধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও আরও বহু উপকার তারা পায়।

أَفَلَا يَشْكُرُونَ এর পরেও কি আল্লাহর এই নি'আমাতগুলির জন্য তাঁর প্রতি

তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়? তাদের কি উচিত নয় যে, তারা শুধু এগুলির সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করবে, তাঁর একাত্মবাদকে মেনে নিবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা?

৭৪। তারাতো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বূদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।	٧٤. وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
৭৫। কিন্তু এসব ইলাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে।	٧٥. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ
৭৬। অতএব তাদের কথা তোমাদের যেন দুঃখ না দেয়। আমিতো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।	٧٦. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

মুশরিকদের দেবতারা নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ বাতিল আকীদাহকে খণ্ডন করছেন যা তারা তাদের বাতিল মা'বূদদের উপর পোষণ করত। তারা এই আকীদাহ বা বিশ্বাস রাখত যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের তাকদীরে বারাকাত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মা'বূদ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, তারা এতই দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও মূল্যহীন যে, তারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি এই মূর্তিগুলো তাদের শত্রুদের আক্রমণ হতে নিজেদেরকেও রক্ষা করতে পারেনা। কেহ এসে যদি তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারাতো কথাও

বলতে পারেনা। কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই।

وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ এই মূর্তিগুলো কিয়ামাতের দিন জনগণের হিসাব গ্রহণের সময় নিজেদের উপাসকদের সামনে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের পুরোপুরি লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পায়। আর তাদের উপর ফাইসালা পুরা হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ মূর্তিগুলোতো তাদের কোন প্রকারেরই সাহায্য করতে পারেনা, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী। অথচ এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা এবং কোন বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বললে তার সাথে লড়াই করছে। হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর সান্ত্বনা দান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ হে নাবী! তাদের প্রত্যাখ্যান করা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমিতো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে। পুংখানপুংখভাবে আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব।

৭৭। মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী।	٧٧. أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার	٧٨. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ

وَهِيَ رَمِيمٌ	**করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে?**
٧٩. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ	**৭৯। বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত।**
٨٠. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ	**৮০। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর।**

মৃত্যুর পর কিয়ামাত দিবসে পুনর্জন্ম অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইব্ন খালফ একটি শুকনা হাড় হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। সে হাড্ডিটি ভাঙ্গছিল এবং ওর গুড়াগুলি বাতাসে উড়াচ্ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! বল তো, এগুলিতে কি আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। এরপর তোমাকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে। ঐ সময় এই সূরার শেষের এই আয়াতগুলি (৭৭-৮৩) অবতীর্ণ হয়। অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জরাজীর্ণ পুরানো হাড়টি নিয়ে আগমনকারী লোকটি ছিল আস ইব্ন ওয়াইল। সে ওটি পাহাড়ের পাদদেশ হতে সংগ্রহ করেছিল এবং ওটি ভেঙ্গে গুড়া করে বলেছিল ঃ এগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি পুনরায় এগুলিকে জীবন

দিবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তোমাকে জীবন দিবেন এবং এরপর তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর এই সূরার শেষের আয়াতগুলি নাযিল হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/৫৫৪) যা হোক, এ আয়াতগুলি উবাই ইব্ন খালফ অথবা আস ইব্ন ওয়াইল, যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোকনা কেন অথবা উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতগুলি সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেহ পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী হবে তার জন্যই এটা জবাব হবে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ এ লোকগুলোর নিজেদের সৃষ্টির সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। এর পরেও মহামহিমান্বিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরও বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ. فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ২০-২১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২)

বিশর ইব্ন জাহহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন। অতঃপর তিনি তাতে অঙ্গুলী রেখে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমরা কি আমাকে অপারগ ও শক্তিহীন করতে পার? আমি তোমাদেরকে এরূপ (থুথুর মত তুচ্ছ) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে এরূপ আকৃতিতে গঠন করেছি। তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরা করতে শুরু করেছ এবং ধন-সম্পদ জমা করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত থাকছ। অতঃপর প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছ ঃ এখন আমি আমার সম্পদ আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই। কিন্তু সাদাকাহ করার ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে

গেছে (আহমাদ ৪/২১০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৩)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ তারা এখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করছে যিনি আসমান, যমীন এবং সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা করত তাহলে এই আযীমুশ্‌শান মাখলূকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মলাভকে আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শন রূপে দেখতে পেত। কিন্তু তাদের জ্ঞান চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে গেছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক অবগত। শরীরের কোন্ অংশ পৃথিবীর কোথায় মিশে গেছে অথবা মিলিয়ে গেছে তা সবই তাঁর জানা আছে।

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রিব'ই (রহঃ) বলেন ঃ একদা উকবাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হুযাইফাকে (রাঃ) বলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। তখন হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তারপর যেন ঐ ভস্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার ভস্মগুলো একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে উত্তরে বলে ঃ আপনার ভয়ে (আমি এরূপ করেছিলাম)। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। উকবাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) তখন বলেন ঃ আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি। ঐ প্রশ্নকারী ছিলেন একজন কাবর খননকারী। (আহমাদ ৫/৩৯৫)

একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, লোকটি বলেছিল ঃ আমার ভস্মগুলো অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দিবে এবং বাকি অর্ধেক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে। তারা তাই করল। আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে আদেশ করেন যে, সে যেন তার ভিতর থাকা ঐ

লোকের দেহভস্ম জমা করে। যমীনকেও তিনি অনুরূপ আদেশ করেন। সমুদ্রে যতগুলো ভস্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 'হও' ফলে লোকটি জীবিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৪, মুসলিম ৪/২১১০)

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ *তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর।* অর্থাৎ যিনি এই সবুজ গাছপালাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং উহা যখন নানা রকম ফল উৎপাদন করতে শুরু করছে তখন তিনি ওকে শুকনা দাহ্য কাঠে পরিবর্তন করে দেন। কারণ তিনি যখন যা করতে মনস্থ করেন তখন তা করেন এবং তাঁকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কেহই নেই। কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ যিনি সবুজ গাছ থেকে আগুনের দাহ্য সৃষ্টি করেন তিনি ওকে আবার জীবিত করতেও সক্ষম। বলা হয়েছে যে, এখানে যে গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল *'মার্‌ক'* এবং *'আফার'* গাছ যা হিজাযে জন্মে। যদি কেহ আগুন জ্বালাতে চায় এবং তার সাথে যদি আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ঐ গাছের দু'টি শাখা নিয়ে একটির সাথে অপরটি ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে উঠবে। সুতরাং ওটি যেন দিয়াশলাইয়ের মত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৮১। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	٨١. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ
৮২। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর	٨٢. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن

يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	**ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।**
٨٣. فَسُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىۡءٍ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ.	**৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।**

আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সাত আসমান এবং ওর গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সাত যমীনকে এবং ওর মধ্যকার পাহাড়-পর্বত, মাইদান, বালু, সমুদ্র, গাছ-পালা ইত্যাদিও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি মানুষের মত ছোট মাখলূককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটাতো জ্ঞানেরও বিপরীত কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَخَلۡقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭) এখানেও তিনি বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি সমর্থ নন? আর এতে যখন তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡىَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧىَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেন ঃ হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তাঁর হয়না।

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পাপী; কিন্তু তারা ব্যতীত, যাদেরকে আমি ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু তারা ব্যতীত যাদেরকে আমি ধনবান করি। আমি বড়ই দানশীল এবং আমি বড় মর্যাদাবান। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি। আমার ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা এবং আমার আযাবও একটা কালাম। আমার ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওকে বলি ঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/১৫৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।* সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান সেই আল্লাহর যিনি সকল খারাবী এবং ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে, যাঁর কর্তৃত্বে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছু, যাঁর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং আদেশ দেয়ার মালিকও তিনি। তাঁরই কাছে কিয়ামাত দিবসে সকলকে হাযির করা হবে। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী হয় উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিনি ন্যায় বিচারক, তিনি মুক্ত হস্ত, উদার দাতা, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে কখনও ভুল করেননা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ

জিজ্ঞেস কর ঃ যদি তোমরা জান তাহলে বল সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? (২৩ ঃ ৮৮) আরও বলেন ঃ

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ

মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব। (৬৭ ঃ ১)

সুতরাং **مُلْك** ও **مَلَكُوْت** একই অর্থ। কেহ কেহ বলেছেন যে, **ملك** দ্বারা দেহের জগত এবং **مَلَكُوْت** দ্বারা রূহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং অধিকাংশ মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই।

হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাহাজ্জুদ সালাতে) দাঁড়িয়ে যাই। তিনি সাত রাক'আতে সাতটি লম্বা সূরা পাঠ করেন।

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে তিনি রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করেন এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِي ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ** এ কালেমাগুলি পাঠ করেন। তাঁর রুকূ' দাঁড়ানো অবস্থার মতই দীর্ঘ ছিল এবং সাজদাহও ছিল রুকূ'র মতই দীর্ঘ। যখন তিনি সালাত আদায় সমাপ্ত করলেন তখন আমার পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (আহমাদ ৫/৩৯৬)

আউফ ইব্ন মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেন ঃ একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করি। তিনি সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। রাহমাতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি আয়াতে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট রাহমাত প্রার্থনা করতেন এবং যে সমস্ত আয়াতে শাস্তির বর্ণনা রয়েছে সেখানেও তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতেন। তারপর তিনি রুকূ' করেন এবং এটাও দাঁড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিলনা। রুকূ'তে তিনি **سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ** পাঠ করেন। এরপর তিনি সাজদাহ করেন এবং ওটাও প্রায় রুকু অবস্থার সমপরিমাণই ছিল এবং সাজদাহয়ও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতে তিনি সূরা আলে-ইমরান পাঠ করেন। এভাবেই তিনি এক এক রাক'আতে এক একটি সূরা তিলাওয়াত করেন। (আবূ দাঊদ ১/৫৪৪, তিরমিযী ১৬৪, নাসাঈ ২/২২৩)

সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৭ ঃ সাফ্‌ফাত, মাক্কী ٣٧ – سورة الصافات، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৮২, রুকূ ৫) (اَيَاتُهَا : ١٨٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

সূরা সাফফাত এর ফাযীলাত

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হালকাভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সূরা সাফ্‌ফাত পাঠ করে আমাদের ইমামতি করতেন। (নাসাঈ ২/৯৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।	١. وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّا
২। এবং যারা কঠোর পরিচালক।	٢. فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا
৩। এবং যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে মশগুল।	٣. فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا
৪। নিশ্চয়ই তোমাদের মা‘বূদ এক।	٤. إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ
৫। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর রাব্ব, এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের।	٥. رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত শপথের দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৬১-৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে,

মালাইকা/ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে। (তাবারী ২১/৭)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের সারিকে মালাইকার সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটিকে আমাদের জন্য অযূর পানির স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১)

যাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন সেইভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন? সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন ঃ আল্লাহর মালাইকা কিভাবে তাদের রবের সামনে কাতারবন্দী হন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তারা প্রথম সারিকে পূরণ করে নেন এবং এরপর অন্যান্য সারিগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন। (মুসলিম ১/২২৩, আবূ দাঊদ ১/৪৩১, নাসাঈ ২/৯২, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩১৭)

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا *যারা কঠোর পরিচালক।* এ আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে পরিচালনাকারী মালাক/ফেরেশতা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا *এবং যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে মশগুল।* সুদ্দীর (রহঃ) মতে ঃ এরা হলেন ঐ মালাইকা যাঁরা আল্লাহর সহীফা এবং কুরআন বহন করে বান্দাদের নিকট আনয়ন করে থাকেন।

আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের মা'বূদ

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব এবং রাব্ব সকল উদয়স্থলের। তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলি পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মাশরিকের উল্লেখ করে মাগরিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ করা

হয়নি। অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ ٱلۡمَشَـٰرِقِ وَٱلۡمَغَـٰرِبِ إِنَّا لَقَـٰدِرُونَ

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪০)

رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقَيۡنِ وَرَبُّ ٱلۡمَغۡرِبَيۡنِ

তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৭) অর্থাৎ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের রাব্ব তিনিই।

৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।	٦. إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ
৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে।	٧. وَحِفۡظًا مِّن كُلِّ شَيۡطَـٰنٍ مَّارِدٍ
৮। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে -	٨. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ وَيُقۡذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ
৯। বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি।	٩. دُحُورًا ۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ وَاصِبٌ
১০। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।	١٠. إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

নভোমন্ডলকে আল্লাহ তা'আলা সুসজ্জিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা

তিনি সুশোভিত করেছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫) অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ. وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ আমি আসমানকে হিফাযাত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শাইতান হতে। ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারেনা। চুরি করে শোনার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى তারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনা। আল্লাহর শারীয়াত ও তাকদীর বিষয়ের মালাইকা/ফেরেশতাদের কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতে সক্ষম হয়না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি আমরা নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে ঃ

যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ যে দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নিপিন্ড নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও লজ্জিত করার উদ্দেশে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তিতো বাকী রয়েছেই যা হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং চিরস্থায়ী। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৫) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ *তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে।* অর্থাৎ এর ব্যতিক্রম হল এই যে, শাইতানদের মধ্য থেকে কেহ চুরি করে হঠাৎ কোন কথা শুনে ফেলে তা তার নিকটবর্তী শাইতানের কাছে বলে দেয়। অতঃপর সে তার পরের জনকে বলে দেয় এবং এভাবে তা পৃথিবীতে শাইতানের লোকজনের কাছে পৌঁছে যায়। কখনও তা পৃথিবীতে পৌঁছার আগেই আল্লাহর আদেশে অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কখনও অগ্নিপিন্ড তাদেরকে আঘাত করার পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ঐ খবর তারা যাদুকর/জোতিষীর কাছে বলে দেয়। এ বিষয়টি আমরা পূর্বের একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

ثَاقِبٍ শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেজ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শাইতানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনত। ঐ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতনা। সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে জোতিষী/যাদুকরদেরকে বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হত। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বলল ঃ নতুন বিশেষ কোন যরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা

অবলম্বন করা হয়েছে। সুতরাং সংবাদ জানার জন্য সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিল। তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাখলার দু’টি পাহাড়ের মাঝে সালাত আদায় করছেন। তারা এ খবর ইবলীস শাইতানকে জানালে সে বলল ঃ এ কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। (তাবারী ২১/১২)

১১। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর নাকি আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি কঠিনতর? তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে।	١١. فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ
১২। তুমিতো বিস্ময় বোধ করছ, আর তারা করছে বিদ্রূপ।	١٢. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
১৩। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করেনা।	١٣. وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ
১৪। তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।	١٤. وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ
১৫। এবং বলে ঃ এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।	١٥. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
১৬। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?	١٦. أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

১৭। এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও?	١٧. أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ
১৮। বল ঃ হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।	١٨. قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ
১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	١٩. فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ

মৃত্যুর পর অবশ্যই পুনরায় জীবিত করা হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ তুমি কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে প্রশ্ন কর ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, নাকি আসমান, যমীন, মালাক/ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তারাতো স্বীকার করে যে, তাদের তুলনায় ওগুলো সৃষ্টি করা কঠিন; তাহলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা কেন অস্বীকার করে? অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ আমি তাদেরকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা আঠালো জাতীয় বলে হাতে লেগে থাকে। (কুরতুবী ১৫/৬৯, তাবারী ২১/২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, ইহা আঠালো এবং খুবই কার্যকরী (তাবারী ২১/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা আঠালো যা হাতে লেগে থাকে। (তাবারী ২১/২৪) আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

وَإِذَا ذُكِّرُوا لاَ يَذْكُرُونَ.بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ হে নাবী! তুমিতো বিস্ময়বোধ করছ, আর তারা বিদ্রূপ করছে। কারণ তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত দেহ পুনর্গঠন করা হবে, এ কথা শুনে তারা তামাশা করছে।

وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ আর যখন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্রূপ করে বলে যে, এটাতো নিছক যাদুর খেলা। তারা বলে ঃ

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ.أَئذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئنَّا لَمَبْعُوثُونَ মৃত্যুর পর আমরা মাটিতে মিশে যাব এবং এরপর পুনর্জীবিত হব, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত করা হবে, এ কথাতো আমরা কখনও মানতে পারিনা। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা ধূলায় পরিণত হও অথবা হাড্ডির অবশিষ্টাংশ যে অবস্থায়ই থাক না কেন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। অতঃপর তোমাদেরকে অপমানিত অবস্থায় শাস্তি প্রদান করা হবে। তাঁর সামনে কারও কোন শক্তি/ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৮৭) আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৬০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ এটাতো একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন

মনে করছ তা আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর তখনই সবাই কাবর হতে বের হয়ে কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২০। এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো কর্মফল দিন।	٢٠. وَقَالُواْ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ
২১। এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।	٢١. هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ
২২। (মালাইকাকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত -	٢٢. ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ
২৩। আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে।	٢٣. مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ
২৪। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে;	٢٤. وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ
২৫। তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছনা?	٢٥. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
২৬। বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে।	٢٦. بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

প্রতিফল দিবসের বর্ণনা

এখানে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কিয়ামাত দিবসে কিভাবে কাফিরেরা একে অপরকে দোষারোপ করবে এবং তারা এও স্বীকার করবে যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায় করেছে। যখন তারা কিয়ামাতের ভয়াবহতা নিজেদের চোখে দেখতে পাবে তখন মনে মনে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তখনকার অনুশোচনা তাদের জন্য কোন সুখকর বার্তা বয়ে আনবেনা। কিয়ামাত অস্বীকারকারীরা বলবে ঃ

يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّين হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাইতো প্রতিফল দিবস! মু'মিন ও মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরও বাড়ানোর জন্য বলবেন ঃ

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ হ্যাঁ, এটাই ফাইসালার দিন যা তোমরা অবিশ্বাস করতে। অতঃপর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন ঃ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ মু'মিনদের থেকে পৃথক করে ভিন্নভাবে একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। নুমান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) বলেন ঃ 'তাদের সাথীদের' বলতে এখানে তাদের একই পথ অবলম্বনকারীদের বুঝানো হয়েছে যারা তাদের মতই নিজেদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। (তাবারী ২১/২৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আবুল আলীয়াহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৭, ২৮) শারিক (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি নুমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আমি উমারকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ তারা হল তাদেরই মত যারা বিপথে চলেছিল। সুতরাং যারা ব্যভিচার করেছে, যারা সুদ খেয়েছে কিংবা সুদের লেন-দেন করেছে, যারা মদ পান করেছে কিংবা মদ পান করিয়েছে তারা সবাই একে অন্যের সাথী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **وَأَزْوَاجَهُمْ** এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের বন্ধুরা'।

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. مِن دُونِ اللَّه *এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে।* অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যে পীর, দেব-দেবীদের ইবাদাত করত তাদের সবাইকে একই জায়গায় উপস্থিত করা হবে।

অতঃপর فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে আরও বলবেন ঃ

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ তাদেরকে জাহান্নামের নিকট কিছু সময়ের জন্য দণ্ডায়মান রাখ। কেননা তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, পৃথিবীতে তারা কি করেছে এবং কি বলেছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক (রহঃ) বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন যায়িদাহকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার বন্ধু/সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর তাকে ভর্ৎসনার সুরে প্রশ্ন করা হবে ঃ

مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ কি ব্যাপার! আজ কেন একে অপরকে সাহায্য করছনা? অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে ঃ আমরা সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করব?

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ কিন্তু আজ তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। না আজ তারা তাঁর কোন বিরুদ্ধাচরণ করবে, না তারা তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে, আর না পালাতে পারবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

২৭। এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	٢٧. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

২৮। তারা বলবে ঃ তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।	٢٨. قَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَأۡتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ
২৯। তারা বলবে ঃ তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেনা।	٢٩. قَالُواْ بَل لَّمۡ تَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
৩০। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা; বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٣٠. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيۡكُم مِّن سُلۡطَـٰنِۭ ۖ بَلۡ كُنتُمۡ قَوۡمًا طَـٰغِينَ
৩১। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।	٣١. فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ
৩২। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।	٣٢. فَأَغۡوَيۡنَـٰكُمۡ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ
৩৩। তারা সবাই সেদিন শাস্তি তে শরীক হবে।	٣٣. فَإِنَّهُمۡ يَوۡمَئِذٍ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ
৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি।	٣٤. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ

৩৫। যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত।	٣٥. إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
৩৬। এবং বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করব?	٣٦. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍۭ
৩৭। বরং সেতো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে।	٣٧. بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ্বে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা কিয়ামাতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ

দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৭-৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও রয়েছে যে, তারা তাদের নেতৃবর্গকে বলবে ঃ

إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ *তোমরাতো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।* যাহহাক (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ দুর্বলরা বলবে, যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ছিলাম এবং তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলে সেই হেতু তোমরা আমাদেরকে জোরপূর্বক ন্যায় হতে অন্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিতে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ কথা মানুষ জিনদেরকে বলবে। মানুষ তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদেরকে ভাল কাজ হতে ফিরিয়ে মন্দ কাজ করতে প্ররোচিত

করতে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তোমরা পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে দেখাতে এবং ভাল ও সৎ কাজকে কঠিন ও মন্দরূপে প্রদর্শন করতে। হক হতে ফিরিয়ে দিতে এবং বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে। (তাবারী ২১/৩২) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ কোন কোন সময় যখন আমাদের মনে সৎ কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে দিতে। ইসলাম, ঈমান এবং সাওয়াব লাভ করা হতে তোমরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ। (তাবারী ২১/৩২) ইয়াযীদ আর রিশ্ক (রহঃ) বলেন ঃ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* হতে আমাদেরকে তোমরা বহু দূরে নিক্ষেপ করেছ। মহান আল্লাহ দুষ্টদের নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ বরং তোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলেনা। অর্থাৎ দুর্বলদের অভিযোগ শুনে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল তারা ঐ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবে ঃ আমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা নিজেরাইতো অন্যায়কারী ছিলে। তোমাদের অন্তর ঈমান হতে দূরে ছিল। কুফরী ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমাদের মনের মধ্যে সত্যের প্রতি অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য করেছিলে এবং নাবীগণের আনয়নকৃত সত্যকে পরিত্যাগ করেছিলে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ তাই আমাদের সবারই উপর আল্লাহর আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ তারা সবাই সেই দিন শাস্তিতে শরীক হবে। অর্থাৎ নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ আর অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলতে বলা হতো *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* তখন তারা গর্বভরে

বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বূদদেরকে বর্জন করব? অর্থাৎ তারা অহংকার করে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করতনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট রয়েছে। (মুসলিম ১/৫২)

এ বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার করেছিল। কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিত ঃ

أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ আমরা কি একজন কবি ও পাগলের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে তাদের অভিমত খণ্ডন করে বলেন ঃ

بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ বরং এই নাবী সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে। অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) ইতোপূর্বে এই নাবী সম্বন্ধে যে গুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক প্রমাণ তিনি নিজেই। পূর্ববর্তী নাবীগণ যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন তিনিও সেই সবেরই বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ

তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৩)

৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।	٣٨. إِنَّكُمْ لَذَآئِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ
৩৯। এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।	٣٩. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ

تَعۡمَلُونَ	
٤٠. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ	৪০। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।
٤١. أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ رِزۡقٞ مَّعۡلُومٞ	৪১। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয্‌ক -
٤٢. فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكۡرَمُونَ	৪২। ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত।
٤٣. فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ	৪৩। সুখ কাননে।
٤٤. عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ	৪৪। তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে।
٤٥. يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٖ مِّن مَّعِينِۭ	৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্র -
٤٦. بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ	৪৬। শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
٤٧. لَا فِيهَا غَوۡلٞ وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ	৪৭। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা।
٤٨. وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٞ	৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না আয়তলোচনা হুরবৃন্দ।
٤٩. كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٞ مَّكۡنُونٞ	৪৯। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।

মূর্তি পূজকদের শাস্তি এবং মু'মিন বান্দাদেরকে প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফির মূর্তি পূজকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক করে নিচ্ছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلۡعَصۡرِ. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে । (সূরা আসর, ১০৩ ঃ ১-৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدۡنَـٰهُ أَسۡفَلَ سَـٰفِلِينَ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

অর্থাৎ আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪-৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتۡمًا مَّقۡضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭১-৭২) অন্যত্র প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصۡحَـٰبَ ٱلۡيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্‌দাসসির, ৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। বেদনাদায়ক শাস্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একনিষ্ঠ

বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিছু কিছু ছোট খাট ভুল ভ্রান্তি থাকলেও তাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। আর ঐ সব বান্দার সৎ আমলগুলিকে একটির বদলে দশগুণ অথবা তা হতে সাতশ' গুণ এমনকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৫)

فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ তা হবে নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ। সেখানে তারা হবে মহাসম্মানের অধিকারী। সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারও পৃষ্ঠদেশ কেহ দেখতে পাবেনা। (কুরতুবী ১৫/৭৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র। প্রবাহিত শরাব হতে পূর্ণ পেয়ালা তাদের মধ্যে পরিবেশিত হবে। তা হবে ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবেনা এবং নেশাও হবেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান-পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি রয়েছে যে, ওটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা করে এবং জ্ঞান লোপ পায়। কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ *তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র।* প্রবাহিত ঝর্ণা থেকে এনে তাদেরকে মদ পান করতে দেয়া

হবে। তা কখনও বন্ধ হবেনা এবং স্থগিতও করা হবেনা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ঐ মদ হবে সাদা রংয়ের। অর্থাৎ দুনিয়ায় যে মদ তৈরী করা হয়, যা থেকে উৎকট গন্ধ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণের ফলে লাল, কালো, হলুদ, ঘোলাটে কিংবা অন্য ধরণের দেখতে হয় এবং যা পান করলে মাতলামী, বমি ভাব ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেইরূপ প্রতিক্রিয়া জান্নাতের মদ পান করার পর হবেনা। বরং তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু, সুদৃশ্য রংয়ের এবং সুঘ্রাণযুক্ত, যার সাথে দুনিয়ার মদের কোন তুলনাই হবেনা।

لاَ فِيهَا غَوْلٌ *তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের মতে غَوْلٌ শব্দ দ্বারা পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৩৮) অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্য পানে যেমন পেটের ব্যথা হয় জান্নাতের মদ্য পানে তা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ *এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা পান করার ফলে জ্ঞান লোপ পাবেনা। (তাবারী ২১/৪০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), হাসান (রহঃ), 'আতা ইব্ন আবী মুসলিম আল খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শরাবে চারটি মন্দ গুণ রয়েছে। যেমন মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মূত্র দোষ। (কুরতুবী ১৫/৭৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর একটিও থাকবেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, সুলোচনা মহিলাগণ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তারা নিজেদের স্বামীদের ছাড়া আর কারও চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবেনা। عَيْنٌ অর্থ সুলোচনা। কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু। আর একটি অর্থ হল আনত নয়না। অবশ্য এটা সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ তারা যেন সুরক্ষিত ডিম। তারা সুন্দর তনুধারিণী উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী।

আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ এর অর্থ হচ্ছে, যেন তারা রক্ষিত মুক্তা। (তাবারী ২১/৪৩)

হাসান (রহঃ), বলেন যে, بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ এর অর্থ হচ্ছে ঐ সুরক্ষিত মুক্তা যেখানে কারও হাত পৌঁছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি। مَكْنُونٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা যেন এমন ডিম যার বাহির দিক পাখির ডানা কিংবা মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভিতরের অংশ অর্থাৎ ওর কুসুম কিংবা লালা কেহ স্পর্শ করতে পারেনা। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৫০। তারা একে অপরের সাথে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	٥٠. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ
৫১। তাদের কেহ বলবে ঃ আমার ছিল এক সঙ্গী।	٥١. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ
৫২। সে বলত ঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে -	٥٢. يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ
৫৩। আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?	٥٣. أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ
৫৪। (আল্লাহ) বলবেন ঃ তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?	٥٤. قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে।	٥٥. فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ
৫৬। সে বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে।	٥٦. قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ
৫৭। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।	٥٧. وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ
৫৮। আমাদের আর মৃত্যু হবেনা -	٥٨. أَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِينَ
৫৯। প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা!	٥٩. إِلَّا مَوۡتَتَنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ
৬০। এটাতো মহা সাফল্য।	٦٠. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ
৬১। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা।	٦١. لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ

জান্নাতীদের কারও কারও সাথে জাহান্নামীদের কারও কারও বাক্য বিনিময় হবে; জান্নাতীরা আল্লাহর শোকর আদায় করবে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সেই সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাকিয়ার উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। শত শত সুদৃশ্য চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকবে। ঐ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রং-বেরংয়ের পোশাকে আবৃত থাকবে। তাদের মধ্যে সুরা পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও অবলোকন করেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন বলবে ঃ

إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, সে (বন্ধু) ছিল এক মুশরিক ব্যক্তি। দুনিয়ায় মু'মিনদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। (তাবারী ২১/৪৫) সে আমাকে বলত ঃ

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? এটা সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করত। কেননা সে অবিশ্বাস করত এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করত।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, مَدِيْنُوْنَ এর অর্থ হল হিসাব গ্রহণ করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তির প্রতিফল প্রদান করা। (তাবারী ২১/৪৭) উভয় মতই ঠিক।

মু'মিন ব্যক্তি যখন তার জান্নাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর ঐ বন্ধুর কথা বলবে ঃ তখন বলা হবে ঃ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ তোমরা কি প্রত্যক্ষ করতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), খুলাইদ আল আসারী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল

খুরাসানী (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, سَوَاءِ الْجَحِيمِ এর অর্থ হল জাহান্নামের মধ্যস্থল। (তাবারী ২১/৪৮) জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবে ঃ

إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ তুমি আমার জন্য এমন ফাঁদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে। কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হত তাহলে আমাকেও তোমার মত জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হত। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একাত্মবাদের দিকে ধাবিত করেছেন।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ

আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩)

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ .أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ আমাদেরতো মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা। এটা মু'মিন বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের সংবাদ রয়েছে। জান্নাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শাস্তির কোন সম্ভাবনা। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটাই মহাসাফল্য। (দুররুল মানসুর ৭/৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ এরূপ রাহমাত ও নি'আমাত লাভ করার জন্য মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে দুনিয়ায় উত্তম আমল করা উচিত যাতে পরকালে উক্ত নি'আমাত তারা লাভ করতে পারে। এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ (তাবারী ২১/৫২)

দুই ইসরাঈলীর ঘটনা

ইব্ন জারীর (রহঃ) ফুরাত ইব্ন সালাবাহ আল বাহরানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করত। তাদের নিকট

আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মওজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল জানত এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতনা। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে বলল যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ঐ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিল এবং তার ঐ সঙ্গীটিকে ডেকে বলল ঃ দেখতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি? সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করল। তারপর সে সেখান হতে বিদায় নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি। আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি। অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদাকাহ করে দিল।

কিছুকাল পর ঐ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করল। বিয়েতে সে তার ঐ পুরাতন বন্ধুকে দা'ওয়াত করে আনলো এবং বলল ঃ বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে ঐ সুন্দরী মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম। এবারও সে তার খুব প্রশংসা করল। বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করেছে, আর আমি এর দ্বারা আপনার নিকট আয়তলোচনা হুর কামনা করছি।

আরও কিছুকাল পর ঐ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বলল ঃ বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখতো কেমন হয়েছে? এ লোকটি তার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করল এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করল ঃ হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু'টি বাগানের জন্য আবেদন করছি। আর এই দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদাকাহ করছি। অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদাকাহ করল।

তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হল তখন ঐ সাদাকাহ প্রদানকারীকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হল। সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করল যার আলোয় যমীন আলোকিত হল এবং দু'টি সুন্দর বাগানও প্রাপ্ত হল। এ ছাড়া আরও এমন বহু নি'আমাত সে লাভ করল যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। ঐ সময় তার পার্থিব ঐ সঙ্গীর কথা মনে পড়ল এবং বলল যে, তার বন্ধুরও

এরূপ এরূপ ছিল। সে বলত ঃ তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? মালাইকা/ফেরেশতারা তাকে বললেন ঃ সেতো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পার। সে তখন উঁকি দিয়ে দেখল যে, তার ঐ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বলল ঃ وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ তুমিতো আমাকেও প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে। এটা আমার প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৫)

৬২। আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না কি যাক্কুম বৃক্ষ?	٦٢. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ
৬৩। যালিমদের জন্য আমি ওটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।	٦٣. إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ
৬৪। এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।	٦٤. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ
৬৫। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা।	٦٥. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ
৬৬। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা।	٦٦. فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ
৬৭। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।	٦٧. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا

مِّنْ حَمِيمٍ	
٦٨. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ	৬৮। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত আগুনের দিকে।
٦٩. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ	৬৯। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।
٧٠. فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ	৭০। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

যাক্কুম বৃক্ষ এবং ওর ভক্ষণকারী

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিভিন্ন নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ জান্নাতের এসব নি'আমাত উত্তম, নাকি 'যাক্কুম' নামক বৃক্ষ যা জাহান্নামে রয়েছে? যাক্কুম নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা জাহান্নামের সকল প্রকোষ্ঠে প্রসারিত। যেমন 'তূবা' নামক একটি গাছ, যার শাখা জান্নাতের প্রতিটি কামরায় প্রবিষ্ট রয়েছে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ. لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৫১-৫২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ ইহা যাইতূন গাছ। এর সমর্থনে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْأَكِلِينَ

এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ আমি এটা যালিমদের জন্য সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা

স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যাক্কুম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্য ফিতনা হয়ে গেছে। তারা বলে ঃ আরে দেখ, দেখ। এ নাবী বলে কি শোন! আগুনে নাকি গাছ জন্মাবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা? তাদের এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। হ্যাঁ, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর খাদ্য। (তাবারী ২১/৫২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ত এবং বলত ঃ যাক্কুম হল খেজুর ও মাখন যা মজা করে খাই। *(আতাযাককুমুহু, أَتَزَقُّوْمُهُ)* (তাবারী ২১/৫৩) আমি বলি (ইব্‌ন কাসীর) যাক্কুম গাছের উল্লেখ করার মধ্যে পরীক্ষা নিহিত আছে। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَـٰنًا كَبِيرًا

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ওর মোচা যেন শাইতানের মাথা। এ কথা দ্বারা উক্ত গাছের কদর্যতা, বিভৎসতা এবং ওর খারাপ গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ গাছের মোচাকে শাইতানের মাথার সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেহ কখনও শাইতানকে দেখেনি, তবুও ওর নাম শোনামাত্রই ওর জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা। সেই দুর্গন্ধময় তীব্র তিক্ত তরু জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো হবে। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে যেহেতু ওটা ছাড়া এবং ওর অনুরূপ কোন খাদ্য ছাড়া তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে আর কিছুই থাকবেনা। এটাও এক প্রকারের শাস্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

তাদের জন্য যারী[১] *বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।* (সূরা গাসিয়া, ৮৮ ঃ ৬-৭) এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ *তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাদেরকে যাক্কুম গাছ খেতে দেয়ার পর তারা যখন পিপাসার্ত হয়ে পানি পান করতে চাবে তখন অত্যধিক ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেয়া হবে। (তাবারী ২১/৫৫) কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গরম পানি হবে ওটাই যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে। (তাবারী ২১/৫২)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কারণে খাদ্যের প্রার্থনা করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে। এমনকি কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে নিবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন ফুটন্ত গরম তেল তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। ঐ তেল হবে সর্বোচ্চ তাপ মাত্রার। ওটা মুখের সামনে আসা মাত্রই মুখমণ্ডলের মাংস ঝলসে যাবে। আর যে সামান্য অংশ তাদের পেটে গিয়ে পৌঁছবে ওর ফলে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে যাবে। মুখের চামড়া খসে পড়া এবং নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা চিৎকার করে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। সেখানে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হতে থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

---

[১] ضَرِيْع আরাব দেশের এক প্রকার গুল্ম। এটা যখন সবুজ থাকে তখন একে شِبْرَك (শিবরাক) বলা হয়। আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে ضَرِيْع (যারী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই এটা খায়না।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৪)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে ثُمَّ اِنَّ مَقِيْلَهُمْ اِلَى الْجَحِيْمِ রয়েছে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! দুপুরের পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৪) (তাবারী ২১/৫৬)

فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ.إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ এটা ওরই প্রতিফল যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং কোন রকম সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই তারাও তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দৌড়ে দৌড়ে এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, নির্বোধের মত তারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল। (তাবারী ২১/৫৭)

৭১। তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।	٧١. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ
৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।	٧٢. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ
৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল!	٧٣. فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ
৭৪। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	٧٤. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বযুগের উম্মাতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের অধিকাংশই ছিল পথহারা। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপন করত। তাদের নিকট আল্লাহর নাবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং নাবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগান্বিত হন। এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এতদসত্ত্বেও তারা রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে ও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী জেনেছে। ফলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তারা ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

সুতরাং فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল! তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।*

৭৫। নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী।	٧٥. وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ
৭৬। তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।	٧٦. وَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
৭৭। তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।	٧٧. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ
৭৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	٧٨. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ
৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।	٧٩. سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَـٰلَمِينَ

৮০। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٨٠. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِى ٱلۡمُحۡسِنِينَ
৮১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	٨١. إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।	٨٢. ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأَخَرِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওম

পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। নূহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে সদা-সর্বদা উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে ছিল। শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। জাতির যখন এহেন অবস্থা চলতে থাকল এবং নাবীর (আঃ) উপর মিথ্যা আরোপ করতে লাগল এবং তাদের অত্যাচার নূহের (আঃ) জন্য সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল তখন নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়, অতএব আপনি এর প্রতিবিধান করুন। তখন আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হল। সমস্ত কাফির পানিতে ডুবে মরল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তম রূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। আর তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। কেননা তারাইতো শুধু অবশিষ্ট ছিল। আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, নূহের (আঃ) সন্তানরা ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট ছিলনা। (তাবারী ২১/৫৯) সাঈদ ইব্ন আবী আরুবাহ (রহঃ) হতে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব

জাতি নূহের (আঃ) সন্তানদের থেকেই হয়েছে। (তাবারী ২১/৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফিসের সন্তানেরা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে ও অবশিষ্ট থাকে। (তিরমিযী ৫/৩৬৫, তাবারী ২১/৫৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) হতে তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাম সমগ্র আরাব জাতির পিতা, হাম সমগ্র ইথিওপিয়দের পিতা এবং ইয়াফিস সমগ্র রোমের পিতা। (আহমাদ ৫/৯, তিরমিযী ৯/৯৮) অবশ্য বেশির ভাগ বিজ্ঞজন এ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ গ্রীসকে বুঝানো হয়েছে যা রোমা ইব্‌ন লি'তি ইব্‌ন ইউনান ইব্‌ন ইয়াফিস ইব্‌ন নূহের (আঃ) দিকে সম্বন্ধযুক্ত।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ *আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন, তার পরবর্তীরা তার সুনাম ও সুকীর্তি আলোচনা করত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল সমস্ত নাবীগণকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সবার দ্বারা সব সময় তাঁর প্রশংসা করার মন মানসিকতা দান করেছেন। (তাবারী ২১/৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সালাম এবং প্রশংসা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাঁর যিক্‌র উত্তমরূপে অবশিষ্ট থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উম্মাত তাঁর উপর সালাম বর্ষণ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আমার ইবাদাত ও আনুগত্য করে তাকে এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীদের মধ্যে তার কথা স্মরণে রাখি যার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ নূহ ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওহীদের উপর অটল। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও

নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তাদের কলংকময় কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে আসছে।

৮৩। ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।	٨٣. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ
৮৪। স্মরণ কর, সে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে।	٨٤. إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
৮৫। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ?	٨٥. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ
৮৬। তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক মা'বূদগুলিকে চাও?	٨٦. أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ
৮৭। জগতসমূহের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?	٨٧. فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর কাওম

وَإِنَّ مِن شِيعَتِه لَإِبْرَاهِيمَ *ইবরাহীম তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) নূহের (আঃ) ধর্মমতের উপরই ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি তাঁরই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন। (তাবারী ২১/৬১)

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ তিনি তাঁর রবের নিকট হাযির হয়েছিলেন বিশুদ্ধ চিত্তে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তিনি একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (কুরতুবী ১৫/৯১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে (রহঃ) বললাম ঃ **قَلْبٍ سَلِيمٍ** এর

অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য, অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু সমস্ত মানুষকে কাবর থেকে উত্থিত করবেন তারাই قَلْب سَلِيم। (তাবারী ১৫/৯১) হাসান (রহঃ) বলেন ঃ তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি শির্ক করা থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) উরওয়াহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি অভিশাপ থেকে মুক্ত। (তাবারী ২১/৬২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ? অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ তোমরা কি তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে অসত্য উপাস্য কামনা করছ, অতঃপর বিশ্বরাব্ব সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা পোষণ করছ? অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা করছ তার পরিণতি কি ভেবে দেখেছ যে, তোমরা যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তিনি যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন তাঁকে কি ভুলে গেছ?

৮৮। অতঃপর সে একবার তারকারাজির দিকে একবার তাকাল।	٨٨. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ
৮৯। এবং বলল ঃ আমি অসুস্থ।	٨٩. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
৯০। অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।	٩٠. فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ
৯১। পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলল ঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?	٩١. فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বলনা?	٩٢. مَا لَكُمۡ لَا تَنطِقُونَ
৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো।	٩٣. فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ
৯৪। তখন ঐ লোকগুলি তার দিকে ছুটে এল।	٩٤. فَأَقۡبَلُوٓاْ إِلَيۡهِ يَزِفُّونَ
৯৫। সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?	٩٥. قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ
৯৬। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তা'ও।	٩٦. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ
৯৭। তারা বলল ঃ এর জন্য এক ইমারাত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।	٩٧. قَالُواْ ٱبۡنُواْ لَهُۥ بُنۡيَٰنًا فَأَلۡقُوهُ فِي ٱلۡجَحِيمِ
৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম।	٩٨. فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدًا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَسۡفَلِينَ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যই বললেন যে, যখন তারা তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে যেতে পারেন এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এ জন্য তিনি এমন কথা বললেন যা প্রকৃত পক্ষে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইবরাহীমকে (আঃ) অসুস্থ ভেবেছিল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ তাই তাঁকে রেখেই তারা বের হয়েছিল। আর এরই মাঝে তিনি দীনী খিদমাত করেছিলেন। কাতাদাহও (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরাবীয়রা বলে ঃ তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অর্থ হচ্ছে এই যে, চিন্তিতভাবে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে?

إِنِّي سَقِيمٌ ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত অর্থাৎ দুর্বল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা ছাড়া আর কখনও মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দু'বার আল্লাহর দীনের জন্য মিথ্যা বলেছিলেন। যথা إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ)। অপর স্থানে বলেছিলেন ঃ

بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا

সে'ই তো এটা করেছে, এইতো এদের প্রধান। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৬৩) (বরং তাদের এই বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে)। আর একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী সারাকে তাঁর বোন বলেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৭, মুসলিম ৪/১৮৪০, আবূ দাউদ ২/৬৫৯, তিরমিযী ৯/৫, নাসাঈ ৬/৪৪০) এ কথা স্মরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিলনা। এখানে রূপক অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে তিরস্কার করা চলবেনা। কথার মাঝে কোন শরঈ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যখন ইবরাহীমের (আঃ) সম্প্রদায় মেলায় যাচ্ছিল তখন তাঁকেও তারা তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তখন তিনি 'আমি অসুস্থ' এ কথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং ওদেরকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। (তাবারী ২১/৬৩) ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই পড়ে রয়েছে। তারা বারাকাতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল সেগুলো হতে তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ أَلَا تَأْكُلُونَ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছনা কেন?

ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলো হতে তাঁর কথার কোন জবাব না পেয়ে আবার বললেন ঃ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছনা কেন? আল ফাররাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) অতঃপর তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও জাওহারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তখন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশে অগ্রসর হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত করতে শুরু করেন। (তাবারী ২১/৬৭) কেননা ঐগুলো ছিল খুব শক্ত। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তিটাকে তিনি বহাল রেখে দিলেন, ভেঙ্গে ফেললেননা, যাতে ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সূরা আম্বিয়ার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করল তখন দেখল যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও মাথা নেই এবং কারও কারও পূর্ণ দেহটিই নেই। তারা বিস্মিত হল যে, ব্যাপার কি! মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো। অর্থাৎ বহু চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝল যে, ওটা ইবরাহীমেরই (আঃ) কাজ। তাই তারা দ্রুত গতিতে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে দা'ওয়াতের কাজ করার বড় সুযোগ লাভ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পূজা করে থাক? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকেও। এই আয়াতে مَا অক্ষরটি সম্ভবতঃ مَصْدَرِيَّة হিসাবে এসেছে এবং এও হতে পারে যে, এটা اَلَّذِىْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করেছ। তবে প্রথমটিই বেশী সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী (রহঃ) 'কিতাবু আফ'আলিল ইবাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ *প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন*

তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।

যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিলনা সেহেতু তারা নাবীর (আঃ) বিরুদ্ধে শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা বলল ঃ

ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ তার জন্য একটি ইমারাত (অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য) তৈরী কর, অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। মহান আল্লাহ স্বীয় বন্ধুকে ঐ জ্বলন্ত আগুন হতে রক্ষা করেন। তাঁকেই তিনি বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তাঁর শত্রুদেরকে করেন অতিশয় হেয় ও অপমানিত। এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাফসীর সূরা আম্বিয়ায় (২১ ঃ ৬৮-৭০) বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ **فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ** আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।

৯৯। এবং সে বলল ঃ আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।	٩٩. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ
১০০। হে আমার রাব্ব! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।	١٠٠. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১০১। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।	١٠١. فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ
১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল। সে বলল ঃ	١٠٢. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ

يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ	হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।
١٠٣. فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ	১০৩। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল -
١٠٤. وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ	১০৪। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম ঃ হে ইবরাহীম -
١٠٥. قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ	১০৫। তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
١٠٦. إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَـٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ	১০৬। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।
١٠٧. وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ	১০৭। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।
١٠٨. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ	১০৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।
١٠٩. سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ	১০৯। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১১০। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١١٠. كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১১১। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	١١١. إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ
১১২। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।	١١٢. وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১১৩। আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।	١١٣. وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ

ইবরাহীমের (আঃ) হিজরাত, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী দেয়া এবং আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন। কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশক বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলনা। তখন তিনি সেখান থেকে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে বললেন ঃ

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ আমি আমার রবের দিকে চললাম। তিনি অবশ্যই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। আর তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন! অর্থাৎ ঐ সন্তান যেন একাত্মবাদে তাঁর সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ইনিই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যমতে ইসমাঈল (আঃ) ইসহাকের (আঃ) বড় ছিলেন। এ কথা আহলে কিতাবও মেনে থাকে। এমনকি তাদের কিতাবে এও লিখিত আছে যে, ইসমাঈলের (আঃ) জন্মের সময় ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর ইসহাকের (আঃ) যখন জন্ম হয় তখন ইবরাহীমের (আঃ) বয়স নিরানব্বই বছরে পৌঁছেছিল। তাদেরই গ্রন্থে এ কথাও লিখিত রয়েছে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম করা হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'প্রথম পুত্রকে।' এখানেই তারা ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রথম পুত্র কিংবা একমাত্র পুত্র হিসাবে ইসমাঈলের (আঃ) পরিবর্তে ইসহাকের (আঃ) নাম উল্লেখ করেছে। একটু পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, তাদের মূল কিতাবের উল্টা কথাই তারা বলছে। তারা তাদের কিতাবে ইসহাকের (আঃ) নাম এ জন্য সংযোজন করেছে যে, তারা হল ইসহাকের (আঃ) পরবর্তী বংশধর। আর ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর যেহেতু আরাবরা, তাই তাদের কিতাব থেকে তাঁর নাম মুছে দিয়েছে। তারা আরাব তথা ইসমাঈলের (আঃ) বংশধরদের প্রতি এতখানি শত্রুতা ভাবাপন্ন যে, তাদের কিতাবে যে উল্লেখ ছিল 'একমাত্র ছেলে' তা পরিবর্তন করে লিখে নিয়েছে 'তোমার কাছে যে একমাত্র ছেলে রয়েছে।' কারণ ইসমাঈল (আঃ) তখন তাঁর মায়ের সাথে মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাদের এ প্রতারণা অন্যভাবেও ধরা পরে। কারণ একমাত্র ছেলে তখনই বলা যেতে পারে যখন কোন ব্যক্তির আর কোন পুত্র সন্তান থাকেনা। এটাওতো প্রমাণিত যে, ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান। আর প্রথম সন্তানকে তার মাতা-পিতা যেভাবে স্নেহ-ভালবাসার চোখে দেখে সেইভাবে পরবর্তী সন্তানদেরকে দেখা হয়না, যেহেতু তখন তা তাদের সবার মাঝে বন্টন হয়ে যায়। তাই তাকওয়া তথা ঈমানের পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করতে আদেশ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। তিনি পিতার সাথে চলাফিরা করতে পারেন। ঐ সময় তিনি তাঁর মায়ের সাথে ফারান নামক এলাকায় থাকতেন। ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) সেখানে বুরাক নামক বাহনে যাওয়া

আসা করতেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন ঃ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ এই আয়াতাংশের অর্থ এও হতে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) ঐ সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফিরা করা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। (তাবারী ২১/৭২, ৭৩)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى *অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল*। উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রাঃ) বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন হল অহী। অতঃপর তিনি قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৭৫)

আল্লাহর প্রিয় নাবী ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্য এবং এ জন্যও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবুদ্ধি না হয়ে পড়েন, নিজের মত ও সত্য স্বপ্ন তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান উত্তর দিলেন ঃ

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সত্বর করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারী হিসাবে পাবেন। তিনি যা বললেন তাই করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী রূপে প্রমাণিত হলেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا

এই কিতাবে উল্লেখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৪-৫৫)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ পিতা-পুত্র উভয়ে একমত হওয়ার পর ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈলকে (আঃ) মাটিতে শায়িত করলেন অর্থাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা এটা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। ইবারাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশের বাধ্য থেকেছেন এবং ইসমাঈলও (আঃ) আল্লাহর আদেশ এবং তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অনুগত থেকেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৭৭)

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ এর অর্থ হচ্ছে তিনি ইসমাঈলকে (আঃ) উপুড় করে শুইয়ে দিলেন যাতে যবাহ করার সময় তাঁর মুখমন্ডল দেখতে পাওয়া না যায়। ফলে তাঁর প্রতি স্নেহ-ভালবাসার বান জাগবেনা এবং যবাহ করতেও থমকে যেতে হবেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ এর এরূপ অর্থ করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে যবাহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শাইতান সামনে এসে হাযির হল। কিন্তু তিনি শাইতানকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। অতঃপর জিবরাঈলসহ (আঃ) জামরায়ে আকাবায় উপস্থিত হলেন। এখানেও শাইতান সামনে এলে তার দিকে তিনি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শাইতানের দিকে সাতটি কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। ঐ সময় ছেলের গায়ে সাদা রংয়ের জামা ছিল। তিনি পিতাকে জামাটি খুলে নিতে বললেন, যাতে ঐ জামা দ্বারা তাঁর কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। এমন সময় শব্দ এলো ঃ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا.يَا إِبْرَاهِيمُ হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং দেখতে ছিল অতি সুন্দর।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ জন্যই আমরা কুরবানীর জন্য এই প্রকারের দুম্বা পছন্দ করে থাকি। (আহমাদ ১/২৯৭) *আল মানাসিক* কিতাবে হিশাম (রহঃ) এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জান্নাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে

সেখানে পালিত হয়েছিল। (তাবারী ২১/৯০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে (ইসমাঈল আঃ) কাত করে শায়িত করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا হে ইবরাহীম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে! সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন, কিন্তু ছুরি চললনা এবং গলাও কাটলনা। ছুরি ও গলার মাঝখানে একটি তামার পাত স্থাপিত হল। (তাবারী ২১/৭৪) তখন قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا এই শব্দ এলো। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩)

এই আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাজের আদেশ করার পর তা কার্যকর করার পূর্বেই হুকুম জারী হলে পূর্বেরটি রহিত হয়ে যায়। অবশ্য মু'তাযিলা সম্প্রদায় এটা মানেনা। এখানে দলীল গ্রহণের কারণ প্রকাশমান। কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে কুরবানী করেন। অতঃপর যবাহ করার পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, ইবরাহীমকে (আঃ) ধৈর্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান করা। এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। এক দিকে

হুকুম এবং অপর দিকে তা প্রতিপালন। এ জন্যই মহান আল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসায় বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীম, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭)

সাফিয়িআহ বিন্ত শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানী সুলাইম গোত্রের এক মহিলা, যিনি আমাদের পরিবারের প্রায় সবারই ধাত্রী হিসাবে কাজ করতেন, আমাকে বলেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইব্ন তালহাকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। কোন এক অনুষ্ঠানে তিনি (ঐ মহিলা) উসমানকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিন কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে আমি ভেড়ার শিং দেখেছি। কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভুলে গেছি। যাও, ওটা ঢেকে দাও। কা'বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় যাতে সালাত আদায়কারীর সালাতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, ওটা কা'বা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে কা'বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। (আহমাদ ৪/৬৮) এর দ্বারাও ইসমাঈলের (আঃ) কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে। কেননা উক্ত শিং তখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যাকে কুরবানী করার কথা ছিল তিনি অবশ্যই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আমির আশ শা'বী (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন মিহরান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। ইয়াহুদীরা যে ইসহাককে (আঃ) যাবীহুল্লাহ বলেছে তা তারা ভুল বলেছে। (তাবারী ২১/৮৩) ইব্ন উমার (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন মত প্রকাশ করেন যে, যাবীহুল্লাহ

ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। এ ছাড়া ইউসুফ ইব্‌ন মিহরানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৮২, ৮৪) শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ যাবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা'বা গৃহে ভেড়ার শিং দেখেছি। (তাবারী ২১/৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্‌ন দিনার (রহঃ) এবং আমর ইব্‌ন উবাইদ (রহঃ) থেকে, তারা হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে যে একজনকে কুরবানী করতে বলেছিলেন তিনি হলেন ইসমাঈল (আঃ)। (তাবারী ২১/৮৫) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযীকে (রহঃ) আমি বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর পুত্রদের থেকে ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দেন। উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) ইবরাহীমকে (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে আরও বলা হয়েছে যে, ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবও (আঃ) জন্ম লাভ করবেন। সুতরাং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের পূর্বে তাঁকে কুরবানী করার হুকুম দেয়া কি করে সম্ভব? কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূবের (আঃ) জন্ম হবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী দেয়ার হুকুম হয়েছিল, ইসহাককে (আঃ) নয়। (তাবারী ২১/৮৪) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাকে বিভিন্ন সময় বলতে শুনেছি। (তাবারী ২১/৮৫)

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফারওয়াহ আসলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলিফা ছিলেন এবং সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনিও তার সাথে ছিলেন। তিনি যখন এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেন তখন উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি কখনও চিন্তা-ভাবনা করিনি। তবে আপনি যা বললেন তা ভেবে দেখার বিষয়। তখন তিনি তার সাথে সিরিয়ায় অবস্থান রত এক লোককে জনৈক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন, যিনি পূর্বে একজন ইয়াহুদী পন্ডিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে মুসলিম হয়েছিলেন। উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমিও উমার ইব্‌ন আবদুল আযীযের (রহঃ) কাছে ছিলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) দুই ছেলের মধ্য থেকে কাকে কুরবানী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন? ঐ পন্ডিত ব্যক্তি বললেন ঃ তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহর শপথ হে আমিরুল মু'মিনীন! ইয়াহুদীরাও ইহা ভাল করেই জানে। কিন্তু শুধুমাত্র হিংসার কারণে তারা এটা স্বীকার করেনা। আরাবদের মূল হলেন ইবরাহীমের (আঃ) ছেলে ইসমাঈল (আঃ), আর ইয়াহুদীদের মূল এসেছে ইসহাক (আঃ) থেকে। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা ইসমাঈলকে (আঃ) প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করে। (তাবারী ২১/৮৫)

কিতাবুয্ যুহুদে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বলকে (রহঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রহঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ যাবীহ্ ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। (কিতাবুয যুহুদ ৮০) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ সত্যি ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তিনি বলেন ঃ আলী (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ তোফাইল (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), আবূ জাফর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৮২-৮৪)

বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (বাগাবী ৪/৩২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ আমর ইবনুল আলা (রহঃ) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার আদেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ইবরাহীমকে (আঃ) আরও একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন ইসহাক (আঃ)। এ বিষয়ে সূরা হুদ (১১ ঃ ৭১) এবং সূরা হিজরেও (১৫ ঃ ৫৩-৫৫)

আলোচনা করা হয়েছে। نَبِيًّا এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর মাধ্যমে দুনিয়ায় সৎ আমলকারী নাবীগণের আগমন ঘটবে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ

আমি তাকে বারাকাত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قِيلَ يَـٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَـٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

বলা হল ঃ হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৮)

১১৪। আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের উপর।	١١٤. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ
১১৫। এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট হতে।	١١٥. وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ
১১৬। আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।	١١٦. وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ
১১৭। আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব।	١١٧. وَءَاتَيْنَـٰهُمَا ٱلْكِتَـٰبَ

ٱلْمُسْتَبِينَ	
١١٨. وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ	১১৮। এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।
١١٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْأَخِرِينَ	১১৯। আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীতে স্মরণে রেখেছি।
١٢٠. سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ	১২০। মূসা ও হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
١٢١. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ	১২১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।
١٢٢. إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ	১২২। তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্ত র্ভুক্ত।

মূসা (আঃ) এবং হারূনের (আঃ) বর্ণনা

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদেরকে ও যেসব লোক তাঁদের সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর কবল হতে মুক্তি দেয়ার কথাও বর্ণনা করছেন। ফির'আউন তাদেরকে জঘন্যভাবে অবনমিত

করত এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। ফির‘আউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের কাজ করাতো। এরূপ নিকৃষ্টতম শত্রুকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেন এবং মূসা (আঃ) ও হারূনের (আঃ) কাওমকে বিজয় দান করেন। ফির‘আউন ও তার লোকদের ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলি তারা যুগ যুগ ধরে জমা করে রেখেছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ মূসাকে (আঃ) অতি স্পষ্ট, সত্য ও প্রকাশ্য মহাগ্রন্থ তাওরাত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً

আমিতো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। অর্থাৎ কথায় ও আমলে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخرِينَ আর আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। অর্থাৎ তাঁদের পরবর্তী লোকেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করতে থাকবে। এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُون সবাই তাদের (মূসা ও হারূনের) উপর সালাম বর্ষণ করে থাকে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মু’মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩। ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।	١٢٣. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১২৪। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কি সতর্ক হবেনা	١٢٤. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ

১২৫। তোমরা কি বা'লকে (দেবমূর্তি) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা -	١٢٥. أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ
১২৬। আল্লাহকে, যিনি রাব্ব তোমাদের এবং রাব্ব তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের?	١٢٦. ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ
১২৭। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।	١٢٧. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
১২৮। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।	١٢٨. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ
১২৯। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।	١٢٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ
১৩০। ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	١٣٠. سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ
১৩১। এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	١٣١. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
১৩২। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।	١٣٢. إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইলিয়াস (আঃ)

কাতাদাহ (রহঃ) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ বলা হয় যে, ইলিয়াস ছিল ইদরীসের (আঃ) নাম। (তাবারী ২১/৯৫) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ)

বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ)। (কুরতুবী ১৫/১১৫) যাহহাকও (রহঃ) এ মতামত পোষণ করতেন। (তাবারী ২১/৯৭) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি ছিলেন ইলিয়াস ইব্‌ন ইয়াসীন ইব্‌ন ফিনহাস ইবনুল ইজার ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ইমরান (রহঃ)। (তাবারী ২১/৯৭)

আল্লাহ তা'আলা হাযকীল নাবীর (আঃ) পরে তাঁকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল ঐ সময় *'বা'ল'* নামক মূর্তির পূজা করত। ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করেন। তাদের বাদশাহ তা কবূল করে নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। তাদের কেহই তাঁর উপর ঈমান আনলনা। আল্লাহর নাবী (আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেন। ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তখন তারা সবাই ইলিয়াসের (আঃ) কাছে এসে বলে ঃ আপনি দু'আ করুন! আমরা শপথ করে বলছি যে, আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা ঈমান আনব। ইলিয়াসের (আঃ) দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ দেখে ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। ইয়াসা ইব্‌ন আখতূব (আঃ) তাঁর নিকটই লালিত পালিত হয়েছিলেন। ইলিয়াসের (আঃ) এই দু'আর পর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নূরের একটি ঘোড়া দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাঁকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি মালাইকা/ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে লাগলেন। এভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমিনী মালাকে/ফেরেশতায় পরিণত হন। অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

أَلاَ تَتَّقُونَ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করনা যে, তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ بَعل অর্থ হল 'রাব্ব'। (তাবারী ২১/৯৭) ইকরিমাহ

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামানীদের ভাষা। অন্যত্র কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআহদের ভাষা। (দুররুল মানসুর ৭/১১৯) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা হল একটি মূর্তির নাম। দামেস্ক শহর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত বা'লাবাক বা বা'লবেক শহরের লোকেরা ঐ মূর্তির উপাসনা করত। (তাবারী ২১/৯৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা ছিল একটি মূর্তি তারা যার পূজা করত। (তাবারী ২১/৯৭) ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ .أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الْأَوَّلِينَ তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছ? অথচ আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং রাব্ব। একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, অতএব তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ আমি ইলিয়াসের (আঃ) জন্য পরবর্তী লোকদের উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলিম তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ *ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।* ইসমাঈলের (আঃ) নামকে তারা ইসমাঈন নামেও ডাকত, যেমন আসাদ গোত্রের লোকেরা তাদের নিজস্ব স্থানীয় ভাষায় মিকাঈলকে (আঃ) বলত মিকাল, মিকাঈন ইত্যাদি। তারা বলত ইবরাহীম, ইবরাহাম, ইসমাঈল, ইসমাঈন, তুরসীনা, তুরসীনিন ইত্যাদি। এর সব উচ্চারণই সঠিক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ এভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। এর তাফসীর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৩৩। লূতও ছিল রাসূলদের একজন।	١٣٤. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৩৪। আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম।	١٣٤. إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ
১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	١٣٥. إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ
১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করেছিলাম।	١٣٦. ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ
১৩৭। তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে -	١٣٧. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ
১৩৮। এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা?	١٣٨. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল লূতের (আঃ) বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের উপর আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করত সেই স্থানটি এক দুর্গন্ধময় বিলে (মৃত সাগর বা Dead Sea) পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ। ওটি মানুষের চলাচলের রাস্তার ধারেই পড়ে রয়েছে। ভ্রমণকারীরা দিন-রাত সদা-সর্বদা ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করছে এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

এ জন্য আল্লাহ বলেন ঃ أَفَلَا تَعْقِلُونَ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন করনা যে, কিভাবে

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন? এরূপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের উপরও এসে পড়ে।

১৩৯। য়ুনুসও ছিল রাসূলদের একজন।	١٣٩. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
১৪০। স্মরণ কর, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল।	١٤٠. إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ
১৪১। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল।	١٤١. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ
১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল; তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।	١٤٢. فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
১৪৩। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত -	١٤٣. فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ
১৪৪। তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে।	١٤٤. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
১৪৫। অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন	١٤٥. فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ

প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।	سَقِيمٌ
১৪৬। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।	١٤٦. وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةً مِّن يَقۡطِينٍ
১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।	١٤٧. وَأَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ
১৪৮। এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।	١٤٨. فَـَٔامَنُواْ فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা

ইউনুসের (আঃ) ঘটনা সূরা আম্বিয়ায় (২১ ঃ ৮৭-৮৮) বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারও এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম। (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ৪/১৮৪৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা ছিল মালামাল ভর্তি নৌযান।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ লটারী করা হল এবং তিনি পরাজিত হলেন। অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহন করেন তখন জাহাজ চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারিদিক থেকে ঢেউ উঠতে লাগল

এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগল। আরোহীরা বলল ঃ যাকে লটারীতে পাওয়া যাবে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, তাহলেই জাহাজ ঝটিকা মুক্ত হবে। তিনবার লটারী করা হল এবং প্রতিবারই ইউনুস নাবীর (আঃ) নাম উঠল। কিন্তু আরোহীরা তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। তাই তিনি নিজেই কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ সবুজ সাগরের (ভূমধ্য সাগরের) এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ইউনুস নাবীকে (আঃ) গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাঁকে গিলে ফেলে। তবে এতে নাবীর (আঃ) দেহে কোন আঘাত লাগেনি। মাছটি সমুদ্রে চলাফিরা করতে লাগল। যখন ইউনুস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্যে চলে গেলেন তখন তিনি মনে করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার জন্য এমন এক স্থানে আমি মাসজিদ বানিয়েছি যেখানে এর পূর্বে কেহ কখনও পৌঁছেনি।

তিনি কত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন তিন দিন। জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন সাত দিন। আবূ মালিক (রহঃ) বলেন চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। (তাবারী ২১/১১১) আশ শা'বি (রহঃ) থেকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মাছটি তাঁকে ভোরে গিলে ফেলে এবং ঐ দিনই বিকেলে তাঁকে উগড়ে ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِه إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ *সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে* । অর্থাৎ ইউনুস (আঃ) যখন সুখ-সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন তখন যদি সৎ কাজ না করতেন তাহলে তাঁকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ওর উদরে থাকতে হত। যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন কায়িস (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ বর্ণনাকে পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/১০৮, ১০৯) সহীহ হাদীস থেকেও এ মতামতের প্রমাণ মিলে যা একটু পরেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় আল্লাহর

ইবাদাত কর, তাহলে ক্লেশে ও চিন্তাক্লিষ্ট সময়ে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। (আহমাদ ১/৩০৭) এ কথাও বলা হয় যে, যদি তিনি সালাতের নিয়মানুবর্তী না হতেন বা মাছের পেটে সালাত আদায় না করতেন তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ কথাই বলেন ঃ

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَـٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ. فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَـٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭-৮৮) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/১১০)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যখন لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمينَ এ কালেমা পাঠে রত ছিলেন তখন এই কালেমা আল্লাহর আরশের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে আল্লাহ! এটাতো বহু দূরের ক্ষীণ শব্দ, কিন্তু এ আওয়াজতো আমাদের নিকট অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে (ব্যাপার কি?) উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বলতে পার, এটা কার কণ্ঠের শব্দ? মালাইকা/ফেরেশতারা জবাব দিলেন ঃ তাতো বলতে পারছিনা! তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ এটা আমার বান্দা ইউনুসের (আঃ) শব্দ। মালাইকা/ ফেরেশতারা এ কথা শুনে আরয করলেন ঃ তাহলে কি তিনি ঐ ইউনুস যাঁর সৎকার্যাবলী এবং প্রার্থনা সব সময় আকাশে উঠতে থাকত! হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তাঁর প্রার্থনা কবূল করুন। তিনিতো সুখ স্বাচ্ছন্দের সময়ও আপনার নাম নিতেন। সুতরাং তাঁকে এই বিপদ হতে মুক্তি দিন! মহান আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দিব। অতঃপর তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাঁকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। (তাবারী ২১/১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ *অতঃপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, তাঁকে এমন জায়গায় মাছটি উগড়ে ফেলল যেখানে কোন গাছ-পালা, শাক-শব্জি ছিলনা এবং কোন ঘর-বাড়ীও ছিলনা। তখন তাঁর শরীর ছিল খুবই দুর্বল।

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ *পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদগত করলাম।* ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ), হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, يَقْطِينٍ এর অর্থ হচ্ছে পানি জাতীয় ফল। (তাবারী ২১/১১৩, ১১৪ দুররুল মানসুর ৭/১৩০, ১৩১)

কেহ কেহ ঐ পানি জাতীয় ফলের বিশেষ বিশেষ গুণগত মানের কথাও বর্ণনা করেছেন। যেমন এ গাছটি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে, গাছের পাতা বড় হওয়ায় এটি ছায়া দানকারী, পোকা-মাকড় ওর কাছে যায়না, ওর ফল অত্যন্ত পুষ্টিকর, ওটি কাঁচা এবং রান্না করা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়, ওর বাকল ও শাঁস উভয়টি খাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খাবারটি খুবই পছন্দ করতেন এবং খাবারের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি এটিকেই প্রাধান্য দিতেন। (বুখারী ২০৯২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন দ্বিতীয়বার আবার তাঁকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান আনে ও তাঁর সত্যতা স্বীকার করে।

أَوْ يَزِيدُونَ *অথবা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।* মাকহুল (রহঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। এ কথা ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, কোন কোন আরাব পন্ডিত এবং বাসরার লোকেরা يَزِيدُونَ এ শব্দের অর্থ করেছেন এক লক্ষ কিংবা তার চেয়েও বেশি। (তাবারী ২১/১১৬) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি আয়াতের উদাহরণ টেনেছেন ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪)

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি।

فَآمَنُوا ইউনুস (আঃ) যখন পুনরায় তাঁর কাওমের কাছে ফিরে যান তখন তারা সবাই ঈমান আনে এবং তাঁকে নাবী বলে স্বীকার করে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্য পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮)

১৪৯। এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তোমার রবের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?	١٤٩. فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ

১৫০। অথবা আমি কি মালাইকাকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল?	١٥٠. أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ
১৫১। দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে -	١٥١. أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।	١٥٢. وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
১৫৩। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন?	١٥٣. أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ
১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর?	١٥٤. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
১৫৫। তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	١٥٥. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে?	١٥٦. أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ
১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।	١٥٧. فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১৫৮। আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা	١٥٨. وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ

نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ	জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য।
١٥٩. سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ	১৫৯। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান -
١٦٠. إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ	১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।

‘মালাইকা/ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে কন্যা সন্তান।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৮) তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে কন্যা সন্তান?

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ আমি কি মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ

سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ

তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকারকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৯)

أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। অথচ তিনি সন্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী পরিলক্ষিত হয়। (এক) মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। (দুই) তারা আবার কন্যা সন্তান। (তিন) তারা নিজেরাই মালাইকার পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন্ কারণ আল্লাহকে বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ করেছেন কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَـٰثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকার/ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪০) আরও বলা হয়েছে ঃ

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছ? তোমরা কি বুঝনা যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? তোমাদের কি কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি কোন ঐশী বাণী থাকে তাহলে তা নিয়ে এসো। এটা এমনই এক বাজে কথা যে, এর স্বপক্ষে কোন জ্ঞানসম্মত ও শারীয়াত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই। থাকতেই পারেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' মুশরিকদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ তাহলে তাদের মা কারা? উত্তরে তারা বলে ঃ জিন প্রধানদের কন্যারা।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ অথচ অবস্থা এই যে, স্বয়ং জিনেরা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, যারা এই রূপ বলে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহর কতক শত্রু এমনই চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যে, শাইতানকে তারা আল্লাহর ভাই বলে থাকে। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা) আল্লাহ তা'আলা এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন! **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ** তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত।* পূর্বোক্ত আয়াতাংশের **مُخْلَصِينَ** শব্দটি সমগ্র জাতিকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতাংশে তাদেরকে বাদ দিয়েছেন যাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। তারা হল ঐ লোক যারা প্রত্যেক নাবীর প্রতি যে সত্য বাণী নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনে।

১৬১। তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর -	١٦١. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
১৬২। তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা -	١٦٢. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ
১৬৩। শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।	١٦٣. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ
১৬৪। 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে,	١٦٤. وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

১৬৫। আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান,	١٦٥. وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ
১৬৬। এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।”	١٦٦. وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ
১৬৭। তারাইতো বলে এসেছে -	١٦٧. وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ
১৬৮। “পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত -	١٦٨. لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ
১৬৯। তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম’।	١٦٩. لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ
১৭০। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।	١٧٠. فَكَفَرُواْ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

মূর্তি পূজকদের কথা তারাই বিশ্বাস করে যারা তাদের চেয়েও অধম

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ.فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা।

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) অপর জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে'ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯)

আল্লাহর মালাইকা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা ঘোষণা করে

অতঃপর মহান আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদের নিষ্কলুষতা, তাদের আত্মসমর্পণ, ঈমানে সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলছে। অথচ তারা নিজেরাই বলে ঃ

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে এবং ইবাদাতের জন্য বিশেষ জায়গা আছে। সেখান থেকে আমরা সরে যেতে পারিনা বা কমবেশীও করতে পারিনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন মালাক সাজদাহ রত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ *আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান রয়েছে।* (তাবারী ২১/১২৭)

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ আসমানসমূহের মধ্যে এমন একটি আসমান আছে যেখানে এক হাত পরিমান জায়গা খালি নেই যেখানে মালাইকার কপাল অথবা পা রাখা নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (তাবারী ২১/১২৭) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরও (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবাদাতের জন্য মালাইকা সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হন।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ আমরা সব মালাক/ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে থাকি। এর বর্ণনা وَالصَّفَّتِ صَفًّا এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। আবূ নাযরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) ইকামাতের পর মানুষের দিকে মুখ করে বলতেন ঃ সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা মালাইকার মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَالصَّفَّتِ صَفًّا আমরাতো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই। হে অমুক! তুমি সামনে বেড়ে যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সালাতের তাকবীর দিতেন। (তাবারী ২১/১২৮)

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের (অন্যান্য উম্মাতের) উপর ফাযীলাত বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন আমাদের (সালাতের) সারিসমূহ মালাইকার সারির ন্যায় করা হয়েছে, আমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে সাজদাহর স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে পবিত্র করার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। (মুসলিম ১/৩৭১) আল্লাহ সুবহানাহু মালাইকার উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকি। আমরা স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে পবিত্র। আমরা সকল মালাইকা তাঁর আজ্ঞাবহ এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর সামনে আমরা আমাদের নম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি।

কুরাইশরা কামনা করত যে, পূর্ববর্তীদের মত তাদেরও যদি একজন সতর্ককারী থাকত!

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنْ الْأَوَّلِينَ. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ তারাইতো বলে এসেছে যে, পূর্ববর্তীদের মত যদি তাদের কাছেও কোন রাসূল প্রেরিত হত এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২)

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ! করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯)

أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ

যেন তোমরা না বলতে পার ঃ ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৬-১৫৭)

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ আকাংখা পুরা করা হল তখন তারা কুফরী করতে লাগল। আল্লাহর সাথে কুফরী করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি তা তারা অতিসত্বরই জানতে পারবে।

১৭১। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে -	١٧١. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ
১৭২। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	١٧٢. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ
১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।	١٧٣. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ
১৭৪। অতএব কিছু কালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	١٧٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ
১৭৫। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।	١٧٥. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
১৭৬। তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	١٧٦. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
১৭৭। তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!	١٧٧. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ
১৭৮। অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।	١٧٨. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

১৭৯। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।	١٧٩. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকা এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ করেছি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে উত্তম। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫১) এখানেও মহান আল্লাহ ঐ কথাই বলেন ঃ

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ.وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ আমার রাসূলদের সাথে আমার এই ওয়াদা রয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আমি নিজেই কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করব। তুমিতো জান যে, কিভাবে রাসূলদের শত্রুদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ তুমি মনে রেখ যে, আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। সুতরাং তুমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে থাক। তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে যাও।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাক যে, তোমার বিরোধিতা করা এবং তোমার দা‘ওয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত! তারা নিজেরাও শীঘ্রই তা প্রত্যক্ষ করবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট আযাবের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করছে! আর বলছে যে, ঐ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছে ঃ

فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ তাদের আঙ্গিনায় অর্থাৎ তাদের গৃহসমূহে যখন শাস্তি নেমে আসবে ওটা তাদের জন্য খুবই কঠিন দিন হবে। তাদেরকে সেদিন সমূলে ধ্বংস করা হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি প্রত্যুষে খাইবারের মাঠে উপস্থিত হন। জনগণ অভ্যাস মত প্রতি দিনের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বের হয়েছে। হঠাৎ তারা মুসলিম সেনাবাহিনী দেখে পালিয়ে যায় এবং এলাকাবাসীকে খবর দেয় ঃ মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ! ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে ওঠেন ঃ আল্লাহু আকবার। খাইবারবাসীর জন্য বড়ই বিপদ। যখন আমরা কোন কাওমের মাইদানে অবতরণ করি তখন ঐ সতর্কীকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ২/১০৭, মুসলিম ২/১০৪৩)

পুনরায় মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ হে নাবী! কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাক এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। শীঘ্রই তারা নিজেরাও (তাদের দুর্গতি) প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রাব্ব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।	١٨٠. سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
১৮১। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি।	١٨١. وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ
১৮২। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।	١٨٢. وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ আল্লাহ তা'আলা সেই সমুদয় বিষয় হতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা অতি মহান এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যা কখনও নষ্ট হবার নয়। ঐ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মুশরিকদের অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহর রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা তাঁদের কথাগুলি ঐসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। নাবীগণ (আঃ) যেসব কথা বলেন এবং তাঁরা মহান আল্লাহর সত্তার যে গুণাবলী বর্ণনা করেন সেগুলি সবই সঠিক ও সত্য। আল্লাহর সত্তার জন্যই প্রশংসা শোভনীয়। দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই। তাঁর মহিমা ঘোষণা দ্বারা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তাঁর পবিত্র সত্তা হতে দূরে প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তাঁর একক সত্তার মধ্যে থাকবে। এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হ্যাঁ সূচক হয়। কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াতে তাস্‌বীহ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সাঈদ ইব্‌ন আবী আরুবাহ (রহঃ) বলেন ঃ কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নাবীগণের উপরও সালাম পাঠাবে। কেননা তাঁদেরই মধ্যে আমিও একজন নাবী। (তাবারী ২১/১৩৪)

আবূ মুহাম্মাদ বাগাবী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যারা কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক বড় প্রতিদান পেতে চাও তারা যেন বৈঠকের শেষে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ কর। (বাগাবী ৪/৪৬)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

মাজলিসের কাফফারার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিম্নোক্ত কালেমাটি পাঠ করার কথা বলা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবাহ করছি। এই মাসআলার উপর আমি একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।

সূরা সাফ্‌ফাত এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৮ ঃ সাদ, মাক্কী
٣٨ – سورة ص، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৮, রুকূ ৫)
(اَيَاتتها : ٨٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!	١. صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ
২। কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।	٢. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
৩। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা।	٣. كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

হুরফে মুকাত্তা'আত যেগুলি সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলির পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ এখানে মহান আল্লাহ কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ বলছেন। কেননা এর কথার উপর আমলকারীদের দীন ও দুনিয়া সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَـٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ), ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ), আবূ হুসাইন (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ذِي

الذِّكْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটি হল অতি সম্মানের। (তাবারী ২১/১৩৯, ১৪০) এই দুই মতামতের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই। কারণ এটি এমন একটি মহান গ্রন্থ যাতে রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং এটিকে যে মেনে চলতে ইচ্ছুক নয় তার জন্য সতর্ক বাণী। এ প্রতিজ্ঞা করার কারণ অন্য এক আয়াত থেকে জানা যায়।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই শপথের জবাব হল এর পরবর্তী আয়াতটি ঃ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ *কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।* ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ মতামতকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/১৪০)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ *কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।* অর্থাৎ এই কুরআন হল তাদের জন্য স্মরনিকা যারা স্মরণ করতে চায় এবং এতে আরও রয়েছে তাদের জন্য পথ নির্দেশ যারা সৎ পথে পরিচালিত হতে চায়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ থেকে কোন উপকার লাভ করেনা। কারণ তারা উদ্ধ্যত এবং অহংকারী। তারা সব সময় কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এর বিরোধিতা করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নাবীগণের মাধ্যমে যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল তা অবিশ্বাস করা এবং নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে তাদেরও যেন ঐ অবস্থা না হয়। তিনি বলেন ঃ

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ *এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি।* পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এরূপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু ঐ সময় সবই বৃথা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১২-১৩) আত তামিমী (রহঃ) বলেন ঃ

فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ এ আয়াত সম্পর্কে আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এখন পালানোরও সময় নয় এবং ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন ফরিয়াদ কেহ শুনবেনা এবং কিছু উপকারও করতে পারবেনা। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ যতই কান্নাকাটি ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। ঐ সময় তাওহীদকে স্বীকার করলেও কোন লাভ হবেনা এবং তাওবাহ করেও কোন উপকার হবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/১৪৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের কাছে তাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এখনতো পালিয়ে যাওয়ার কিংবা দৌড়ে কোথাও লুকিয়ে থাকার সময় নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

৪। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিরেরা বলে ঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী,	٤. وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ
৫। সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!	٥. أَجَعَلَ ٱلْأَلِـهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ
৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে ঃ তোমরা চলে যাও	٦. وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ

ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىۡءٌ يُرَادُ	এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অটল থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।
٧. مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِى ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأَخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ	৭। আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।
٨. أَءُنزِلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ مِنۢ بَيۡنِنَاۚ بَلۡ هُمۡ فِى شَكٍّ مِّن ذِكۡرِىۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ	৮। আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল? প্রকৃত পক্ষে তারা আমার কুরআনে সন্দিহান, তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।
٩. أَمۡ عِندَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَةِ رَبِّكَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡوَهَّابِ	৯। তাদের নিকট কি রয়েছে অনুগ্রহের ভান্ডার তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?
١٠. أَمۡ لَهُم مُّلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَاۖ فَلۡيَرۡتَقُواْ فِى ٱلۡأَسۡبَٰبِ	১০। তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর উপর? থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক।
١١. جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهۡزُومٌ مِّنَ ٱلۡأَحۡزَابِ	১১। বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।

মূর্তি পূজকরা আল্লাহর বাণী, তাওহীদ এবং কুরআন শুনে হয়েছিল বিস্ময়াভিভূত

মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আগনের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতামূলক বিস্ময় প্রকাশ করেছিল এখানে আল্লাহ তা‘আলা তারই খবর দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ مُّبِينٌ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) এখানে রয়েছে ঃ

وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এলো এবং কাফিরেরা বলে উঠল ঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর বিস্ময়ের সাথে সাথে আল্লাহর একাত্মবাদের উপরও তারা বিস্ময়বোধ করেছে এবং বলতে শুরু করেছে ঃ দেখ, এ লোকটি এতগুলো মা‘বূদের পরিবর্তে বলছে যে, আল্লাহ একমাত্র মা‘বূদ এবং তাঁর কোন প্রকারের শরীকই নেই। ঐ নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শির্ক ও কুফরীর অভ্যাস ছিল, তার বিপরীত শব্দ শুনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত ও অজানা বিষয় মনে করে। তাদের বড় ও প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অধীনস্তদের সামনে ঘোষণা করে ঃ তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের উপর অটল থেক। তোমরা মুহাম্মাদের তাওহীদের বাণী শুননা। তোমরা তোমাদের মা‘বূদগুলোর ইবাদাত করতে থাক।

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ এ লোকটিতো শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার অধীনস্ত হয়ে থাক এটাই তার বাসনা। (তাবারী ২১/১৫২)

৩৮ ঃ ৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আবূ তালিব যখন খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় তখন অভিশপ্ত আবূ জাহলসহ কুরাইশের কিছু লোক তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে ঃ আপনার ভাইয়ের ছেলে আমাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করে, সে অমুক অমুক কাজ করছে এবং বলছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলে দিন যেন সে এরূপ না করে। সুতরাং তিনি তাঁকে খবর দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে চলে আসেন। আবূ তালিব এবং অভিশপ্ত আবূ জাহলের মাঝখানে একজন লোকের বসার মত জায়গা খালি ছিল। আবূ জাহল আশংকা করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ জায়গায় আবূ তালিবের পাশে বসেন তাহলে তাঁর সাহচর্যের কারণে আবূ তালিবের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুকে যাবে। তাই সে লাফ দিয়ে উঠে ঐ খালি জায়গায় বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালিবের কাছে বসার কোন জায়গা না পাওয়ায় দরযার এক পাশে বসলেন। আবূ তালিব তাঁকে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে যে, তুমি নাকি তাদের দেবতাদের ব্যাপারে কটুক্তি করছ এবং এরূপ এরূপ কথা বলছ? তারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আমার চাচা! আমিতো তাদের কাছ থেকে শুধু একটি শব্দের স্বীকৃতি চাচ্ছি, যদি তারা তা করে তাহলে সমগ্র আরাব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারাবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলতে চাচ্ছেন তা তারা চিন্তিত মনে বুঝতে চেষ্টা করল এবং শেষে বলল ঃ একটি মাত্র শব্দ! তোমার পিতার শপথ! একটি নয়, বরং আমরা দশটি শব্দও বলতে রাযী আছি। বল, কি সেই শব্দ? আবূ তালিবও বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! সেই শব্দটি কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা হল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ। এ কথা শোনার সাথে সাথে তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয়

বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এই বলে চলে গেল ঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ *সে কি অনেক মা‘বূদের পরিবর্তে এক মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!* তখন এই আয়াতটিসহ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারা বলল ঃ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ আমরাতো এর পূর্বের ধর্মাদর্শে (অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম) তাওহীদের এরূপ কথা শুনিনি। যদি এটা সত্যি হত তাহলে নিশ্চয়ই খৃষ্টানরা আমাদেরকে বলে দিত। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র। (তাবারী ২১/১৫২) এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা। এটা কতই না বিস্ময়কর কথা যে, আল্লাহকে দেখাই গেলনা, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করলেন! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ

তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) মোট কথা, এই প্রতিবাদও তাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ প্রকৃত পক্ষে তারাতো আমার কুরআনে সন্দিহান। তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি। কাল কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার শাস্তি আস্বাদন করবে।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা’ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান

ও লাঞ্ছিতকরণ তাঁরই হাতে। হিদায়াত দান ও বিভ্রান্তকরণ তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁর উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন। তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। তিনি ছাড়া হিদায়াত দানের ব্যাপারে মানুষের অধিকারে কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় ও বাধ্য। অণু পরিমান জিনিসের উপরেও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ তাদের কাছে কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? অর্থাৎ তা তাদের নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَـٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩-৫৫) অন্যত্র বলেন ঃ

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ قَتُورًا

বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০০) সালিহকেও (আঃ) তাঁর কাওম বলেছিল ঃ

أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৫-২৬) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ

তাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর উপর? থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক। বহু দলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ এখানে উপরে আরোহনের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২১/১৫৬) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে তারা সপ্তম আকাশে আরোহন করুক দেখি! (তাবারী ২১/১৫৭) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ *বহু দলের এই বাহিনীও সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।* অর্থাৎ তারা এবং তাদের পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা এবং বিরোধিতার কারণে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরাও তেমনি তাদের পূর্বসূরীদের মত অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ

এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৪-৪৫) এর পরে রয়েছে ঃ

بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৬)

১২। তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী	١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ

বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, ‘আদ, বহু শিবিরের অধিপতি ফির‘আউন -	وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ
১৩। আর ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকা’র অধিবাসী। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।	١٣. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ
১৪। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে যথার্থ।	١٤. إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
১৫। তারাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচন্ড নিনাদের যাতে কোন বিরাম থাকবেনা।	١٥. وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ
১৬। তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।	١٦. وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ পূর্বযুগের ঐ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং শক্তি-সামর্থ্যে এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শক্তি-সামর্থ্য তাদের তুলনায় অতি

নগণ্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি এসে যাবার পর এগুলি তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَاب অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অতীত যুগের ঐ সব কাফিরদের ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল রাসূলদের চরম শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاق এরাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবেনা। আল্লাহ যখন ইসরাফীল (আঃ) মালাককে আদেশ করবেন তখন তা এমন সময় ঘটবে যখন তারা ধারণাও করতে পারবেনা। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং তা কানে আসা মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ঐ লোকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب *তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।* আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে ঐ লোকদেরকে সাবধান করছেন যারা বলে যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে তা যেন কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আগেই, এই দুনিয়ায় থাকতেই তাদেরকে দেয়া হয়। **قِطَّنَا** হচ্ছে লিখিত পুস্তক অথবা দলীল-দস্তাবেজ কিংবা তাকদীরে যা লিখিত রয়েছে তার বর্ণনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ তাদের তাকদীরে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তারা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে। (তাবারী ২১/১৬৪, দুররুল মানসুর ৭/১৪৮) যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ দুনিয়ায়ই চেয়েছিল। তারা যা কিছু বলেছিল তা সবই মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি এই যে, ভাল কিংবা মন্দ যা'ই তাদের ভাগ্যে থেকে থাকুক তা যেন দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়। (তাবারী ২১/১৬৫) এ উক্তিটিই সঠিক। যাহহাক (রহঃ) ও ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদের (রহঃ) তাফসীরের সারমর্মও এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তারা এটা বলত তামাশা এবং বিদ্রুপের ছলে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন এবং পরিণামে তিনিই যে জয়যুক্ত হবেন সেই সুখবর জানিয়ে দিচ্ছেন।

১৭। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আর স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহর অভিমুখী।	١٧. ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ
১৮। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।	١٨. إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ
১৯। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও, সবাই ছিল তার অভিমুখী।	١٩. وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ
২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফাইসালাকারী বাগ্মিতা।	٢٠. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ

দাঊদ (আঃ)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ذَا الْأَيْدِ দ্বারা জ্ঞান ও আমল সম্পর্কীয় শক্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/১৬৬, ১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বাধ্যতায় শক্তি। দাঊদকে (আঃ) ইবাদাতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান করা হয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দাঊদ (আঃ) রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়ে দিতেন এবং জীবনের অর্ধেক সময় সিয়াম পালন করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সালাত হল দাঊদের (আঃ) সালাত এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম হল দাঊদের (আঃ) সিয়াম। দাঊদ (আঃ) অর্ধরাত্রি শুইয়ে থাকতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন। তারপর এক ষষ্ঠাংশ রাত আবার ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং পরদিন সিয়ামহীন অবস্থায় থাকতেন। আর দীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেননা। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু' করতেন। (ফাতহুল বারী ৩/২০, মুসলিম ২/৮১৬)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ

হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকূলকেও। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১০) অনুরূপভাবে পক্ষীকুলও তাঁর শব্দ শুনে তাঁর সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করত। উড়ন্ত পাখী তাঁর পাশ দিয়ে গমন করত। ঐ সময় তিনি তাওরাত পাঠ করলে তাঁর সাথে পাখীরাও তাওরাত পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়ত এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে স্থির হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী দাঊদের (আঃ) সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময়

উম্মে হানীর (রাঃ) ঘরে আট রাক‘আত সালাত আদায় করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমার ধারণা এই যে, এটাও সালাতের সময়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা তার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল (রাঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) চাশতের সালাত আদায় করতেননা। আমি একদা তাকে উম্মে হানীর (রাঃ) নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ একে আপনি ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন উম্মে হানী (রাঃ) বললেন ঃ মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে আমার কাছে এলেন এবং এসে একটি বড় বাটিতে পানি ভর্তি করিয়ে নিলেন। অতঃপর কাপড়ের পর্দা দিয়ে আড়াল করে গোসল করলেন। এরপর ঘরের চারিদিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং চাশতের আট রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। এতে তাঁর কিয়াম, রুকূ’, সাজদাহ এবং উপবেশন প্রায় সমান ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমি কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, কিন্তু চাশতের সালাত কি তা আমি এর পূর্বে জানতামনা। আজ জানলাম যে, এটা يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً পক্ষীকুলও দাউদের সাথে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে অংশ নিত।

كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ *সবাই ছিল তার অভিমুখী।* অর্থাৎ তারা দাউদের (আঃ) আদেশ মেনে চলত এবং তাঁর সাথে সাথে তারাও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তারা তাঁর হুকুম মেনে চলত। (তাবারী ২১/১৬৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ আমি দাউদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। বাদশাহদের যতগুলি জিনিসের প্রয়োজন সবই তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে করা হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ আমি তাকে হিকমাত দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে তার অনুসরণ। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের অর্থ হল নাবুওয়াত। (তাবারী ২১/১৭১) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَفَصْلَ الْخِطَابِ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফাইসালাকারী বাগ্মিতা অর্থাৎ বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি। যেমন সাক্ষী নেয়া, শপথ করানো। শুরাইহ আল কাযী (রহঃ) এবং আশ শা'বী (রহঃ) বলেন যে, وَفَصْلَ الْخِطَابِ এর অর্থ হচ্ছে শপথ করা এবং সাক্ষ্য দেয়া। (তাবারী ২১/১৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অভিযোগকারীর পক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করা অথবা অভিযুক্তের পক্ষে শপথ করে বলা। (তাবারী ২১/১৭৩) এখানে ঐ বার্তার ব্যাপারে বলা হয়েছে যা নাবী/রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করেন এবং অনুসারীরা তা বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করে। কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এটাই পথের দিশারী যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত আইন মেনে চলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়িম রাখবে। আবূ আবদুর রাহমান আস সুলাইমী (রহঃ) এরূপ মন্তব্য করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ অতি মনোযোগের সাথে অভিযোগ শ্রবণ করা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সঠিক বিচার মীমাংসা করা। (তাবারী ২১/১৭২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল বাক্যে এবং বিচারে বিশুদ্ধ থাকা এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তা'ও। আসলে এই অর্থই হওয়া উচিত এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২১/১৭৩)

২১। তোমার নিকট বিবাদকারী লোকের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল ইবাদাতখানায় -	٢١. وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ
২২। এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন তাদের	٢٢. إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ

مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ	কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভীত হবেননা, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ - আমরা একে অপরের উপর যুল্‌ম করেছি; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেননা এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।
٢٣. إِنَّ هَـٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ	২৩। এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।
٢٤. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ	২৪। দাউদ বলল ঃ তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুল্‌ম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করেনা শুধু মু'মিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার রবের নিকট

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩	**ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। [সাজদাহ]**
٢٥. فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ	**২৫। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।**

দুই অনুপ্রবেশকারীর ঘটনা

তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসনাদ ইব্‌ন আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্তু ওর বর্ণনাধারা সঠিক নয়। কেননা ইয়াযীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি খুব সৎ লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল। সুতরাং উত্তম কথা এই যে, কুরআনুল কারীমে যা আছে তা'ই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তা'ই সঠিক।

فَفَزِعَ مِنْهُمْ দু'জন লোককে তার নিজস্ব কক্ষে দেখে দাঊদের (আঃ) ভীত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি নির্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন কেহকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দু'জনকে ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

عَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কথা-বার্তায় সে আমার উপর জয়লাভ করেছে এবং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ দাঊদ (আঃ) বুঝে ফেলেন যে, এটা তাঁর উপর মহান আল্লাহর পরীক্ষা। সুতরাং তিনি রুকূ' ও সাজদাহ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্য সাওয়াবের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট লোকদের জন্য পাপের হয়ে থাকে।

সূরা সাদ এর সাজদাহ্ প্রসঙ্গ

এ আয়াতটি (৩৮ ঃ ২৪) সাজদাহর আয়াত কি-না এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে সাজদাহ যরুরী নয়, এটাতো সাজদায়ে শোক্র। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, ص এর মধ্যে সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয়। তিনি বলেন ঃ তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতে সাজদাহ করতে দেখেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৪৩, আবূ দাঊদ ২/১২৩, তিরমিযী ৩/১৭৬, নাসাঈ ৬/৩৪২, আহমাদ ১/৩৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান নাসাঈতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাজদাহ করার পর বলেন ঃ দাঊদের (আঃ) জন্য এই সাজদাহ ছিল তাওবাহর এবং আমাদের জন্য এ সাজদাহ হল শোকরের। (নাসাঈ ২/১৫৯)

আল আওয়াম (রহঃ) বলেন যে, তিনি মুজাহিদকে (রহঃ) সূরা সাদের সাজদাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কেন সাজদাহ করেন? তখন তিনি এই দলীল পেশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَـٰنَ

আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৪)

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ

এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯০)

তাহলে বুঝা গেল যে, তাঁদের অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দাঊদ (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই সাজদাহ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৫)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর *সূরা সাদ* পাঠ করেন। সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সাজদাহ করেন। তাঁর সাথে অন্যান্য সবাই সাজদাহ করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সূরাটি পাঠ

করেন। যখন তিনি সাজদাহর আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সাজদাহর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ দেখে তিনি বলেন ঃ এটা কিন্তু ছিল দাউদের (আঃ) তাওবাহর সাজদাহ। আর আমি দেখছি যে, তোমরাও সাজদাহর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ? অতঃপর তিনি মিম্বর হতে নেমে সাজদাহ করেন। (আবূ দাঊদ ১৪১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ আমার নিকট দাঊদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। কেননা তিনি ছিলেন তাওবাহকারী এবং স্বীয় রাজ্যে তিনি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিম্বরের উপর রাহমানের (আল্লাহর) ডান দিকে অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হাতই ডান, তারা ঐ সব সুবিচারক যারা তাদের পরিবার-পরিজন ও অধিনস্তদের প্রতি সুবিচার করে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

২৬। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে।	٢٦. يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

নেতা ও শাসকদের প্রতি উপদেশ

এই আয়াতে শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফাইসালা করে। তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আবূ যুর'আহ (রহঃ), যিনি আহলে কিতাবীদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেছেন, তাকে (আবূ যুর'আহকে (রহঃ)) তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক একবার প্রশ্ন করেন ঃ খলিফাকেও কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসাব দিতে হবে? আপনিতো কিতাবীদের প্রথম দিকের কিতাব পাঠ করেছেন এবং কুরআনও পাঠ করেছেন। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানা আছে। উত্তরে আবূ যুর'আহ (রহঃ) বলেন ঃ সত্য কথা বলব কি? খলিফা জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে আল্লাহর নামে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা দান করা হল। তখন আবূ যুর'আ (রহঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! দাঊদের (আঃ) মর্যাদা আপনার চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খিলাফাতের সাথে সাথে নাবুওয়াতও দান করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবে তাঁকে ধমকের সুরে বলা হয়েছে ঃ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। আর জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে পরের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ হল ঃ তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (তাবারী ২১/১৮৯)

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল ঃ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এই কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্য আমল জমা করেনি। আয়াতের শব্দগুলির সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তাবারী ২১/১৮৯)

٢٧. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ	২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।
٢٨. أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ	২৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব?
٢٩. كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ	২৯। এক কল্যাণময় কিতাব ইহা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।

পৃথিবী সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিচক্ষণতা

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। এগুলো একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন আসবে যে দিন মান্যকারীদের মাথা উঁচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি

দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাত ও পারলৌকিক জীবন বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামাতের দিনটি তাদের জন্য হবে খুবই ভয়াবহ। কেননা ঐ আগুনে তাদেরকে জ্বলতে হবে যে আগুনকে আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহভীরু ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা অসম্ভব। যদি কিয়ামাতই না হত তাহলে এদের উভয়ের ফলাফল একই হত। কিন্তু এটাতো অবিচারমূলক কথা। কিয়ামাত অবশ্যই হবে। সৎকর্মশীলরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে জাহান্নামে। সুতরাং জ্ঞানের চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হোক। আমরা দেখি যে, একজন যালিম পাপী গর্বভরে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জুটেনা। তখন মহাবিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন এই নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার দুষ্কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং ঐ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত ব্যক্তিকেও তার সৎকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর পরকাল এটাই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এই জগতের পর আর একটি জগত অবশ্যই রয়েছে। এই পবিত্র শিক্ষা কুরআন কারীম হতে লাভ করা যায় এবং এটাই মানুষের সৎপথের দিশারী। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ঃ

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করেছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করায় কোনই লাভ নেই।

৩০। আমি দাঊদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।	٣٠. وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ
৩১। যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল -	٣١. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ
৩২। তখন সে বলল ঃ আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।	٣٢. فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ
৩৩। ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।	٣٣. رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ

সুলাইমান ইব্‌ন দাঊদ (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা দাঊদকে (আঃ) যে একটি বড় নি'আমাত দান করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সুলাইমানকে (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এ জন্যই সুলাইমানের (আঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ দাঊদেরতো (আঃ) আরও বহু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তাঁর একশ' জন স্ত্রী ছিল। সুতরাং সুলাইমান (আঃ) দাঊদের (আঃ) নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ

সুলাইমান হয়েছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৬) অর্থাৎ

নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদাতগুযার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বের আমলে তাঁর সামনে তাঁর ঘোড়াগুলো হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই দ্রুতগামী। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওগুলো তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকত এবং এক পা উঁচু করে রাখত। আর ওগুলির গতি ছিল খুবই দ্রুত। (তাবারী ২১/১৯২, ১৯৩) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি উক্তি এও আছে যে, ওগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ। ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ হাজার বলেছেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

সুনান আবূ দাউদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক অথবা খাইবারের যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক কোণের পর্দা সরে যায়। ঐ জায়গায় আয়িশার (রাঃ) খেলনার পুতুলগুলো রাখা ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি পড়লে তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ ওগুলো আমার পুতুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, ওগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের তৈরী দু’টি ডানাও লাগানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ এটা ঘোড়া। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাপড়ের তৈরী ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ এ দুটো ওর ডানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঘোড়াও ভাল এবং ডানা দুটিও উত্তম। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমানের (আঃ) ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির শেষ দাঁতটিও দেখা গেল। (আবূ দাউদ ৫ /২২৭)

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগুলো দেখতে গিয়ে এত ভুলো মন হয়ে গেলেন যে, তাঁর আসরের সালাতের খেয়ালই থাকলনা। সালাতের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিন যুদ্ধে মগ্ন থাকার কারণে আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি। সূর্যাস্তের অনেক পর ঐ সালাত আদায় করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ এখন পর্যন্ত আমিও সালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি। অতঃপর তাঁরা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে অযু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন এবং এর পরপরই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। (ফাতহুল বারী ২/৮২, মুসলিম ১/৪৩৮)

رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ *ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর পরেই সুলাইমান (আঃ) ঐ ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করেন। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ এগুলোতো আমাকে আবার আমার রবের ইবাদাত হতে উদাসীন করে ফেলবে। (তাবারী ২১/১৯৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, অতঃপর অস্ত্রের সাহায্যে ঐ ঘোড়াগুলোর পায়ের পেশী এবং ঘাড় কেটে ফেলা হয়। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সুলাইমান (আঃ) শুধু ঘোড়াগুলোর কপাল, পা ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/১৯৬) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ বিনা কারণে জন্তুকে কষ্ট দেয়া অবৈধ। ঐ জন্তুগুলোর কোনই দোষ ছিলনা যে, তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন। কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাঁদের শারীয়াতে এ কাজ বৈধ ছিল, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ঐগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করল এবং সালাতের ওয়াক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল। তাহলে তাঁর ঐ ক্রোধ আল্লাহর জন্যই ছিল। আর এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা জিনিস দান করেছিলেন। অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে বাতাস তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বাতাস তাঁকে নিয়ে

ভোরে এক মাসের দূরত্বের পথ অতিক্রম করত এবং বিকেলে আর এক মাসের পথ অতিক্রম করত। বাতাসের গতি থাকত একটি শক্তিশালী ঘোড়া যত দ্রুত দৌড়াতে পারে তার চেয়ে বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন।

আবূ কাতাদাহ (রহঃ) ও আবুদ দাহমা (রহঃ) প্রায়ই মাক্কা যেতেন। তাঁরা বলেন, একবার এক গ্রামে এক বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দীনী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিল ঃ তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। (আহমাদ ৫/৭৮)

৩৪। আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল।	٣٤. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
৩৫। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা।	٣٥. قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ
৩৬। তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।	٣٦. فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ
৩৭। এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।	٣٧. وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ

৩৮। এবং শৃংখলে আবদ্ধ করলাম আরও অনেককে।	٣٨. وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ
৩৯। এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা।	٣٩. هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
৪০। এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।	٤٠. وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন এবং পরে সবকিছু তাঁর জন্য সহজ করে দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا আমি সুলাইমানের (আঃ) পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর جَسَدًا (একটি দেহ) নিক্ষেপ করেছিলাম। এখানে আল্লাহর তরফ থেকে পরিস্কারভাবে জানানো হয়নি যে, جَسَدًا কি? তাই আমরা এ আয়াত থেকে এটাই বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সিংহাসনের উপর جَسَدًا রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদিও আমরা জানিনা যে, جَسَدًا কি? এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাই ঐ বর্ণনার সত্যতা যাচাই করা যাচ্ছেনা।

ثُمَّ أَنَابَ *অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল।* অর্থাৎ তাঁকে পরীক্ষা করার পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং আল্লাহ অভিমুখী হন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে এমন রাজ্যের প্রার্থনা করেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কেহকে

কখনও দেয়া হয়নি। তিনি বলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ *হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা।* কেহ কেহ এর অর্থ করেছেন ঃ আমার পরেও আর যেন কারও অনুরূপ রাজ্যের প্রার্থনা করার অধিকার না থাকে। আয়াতের ভাবার্থে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস থেকেও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক দুষ্ট জিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার সালাত আদায়ে বাধা দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখব যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু'আর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي *হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়।* হাদীসের বর্ণনাকারী রাওহ (রাঃ) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুষ্ট জিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৬০, মুসলিম ১/৩৮৪, নাসাঈ ৬/৪৪৩)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ *আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।* তারপর তিনি বলেন ঃ

اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ *তোমার উপর আমি আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করছি।* এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যেন কোন জিনিস তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাঁর সালাত আদায় শেষ হলে আমরা বললাম

ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম (ব্যাপার কি?)। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর শত্রু ইবলীস জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আমার মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য এসেছিল। তাই আমি তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰه مِنْكَ বলেছি। তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও সে সরে যাচ্ছিলনা। সুতরাং আমি তাকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু'আ না থাকত তাহলে তাকে আমি শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলতাম এবং সে মাদীনার শিশুদের জন্য খেলার মাঠের খেলনা হিসাবে পরিণত হত। (মুসলিম ১/৩৮৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ অতএব আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ সুলাইমান (আঃ) যখন আল্লাহর প্রেম ও মহব্বতে পড়ে ঐ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু তাঁর এক মাসের পথ সকালে অতিক্রম করিয়ে দিত। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। (তাবারী ২১/২০১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ শাইতানদেরকেও তার অধীনস্ত করে দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। তারা বড়-বড় উঁচু-উঁচু ও লম্বা-লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করত যা মানবিক শক্তি বহির্ভূত ছিল। আর তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করত। তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসত যা অন্য কোথাও

পাওয়া যেতনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَـٰتٍ

তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করত কিংবা কাজে অবহেলা করত অথবা মানুষকে জ্বালাতন করত ও কষ্ট দিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ এগুলি হল আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন যাকে ইচ্ছা দাও ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ তুমি যা করবে তা'ই তোমার জন্য বৈধ। তুমি যা চাও তা'ই ফাইসালা কর, ওটাই সঠিক।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হল (১) বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন এবং তাঁর আদেশ পালন করে যাবেন অথবা (২) তিনি নাবী ও বাদশাহ হবেন। যাকে ইচ্ছা দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন, তাঁর কোন হিসাব নেই। এ দু'টোর যে কোন একটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তখন তিনি জিবরাঈলের (আঃ) সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই উত্তম, যদিও নাবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) পার্থিব মান-মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পরই বলেন ঃ আর (আখিরাতে) আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

৪১। স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।	٤١. وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
৪২। আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়।	٤٢. ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
৪৩। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	٤٣. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
৪৪। আমি তাকে আদেশ করলাম ঃ এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।	٤٤. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

আইউব (আঃ)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল আইউবের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁর চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষার প্রশংসা করছেন। তাঁর ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। তাঁর দেহে রোগ দেখা দেয়।

এমনকি তাঁর দেহে সূঁচের ছিদ্রের পরিমাণ এমন জায়গাও বাকী ছিলনা যেখানে রোগ দেখা দেয়নি। তাঁর অন্তরে শুধু প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। আর তাঁর দারিদ্র অবস্থা এই ছিল যে, এক বেলার খাবারও তাঁর কাছে ছিলনা। ঐ অবস্থায় তাঁর কাছে এমন কোন লোক ছিলনা যে তাঁর খবরাখবর নেয়। শুধুমাত্র তাঁর এক স্ত্রী তাঁর কাছে থাকতেন ও তাঁর সেবা করতেন যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের বাড়িতে কাজ করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সুদীর্ঘ আঠারো বছর এ অবস্থাই থাকে। অথচ ইতোপূর্বে তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছিল। এতে তাঁর সমকক্ষ আর কেহই ছিলনা। দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তাঁর ছিল। কিন্তু সবই শেষ হয়ে যায় এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাঁকে রেখে আসা হয়। আপন ও পর সবাই তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেহ ছিলনা যে তাঁর অবস্থার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তাঁর কাছে তাঁর এই পত্নীটিই ছিলেন যিনি সব সময় তাঁর সেবায় লেগে থাকতেন। শুধুমাত্র উভয়ের খাদ্য যোগারের জন্য তাকে অন্যের বাড়িতে মজুরী খাটতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হত ঐ সময়টুকুই বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে আইউবের (আঃ) পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই মনোনীত বান্দা তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন ঃ

أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৩)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তাঁর শারীরিক দুঃখ কষ্ট এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন এবং বলেন ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ *তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়।* পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি প্রস্রবণ উথলে উঠল। আল্লাহ

তা'আলার নির্দেশানুসারে তিনি ঐ পানিতে গোসল করলেন। ফলে তাঁর দেহের সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, তাঁর দেহে যেন কোন রোগ ছিলনা। আবার অন্য জায়গায় তাঁকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাঁকে ঐ পানি পান করতে বলা হয়। ঐ পানি পান করা মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর হয়ে যায়। এভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ সুস্থতা তিনি লাভ করেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নাবী আইউব (আঃ) দীর্ঘ আঠারো বছর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তাঁর আপন ও পর সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে আসত। একদিন তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ আমার মনে হয়, আইউব (আঃ) এমন কোন পাপ করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেহই করেনি। তার সাথী জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কেন এরূপ বলছ? সে বলল ঃ কারণ তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর এ রোগে ভুগছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করছেননা! পরদিন ভোরে দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকটির এ কথা আইউবকে (আঃ) বলে দেয়। এ কথা শুনে আইউব (আঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলেন ঃ কেন সে এ কথা বলল? অথচ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতাম এবং দু'জনই আল্লাহর নাম নিত আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের দু'জনের পক্ষ হতে কাফফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম। কেননা আমি এটা পছন্দ করতামনা যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া হোক (কেননা এতে আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার)।

ঐ সময় আইউব (আঃ) একাকী চলাফিরা করা এমন কি উঠা-বসাও করতে পারতেননা। তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন ও নিয়ে আসতেন। একদা তাঁর ঐ স্ত্রী হাযির ছিলেননা। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করেন ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। গোসল করার পর তার চেহারা এমন রূপ লাভ করল যে, রোগ-ভোগের পূর্বেও এত সৌন্দর্য তাঁর ছিলনা। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর রুগ্ন স্বামীতো নেই,

বরং তাঁর স্থানে একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারলেননা, তাই তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এখানে একজন আল্লাহর নাবী রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন তাঁকে দেখেছেন কি? আল্লাহর শপথ! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তাঁর যেমন চেহারা ছিল, ঐ চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমিই সেই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন যে, আইউবের (আঃ) দু'টি গোলা ছিল। একটিতে গম রাখা হত এবং অপরটিতে রাখা হত যব। আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক খণ্ড মেঘ হতে সোনা বর্ষিত হয় এবং ঐ সোনা দ্বারা গমের গোলা ভর্তি হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা দ্বারা যবের গোলাটি ভর্তি করা হয়। (তাবারী ২১/২১১, হাকিম ৪/৪১৫)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আইউব (আঃ) নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় আকাশ হতে সোনার ফড়িং বর্ষণ হতে শুরু হয়। আইউব (আঃ) তাড়াতাড়ি ওগুলি স্বীয় কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে আইউব! তুমি যা দেখছ তা থেকে কি আমি তোমাকে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি? তিনি জবাবে বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! হ্যাঁ, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত রেখেছেন। কিন্তু আপনার রাহমাত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই। (বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর এই ধৈর্যশীল বান্দাকে এরপর আবার উত্তম প্রতিদান ও উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁকে তিনি তাঁর সন্তানগুলিও দান করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দেন। হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাঁর মৃত সন্তানগুলিকেও পুনর্জীবিত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দান করেন। (তাবারী ২১/২১২) এটা ছিল আল্লাহর রাহমাত যা তিনি আইউবকে (আঃ) তাঁর ধৈর্য, দৃঢ়তা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতিদান হিসাবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّه وَلاَ تَحْنَثْ *এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা।* কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর কোন এক কাজের কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি শপথ করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশ' চাবুক মারবেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর শপথ পুরা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর জন্য মোটেই তা যোগ্য ছিলনা। কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় লেগে থাকেন যখন তাঁর সেবা করার আর কেহই ছিলনা। এ জন্য বিশ্ব-জগতের রাব্ব পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নাবীকে (আঃ) হুকুম করেন যে, তিনি যেন এক মুষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ'টি তৃণ থাকবে) এবং তা দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে একবার আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের শপথ পুরা করেন। এতে তাঁর শপথও পুরা হয়ে যাবে, আবার ঐ সতী-সাধ্বী ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, তাঁর যেসব সৎ বান্দা-বান্দী তাঁকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি হতে রক্ষা করেন।

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ এরপর মহান আল্লাহ আইউবের (আঃ) প্রশংসা করছেন যে, তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল পেলেন। তিনি তাঁর কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী। তাঁর অন্তরে আল্লাহর খাঁটি প্রেম ছিল। তিনি তাঁর দিকেই সদা ঝুঁকে থাকতেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩)

٤٥. وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ	৪৫। স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।
٤٦. إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ	৪৬। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।
٤٧. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ	৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
٤٨. وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ	৪৮। স্মরণ কর ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ’ ও যুলকিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।
٤٩. هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ	৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস -

নাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলগণের (আঃ) ফাযীলাতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তাঁরা হলেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূব (আঃ)।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীনকে বুঝতে পারা। (তাবারী ২১/২১৫) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ দীনকে বুঝা এবং তা পালন করার জন্য তাদেরকে প্রবল শক্তি দেয়া হয়েছিল।

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ *আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ পরকালে কামিয়াবী হওয়ার জন্য মেহনত করতে আমি তাদেরকে আদেশ করেছিলাম এবং এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন কিছুই করতে বলা হয়নি। (তাবারী ২১/২১৮) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ পরকালকে স্মরণ করা এবং এর জন্য মেহনত করা। (তাবারী ২১/২১৮) মালিক ইব্‌ন দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি লোভ-ভালবাসা দূর করে দেন এবং পরকালের আবাস স্থলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা লোকদেরকে তাদের পরকালের বাসস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তা পাবার জন্য মেহনত করতে বলতেন। (তাবারী ২১/২১৭)

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কিয়ামাতের দিন উত্তম পুরস্কার ও উত্তম স্থান প্রদান করবেন। আল্লাহর দীনের এই মহান ব্যক্তিরা আল্লাহর খাঁটি ও বিশিষ্ট বান্দা।

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ ইসমাঈল (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ) এবং যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। তাঁদের অবস্থাবলী সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এখানে বর্ণনা করা হলনা।

هَذَا ذِكْرٌ তাদের ফাযীলাত বর্ণনায় তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ লাভ ও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এটাও যে, কুরআন হল যিক্‌র অর্থাৎ নাসীহাত বা উপদেশ। (তাবারী ২১/২২০)

৫০। চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার।	٥٠. جَنَّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً

لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ	
٥١. مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدۡعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ وَشَرَابٖ	৫১। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে।
٥٢. وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ أَتۡرَابٌ	৫২। আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা।
٥٣. هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوۡمِ ٱلۡحِسَابِ	৫৩। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।
٥٤. إِنَّ هَٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ	৫৪। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা।

আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তগণের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৎ বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর বাসস্থান রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। জান্নাতের দরযাগুলি তাদের জন্য বন্ধ থাকবেনা, বরং সব সময় খোলা থাকবে। দরযা খোলার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ সেখানে তারা সামিয়ানার নিচে আসীন হবে হেলান দিয়ে। আর সেখানে তারা বহুবিধ ফল-মূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল অথবা যে সুরা পানাহারের তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের

দল সেগুলি এনে তাদের কাছে হাযির করবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬ ঃ ১৮)

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ সেখানে তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না তরুণীগণ। তারা হবে সমবয়স্কা। তারা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নীচু করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে। তাদের চক্ষু কখনও অন্যের দিকে উঠবেনা এবং উঠতে পারেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ এটাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের সাথে করছেন যারা তাঁকে ভয় করে উত্তম আমল করছে। তারা কাবর হতে উঠে, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে এই জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে, যা কখনও শেষ হবেনা, তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা এবং দূরেও সরিয়ে দেয়া হবেনা।

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তাঁর দেয়া রিয্ক যা কখনও নিঃশেষ হবেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৬)

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ

ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩৫) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৫৫। এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা -	٥٥. هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ
৫৬। জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল-	٥٦. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
৫৭। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।	٥٧. هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
৫৮। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি।	٥٨. وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ
৫৯। এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো জাহান্নামে জ্বলবে।	٥٩. هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ
৬০। অনুসারীরা বলবে ঃ বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো পূর্বে ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ,	٦٠. قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ

ٱلْقَرَارُ	**কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!**
٦١. قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ	**৬১। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!**
٦٢. وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ	**৬২। তারা আরও বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা?**
٦٣. أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ	**৬৩। তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?**
٦٤. إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ	**৬৪। এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ।**

বিপর্যয়কারীদের শেষ গন্তব্য স্থল

هَـٰذَا وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এবার তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। তিনি বলেন যে, এই সব সীমালংঘনকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্টতম স্থান। সেখানে তাদেরকে আগুন চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। সুতরাং ওটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

حميم ঐ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর **غساق** হল এর বিপরীত। অর্থাৎ যার শীতলতা সর্ব নিম্নে পৌঁছে গেছে, যা সহ্য করা খুবই কঠিন। সুতরাং এক দিকে আগুনের তাপের শাস্তি এবং অন্য দিকে শীতলতার শাস্তি! এ ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা ভোগ করবে যা একটি অপরটির বিপরীত হবে।

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ *আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি।* তাদেরকে অনুরূপ আরও অনেক শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এমন সব জিনিস দেয়া হবে যার বিপরীত জিনিসও তাদেরকে দেয়া হবে। যেমন অত্যধিক গরম পানি এবং ওর বিপরীত অত্যন্ত ঠান্ডা পানীয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে বিভিন্ন বিপরীতমুখী শাস্তি প্রদান করা হবে। (তাবারী ২১/২৩০)

মোট কথা, ঠাণ্ডার শাস্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে হবে। কখনও গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনও যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করানো হবে। কখনও আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনও আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে।

জাহান্নামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ...

যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৩৮) এভাবে এক দল অন্য দলকে অভিনন্দন না জানিয়ে বরং এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। প্রথম যে দলটি জাহান্নামে চলে যাবে ঐ দলটিকে জাহান্নামের দারোগা বলবে ঃ

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ *এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো*

জাহান্নামে জ্বলবে। কারণ তারা জাহান্নামে বাস করবে। পূর্বে আগত জাহান্নামীরা পরবর্তী আগমনকারীদেরকে বলবে ঃ

بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ তোমাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তখন আগমনকারী অনুসারীরা বলবে ঃ

بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল এই দাঁড়ালো? কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! তারা আরও বলবে ঃ

رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ হে আমাদের রাব্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন! যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) কাফিরেরা জাহান্নামে মু'মিনদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবে ঃ

مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ আমাদের কি হল যে, আমরা যেসব লোককে বিপথগামী বলে গণ্য করতাম, অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দিত, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা? তারা আরও বলবে ঃ আমরা তো তাদেরকে আমাদের সাথে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিনা! মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আবূ জাহল বলবে ঃ বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? তাদেরকেতো দেখতে পাচ্ছিনা! মোট কথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখছিনা? তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। জাহান্নামে

প্রবেশ করার পরেও দুনিয়ায় বসে তারা যে বিপথগামী হয়েছিল তা মনে করবেনা। তারা বলবে ঃ তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা জাহান্নামের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। কিন্তু এমন কোন জায়গায় রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছেনা। তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ. وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٌ يَعۡرِفُونَ كُلَّۢا بِسِيمَىٰهُمۡۚ وَنَادَوۡاْ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۚ لَمۡ يَدۡخُلُوهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُونَ. وَإِذَا صُرِفَتۡ أَبۡصَٰرُهُمۡ تِلۡقَآءَ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٗا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَىٰهُمۡ قَالُواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ. أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ

আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে ঃ আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের উর্ধ্বস্থানে) কিছু

লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাংখা করবে। পরন্ত জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা। আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা। এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৪-৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ হে নাবী! আমি তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

৬৫। বল ঃ আমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই যিনি এক, পরাক্রমশালী -	٦٥. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَ ٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ
৬৬। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর রাব্ব, যিনি পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল।	٦٦. رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ
৬৭। বল ঃ এটা এক মহা সংবাদ -	٦٧. قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ
৬৮। যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।	٦٨. أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

৬৯। ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিলনা।	٦٩. مَا كَانَ لِىَ مِنۡ عِلۡمِۭ بِٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰٓ إِذۡ يَخۡتَصِمُونَ
৭০। আমার নিকটতো এই অহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	٧٠. إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

রাসূলের (সাঃ) বাণী মানুষের জন্য মূল্যবান বার্তা

وَمَا مِنْ إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও মুশরিকদেরকে বলেন ঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমিতো তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী। আল্লাহ, যিনি এক ও শরীকবিহীন, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি একক। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুই তাঁর অধীনস্ত।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তিনি যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক। সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তিনি বড় মর্যাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং মহাপরাক্রম সত্ত্বেও তিনি মহাক্ষমাশীলও বটে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ হে নাবী! তুমি বল ঃ এটা এক মহাসংবাদ। তা হল আল্লাহ তা‘আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করা। কিন্তু হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত ও সত্য বিষয়গুলি হতে বিমুখ হয়ে রয়েছ! মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে আরও বল ঃ আদমের (আঃ) ব্যাপারে মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল, যদি আমার কাছে অহী না আসত তাহলে সেই ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারতাম কি? ইবলীসের আদমকে (আঃ) সাজদাহ না করা,

মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে শাইতানের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় মনে করা ইত্যাদির খবর আমি কি করে দিতে পারতাম?

৭১। স্মরণ কর, তোমার রাব্ব মালাইকাকে বলেছিলেন ঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে।	٧١. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ
৭২। যখন আমি ওকে সুষম করব এবং ওতে আমার সৃষ্টি রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও।	٧٢. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ
৭৩। তখন মালাইকা/ ফেরেশতারা সবাই সাজদাবনত হল -	٧٣. فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
৭৪। শুধু ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।	٧٤. إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ
৭৫। তিনি বললেন ঃ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?	٧٥. قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ
৭৬। সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন	٧٦. قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى

مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ	এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে।
٧٧. قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ	৭৭। তিনি বললেন ঃ তুই এখান হতে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত।
٧٨. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ	৭৮। এবং তোর উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।
٧٩. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	৭৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।
٨٠. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ	৮০। তিনি বললেন ঃ তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলি -
٨١. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ	৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।
٨٢. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ	৮২। সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।
٨٣. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ	৮৩। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।

৮৪। তিনি বললেন ঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি -	٨٤. قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ
৮৫। তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।	٨٥. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

এ ঘটনাটি সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ, সূরা হিজ্‌র, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ এবং সূরা সাদে বর্ণিত হয়েছে। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ মালাইকাকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি ঠনঠনে কালো মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, যখন তিনি তাকে সৃষ্টি করবেন তখন যেন তারা তাঁকে সাজদাহ করেন, যাতে আল্লাহর আদেশ পালনের সাথে সাথে আদমেরও (আঃ) আভিজাত্যতা প্রকাশ পায়। মালাইকা/ফেরেশতারা সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ পালনে বিরত থাকে। সে মালাইকা/ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলনা। বরং সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা এবং স্বভাবগত ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে আল্লাহর সাথে বাদানুবাদ করল এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করল। মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাহবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহু গুণে উঁচে। ঐ পাপী শাইতান বুঝতে ভুল করল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তাকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করলেন, তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলেন, তাঁর দয়া থেকে পৃথক করে দিলেন এবং তার নামকরণ করলেন 'ইবলীস', যার অর্থ হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর রাহমাতের আর কোন আশা থাকলনা। তাকে অভিশপ্ত করে সকল শান্তি থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইবলীস বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

মহান ও সহনশীল আল্লাহ, যিনি স্বীয় মাখলূককে তাদের পাপের কারণে তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেননা, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবূল করলেন এবং তিনি তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। কিয়ামাত পর্যন্ত ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার আশ্বাস পেয়ে ইবলীস আরও বেপরোয়া হল এবং বলল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) এই স্বতন্ত্রকৃতদের কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৫)

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ *তিনি বললেন ঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।* এখানে حَقّ শব্দকে মুজাহিদ (রহঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার কথাও সত্য হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) হতেই আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এর অর্থ হল ঃ সত্য আমার পক্ষ হতে হয় এবং আমি সত্যই বলে থাকি। (তাবারী ২১/২৪২) অন্যেরা যেমন সুদ্দী (রহঃ) حَقّ শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পাঠ করে থাকেন। তিনি (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ শপথ করেছেন। আমি (ইব্ন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এ আয়াতটি

আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৩) অন্যত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا

(আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৩)

৮৬। বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।	٨٦. قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ
৮৭। ইহাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।	٨٧. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَمِينَ
৮৮। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে।	٨٨. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ হে মুহাম্মাদ! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি দীনের দা‘ওয়াত এবং কুরআনের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা। এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এরূপও নই যে, আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে তা রচনা করব। বরং আল্লাহ তা‘আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা’ই আমি

তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও কম-বেশী করিনা। এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) এবং মানসুর (রহঃ) থেকে এবং তারা আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কাছে গমন করি। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে। আর যা জানেনা সে সম্বন্ধে যেন বলে ঃ 'আল্লাহই ভাল জানেন।' (কুরতুবী ১৫/২৩০) 'আল্লাহই ভাল জানেন' বলাও তার জন্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যে জানেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলাও তার নাবীকে এ কথাই বলতে বলেন ঃ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৯, মুসলিম ২/২১৫৫) তিনি তাঁর নাবীকে এ কথাও বলতে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কুরআন হল মানব ও জিনদের জন্য উপদেশ যাদেরকে পরকালে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) অন্য এক আয়াতে আরও আছে ঃ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে। অর্থাৎ আল্লাহর কথার সত্যতা মানুষ সত্বরই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা এটা মৃত্যুর পর পরই এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া মাত্রই জানতে পারবে। এ সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবে।

সূরা সাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৩৯ ঃ যুমার, মাক্কী

٣٩ – سورة الزمر ۚ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৭৫, রুকূ ৮)

(اٰيَاتُهَا : ٧٥ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٨)

'সূরা যুমার' এর গুরুত্ব

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফল সিয়াম এমন পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন বন্ধই করবেননা। আবার কখনও কখনও এমনও হত যে, তিনি পরপর বেশ কিছু দিন সিয়াম পালন করতেনইনা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি বুঝি (নাফল) সিয়াম পালনই করবেননা। আর তিনি প্রতি রাতে সূরা ইসরা ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ২৫৬৬৪, নাসাঈ ৬/৪৪৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে।	١. تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
২। আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে।	٢. إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ
৩। জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ	٣. أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن

دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ	করে তারা বলে ঃ আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।
٤. لَّوۡ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدٗا لَّٱصۡطَفَىٰ مِمَّا يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ سُبۡحَٰنَهُۥۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ	৪। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং শির্ককে বর্জন করার আদেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই কুরআনুল কারীম তাঁরই কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সত্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ. عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার।

অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরাবী ভাষায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-২৯৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ ۝ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪১-৪২) মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তাঁর কথা, কাজ, শারীয়াত, তাকদীর ইত্যাদি সব কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ হে নাবী! আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়। দীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্যদানের যোগ্য তিনিই। অবিমিশ্র আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং নেই কোন সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ তিনি কারও ইবাদাতই কবূল করেননা, যদি না তা শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা হয় এবং ঐ ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করা না হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরাতো তাদের পূজা এ জন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। যেমন তারা মালাইকাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাদের ছবি বানিয়ে পূজা-অর্চনা শুরু করে এই মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর ফলে তাদের রুযী রোযগারে এবং অন্যান্য বিষয়ে বারাকাত লাভ হবে। তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। কেননা তারাতো কিয়ামাতকে বিশ্বাসই করেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে

কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী বলেও কেহ কেহ মনে করত। অজ্ঞতার যুগে তারা হাজ্জ করতে যেত এবং ‘লাব্বাইক’ শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে এটাও বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত কিছুর মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই। পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় সমস্ত মুশরিকদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নাবী এ বিশ্বাস খণ্ডন করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদাহ মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল। তাদের এ ভ্রান্ত নীতিকে আল্লাহ তা‘আলা অনুমোদন করেননি এবং অনুমতিও দেননি। বরং তিনি ঘৃণা করেন এবং নিষেধ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা‘আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আকাশে যত মালাইকা রয়েছে তারা যত বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন। সবাই তাঁর দাস। তাদের এ অধিকারও নেই যে, আল্লাহ তা‘আলার অনুমতি ছাড়া তারা কারও সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদাহ যে, মালাইকা/ফেরেশতারা এ অধিকার রাখবেন যেমন রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রি/রাষ্ট্রপতিদের দরবারে আমীর উমারাহ, উকিল/ব্যারিষ্টার ইত্যাদি চ্যালা চামুন্ডেরা রাখে এবং তারা এমন কারও জন্য সুপারিশ করে যাকে রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদিরা

পছন্দ করে কিংবা না'ও করে। কিন্তু সুপারিশের ফলে তারা তাদের কাজে সফল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভুল আকীদাহকে এভাবে খণ্ডন করছেন ঃ

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৪) তিনিতো বে-মিসাল বা অতুলনীয়। তাঁর সাথে কারও তুলনা চলেনা। তিনি এটা হতে বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফাইসালা করে দিবেন। প্রত্যেককেই তিনি কিয়ামাতের দিন তার কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? মালাইকা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪০-৪১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেননা। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল প্রমাণাদির উপর কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেননা। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করে। যেমন মাক্কার মুশরিকরা বলত যে, মালাইকা/ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহুদীরা বলত, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলত যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ আকীদাহ খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হত। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য হল শুধু ঐ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَوۡ أَرَدۡنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهۡوًا لَّٱتَّخَذۡنَـٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৭) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلۡ إِن كَانَ لِلرَّحۡمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡعَـٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় 'রাহমানের' কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝানোর জন্য বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারেনা এবং ওটাও হতে পারেনা।

سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁর অধীনস্ত। সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই আকীদাহ ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫। তিনি যথাযথভাবে আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন	٥. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ ۖ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِ

নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।	وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ
৬। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?	٦. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

একক এবং অংশীবিহীন আল্লাহর ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং শাসনকর্তা। দিবস ও রাতের পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ তাঁর নির্দেশক্রমে দিন-রাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির পর অপরটি আসেনা, এমন কখনই হয়না। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/২৩৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى মহান আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবেনা।

أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। অন্যায়/অপরাধ করার পর তাওবাহ করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে। অথচ মানুষের মধ্যে কতই না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের বর্ণ, চাল-চলন, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক। আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন'আম। যদিও *'আন'আম'* বলতে গৃহপালিত গরুকে বুঝানো হয়, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক। যে সমস্ত পশু ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে যেমন ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা ইত্যাদিও আন'আমের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে (৬ ঃ ১৪২-

১৪৪) আয়াতের তাফসীর দেখুন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا من بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ *তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।* তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ তিন অন্ধকার হল ঃ গর্ভাশয়ের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের আবরণ বা ঝিল্লীর অন্ধকার যা শিশুকে সুরক্ষিত রাখে এবং পেটের অন্ধকার। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/২৫৮, দুররুল মানসুর ৭/২৩৬) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২-১৪)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ *তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?* অর্থাৎ তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরসহ। তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সবকিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের জ্ঞান-বিবেক সব লোপ পেয়েছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কখনও ইবাদাত করতেনা।

٧. إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন। একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা। অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত।

٨. وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ

৮। মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডাকে। কিন্তু পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ	তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল ঃ কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমিতো জাহান্নামেরই অধিবাসী।

আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞকারীকে ভালবাসেন এবং অকৃতজ্ঞকে ঘৃণা করেন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি স্বাধীন, বাঁধা-বন্ধনহীন, তিনি তাঁর বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দারা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন কুরআনুল কারীমে মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

إِن تَكْفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের এবং জিনদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীদের সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্বের তিল পরিমাণও হ্রাস পাবেনা কিংবা আমার মর্যাদার অণু পরিমাণও ক্ষতি হবেনা। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা এবং তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আরও বেশী বেশী নি'আমাত দান করেন। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى একের ভার অন্যে বহন করবেনা। একজনের বদলে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবেনা।

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা*

করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন।

অবিশ্বাসী কাফিরেরা দুঃখের সময় আল্লাহকে ডাকে, অতঃপর দুঃখ-কষ্ট চলে গেলে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় সে যে আল্লাহকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে

নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে।

وَجَعَلَ للَّه أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيله *এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য।* মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ কুফরীর জীবন কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম। এটা একটি শক্ত ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلۡ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمۡ إِلَى ٱلنَّارِ

তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০) তিনি আরও বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلاً ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

৯। যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করেনা? বল ঃ যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।	٩. أَمَّنۡ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحۡذَرُ ٱلۡأَخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ

আল্লাহর অনুগত ব্যক্তি এবং পাপী কখনও সমান নয়

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনন্দিন ইবাদাতের সাথে সাথে রাত্রিকালে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়? সে কখনও আল্লাহ তা'আলার নিকট মুশরিকদের সমতুল্য নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩)

قُنُوْت দ্বারা এখানে সালাতের খুশূ'-খুযূ' (বিনয় ও নম্রতা) বুঝানো হয়েছে, শুধু দাঁড়ানো অবস্থাকে বুঝানো হয়নি। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে قَانِتٌ এর অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'অনুগত ও বাধ্য' বর্ণিত হয়েছে। (কুরতুবী ১৫/২৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, اَنَاءَ الَّيْل দ্বারা গভীর রাত বুঝানো হয়েছে।

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه এই আবেদ লোকেরা একদিকে আল্লাহর ভয়ে থাকেন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অপরদিকে থাকেন তাঁর করুণার আশা পোষণকারী। সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই যে, তাদের জীবদ্দশায় তাদের উপর আল্লাহর ভয় তাঁর রাহমাতের আশার উপর বিজয়ী থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময় ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়।

ইমাম আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ নিজেকে তুমি কি অবস্থায় পাচ্ছ? উত্তরে লোকটি বলে ঃ নিজেকে আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি আল্লাহকে ভয় করছি ও তাঁর রাহমাতের আশা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু'টো জিনিস

একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ পুরা করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় করে তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন। (আব্দ ইব্ন হুমাইদ ৪০৪, তিরমিযী ৭/৫৭, নাসাঈ ৬/২৬২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে গারীব বলেছেন।

তামীমুদ্ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাত্রির ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হয়। (আহমাদ ৪/১০৩) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তার *ইয়া'ওমাল লাইলাহ* কিতাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ সুতরাং এরূপ লোক এবং মুশরিকরা কখনও সমান হতে পারেনা। অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং সহীহ আমল করে, আর যারা অনুরূপ আলেম নয় তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে কখনও সমান হতে পারেনা। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য প্রকাশমান।

১০। বল (আমার এই কথা) ঃ হে আমার মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।	١٠. قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
১১। বল ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত করতে।	١١. قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ

১২। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্ম-সমর্পনকারীদের অগ্রণী হই।	١٢. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ

তাকওয়া অবলম্বন, হিজরাত করা এবং নিবিষ্ট মনে আল্লাহর ইবাদাত করা

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মু’মিন বান্দাদেরকে স্বীয় রবের আনুগত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে ঐ পবিত্র সত্তার আদেশের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল। অর্থাৎ তাদের জন্য ইহজগত ও পরজগত উভয় জায়গায়ই কল্যাণ রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাং কোন জায়গায় যদি মনোযোগ সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করতে সক্ষম না হও তাহলে মুশরিকদের থেকে অন্য জায়গায় চলে যাও। (তাবারী ২১/২৬৯) আল্লাহর অবাধ্যতার কাজ হতে বাঁচার চেষ্টা কর। শির্ককে কোনক্রমেই স্বীকার করনা। আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওযনে এবং বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়। জান্নাত তাদেরই বাসস্থান। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ তুমি বলে দাও ঃ আমাকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উম্মাতের পূর্বে নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার রবের অনুগত এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী হই।

১৩। বল ঃ আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমি ভয় করি মহা দিনের শাস্তির।	١٣. قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৪। বল ঃ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।	١٤. قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى
১৫। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। বল ঃ কিয়ামাত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।	١٥. فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ
১৬। তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর।	١٦. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ

অন্তরে আল্লাহর শাস্তির ভয় পোষণ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. হে মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ যদিও قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

আমি আল্লাহর রাসূল, তবুও আমি আল্লাহর আযাব হতে নির্ভয় নই। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে কিয়ামাতের দিন আমিও আল্লাহর আযাব হতে বাঁচতে পারবনা। এই বর্ণনাটি শর্তযুক্ত। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলার অর্থ হল, তাঁর আমলে যদিও কোন ঘাটতি বা কমতি নেই তথাপি তাঁকেই যদি কোন ছাড় দেয়া না হয় তাহলে অন্য লোকদের উচিত আল্লাহর অবাধ্যতা হতে আরও বহুগুণ বেশী বেঁচে থাকতে সচেষ্ট থাকা। হে নাবী! তুমি আরও ঘোষণা করে দাও ঃ আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে, অনুমতি নয়।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামাতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যাবে এবং তারা আর কখনও একত্রিত হতে পারবেনা। তাদের পরিজনবর্গ হয়ত জান্নাতে গেল আর কেহ কেহ গেল জাহান্নামে অথবা সবাই জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ অতঃপর জাহান্নামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্য থাকবে তাদের ঊর্ধ্বদিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّٰلِمِينَ

তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪১) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ

৫৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ এতদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন তাঁর প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে ঐ শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং তাঁর বান্দাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং পাপ কাজ ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য। তাই তিনি বলেন ঃ

يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর।

১৭। যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।	١٧. وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ
১৮। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।	١٨. ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

উত্তম আমলকারীদের জন্য রয়েছে সুখবর

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দু'টি যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রাঃ), আবূ যার (রাঃ) এবং সালমান ফারসীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২১/২৭৪) কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এ আয়াত দু'টি যেমন এই মহান ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের

ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্য উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, এই প্রকৃতির লোকদেরকে মহান আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এরাই বোধশক্তি সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাওরাত প্রদানের সময় বলেছিলেন ঃ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا

এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ *তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন।* অর্থাৎ এখানে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহ যাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন।

وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ তারা হলেন ঐ দল যারা ন্যায়ানুগ পথ অবলম্বন করেন এবং যাদের রয়েছে সঠিক মন-মানসিকতাপূর্ণ হৃদয়।

১৯। যার উপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?	١٩. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ
২০। তবে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।	٢٠. لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! হতভাগ্য হওয়া যার তাকদীরে লিখা আছে তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি তাকে সুপথে আনতে পারবে এবং আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে।

مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ তবে হ্যাঁ, যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত রয়েছে আরও প্রাসাদ। সমস্ত আসবাবপত্র ওগুলির মধ্যে সুন্দরভাবে সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলি প্রশস্ত, সুউচ্চ ও সুদৃশ্য।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলির ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়। তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এগুলি কাদের জন্য? তিনি জবাবে বললেন ঃ এগুলি তাদের জন্য যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (ক্ষুধার্তকে) আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে। (আহমাদ ১/১৫৫, তিরমিযী ৭/২৩১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখবে যেমনভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে তারকাগুলি দেখে থাক। তিনি বলেন, আমি বিষয়টি নুমান ইব্ন আবী আইয়াশকে (রহঃ) জানালে তিনি বললেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ তুমি যেমনভাবে পূর্বের কিংবা পশ্চিমের আকাশের দিকচক্রবাল দেখতে পাও। (আহমাদ ৫/৩৪০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৪, মুসলিম ৪/২১৭৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ফাজারা (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, হুলাইহ (রহঃ) আমাদের কাছে বলেছেন, তিনি হিলাল ইব্ন আলী (রহঃ) হতে, তিনি 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতের উঁচু উঁচু স্থান থেকে একে অপরকে দেখতে পাবে, তোমরা যেমন কোন উঁচু স্থান থেকে দিগন্ত রেখার উজ্জ্বল তারকাসমূহ দেখতে পাও। তাদের মাঝের মর্যাদার স্তরও এমনি দূরত্বের হবে।

তারা প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আপনি যাদের কথা বলছেন তারা কি জান্নাতে যে নাবী/রাসূলগণ থাকবেন তাদের মর্যাদার ব্যাপারে বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বরং তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ এবং তাঁর নাবী/রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। (আহমাদ ২/৩৩৯, তিরমিযী ৭/২৭২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ এ প্রাসাদগুলির পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মু'মিন বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

২১। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।	٢١. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ
২২। আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) ; দুর্ভোগ সেই	٢٢. أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

فَوَيْلٌ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ	**কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে পরান্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।**

দুনিয়ার জীবনের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪৮) এই পানি যমীন শুষে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং ছোট-বড় বিভিন্ন প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ *অতঃপর ভূমিতে নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন।* সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং আমির আশ শা'বি (রহঃ) বলেন, পৃথিবীতে যত পানি রয়েছে তার মূল উৎপত্তি আকাশ হতে। (দুররুল মানসুর ৭/২১৯) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর উৎস হল বরফ। অর্থাৎ পাহাড়ের সাথে বরফ জমা হতে হতে ওর পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর ঝর্ণার মাধ্যমে তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ *এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।* আকাশ হতে বৃষ্টির মাধ্যমে অথবা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে যে পানি বিভিন্ন নদ-নদীতে গিয়ে পৌঁছে সেই পানির মাধমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বর্ণের ও স্বাদের ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন যার এক একটি দেখতে, ঘ্রাণে এবং আকারে ভিন্ন ভিন্ন। প্রস্রবণ ও ঝর্ণার পানি জমিতে পৌঁছে যায়, যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে।

ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং

পরিশেষে কেটে নেয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ এতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। অজ্ঞরা এটুকুও বুঝেনা যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেতের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা - এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৫)

সত্যের পথিক এবং বিভ্রান্তরা কখনও সমান নয়

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ইসলামের জন্য আল্লাহ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে সত্য হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২২) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তা'আলা পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর স্মরণে বিনীত হৃদয় নয়! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্র দ্বারা নরম হয়না, আল্লাহর হুকুম মানার জন্য যারা প্রস্তুত হয়না, রবের সামনে যারা বিনয় প্রকাশ করেনা, আল্লাহকে যারা ভয় করেনা তাদের জন্য দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

২৩। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٢٣. ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

কুরআনের গুণাগুণ

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই কথা অভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ২১/২৭৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ কুরআনের এক একটি আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোন কোন শব্দও অনুরূপ। (তাবারী ২১/২৭৯) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ ইহা অভিন্নভাবে কুরআনের বিভিন্ন অংশে বর্ণনা করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে যে, তাদের রাব্ব তাদেরকে কি বুঝাতে চান। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন ঃ এমন কোন কোন আয়াত রয়েছে যা কোন এক সূরায় বলা হয়েছে, আবার অন্য সূরায়ও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন, পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করার অর্থ হল কুরআনের কোন অংশ অন্য অংশের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাবারী ২১/২৭৯) কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআইনাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে কুরআনের কোন কোন অংশ কোন এক বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা অন্য অংশে অন্য কিছুর ব্যাপারে বুঝানো হয়েছে। আবার যেভাবে ঐ অংশটি বর্ণনা করা হয়েছে আসলে ভাবার্থে তার বিপরীত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে অথবা এর সাথে ওর বিপরীতটিরও বর্ণনা রয়েছে। যেমন মু'মিনদের বর্ণনার সাথে সাথে কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ. وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ

পুণ্যবানগণতো থাকবে পরম সুখ সম্পদে এবং দুস্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১৩-১৪)

كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ. وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ. كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ. كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ

عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ. كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ. كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ

না, না, কখনই না; পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে; সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান? ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক। সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, আর সীমা লংঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারেনা। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটাতো পূরাকালীন কাহিনী। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের সাক্ষাত হতে অন্তরীণ থাকবে; অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; অতঃপর বলা হবে ঃ এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে। (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ ঃ ৭-১৮)

هَـٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ. جَنَّـٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ. مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ. وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ. إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ. هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ

এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস - চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উম্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা। এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৪৯-৫৫)

দেখা যায় যে, সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইল্লীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহভীরুদের

বর্ণনার সাথেই রয়েছে আল্লাহদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। مَثَانِيَ এর অর্থ এটাই। আর **مُتَشابِهَات** ঐ আয়াতগুলিকে বলা হয় যেগুলি একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ এটাই। আর যেখানে নিম্ন আয়াতটি রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ।

مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ

তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে, ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাদের শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্বিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

প্রথমতঃ এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শোনে, আর অন্যেরা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের সম্মুখে যখন আর রাহমানের (আল্লাহর) কোন বাণী পাঠ করা হয় তখন তারা বিনীতভাবে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে ভয়, আশংকা, আশা ও ভালবাসা অন্তরে রেখে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ. أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম

উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২-৪)

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمًّا وَعُمۡيَانًا

এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৩) তারা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তখন তাড়াহুড়া না করে মনোযোগসহকারে শোনে এবং ওর অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করে। অতঃপর তারা ওর উপর আমল করে এবং যথাস্থানে সাজদাহ করে। তারা ওদের মত নয় যারা কিছু না বুঝে অন্ধের মত অন্যদের অনুসরণ করে।

তৃতীয়তঃ তারা সত্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, যেমন সাহাবীগণ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন কিছু শ্রবণ করতেন তখন তা আমল করতে সচেষ্ট থাকতেন। আল্লাহর স্মরণে মু’মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাদের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়না। তারা হৈ হুল্লোর, চেঁচামেচিঁ করেনা, বরং শান্ত মনে, ভীরু অন্তরে অতি বিনয়ের সাথে উপবেশন করে, যার সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হতে পারেনা। তারা তাদের রবের কাছ থেকে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত দল - ইহকালে এবং পরকালেও। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মা’মার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, কাতাদাহ (রহঃ) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ *এতে যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে* - এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ ইহাই হল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চরিত্র। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর স্মরণে প্রকৃত মু’মিনের দেহ রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু অশ্রুশিক্ত হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি এ কথা বলেননি যে, তাদের মন উদাস হয়ে যায় কিংবা বিষন্ন হয়। উহা হল বিদ‘আতী এবং তাদের দোসরদের মনের প্রতিক্রিয়া। আর এর উদ্ভব হল শাইতানের

তরফ থেকে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবসে তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি তার মত যে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।	٢٤. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ
২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে।	٢٥. كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
২৬। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তিতো কঠিনতর, যদি তারা জানত!	٢٦. فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

মু'মিনগণের শেষ গন্তব্য স্থল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে সে কি

তার মত যে নিরাপদ? তাকে ভর্ৎসনা করা হবে এবং তার মত অন্যায় অপরাধকারীকে বলা হবে ঃ

ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ *তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।* এ ধরণের লোক কি তাদের মত যারা কিয়ামাত দিবসে উপস্থিত হবে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চয়তাসহ? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুঁকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪০) এখানে এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ঐ প্রকারকেও বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করল এবং কেহই তা রদ করতে পারলনা। আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্য বাকী আছেই। সুতরাং তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যারা সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ নাবীকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়ায় তাদের প্রতি যে শাস্তি আপতিত

হচ্ছে তা আখিরাতের তুলনায় অতি নগন্য, যা হবে অতি ভয়াবহ এবং কঠোরতম।

২৭। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٢٧. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
২৮। আরাবী ভাষার এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।	٢٨. قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ এক ব্যক্তির মালিক অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন; এই দুইয়ের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٢٩. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৩০। তুমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।	٣٠. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ
৩১। অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের রবের সামনে বাকবিতন্ডা করবে।	٣١. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

শির্কের তুলনা

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।* দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেন যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলী বিবৃত করি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আরাবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত। অর্থাৎ এই কুরআন স্পষ্ট আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে নেই কোন বক্রতা এবং নেই কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এতে রয়েছে খোলাখুলি দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি, যাতে মানুষ এগুলি পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তারা যেন এর শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলি পড়ে দুষ্কর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর সাওয়াবের আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে সৎ আমলের প্রতি আগ্রহী হয়।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا এরপর মহান আল্লাহ একাত্মবাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, একজন গোলামের প্রভু অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু। ঐ প্রভু ছাড়া তার উপর অন্য কারও আধিপত্য নেই। এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। অনুরূপভাবে একাত্মবাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদাত করে এবং মুশরিক, যে তার বহু মা'বূদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনও সমান হতে পারেনা। এ দু'জনের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে শির্কের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৫) এর পরেও মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র ঐ ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।

الْحَمْدُ للَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।* অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করা এবং স্থায়ী করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি যখন যা চান তখন তা হয়। কিন্তু আদম সন্তান তা বুঝেও বুঝতে চায়না। তাই তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে এবং তাদের পূজা করে।

রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন এবং কুরাইশরা আল্লাহর সামনে তর্ক করবে

আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তি ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ *নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।* এবং

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ

এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর

কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪৪) এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে পাঠ করেন এবং জনগণকে বুঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর এ কথা শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদী ও একাত্মবাদীদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফাইসালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাঁর চেয়ে উত্তম ফাইসালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, একাত্মবাদী এবং সুন্নাতের পাবন্দী ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী পূজারীরা কঠিন শাস্তির শিকার হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়ায় যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের দিন কি (দুনিয়ার) ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ তাহলেতো এটা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে। (দুররুল মানসুর ৫/৬১৪) মুসনাদের এই হাদীসেই এও রয়েছে ঃ এ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলে যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, কিয়ামাতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর পাপ সম্বন্ধেও কি প্রশ্ন করা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া হবে। এ কথা শুনে যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ তাহলেতো তা হবে কঠিন ব্যাপার। (আহমাদ ১/১৬৪, তিরমিযী ৯/২৮৯)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

বলেন যে, ঐ দিন প্রত্যেক সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবে।

ইব্‌ন মানদাহ (রহঃ) *কিতাবুর রূহ* এর মধ্যে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামাতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাঁধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে বলবে ঃ এসব দুষ্কার্যতো তুমিই করেছিলে। তখন দেহ আত্মাকে বলবে ঃ সমস্ত চাহিদা ও দুষ্টামিতো তোমারই ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলার পাঠানো একজন মালাক/ ফেরেশতা তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন দু'টি লোকের মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ, চলাফিরা করতে পারেনা। দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খোঁড়া নয়, সে চলাফিরা করতে পারে। তারা দু'জন একটি বাগানে গেল। খোঁড়া অন্ধকে বলল ঃ ভাই! এই বাগানটিতো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমারতো পা নেই যে, গাছ থেকে ফল ছিড়ে আনব। তখন অন্ধ বলল ঃ এসো, আমারতো পা রয়েছে, আমি তোমাকে আমার পিঠের উপর চড়িয়ে নিচ্ছি। অতঃপর তারা দু'জন ইচ্ছা ও চাহিদা মত ফল ছিড়ে আনল। আচ্ছা বলত, এ দু'জনের মধ্যে অপরাধী কে? দেহ ও আত্মা উভয়ে জবাব দিল ঃ দু'জনই সমান অপরাধী। মালাক/ফেরেশতা তখন বলবেন ঃ তাহলেতো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফাইসালা করে দিলে। অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা বিস্ময়বোধ করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যেতো কোন ঝগড়া নেই। তাহলে কিয়ামাতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? এরপর যখন মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে ফিতনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, এটাই হল পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামাতের দিন পেশ করা হবে। (নাসাঈ ১১৪৪৭)

আবুল আ'লিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। আর ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম ও কাফিরের ঝগড়া উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ত্রয়োবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অপেক্ষা যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?	٣٢. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـٰفِرِينَ
৩৩। যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী।	٣٣. وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ
৩৪। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট। এটাই সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার।	٣٤. لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ
৩৫। কারণ তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎ কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন।	٣٥. لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কাফির ও মিথ্যাবাদীদের জন্য শাস্তি এবং অকৃত্রিম মুসলিমদের জন্য রয়েছে পুরস্কার

মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর

মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তাঁর সাথে তারা অন্যদেরকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা রূপে গণ্য করেছে এবং কখনও কখনও তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কেহকে তাঁর পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি এগুলো হতে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

মুশরিকদের মধ্যে আর একটি বদ অভ্যাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের (আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। অতঃপর তাদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করছেন ঃ

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ঐ সব লোকের আবাসস্থল হল জাহান্নাম যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপরই থাকবে।

মুশরিকদের বদ অভ্যাস এবং ওর শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এবার মু'মিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ যাঁরা সত্য আনয়ন করেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে 'সত্য আনয়নকারী' বলতে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৮৯, কুরতুবী ১৫/২৫৬) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ বলতে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং وَصَدَّقَ بِهِ বলতে মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/২৯০)

أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ *যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাইতো মুত্তাকী। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তারা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করে এবং শির্ক

থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। (তাবারী ২১/২৯২) সাথে সাথে এই বিশেষণ সমস্ত মু'মিনের মধ্যেও রয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের (আঃ) উপর ঈমান আনয়নকারী।

তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। সেখানে তাদের আকাংখিত সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাবে তখনই তা পাবে। এই সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। মহান আল্লাহ তাঁদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাঁদের সৎ কাজ কবূল করে থাকেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِيٓ أَصۡحَـٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ

আমি এদের সু-কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৬)

৩৬। আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٣٦. أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٖ
৩৭। এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি পরাক্রমশালী দন্ডবিধায়ক নন?	٣٧. وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٖ ذِي ٱنتِقَامٖ

৩৮। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে।	٣٨. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ
৩৯। বল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে -	٣٩. قُلْ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
৪০। কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।	٤٠. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

আল্লাহর বান্দাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট

একটি কিরা'আতে أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সমস্ত বান্দার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাঁরই উপর সবার ভরসা করা উচিত। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ হে নাবী! তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহই পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধায়ক। যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়না এবং তাঁর দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কখনও বঞ্চিত হয়না। তাঁর চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কেহই নেই। অনুরূপভাবে তাঁর চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেহ নেই। যারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাদেরকে অবশ্যই তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

মূর্তি পূজকরাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তাদের দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ *তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ!* এরপর মুশরিকদের আরও অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা এমন মিথ্যা ও অসার মা'বূদের উপাসনা করছে যারা কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নয়, যাদের কোন বিষয়েরই কোন অধিকার নেই।

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ *বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্টতা দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে?* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হিফাযাত করবেন। তুমি আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাঁকে তোমার কাছে পাবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কাঠিন্যের সময় তিনি তোমার কাজে আসবেন। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখ যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলেও তোমার কোনই ক্ষতি তারা করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সবাই মিলে তোমার কোন উপকার করতে চাইলেও এবং সেটা তোমার তাকদীরে লিখিত না থাকলে তোমার কোন উপকার করতে তারা সক্ষম হবেনা। পুস্তিকার লিখা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে নিমগ্ন হয়ে যাও। বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণে বড়ই সাওয়াব লাভ হয়। সাবরের সাথে সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার সাথে সাথেই রয়েছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। (আহমাদ ১/৩০৭) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৭) হুদকে (আঃ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ

আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ

তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪) তখন তাদের এ কথার উত্তরে তিনি বলেন ঃ

إِنِّىٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) এরপর মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। আর এটা হবে কিয়ামাতের দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন!

৪১। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। অতঃপর যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সেতো বিপথগামী হয় নিজেরই	٤١. إِنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ

أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ	ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।
٤٢. ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ	৪২। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্ত াশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا হে নাবী! আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে সমস্ত দানব ও মানবের হিদায়াতের জন্য তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথে চলবে সে নিজেরই উপকার সাধন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় ভুল পথের উপর চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও।

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٌ

তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

আল্লাহই সকলের স্রষ্টা এবং মৃত্যু দানকারী

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে এবং তিনি তাঁর খুশি মত যখন ইচ্ছা তখন তা করেন। তিনি তাঁর নিয়োজিত মৃত্যুর মালাক দ্বারা তাঁর বান্দাদের মৃত্যু (বড় মৃত্যু) ঘটান এবং তাদের দেহ থেকে রূহ বের করে নিয়ে আসেন এবং যখন চান তখন সাময়িক মৃত্যু (ঘুম) ঘটান। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০-৬১)

এ দু'টি আয়াতে প্রথমে ছোট মৃত্যু এবং পরে বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে এ আয়াতে (৩৯ ঃ ৪২) প্রথমে বড় মৃত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ সময় রূহগুলি উর্ধ্বাকাশে অবস্থান করে, যা ইব্ন মানদাহ (রাঃ) এবং আরও অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়েও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন তোমাদের বস্ত্র দ্বারা বিছানাটি ঝেড়ে/মুছে নিবে। কারণ তোমরা জাননা যে, তোমাদের বিছানা ত্যাগ করার পর ওতে কি এসেছে। অতঃপর সে যেন পাঠ করে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَا إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْـتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার পবিত্র নামের বারাকাতে আমি শয়ন করছি এবং তোমার রাহমাতেই আমি জাগ্রত হব। তুমি যদি আমার প্রাণকে আটকিয়ে দাও তাহলে ওটার উপর দয়া কর, আর যদি ওকে পাঠিয়ে দাও তাহলে ওর এমনই হিফাযাত কর যেমন তোমার সৎ বান্দাদের হিফাযাত কর। (ফাতহুল বারী ১১/১৩০, মুসলিম ৪/২০৮৪)

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ *যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন।* অর্থাৎ এ সময়ে তাদের স্থায়ী মৃত্যু (পৃথিবীতে) হওয়ার পর তাদের রূহ আর ফিরিয়ে আনা হয়না এবং যাদের মৃত্যু হতে আরও সময় বাকী থাকে তাদের রূহকে পৃথিবীতে তাদের দেহে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মৃতদের রূহগুলি আল্লাহ আটকে দেন এবং জীবিতদের রূহগুলি ফিরিয়ে দেন। এতে কখনও কোন ভুল হয়না। চিন্তা-গবেষণা করতে যারা অভ্যস্ত তারা এই একটি কথায়ই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন পেয়ে যায়।

৪৩। তাহলে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছে? বল ঃ তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?	٤٣. أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ
৪৪। বল ঃ সুপারিশ ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।	٤٤. قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَـٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
৪৫। একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।	٤٥. وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আল্লাহ ছাড়া শাফা‘আত কবূল করার কেহ নেই, দেবতারা তা করতে অক্ষম

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের নিন্দা করছেন যে, তারা মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং বাজে ও মিথ্যা মা‘বূদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। আসলে তাদের মা‘বূদদের কোন

কিছুর অধিকার নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও নেই। তাদের নেই চক্ষু ও কর্ণ। তারাতো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তারা জন্তু হতেও নিকৃষ্ট। এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ এমন কেহ নেই যে আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও জন্য মুখ খুলতে পারে। সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই।

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

কিয়ামাতের দিন তোমাদের সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন এবং প্রত্যেককেই তিনি তার উত্তম আমলের পুরোপুরি উত্তম প্রতিদান এবং খারাপ আমলের খারাপ বিনিময় প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ এই কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর একাত্মবাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করেনা। আল্লাহর একাত্মবাদের বর্ণনা শুনলে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে তাদের মন চায়না। কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ

যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই তখন তারা অহংকার করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকারকারী বলে বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবূল করে নেয়। তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬। বল ঃ হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা!	٤٦. قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ

وَٱلْأَرْضِ عَـٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ	আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফাইসালা করে দিবেন।
٤٧. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ	৪৭। যারা যুল্ম করেছে, যদি তাদের দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং এর সম পরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাত দিবসে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল বিষয় সম্পত্তি তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।
٤٨. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ	৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

কিভাবে দু‘আ করতে হবে

মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ... তুমি শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাক যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং এগুলি তিনি ঐ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলির না কোন অস্তিত্ব ছিল এবং না এগুলির কোন নমুনা ছিল।

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং উদঘাটিত ও লুকায়িত সবই জানেন। এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করছে তার ফাইসালা ঐ দিন হয়ে যাবে যেদিন তারা কাবর হতে বের হয়ে হাশরের মাইদানে আসবে।

আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ সালাত কিভাবে শুরু করতেন? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আ দ্বারা সালাত শুরু করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدَنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! হে আসমান ও যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফাইসালাকারী, যে যে জিনিসের মধ্যে মত বিরোধ করা হয়েছে, আপনি আমাকে ঐ সব ব্যাপারে স্বীয় অনুগ্রহে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (মুসলিম ২/৫৩৪)

কিয়ামাত দিবসে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ যালিমদের অর্থাৎ মুশরিকদের যদি দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং ওর সমপরিমাণ সম্পদও থাকে তাহলে কিয়ামাতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে, কিন্তু ঐ দিন কোন মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণও দিতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৯। মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে ঃ আমিতো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এটা এক	٤٩. فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ

পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝেনা।	هِىَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলত। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।	٥٠. قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুল্ম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবেনা।	٥١. فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ
৫২। তারা কি জানেনা, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٥٢. أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাবার পর যেভাবে মানুষ পরিবর্তিত হয়

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁরই প্রতি

সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই বিপদ দূর হয় এবং সে শান্তি লাভ করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয় এবং বলতে শুরু করে ঃ

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ আল্লাহর উপর আমারতো এটা হক ছিল। আল্লাহর নিকট আমি এর যোগ্যই ছিলাম। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-তাদবীরের কারণেই এটা লাভ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ আসলে তা নয়, বরং এটা আমার একটা পরীক্ষা। যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা প্রকাশ করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, নাকি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছিল। কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ যেমন তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুল্ম করেছে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা কারূন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে তার সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ. وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ

দম্ভ করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেননা। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেওনা; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেননা। সে বলল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতোনা যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয়না। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৬-৭৮) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৫) মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন?

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৫৩। বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٥٣. قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৫৪। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট	٥٤. وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟

আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।	لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
৫৫। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতে শাস্তি আসার পূর্বে -	٥٥. وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ
৫৬। যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমিতো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।	٥٦. أَن تَقُولَ نَفۡسٌ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ
৫৭। অথবা কেহ যেন না বলে ঃ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমিতো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	٥٧. أَوۡ تَقُولَ لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ
৫৮। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কেহকে বলতে না হয় ঃ আহা! যদি একবার	٥٨. أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى

ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ	পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম।
৫৯. بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَـٰتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ	৫৯। প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমিতো ছিলে কাফিরদের একজন।

শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করতে হবে

এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবাহর দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন। যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তিনি তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাহকারীর পূর্বের পাপরাশিও তিনি ক্ষমা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত বেশীই হোক না কেন, এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমানও হয়। তবে বিনা তাওবাহয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এমনটি এই আয়াতের অর্থ নেয়া ঠিক নয়। কেননা বিনা তাওবাহয় শিরকের পাপ কখনও ক্ষমা হয়না।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো মুশরিক নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকাজে জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলে ঃ আপনি যা কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিক খুবই উত্তম। এখন বলুন, আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে? তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (ফাতহুল বারী ৮/৪১১, মুসলিম ১/১১৩, আবূ দাউদ ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪৪৬) এ আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে ঃ

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحًا

তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭০)

আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন ঃ

إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍ

নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪৬) অতঃপর তিনি আরও পাঠ করেন ঃ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلاَ يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *(বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা; অবশ্যই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)* (আহমাদ ৬/৪৫৪, আবূ দাউদ ৪/২৮৫, তিরমিযী ৯/১১১) সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাওবাহ দ্বারা সব পাপই ক্ষমা হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর রাহমাত হতে বান্দাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়, পাপ যত বড় ও বেশী হোক না কেন। তাওবাহ ও রাহমাতের দরযা সব সময় খোলা রয়েছে এবং ওগুলি খুবই প্রশস্ত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল

করেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা। কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫-১৪৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে ঃ 'আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বূদের) এক', অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ

যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবাহ করেনি, তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১০) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে আহ্বান করছেন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসটিও বর্ণিত আছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে বানী ইসরাঈলের একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্য তাওবাহর কোন পথ খোলা আছে কি? আবেদ উত্তর দেন ঃ না (তার জন্য তাওবাহর আর কোন ব্যবস্থা নেই)। লোকটি তখন ঐ আবেদকেও হত্যা করে এবং একশ' পূর্ণ করে। অতঃপর তার জন্য তাওবাহর কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেন ঃ তোমার এবং তোমার তাওবাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারপর ঐ আলেম ঐ লোকটিকে এমন একটি গ্রামে যেতে বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকে। সুতরাং সে ঐ গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন তার ব্যাপারে রাহমাতের ও আযাবের মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। তখন দেখা গেল, যে সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরাত করে যাচ্ছিল সেটা তার প্রস্থানের গ্রাম থেকে দূরত্বের চেয়ে কম হল। তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া হল এবং রাহমাতের মালাক তার রূহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় সে বুকের ভরে হিঁচড়ে চলছিল। আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটবর্তী হওয়ার এবং মন্দ লোকদের গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১) এটি হল হাদীসের সার সংক্ষেপ। অন্যত্র হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাকেন। তাদেরকেও, যারা মাসীহকে (আঃ) আল্লাহ বলত। তাদেরকেও, যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলত। তাদেরকেও, যারা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে দরিদ্র বলত; তাদেরকেও, যারা আল্লাহর হাত মুষ্টিবদ্ধ বলত এবং তাদেরকেও যারা

আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এসব লোক সম্পর্কে বলেন ঃ

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তারা আল্লাহর সমীপে কেন তাওবাহ করেনা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবাহর দিকে আহ্বান করেন যার কথা এদের চেয়েও বড় ও মারাত্মক ছিল। সে বলেছিল ঃ

فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২৪) সে আরও বলেছিল ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদেরকে তাওবাহ হতে নিরাশ করে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ যে পর্যন্ত কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী না করেন সেই পর্যন্ত সে তাওবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেনা। (দুররুল মানসুর ৫/৬২১)

শুতাইর ইব্ন শাকাল (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের এ আয়াতটি।

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآىِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে।

তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯০)

কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুশীর আয়াত হল সূরা যুমার এর قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ *বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা।* এ আয়াতটি (৩৯ ঃ ৫৩)। সবচেয়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি ঃ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ২-৩) এ কথা শুনে মাসরূক (রহঃ) তাঁকে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি সত্য বলেছেন। (তাবারানী ৯/১৪২)

নিরাশ না হওয়ার উপদেশ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (আহমাদ ৩/২৩৮)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় (জনগণকে) বলেন, একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা বর্ণনা করছি)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি পাপ না করতে তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এমন এক কাওমকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন। (আহমাদ ৫/৪১৪, মুসলিম ৪/২১০৫, তিরমিযী ৯/২২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ *তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবেনা।* বান্দাদের নৈরাশ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আশা প্রদান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবাহ ও সৎ কাজের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারও কোন সাহায্য কাজে আসবেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে, যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! আমি যদি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হত! হায়! আমিতো বেঈমান ছিলাম! মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং তা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ কেহকেও যেন বলতে না হয় ঃ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তাঁর আযাব হতে বেঁচে যেতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যেন কেহকে বলতে না হয় ঃ আহা! যদি পুনরায় আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ হতাম!

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির

পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর প্রদান করেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেয়ে বেশী খবর আর কে রাখতে পারে?

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

তাঁর মত কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা, তিনি সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) আর কেই বা তাঁর চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়েও দেয়া হয় তাহলে তখনও তারা হিদায়াত কবূল করবেনা, বরং আবার নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকবে। এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হবে। ঐ সময় সে বলবে ঃ

لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করতেন! সুতরাং এটা তার জন্য হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে বলবে ঃ যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান না করতেন (তাহলে আমাকে ওখানেই যেতে হত)। সুতরাং এটা হবে তার জন্য শোকরের কারণ। (আহমাদ ১/৫১২, ১০৬৬০, নাসাঈ ৬/৪৪৭)

পাপীরা যখন পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাংখা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফ্সোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য না করার কারণে অনুতপ্ত হবে তখন মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওগুলিকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তোমরাতো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ বৃথা। এসব করে এখন আর কোনই লাভ হবেনা। তোমাদের প্রতি তোমাদের কর্মফল নির্ধারিত হয়ে গেছে।

৬০। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামাত দিবসে তাদের মুখমন্ডল কালো দেখবে। ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?	٦٠. وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ
৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবেনা এবং তারা দুঃখও পাবেনা।	٦١. وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

আল্লাহ এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন দুই শ্রেণীর লোক হবে। এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালিমাযুক্ত এবং আর এক শ্রেণীর মুখ হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে কালো ও মলিন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়। আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তাঁর সন্তান সাব্যস্ত কারীদেরকে দেখা যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘন্য শাস্তি ভোগ করবে।

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তারা ঐ সব আযাব এবং লাঞ্ছনা হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ করবেনা। কিয়ামাতের দিন যে ভীতি-বিহ্বলতা ও দুঃখ-দুর্দশা হবে তা থেকে এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। এভাবে তারা পরম সুখে কালাতিপাত করবে এবং মহান আল্লাহর সর্বপ্রকারের নি'আমাত ভোগ করতে থাকবে।

৬২। আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক।	٦٢. ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ
৬৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	٦٣. لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ
৬৪। বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ?	٦٤. قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَـٰهِلُونَ
৬৫। তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	٦٥. وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

৬৬। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।	٦٦. بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ

আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী, শির্ককারীদের সমস্ত উত্তম আমল ধ্বংস হয়ে যায়

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নির্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, রাব্ব এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলা একাই। সব জিনিসই তাঁর অধীনস্ত ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং সুফিয়ান ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ) مَقَالِيدُ শব্দের অর্থ করেছেন চাবি। (দুররুল মানসুর ৭/২৪৩, তাবারী ২১/৩২১) সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিক মূর্তি পূজকরা দীনের ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রস্তাব করে যে, তিনি যদি ওদের মিথ্যা দীনের প্রভুর ইবাদাত করেন তাহলে তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রবের ইবাদাত করবে। তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ.لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ.وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ.

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি এবং আমি

ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-৬) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কিন্তু তারা যদি শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৮)

بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ *অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।* আল্লাহ সুবহানাহু আদেশ করছেন ঃ তুমি এবং তোমাকে যারা বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে তারা শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করতে থাক এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক স্থির করনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮৮)

৬৭। তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	٦٧. وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

কাফিরেরা আল্লাহর যথাযথ মূল্যায়ন করেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা। তাই তারা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং

ক্ষমতাবান আর কেহই নেই। তিনিই সবকিছুর মালিক, সবাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তারা আল্লাহকে সেইভাবে সম্মান প্রদর্শন করতনা যেভাবে করা উচিত। (তাবারী ২১/৩২১) মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহকে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিত সেইভাবে যদি তারা তা করত তাহলে তারা তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করতনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ *(তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত কাফির কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা বুঝত তাহলে তাঁর কথাকে তারা ভুল মনে করতনা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান মনে করে সে'ই আল্লাহকে সম্মান করে ও তাঁর মর্যাদা দেয়। আর যে এ বিশ্বাস রাখেনা সে আল্লাহকে সম্মান করেনা। (তাবারী ২১/৩২১) এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে।

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সৎ লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলির সাথেই তাঁরা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তাঁরা অনুসন্ধান করতেননা এবং তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেননা।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং যমীনগুলিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। আর বাকী সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামাত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর*

হাতের মুষ্টিতে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১২, ১৩/৪০৪, আহমাদ ১/৪২৯, মুসলিম ৪/২১৪৭, তিরমিযী ৯/১১২, নাসাঈ ৬/৪৪৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ যমীনকে কজায়ত্ব করে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ। যমীনের বাদশাহরা কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৪/২১৪৮)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যমীনগুলি এক অঙ্গুলীর উপর রাখবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ। (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং স্বীয় ডান হাত নাড়াতে থাকেন। কখনও তিনি হাত সামনের দিকে করছিলেন এবং কখনও পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। তিনি বলবেন ঃ 'আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি মুতাকাব্বির (অহংকারী বা আত্মগর্বী), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয (প্রতাপশালী) এবং আমি কারীম (মহান)। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন যে, তিনি মিম্বরসহ পড়ে যাবেন নাকি, আমরা এই আশংকা করছিলাম। (আহমাদ ২/৭২, মুসলিম ৪/২১৪৮, নাসাঈ ৪/৪০০, ইব্ন মাজাহ ২/১৪২৯)

৬৮। এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে,	٦٨. وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ

نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ	তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।
٦٩. وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِا۟ىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ	৬৯। যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, ‘আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা।
٧٠. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ	৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া, বিচার হওয়া এবং আল্লাহর প্রতিদান দেয়া

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীব মরে যাবে, সে আসমানেই থাকুক অথবা যমীনেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে জীবিত ও সজ্ঞান রাখার ইচ্ছা করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। মাশহুর হাদীসে আছে যে, এরপর অবশিষ্টদের রূহগুলি কবয করা হবে, এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং মালাকুল মাউতের রূহ কবয করে নেয়া হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জীবিত থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি পূর্ব হতেই ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ

আজ কর্তৃত্ব কার? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) এ কথা তিনি তিনবার বলবেন। তারপর তিনি নিজেকেই নিজে উত্তর দিবেন ঃ

لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

আজ কর্তৃত্ব এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) তিনিই আজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। আজ তিনি সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। সর্বপ্রথম তিনি জীবিত করবেন ইসরাফীলকে (আঃ)। তাঁকে আবার তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎকার। ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল তারা জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেয়া হয়েছে যে, 'আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে'। এর আগেও বর্ণিত হয়েছে যে, একটি যঈফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকারক যে কথা বলেছেন তা একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলেছেন যে, সর্বমোট দুইবার শিঙ্গাধ্বনি দেয়া হবে।

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ *অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।* অর্থাৎ তাদের শরীর পঁচে-গলে নষ্ট হয়ে গেলে, হাড়গুলি ধ্বংস কিংবা গুড়া গুড়া হয়ে যাওয়ার পরেও যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা জীবিত হয়ে ভয়-বিহ্বল অন্তরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাশরের মাইদানে উপস্থিত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র। ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً

যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর

আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক আবদুল্লাহ ইব্ন আমরকে (রাঃ) বলে ঃ আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামাত সংঘটিত হবে (তা কখন হবে?)। ইব্ন আমর (রাঃ) তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ আমার মন চায় যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা করবনা। আমিতো বলেছিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর, নাকি চল্লিশ রাত তা আমি জানিনা। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তিনি আকৃতিতে উরওয়া ইবন মাসউদ আস সাকাফীর (রাঃ) সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তাঁর হাতে মারা যাবে। এর পর সাত বছর পর্যন্ত লোকেরা এমনভাবে মিলে-মিশে থাকবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে এক হালকা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মু'মিন ব্যক্তির জীবন কবয করে নেয়া হবে। এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও মারা যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে পাহাড়ের গহ্বরেও অবস্থান করে তবুও ঐ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরও শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী লোকেরাই বেঁচে থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন। না তারা ভাল চিনবে, না বুঝবে, আর না মন্দকে মন্দ বলে জানবে। তাদের উপর শাইতান প্রকাশিত হবে এবং সে তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমার অনুসরণ কর। অতঃপর সে তাদেরকে মূর্তি পূজার নির্দেশ দিবে এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে দিবে। ঐ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা তাদের রুযী-রোযগারে প্রশস্ততা দান

করতে থাকবেন এবং তাদের জীবন যাপন হবে প্রাচুর্যময়। তারপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে তা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম এই শব্দ যার কানে পৌঁছবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা ঠিকঠাক করতে থাকবে। তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে মারা যাবে। তারপর সবাই এভাবে মারা যাবে এবং কেহই আর জীবিত থাকবেনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দ্বারা মানুষের দেহ উদগত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ হে লোকসকল! তোমাদের রবের দিকে চল। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ

অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪)

তারপর বলা হবে ঃ জাহান্নামের অংশ বের করে নাও। জিজ্ঞেস করা হবে ঃ কত? উত্তরে বলা হবে ঃ প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। এটা হবে ঐ দিন যে দিন (ভয়ে) শিশুদের চুল ধূসর বর্ণ ধারণ করবে এবং পদনালী উম্মোচিত হবে। (আহমাদ ২/১৬৬, মুসলিম ৪/২২৫৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে। জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তা কি চল্লিশ দিন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি জানিনা। তারা বলল ঃ তা কি চল্লিশ বছর? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি জানিনা। তারা জিজ্ঞেস করল ঃ তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি জবাবে বললেন ঃ আমি জানিনা। প্রত্যেক মানুষের (দেহের) সব কিছুই পচে-গলে নষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে। ওটা দ্বারা পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ বিচার দিবসে বিশ্ব ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে আনয়ন করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাঁরা নিজেদের উম্মাতদের নিকট দা'ওয়াত বা প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৩৬) আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ

কাজের রক্ষক মালাইকাকে আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলূকের বিচার মীমাংসা করা হবে। কারও উপর কোন প্রকারের যুল্ম করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) (মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ প্রত্যেককে তার ভাল-মন্দ কার্যের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য	٧١. وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ	হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তি র কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।
٧٢. قِيلَ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ	৭২। তাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!

কাফিরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে

আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পশুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا. وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব। এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৫-৮৬) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মূক ও

অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيًا وَبُكۡمًا وَصُمًّا ۖ مَّأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَـٰهُمۡ سَعِيرًا

কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا যখনই তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তৎক্ষণাৎ ওর প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে, যাতে সাথে সাথেই শাস্তি শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে সেখানের রক্ষী মালাইকা/ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্য ধমকের সুরে বলবে ঃ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যাঁরা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে ঃ

بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ হ্যাঁ, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই দুর্গতিই ছিল। আমরাতো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٌ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٌ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ. وَقَالُواْ

لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ। এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই অনুতপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেন ঃ

فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنۢبِهِمۡ فَسُحۡقٗا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا তাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামের দ্বারসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। অর্থাৎ যে'ই তাদেরকে দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সে'ই পরিষ্কারভাবে বলে উঠবে যে, নিশ্চয়ই এরা এরই যোগ্য। এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণত্ব বাকী থাকে। আর যাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ের সাক্ষ্য পুরা হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্বায়ীভাবে জ্বলতে-পুড়তে থাক। ওখান হতে না তোমরা কখনও ছুটতে পারবে, আর না তোমাদের মৃত্যু হবে।

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ আহা! উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট, যেখানে তাদেরকে দিন-রাত জ্বলতে-পুড়তে হবে! অহংকারীদের অহংকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা তাদেরকে এরূপ নিকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা!

৭৩। যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা	٧٣. وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا

জَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ	সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য।
٧٤. وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ	৭৪। তারা প্রবেশ করে বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

মু'মিনদেরকে প্রদান করা হবে জান্নাতের সুখ-কানন

উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর সৎ লোকদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। প্রত্যেক দলে থাকবে তাদের সম পর্যায়ের লোক। যেমন নাবীগণ থাকবেন নাবীগণের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদগণের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোট কথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন।

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলবেন তখন সেখানে একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড়

করানো হবে এবং পৃথিবীতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুল্ম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক-পরিস্কার হয়ে যাবেন তখন তাঁদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

সূর বা শিঙ্গার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতের দরযার উপর পৌঁছে জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবে ঃ কার মাধ্যমে তারা প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি চাবে! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে আদমের (আঃ), তারপর নূহের (আঃ), তারপর ইবরাহীমের (আঃ), এরপর মূসার (আঃ), তারপর ঈসার (আঃ) এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল। এর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সহীহ মুসলিমে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে আমিই হব প্রথম সুপারিশকারী। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরযায় করাঘাত করব। (মুসলিম ১/১৮৮)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমি জান্নাতের দরযা খুলতে বললে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ আপনি কে? আমি উত্তরে বলব ঃ আমি হলাম মুহাম্মাদ! সে তখন বলবে ঃ আমার উপর এই নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেন কারও জন্য জান্নাতের দরযা না খুলি। (আহমাদ ২/১৬৩, মুসলিম ১/১৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই জান্নাতীদের হবেনা। তাদের পানাহারের পাত্র এবং চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের *'অঙ্গারের পাত্র'* হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের ঘাম হবে মিশ্ক আম্বর। তাদের প্রত্যেকের দু'জন স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের বাহির হতে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবেনা। তাদের অন্তরগুলি হবে যেন একটি অন্তর তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। (আহমাদ ২/৩১৬, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৭, মুসলিম ৪/২১৮০)

হাফিয আবূ ইয়া'লা (রহঃ) তার হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের কোন পায়খানা-প্রস্রাব কিংবা থুথু অথবা শ্লেস্মা হবেনা। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম থেকে মিশ্কের ঘ্রান বের হবে এবং *'অঙ্গারের পাত্র'* থেকে সুগন্ধি বের হবে। তাদের স্ত্রীগণ হবেন হুর, যারা হবেন চপল নয়না এবং তারা দেখতে হবেন একই রকমের। তাদের গঠন হবে যেন একই ব্যক্তির ৬০ হাত লম্বা বিশিষ্ট সন্তান। (ফাতহুল বারী ৪/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯, আবূ ইয়া'লা ১০/৪৭০)

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্ন মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! অতঃপর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭)

সত্তর হাজার ব্যক্তিকে যে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হবে এ ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), রিফা'আ ইব্ন আরাবা আল যুহানী (রাঃ) এবং উম্মুল কায়িস বিন্ত মিহসান (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবূ হাযিম (রহঃ) সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা একে অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত (উজ্জ্বল)। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৪, মুসলিম ১/১৯৭)

حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ যখন এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট পৌঁছবেন তখন তাঁদের জন্য জান্নাতের দরযাগুলি খুলে দেয়া হবে। সেখানের রক্ষক মালাইকা তাঁদেরকে সালাম জানাবেন এবং বলবেন ঃ আপনারা উত্তম আমল করেছেন, সুতরাং চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে প্রবেশ করুন।

এটি একটি শর্তযুক্ত বাক্য। এখানে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যখন তাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তাদের সম্মানে জান্নাতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের পাহারায় নিযুক্ত মালাইকা তাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর তাদের প্রতি সালাম জানাবেন, তাদের প্রশংসা করবেন এবং সুসংবাদ প্রদান করবেন। জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন ওর পাহারাদার মালাইকা তাদেরকে ভর্ৎসনা করবেন ও ধিক্কার জানাবেন। অন্যদিকে জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের গুণগত মান ও পরিমান অনুযায়ী জান্নাতে যে স্তর প্রদান করা হবে তদনুযায়ী তারা আনন্দ-উল্লাস করতে থাকবে। এর পরবর্তীতে তাদের জন্য আরও কি রয়েছে এখানে তার উল্লেখ করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলি দরযা হতে ডাক দেয়া হবে। জান্নাতের কয়েকটি দরযা রয়েছে। সালাত আদায়কারীকে 'বাবুস্ সালাত' হতে, দাতাকে 'বাবুস সাদাকাহ' হতে, মুজাহিদকে 'বাবুল জিহাদ' হতে এবং সিয়াম পালনকারীকে 'বাবুর রাইয়ান' হতে ডাক দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরতো কোন প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দরযা হতে ডাক দেয়া হোক, কারণ যে দরযা হতেই ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্যতো হল জান্নাতে প্রবেশ করা। কিন্তু এমন কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দরযা থেকে ডাক দেয়া হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, আছে এবং আমি আশা করি যে, আপনিই হবেন তাদের মধ্যে একজন। (আহমাদ ২/২৬৮, ফাতহুল বারী ৪/১৩৩, মুসলিম ২/৭১১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। ঐগুলির মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 'বাবুর রাইয়ান'। এটা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীই প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৮, মুসলিম ২/৮০৮)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযু করার পর পাঠ করে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরযা খুলে দেয়া হবে যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম ১/২০৯)

মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ হচ্ছে জান্নাতের চাবি।

জান্নাতের প্রশস্ততা

আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের হিসাব হবেনা তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা কিন্তু অন্যান্য দরযাগুলিতেও জনগণের সাথে শরীক হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের চৌকাঠ এত বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা *মাক্কা* ও হাযারের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা *হাযার* ও *মাক্কার* মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অন্য বর্ণনায় রয়েছে *মাক্কা* এবং *বাসরার* দূরত্বের সমান। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৭, মুসলিম ১/১৮৪)

উত্বা ইব্ন গাযওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরযাগুলির প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান। এমন একটি দিন আসবে যে, ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলিও লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৭৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে তখন রক্ষক মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তাদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলতে বলতেন জান্নাতে শুধু মুসলিমরাই যাবে কিংবা বলতেন, মু'মিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫) মালাইকা/ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরও বলবেন ঃ

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনও বের করা হবেনা। বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশী হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন ঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই ছিল ঃ

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

হে আমাদের রাব্ব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেননা। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) তারা আরও বলবে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٥) ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত করেছেন! আমাদের রাব্বতো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করেনা। এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ আল্লাহ আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! এ আয়াতটি মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তির মত ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) এ জন্যই তারা বলবে, জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা আমরা বসবাস করব। এটাই হল আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার।

মি'রাজের ঘটনায় আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখি যে, ওর তাঁবুগুলি মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাঁটি মিশক আম্বর। (ফাতহুল বারী ১১/৫৪৭, মুসলিম ১/১৪৮)

৭৫। এবং তুমি মালাইকাকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব	٧٥. وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ.	আল্লাহর প্রাপ্য।

আল্লাহ তা'আলার জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফাইসালা শুনিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারেগ হওয়া এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করার পর এবার এই আয়াতে তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! কিয়ামাতের দিন তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত মাখলূকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। এই সরাসরি ন্যায় ও করুণাপূর্ণ ফাইসালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নিস্প্রাণ বস্তু হতে শব্দ উঠবে ঃ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব। যেহেতু ঐ সময় প্রত্যেক শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবে সেই হেতু এখানে **مَجْهُوْل** বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে **عَام** বা সাধারণ করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার সূচনাও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) আর মাখলূকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।

সূরা যুমার - এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪০ ঃ মু'মিন, মাক্কী

٤٠ – سورة غافر ' مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৫, রুকূ ৯)

(اٰيَاتُهَا : ٨٥ ' رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

'হা মীম' দ্বারা যে সূরাসমূহ শুরু হয়েছে তার গুরুত্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই মৌলিক গুণাবলী রয়েছে, আর حم সম্বলিত সূরাগুলি অথবা (বলেছেন) حَوَامِيْم সম্বলিত সূরাগুলি হল কুরআনুল হাকীমের মৌলিক সূরা। (দুররুল মানসুর ৭/২৬৮) মিস'আর ইব্ন কিদাম (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাগুলিকে عَرَائِس বলা হত। عُرُوْس বলা হয় নব বধূকে। (কুরতুবী ১৫/২৮৮) এসব কিছু বিখ্যাত ইমাম ও পন্ডিত ব্যক্তি আবূ উবাইদ আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রহঃ) তার *'ফাযায়িলুল কুরআন'* কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮)

হুমাইদ ইব্ন জানযাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, কুরআনুল হাকীমের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে তার পরিবারবর্গের জন্য কোন একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হল। সে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখানে যেন সবেমাত্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে মুগ্ধ মনে আরও একটু অগ্রসর হল এবং সবুজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান দেখতে পেল। সে প্রথমে সিক্ত ভূমি দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল, এরপর বাগানসমূহ দেখে সে আরও বেশি মুগ্ধ হল। তখন তাকে বলা হল ঃ প্রথমটির দৃষ্টান্ত হল কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং ঐ বাগানগুলির দৃষ্টান্ত হল এমনই যেমন কুরআন কারীমে حم যুক্ত সূরাগুলি রয়েছে। (বাগাবী ৪/৯০)

ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন আমি কুরআনুল কারীম পাঠ করতে করতে حم যুক্ত সূরাগুলির উপর পৌঁছি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি। (বাগাবী ৪/৯০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১। হা- মীম।	١. حمٓ
২। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে -	٢. تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ
৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।	٣. غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি যখন রাতে ঘুমাতে যাবে তখন *'হা মীম লা ইউনসারুন'* পাঠ করবে। (আবূ দাঊদ ৩/৭৪, তিরমিযী ৫/৩২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুম মাজীদ আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ, যিনি পবিত্র মর্যাদার অধিকারী, যাঁর কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার মধ্যে লুকায়িত থাকে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী। যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তাঁর থেকে বেপরোয়া হয় তাঁর সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি! তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০)

কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেগুলিতে রাহম ও কারমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, যাতে বান্দা ভয় ও আশা এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে। তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। তিনি বড়ই মর্যাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, সীমাহীন নি'আমাত ও করুণার আধার। বান্দাদের উপর তাঁর ইনআ'ম ও ইহসান এত বেশি রয়েছে যে, কেহ ওগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারেনা।

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৮)

لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ তাঁর মত কেহই নেই। তাঁর একটি গুণও কারও মধ্যে নেই। তিনি ছাড়া কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি ছাড়া কেহ কারও পালনকর্তা হতে পারেনা। সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ঐ সময় তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী।

৪। শুধু কাফিরেরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে।	٤. مَا يُجَـٰدِلُ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ
৫। তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল	٥. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ

لِيَأۡخُذُوهُ ۖ وَجَٰدَلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذۡتُهُمۡ ۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ	এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!
٦. وَكَذَٰلِكَ حَقَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ	৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হল তোমার রবের বাণী - এরা জাহান্নামী।

কাফিরদের একটি চরিত্র এই যে, পরিনাম চিন্তা না করে আয়াত সম্পর্কে তর্ক করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং তাতে ক্ষত সৃষ্টি করা কাফিরদেরই কাজ। অতএব হে নাবী! এ লোকগুলি যদি ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তুমি যেন প্রতারিত না হও যে, এরা যদি আল্লাহর নিকট ভাল না হত তাহলে তিনি তাদেরকে এই নি'আমাতগুলি কেন দিয়েছেন? যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلۡبِلَٰدِ. مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা। তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তাদেরকেও তাদের কাওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

নূহ (আঃ), যিনি বানী আদমের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম মূর্তি/প্রতিমা পূজা শুরু হয় তখন ঐ লোকগুলো তাঁকেও অবিশ্বাস করে এবং তাঁর পরেও যত নাবী এসেছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের উম্মাতরা অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনকি সবাই নিজ নিজ যামানার নাবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তা করেও ফেলে এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ আমি ঐ বাতিল পন্থীদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করলাম। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক। এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

যেমনভাবে তাদের উপর তাদের জঘন্য আমলের কারণে আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তেমনিভাবে এই উম্মাতের মধ্যে যারা এই শেষ নাবীকে অবিশ্বাস করছে, তাদের উপরও এরূপই শাস্তি আপতিত হবে। যদিও তারা পূর্ববর্তী নাবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নাবীর নাবুওয়াতকে স্বীকার না করবে, পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৭। যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।	٧. ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ
৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٨. رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
৯। এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করুন, সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন তাকেতো	٩. وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمۡتَهُۥۚ

وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ	অনুগ্রহই করবেন, এটাইতো মহাসাফল্য।

আরশ ধারণকারী মালাইকা আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করার জন্য দু'আ করেন

আরশ বহনকারী মালাইকা/ফেরেশতা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত সম্মানিত মালাইকা এক দিকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেন এবং অপর দিকে তিনিই যে সমস্ত গুণ ও প্রশংসার যোগ্য তা মেনে নিয়ে তাঁর গুণগান করেন। মোট কথা, যা আল্লাহর মধ্যে নেই বলে অন্যেরা মনে করে তা হতে তারা তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত বলেন এবং যা তাঁর মধ্যে রয়েছে তা তারা সাব্যস্ত করেন। তারা তাঁর উপর ঈমান বা বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা ও অপারগতা প্রকাশ করেন।

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا যমীনবাসী সমস্ত মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। আল্লাহকে না দেখেই পৃথিবীবাসীর তাঁর উপর ঈমান ছিল বলে তিনি তাদের অবগতি ছাড়াই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশে তাঁর নৈকট্য লাভকারী মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেন। সুতরাং যখন কোন বান্দা তার মু'মিন ভাইয়ের অজ্ঞাতে দু'আ করে তখন তারা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ যখন কোন মুসলিম তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে তখন মালাইকা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি তোমার ঐ মু'মিন ভাইয়ের জন্য চাচ্ছ। (মুসলিম ৪/২০৯৪)

সাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ) বলেন ঃ আর্‌শ বহনকারী মালাইকার সংখ্যা হল আট জন। তাদের চার জন আল্লাহর কাছে বলেন ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত মহিমা ও প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি মহান, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল। অপর চার জন বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমা প্রদর্শনকারী। মু'মিন বান্দা যখন তার মু'মিন ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন তারা বলে ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا *হে আমাদের রাব্ব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।* অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার দয়া তাদের পাপের উপর প্রভাব বিস্তার করুক এবং তাদের উত্তম কথা ও আমল তোমার জ্ঞানে থাকুক।

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ *অতএব যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর।* অর্থাৎ যারা অন্যায় অপরাধ করেছে তারা যদি তোমার কাছে তাওবাহ করে, অপরাধ স্বীকার করে এবং তাদের অনুসৃত বিপথ থেকে ফিরে এসে তোমার পথে ধাবিত হয় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে উত্তম আমল করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ *এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।* অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে রাখ, যে আযাব হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন এবং সহ্য করার বাইরে। তারা আরও বলেন ঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ *হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও।* অর্থাৎ তাদের সবাইকে পরস্পর প্রতিবেশী রূপে জান্নাতে দাখিল কর যাতে তারা যখন খুশি একত্রিত হয়ে আনন্দ উপভোগ এবং চোখের শীতলতা লাভ করতে পারে। অন্যত্র যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাদের সবাইকেই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান করব, যাতে উভয় পক্ষের সাক্ষাতে সবাই আনন্দ লাভ করে। আর আমি এটা করবনা যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মর্যাদা কমিয়ে দিব, বরং যাদের মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিব এবং এটা তাদের উপর আমার দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ঃ আমার মাতা-পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? উত্তর দেয়া হবে ঃ তাদের সাওয়াব এত ছিলনা যে, তারা তোমার আমলের

অনুরূপ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। সে বলবে ঃ আমিতো আমার জন্য এবং তাদের সবারই জন্য আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও তার মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *হে আমাদের রাব্ব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তাদেরকেও। আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।* (তাবারী ২১/৩৫৭)

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখির (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক হলেন তাঁর মালাইকা। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم *হে আমাদের রাব্ব! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ।* তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক হল শাইতান। (কুরতুবী ১৫/২৯৫)

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ তিনি এমন বিজয়ী যাঁর উপর কেহ বিজয় লাভ করতে পারেনা এবং যাঁকে কেহ বাধা দিতে পারেনা। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি স্বীয় কথায়, কাজে এবং শারীয়াতে ও তাকদীরে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং মালাইকা/ফেরেশতারা প্রার্থনায় আরও বলেন ঃ

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ হে আল্লাহ! তুমি মু'মিনদেরকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে তার প্রতিতো তুমি অনুগ্রহই করবে। আর এটাইতো মহা সাফল্য।

১০। কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে ঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن

مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَـٰنِ فَتَكْفُرُونَ	অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।
١١. قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ	১১। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুই বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিস্ক্রমনের কোন পথ মিলবে কি?
١٢. ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِىِّ ٱلْكَبِيرِ	১২। তোমাদের এই পার্থিব শাস্তিতো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।
١٣. هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ	১৩। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্ক। আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

১৪। সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে।	١٤. فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কাফিরদের মনস্তাপ

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন তারা আগুনের গভীর কূপে থাকবে এবং আল্লাহর আযাব পেতে থাকবে এবং যেসব শাস্তি সহ্য করা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, তখন তারা নিজেদেরকে জঘন্য থেকে জঘন্যতর ধিক্কার দিতে থাকবে। কেননা নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে। ঐ সময় মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলবেন ঃ আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা দুনিয়ায় তোমাদের উপর আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

لَمَقْتُ اللّٰه أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَان فَتَكْفُرُونَ

তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ায় যে লোকদেরকে ঈমানের দা'ওয়াত দেয়ার পরও কুফরী পথ অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থার চেয়েও আরও বেশি ঘৃণা করেন যখন কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া শাস্তি অবলোকন করে নিজেদের কৃত আমলের কথা স্মরণ করে তারা নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (তাবারী ২১/৩৫৯) হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যার ইব্ন উবাইদুল্লাহ আল হামাদানী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর আত তাবারীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষন করতেন। (তাবারী ২১/৩৫৮, ৩৫৯) তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ *হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন।* আশ শাউরী (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি আবুল আহওয়াস (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি নিম্নের

আয়াতটিরই অনুরূপ ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাগমন করতে হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ মালিকেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ছিল। (তাবারী ২১/৩৬০) নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে সঠিক মতামত। উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামাত দিবসে যখন কাফিরদেরকে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা তাঁর কাছে তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য আবেদন করতে থাকবে যাতে উত্তম আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২)

কিন্তু তাদের এ আকাংখা পূরণ করা হবেনা। অতঃপর যখন তারা জাহান্নাম এবং ওর আগুন দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের পাশে পৌঁছে দেয়া হবে তখন দ্বিতীয়বার তারা ঐ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশি কাকুতি মিনতি করতে থাকবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮)

এর পরে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ওর আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে, লোহার আংটা দিয়ে তাদের দেহকে ওলট-পালট করা হবে, শিকল দ্বারা বেধে ফেলা হবে। যখন তাদের আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরও জোর ভাষায় তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে সৎ আমল করার সুযোগ দানের জন্য আকুল প্রার্থনা করতে থাকবে। ঐ সময় তারা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭) তারা আরও বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ. قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৭-১০৮)

এই আয়াতে ঐ লোকগুলো নিজেদের আবেদনের পূর্বে একটি মুকদ্দমা কায়েম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দিয়ে বলবে ঃ

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ তারা মৃত ছিল, তিনি তাদেরকে জীবন দান করেছিলেন। তারপর আবার তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন এবং পুনরায় জীবন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাই তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি ও সীমা লংঘন করেছি।

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা ভাল কাজ করব এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের পুনরাবৃত্তি করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হব। জবাবে তাদেরকে বলা হবে ঃ

ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا এখন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কেননা দুনিয়ায় যদি তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা করতে তাই করবে। তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছ। এবারও তোমরা সত্যকে কবূল করবেনা, বরং বিপরীতই করবে। তোমাদের অবস্থাতো এই ছিল যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮)

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ সুতরাং প্রকৃত হাকিম যাঁর হুকুমে কোন প্রকারের যুল্ম নেই, বরং যার ফাইসালায় ন্যায় ও ইনসাফই

রয়েছে তিনিই আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যার উপর ইচ্ছা তিনি রাহমাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর ফাইসালা ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। ঐ আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই।

وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا তিনি আকাশ হতে রুযী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন ঘ্রাণের এবং নানা আকারের ফল-ফুল উৎপন্ন হয়ে থাকে। পানি এবং যমীন এক হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ সত্য কথাতো এই যে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্তা ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে যে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

যখন যে অবস্থায় থাকুক সেই অবস্থায়ই মু'মিনদেরকে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিরেরা এটা পছন্দ করেনা।* অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকতে হবে খাঁটি অন্তরে কারও সাথে অংশী না করে। তোমরা মূর্তি পূজকদের মত মনে অবিশ্বাস পোষণ করনা এবং তাদের আচার আচরণ অবলম্বন করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি প্রতি সালাতের শেষে পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কোন ভাল কাজ সম্পাদন এবং কোন মন্দ কাজ পরিহার করার সামর্থ্য কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত আমরা আর কারও ইবাদাত করিনা। যা কিছু ভাল তা সবই তাঁরই পক্ষ থেকে এবং সমস্ত সুন্দর ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি, যদিও কাফিরেরা তা পছন্দ করেনা। তিনি বলতেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাত শেষে এই দু'আটি পাঠ করতেন। (আহমাদ ৪/৪, মুসলিম ১/৪১৬, আবূ দাঊদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৮, ৭৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফারয সালাতের সালামের পরে নিম্নের তাসবীহ পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করি। নি'আমাত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাঁকেই ডাকি, যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে। (মুসলিম ১/৪১৫)

১৫। তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের	١٥. رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلۡعَرۡشِ

অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে -	يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ
১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।	١٦. يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ
১৭। এদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	١٧. ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

কিয়ামাত দিবসে সাক্ষাতের কঠিন সময় উল্লেখ করে অহী প্রেরণ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছেন এবং নিজের আরশের বড়ত্ব ও প্রশস্ততার বিবরণ দিচ্ছেন যা সমস্ত মাখলূককে ছাদের মত আচ্ছাদন করে রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ. تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

মালাইকা/ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩-৪) এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হল সাত আসমান ও যমীন হতে আরশ পর্যন্ত স্থানের। যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের উক্তি যা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গতই বটে। সেই অনুযায়ী সাত আসমান ও আরশের দূরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

একাধিক তাফসীরকারক হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি-মাণিক্য দ্বারা নির্মিত। এর দু'টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের সমান। আর এর উচ্চতা হল সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ

لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يَوْمَ التَّلَاقِ কিয়ামাতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যা হতে আল্লাহ তা'আলা

স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। (তাবারী ২১/৩৬৪) ইহা হল ঐ দিন যে দিন প্রত্যেকে তার আমলনামা দেখতে পাবে, তা ভাল হোক অথবা খারাপ হোক। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ সেই দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কিছুই তারা গোপন রাখতে পারবেনা। কোথাও তারা আশ্রয়ও পাবেনা। এমন কি কোন ছায়ার স্থানও থাকবেনা। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? সেই দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? সুতরাং নিজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে বলবেন ঃ আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব হল এক, পরাক্রমশালী আল্লাহর। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় ডান হতে রাখবেন এবং বলবেন ঃ (আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৩, মুসলিম ৭০৫১, তাবারী ২১/৩২৭)

শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং ঐ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জীবিত থাকবেনা। ঐ সময় তিনি তিনবার বলবেন ঃ

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আজ রাজত্ব কার? অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেন ঃ আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই। অর্থাৎ আজ ঐ আল্লাহর কর্তৃত্ব যিনি এক, সর্ববিজয়ী এবং যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য।

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুল্ম করা হবেনা। অর্থাৎ আজ আল্লাহ তা'আলা কারও প্রতি অণু পরিমাণও যুল্ম করবেননা। এমন কি সাওয়াবগুলি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর পাপরাশি ঠিকই রেখে দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশি করা হবেনা। আবূ যার

(রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুল্মকে হারাম করে নিয়েছি (অর্থাৎ আমি বান্দার উপর যুল্ম করাকে নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি)। সুতরাং তোমাদের কেহ যেন কারও উপর যুল্ম না করে। শেষের দিকে রয়েছে ঃ হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখছি (অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলির উপর পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলির পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে (কেননা ওটা তার নিজেরই কৃতকর্মের ফল)। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) অতঃপর মহান আল্লাহ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। সমস্ত সৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তাঁর কাছে একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

১৮। তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।	١٨. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

١٩. يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ	১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত।
٢٠. وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ	২০। আল্লাহ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

কিয়ামাত দিবসে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

يَوْمَ الْآزِفَةِ কিয়ামাতের একটি নাম। কেননা কিয়ামাত খুবই নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ

কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৭-৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡهُ زُلۡفَةً سِيٓـَٔتۡ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমন্ডল ম্লান হয়ে যাবে। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৭) মোট কথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কিয়ামাতের নাম آزِفَةِ হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হবে। সুতরাং তা বেরও হবেনা এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবেনা। (তাবারী ২১/৩৬৮) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। *'কাযিমীন'* অর্থ নিশ্চুপ বা নীরব। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সেখানে কেহকেই কথা বলতে দেয়া হবেনা। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রূহ্ ও মালাইকা/ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) ইবন্ যুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ *'কাযিমীন'* শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুঁপিয়ে কান্নাকাটি করা। (দুররুল মানসুর ৭/২৮১)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ *যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।* অর্থাৎ যারা দুনিয়ায় বসবাসকালে ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন এগিয়ে আসবেনা। তাদের জন্য কোন সুপারিশকারীও থাকবেনা এবং যা কিছু ভাল (আমল) রয়েছে তার সাথেও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে।

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়,

প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তাঁর কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তাঁকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, কোন এক সময় সে তাঁর থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে দেখছেন। তাঁর জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাঁকে স্মরণ রাখা উচিত এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত। তিনি তাঁর বান্দার চোখের অপরাধ ভাল করেই জানেন, যদিও ঐ চোখ দেখতে নিস্পাপ মনে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে হয়তো কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে হয়তো ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে। তখন ঐ লোকটি আড়াল হতে ঐ মহিলাটির দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেহ দেখতে পায়না। তার দিকে যখনই কারও দৃষ্টি পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন সুযোগ পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সেই সম্বন্ধে তিনি অবহিত। অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে মহিলাটির গুপ্তাঙ্গও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা'আলার অজানা নয়।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, **خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ** এর অর্থ হল চোখমারা, ইশারা করা এবং মানুষের কাছে বলা ঃ 'আমি দেখেছি' অথচ সে দেখেনি এবং তার বলা ঃ 'আমি দেখিনি' অথচ সে দেখেছে। (কুরতুবী ১৫/৩০৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা আল্লাহ তা'আলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুকায়িত খেয়াল যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তাহলে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে বিরত থাকবে কি থাকবেনা এটাও তিনি জানেন। (তাবারী ২১/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২১/৩৭০)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তুমি যদি সুযোগ পাও তাহলে তুমি কোন মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হবে কিনা। (তাবারী ২১/৩৬৯) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার করেন। আল আমাশ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সাওয়াবের বিনিময়ে পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম। (তাবারী ২১/৩৬৯)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ মূর্তি/প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম। অর্থাৎ তারা কোন কিছুরই মালিক নয় এবং তাদের হুকুমাত নেই, সুতরাং তারা বিচার ফাইসালা করবেই বা কি?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সৃষ্টজীবের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা দেখেন। যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও তাঁর পুরাপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে।

২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর।	٢١. أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُواْ هُمْ

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ	অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেহ ছিলনা।
٢٢. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ	২২। এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ এলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনিতো শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ হে নাবী! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারী কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারাতো এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর।

وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ তাদের ঘর-বাড়ী এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এদের চেয়ে তারা বয়সও বেশি পেয়েছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬)

وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

তারা জমি চাষ করত, তারা (পূর্ববর্তীরা) ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৯)

যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হল তখন না কেহ তাদের হতে আযাব সরাতে পারলো, না কারও মধ্যে ঐ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, আর না তাদের বাঁচার কোন উপায় বের হল। তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার বড় কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে।

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অন্যান্য কাফিরদের জন্য এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন।

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং শাস্তিদানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব আযাব হতে পরিত্রাণ দান করুন!

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম -	٢٣. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
২৪। ফির'আউন, হামান ও কারূণের নিকট; কিন্তু তারা বলেছিল ঃ এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।	٢٤. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ
২৫। অতঃপর যখন মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হল তখন তারা বলল ঃ মূসার উপর যারা ঈমান	٢٥. فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ ٱقْتُلُوٓا۟ أَبْنَآءَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ	এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং নারীদেরকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।
٢٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ	২৬। ফির'আউন বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।
٢٧. وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ	২৭। মূসা বলল ঃ যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হচ্ছি।

মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তাঁরাই জয়যুক্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সময়ের কাফিরদের উপর বিজয়ী হবেন। সুতরাং তাঁর চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই। যেমন মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) ঘটনা তাঁর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফির'আউনের নিকট, যে ছিল

মিসরের সম্রাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী এবং বণিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কারূনের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ হতভাগারা এই মহান রাসূল মূসাকে (আঃ) অবিশ্বাস করে এবং তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখে।

فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ তারা পরিষ্কারভাবে বলে ঃ এ ব্যক্তি যাদুকর মোহাচ্ছন্ন/বিভ্রান্ত এবং চরম মিথ্যাবাদী। এই উত্তরই তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণও পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتَوَاصَوْاْ بِهِۦ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ আমার রাসূল মূসা যখন আমার নিকট হতে সত্যসহ তাদের নিকট হাযির হল তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে শুরু করল। ফির'আউন হুকুম জারী করল ঃ এই রাসূলের উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখ। এটি ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বার আদেশ দান। এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। কেননা তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো মূসার (আঃ) জন্ম হবে, অথবা হয়তো এ জন্য যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে তারা যেন দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার সামনে ছিল। এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল এটাই যে, যেন বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। আর তারা যেন লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের মনে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হল মূসা (আঃ)। যেহেতু তারা মূসাকে (আঃ) বলেও ছিল ঃ

আপনি আসার পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার

আগমনের পরেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ

أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফির'আউনের দ্বিতীয়বারের হুকুম। (তাবারী ২১/৩৭৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। অর্থাৎ ফির'আউন যে চক্রান্ত করেছিল যে, বানী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যাবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। অতঃপর ফির'আউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে মূসাকে (আঃ) হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কাওমকে বলে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন পরোয়া করিনা। আমি আশংকা করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। মূসা (আঃ) যখন ফির'আউনের ঘৃণ্য উদ্দেশের বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যারা বিচার দিনে বিশ্বাস করেনা, ঐ সব উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও (হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিরা) তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাওম হতে ভীত হতেন তখন বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ

হে আল্লাহ! আমরা তাদের (শত্রুদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনাকে তাদের মুকাবিলায় (দাঁড়) করছি। (নাসাঈ ৫/১৮৮)

২৮। ফির'আউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, বলল ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেননা।	٢٨. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَـٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
২৯। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফির'আউন বলল ঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই	٢٩. يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ

فِرۡعَوۡنُ مَآ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهۡدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ	**বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি।**

ফির'আউনের পরিবারের একজন মুসলিম মূসাকে (আঃ) সমর্থন করেছিলেন

প্রসিদ্ধ কথাতো এটাই যে, এই মু'মিন লোকটি কিবতী ছিলেন। তিনি ছিলেন ফির'আউনের বংশধর। এমনকি সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি ছিলেন ফির'আউনের চাচাতো ভাই। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেয়েছিলেন। (তাবারী ২১/৩৭৫)

ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ফির'আউনের বংশের মধ্যে একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি। আর একজন যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন ফির'আউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন ঃ

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ

হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২০) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী ১৫/৩০৬)

এই মু'মিন লোকটি নিজের ঈমান আনার কথা গোপন রেখেছিলেন। ফির'আউন যেদিন বলেছিল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব' সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে। (তিরমিযী ৬/৩৯০) আর ফির'আউনের সামনে এর চেয়ে বড় ও সত্য কথা আর কিছুই ছিলনা। সুতরাং এ লোকটি বড় উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ ছিলেন, যার সাথে কারও তুলনা করা যায়না। তিনি ফির'আউনকে বলেছিলেন ঃ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ *তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ।* সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম এই যে, উরওয়াহ

ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আচ্ছা, বলুন তো! মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তাহলে শোন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় উকবা ইব্‌ন আবি মুঈত এসে তাঁর ঘাড় ধরে ফেললো এবং তার চাদরখানা তাঁর গলায় বেঁধে টানতে শুরু করল। ফলে তাঁর গলায় ফাঁস লেগে গেল এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর (রাঃ) দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন ঃ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ

তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, 'আমার রাব্ব আল্লাহ' এবং যিনি তোমাদের রবের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন? (ফাতহুল বারী ৮/৪১৬) ঐ মু'মিন লোকটিও এ কথাই বলেছিলেন ঃ

وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ 'আমার রাব্ব আল্লাহ' অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছেন? তিনি তাদেরকে আরও বলেছিলেন ঃ

وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي

يَعِدُكُمْ যদি সে মিথ্যাবাদীই হয় তাহলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে'ই দায়ী হবে, আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। সুতরাং বিবেক সম্মত কথা এটাই যে, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। যারা তাঁর অনুসারী হতে চায় তাদেরকে তাঁর অনুসারী হতে দাও এবং তোমরা তাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করনা। মূসাও (আঃ) ফির'আউন এবং তার লোকদের নিকট হতে এটাই কামনা করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ

عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَـٰنٍ

مُّبِينٍ. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ

এদের পূর্বে আমিতো ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল। সে বলল ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ১৭-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বীয় কাওম কুরাইশকে এ কথাই বলেছিলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আমাকে ডাকতে দাও। তোমরা আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ

বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৩) হুদায়বিয়ার সন্ধিও প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর কাওমকে আরও বললেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ আল্লাহ সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেননা। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকেনা। তাদের কথা ও কাজ শীঘ্রই তাদের খিয়ানাতকে প্রকাশ করে দিবে। পক্ষান্তরে এই নাবী বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সরল, সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে সত্যাশ্রয়ী। যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে তাঁর মধ্যে কখনও এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতনা। অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ হে আমার সম্প্রদায়! আজ

কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই নি'আমাতের জন্য তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী হিসাবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর রাসূলের (আঃ) প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, ঐ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা।

ঐ ব্যক্তি, রাজ্য শাসনে যার অধিক যোগ্যতা ছিল, তার এ কথায় ফির'আউন কোন জ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে পারলনা। সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে তার লোকদেরকে ফির'আউন বলল ঃ

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى আমিতো তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছিনা। আমি যা বুঝেছি তা'ই তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎ পথই দেখিয়ে থাকি যা তোমাদের এবং আমার জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার মিথ্যা কথন। সে ভালভাবেই জানত যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর বাণী বাহক রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪)

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى অনুরূপভাবে তার 'আমি যা বুঝি, তা'ই তোমাদেরকে

বলছি' এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে প্রতারিত করেছিল এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। 'আমি সরল মনে তোমাদেরকে সঠিক পথে আহ্বান করছি' এ কথা বলাও ছিল ফির'আউনের প্রতারণা। আসলে ফির'আউনের কাওম তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা মেনে নিয়েছিল। ফির'আউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনেনি। তার কাজ সঠিকই ছিলনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَ فِرۡعَوۡنَۖ وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٍ

অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির'আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৭)

وَأَضَلَّ فِرۡعَوۡنُ قَوۡمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ

আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎ পথ দেখায়নি। (সূরা তা হা, ২০ ঃ ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে নেতা তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছরের পথের ব্যবধান হতেও পাওয়া যাবে। (ফাতহুল বারী ১৩/১৩৬) সঠিক পথে পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

৩০। মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি -	٣٠. وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوۡمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيۡكُم مِّثۡلَ يَوۡمِ ٱلۡأَحۡزَابِ
৩১। যেমন ঘটেছিল নূহের কাওম, আদ, ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহতো বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করতে চাননা।	٣١. مِثۡلَ دَأۡبِ قَوۡمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمًا لِّلۡعِبَادِ

৩২। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কিয়ামাত দিবসের -	٣٢. وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ
৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে, আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।	٣٣. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ
৩৪। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে ঃ অতঃপর আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে।	٣٤. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ
৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং	٣٥. ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ	**মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণাহ। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।**

ফির'আউনের পরিবারভুক্ত ঐ মু'মিন লোকটির নাসীহাতের শেষাংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কাওমকে সম্বোধন করে আরও বলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ হে আমার কাওম! যদি তোমরা আল্লাহর এই রাসূলকে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির থাক তাহলে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কাওমের মত তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। নূহের (আঃ) সম্প্রদায়, 'আদ সম্প্রদায় এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাসূলদেরকে না মানার কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাব পতিত হয়েছিল! এমন কেহ ছিলনা যে, তাদেরকে ঐ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে।

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ এতে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুল্ম ছিলনা। তাঁর মহান সত্তা বান্দাদের উপর যুল্ম করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাই নাবীর প্রতি ঈমান না আনার ফলে শাস্তি স্বরূপ ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামাত দিবসের শাস্তিকে ভয় করি যে দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে।

كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১১-১২) এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ

مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আজ

অবস্থান স্থল এটাই। সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেহ থাকবেনা। আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেহই নেই। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ইতোপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নাবী হিসাবে আগমন করেছিলেন। তিনিই মূসার (আঃ) পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উম্মাতকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাওম তাঁর কথা মানেনি। তবে পার্থিব শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল বলে পার্থিব দিক দিয়ে তাদেরকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেই হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে ঃ তার পরে আল্লাহ আর কেহকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেননা। এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ।

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। অর্থাৎ তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এ অবস্থা এমন সবারই হয়ে থাকে যারা সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়, যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا তাদের এ কার্যকলাপ যখন আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ তখন মু'মিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষত্ব থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভালকে ভাল বলে বুঝতে পারে, আর না মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। ফলে সত্যকে অনুসরণ করার সৌভাগ্য তাদের হয়না। শা'বী (রহঃ) বলেন যে, جَبَّار হল ঐ ব্যক্তি যে দু'জন লোককে হত্যা করে। আবূ ইমরান জাওনী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)

বলেন যে, যে অন্যায়ভাবে কেহকেও হত্যা করে সেই হল جَبَّار। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৬। ফির‘আউন বলল ঃ হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন -	٣٦. وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ
৩৭। আসমানে আরোহনের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা‘বূদকে; তবে আমিতো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফির‘আউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফির‘আউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণ রূপে।	٣٧. أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗاۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِۚ وَمَا كَيۡدُ فِرۡعَوۡنَ إِلَّا فِي تَبَابٖ

মূসার (আঃ) রাব্বকে ফির‘আউনের উপহাস

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, সে তার উযীর হামানকে বলল ঃ হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। ইট ও চূর্ণ মিশ্রিত করে পাকা ও খুবই উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَأَوۡقِدۡ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجۡعَل لِّي صَرۡحٗا

হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮) ফির‘আউন বলল ঃ

لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ আমি এ প্রাসাদ এ জন্যই নির্মাণ করাতে চাচ্ছি যাতে আমি আসমানের দরযা এবং ওর আসার পথ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। অতঃপর যেন আমি মূসার (আঃ) মা'বূদকে দেখতে পাই। তবে আমি জানি যে, মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী। সে যে বলছে, আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা কথা।

وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ আসলে ফির'আউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসার (আঃ) মিথ্যা দাবী প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, মূসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ফির'আউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্য ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল।

৩৮। মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।	٣٨. وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ
৩৯। হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।	٣٩. يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَـٰعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ
৪০। কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ	٤٠. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ

إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ	**শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎ কাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।**

ফির'আউনের পরিবারের মুসলিম ব্যক্তিটি আরও যা বললেন

পূর্ববর্ণিত মু'মিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধত, আত্মম্ভরী ও অহংকারী লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরও বললেন ঃ

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চল। আমি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দিব। ঐ মু'মিন লোকটি তাঁর এ উক্তিতে ফির'আউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী ছিলেননা। ফির'আউনতো স্বীয় কাওমকে প্রতারিত করেছিল, আর এ মু'মিন লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন।

অতঃপর ঐ মু'মিন তাঁর কাওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শাস্তি কিংবা দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا কেহ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হওয়া অবস্থায় সৎ কাজ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেয়া হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সৎ পথে পরিচালনাকারী।

৪১। হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য, আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান করছ জাহান্নামের দিকে।	٤١. وَيَٰقَوۡمِ مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ
৪২। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।	٤٢. تَدۡعُونَنِي لِأَكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشۡرِكَ بِهِۦ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞ وَأَنَا۠ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡغَفَّٰرِ
৪৩। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছ এমন এক জনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকট এবং সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।	٤٣. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ لَيۡسَ لَهُۥ دَعۡوَةٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَلَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ
৪৪। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহয় অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	٤٤. فَسَتَذۡكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمۡۚ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ

৪৫। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফির'আউন সম্প্রদায়কে।	٤٥. فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ ۖ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ
৪৬। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে।	٤٦. ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বক্তব্য এবং উভয় দলের গন্তব্য স্থল

ফির'আউনের কাওমের মু'মিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে আরও বলেন ঃ

وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসূলের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করার দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ কুফরী ও শির্কের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখতো যে, তোমাদের ও আমার দা'ওয়াতের মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে! আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয্যাত ও মর্যাদার অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদ্সত্ত্বেও তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবাহ কবূল করেন যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ *তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে।* সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) لَا جَرَمَ (*লা জারামা*) এর অর্থ করেছেন সত্যিকারভাবে। যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন ঃ যা অসত্য নয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ তোমরাতো আমাকে আহ্বান করছ ঐ মূর্তি ও মিথ্যা মাবূদের দিকে। لَا جَرَمَ এর অর্থ হল হক ও সত্যতা। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেদিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদাতের দিকে, ওগুলো এমনই যে, ওদের দীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য নেই। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের দেব-দেবীদের মালিকানায়/অধিকারে কোন কিছুই নেই। (তাবারী ২১/৩৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মুশরিকরা যাদের পূজা করে তাদের কোন ক্ষমতা নেই যে, তারা কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে যারা ডাকে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোন ক্ষমতা তাদের দেব-দেবীর নেই, তা ইহকালেই হোক অথবা পরকালেই হোক। এটা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪)

وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ মু'মিন লোকটি বললেন ঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো

আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। মু'মিন লোকটি তাদেরকে আরও বললেন ঃ

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد

আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। তখন তোমরা হা-হুতাশ ও আফসোস করবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা হবে। আমিতো আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তাঁরই উপর। আমি আমার প্রতিটি কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে আমি এখন সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। যারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ এবং তাঁর সমস্ত কৌশল কল্যাণময়।

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَات مَا مَكَرُوا আল্লাহ তা'আলা মু'মিন লোকটিকে ফির'আউন ও তার কাওমের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন। দুনিয়ায়ও তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ মূসার (আঃ) সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা পেয়ে জান্নাত প্রাপ্ত হবেন।

কাবরের শাস্তির প্রমাণ

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَاب বাকী সবাই নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হল। অর্থাৎ ফির'আউন তার কাওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। এতো হল দুনিয়ার শাস্তি। আর আখিরাতেতো তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছেই।

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে। কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলোকে দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবে ঃ হে ফির'আউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও।

আল্লাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا *সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে।* এ আয়াতটি আহলে সুন্নাতের এই কথার উপর বড় দলীল যে, কাবরে শাস্তি হয়ে থাকে। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন কোন হাদীসে এমন কতকগুলি বিষয় এসেছে যেগুলি দ্বারা জানা যায় যে, বারযাখের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত হয়েছিলেন মাদীনায় হিজরাতের পর। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের আত্মাগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহুদিনী তাঁর খিদমাতে নিয়োজিতা ছিল। আয়িশা (রাঃ) তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলেই সে বলত ঃ আল্লাহ আপনাকে কাবরের আযাব হতে রক্ষা করুন! একদা আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাতের পূর্বেও কি কাবরে আযাব হয়? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। কে এ কথা বলেছে? আয়িশা (রাঃ) ঐ ইয়াহুদী মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইয়াহুদী মিথ্যাবাদী। তারাতো এর চেয়েও বড় মিথ্যা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে থাকে। কিয়ামাতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই। ইতোমধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সময় কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! কাবর হল অন্ধকার রাত অতিবাহিত করার স্থান। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। হে লোকসকল! কাবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, কাবরের আযাব সত্য। (আহমাদ ৬/৮১) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ। তবে তারা এটি তাদের সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে মাক্কায়, অথচ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে কাবরের আযাব প্রদান সম্পর্কে, তাহলে কিভাবে এর সমন্বয় হতে

পারে? সমন্বয়ের উপায় হচ্ছে এই যে, জাহান্নামের আগুনকে যে সকাল-সন্ধ্যায় রূহদেরকে দেখানো হচ্ছে তা হল ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকদের রূহ। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, তাদের দেহের উপর কাবরে ঐ শাস্তি প্রয়োগ হচ্ছে। সুতরাং হতে পারে যে, বিশেষভাবে তাদের রূহের উপরই এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এর ফলে কাবরে তাদের যে দেহ রয়েছে সেখানে তাদের দেহের উপর বারযাখের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। এ বিষয়ে যে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে তার কিছু কিছু আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি ঃ

এও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি কাফিরদের কাবরে আযাব ভোগ করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং মুসলিমদের পাপের জন্য তাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবেনা। এ বিষয়ে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আসেন। ঐ সময় একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। সে তাঁকে বলে ঃ আপনাদেরকে আপনাদের কাবরে শাস্তি দেয়া হবে এটা কি আপনি জানেন? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে ওঠেন এবং বলেন ঃ ইয়াহুদীকে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সাবধান! তোমরা তোমাদের কাবরে আযাব প্রাপ্ত হবে। আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন। (আহমাদ ৬/২৪৮, মুসলিম ১/৪১০)

এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রূহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়, দেহের উপরও শাস্তি হওয়া প্রমাণিত হয়না। পরে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কাবরের আযাব দেহ ও আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে। সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনা শুরু করেন। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ফির'আউন সম্প্রদায়ের রূহগুলোকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলোকে বলা হয় ঃ হে ফির'আউন সম্প্রদায়! এটা তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (তাবারী ২১/৩৯৬) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাং আজও তারা শাস্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর মধ্যেই থাকবে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ তা'আলা (মালাইকাকে) বলবেন ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। এই ফির'আউনী লোকগুলো লাগাম দেয়া উটের মত। তারা মুখ নীচু করে পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও নির্বোধ।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে কেহ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ এটা তোমার আসল বাসস্থান, যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন। (আহমাদ ২/১১৪, ফাতহুল বারী ৩/২৮৬, মুসলিম ৪/২১৯৯)

৪৭। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?	٤٧. وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ
৪৮। দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।	٤٨. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ

حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ	
٤٩. وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ	৪৯। জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি, এক দিনের জন্য।
٥٠. قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ	৫০। তারা বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? জাহান্নামীরা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে ঃ তাহলে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

জাহান্নামের লোকদের মধ্যে বিতন্ডা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফির'আউন এবং তার কাওমের লোকেরাও তাদের মধ্যে থাকবে। দুর্বলেরা সবলদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে। অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করত এবং বড় বলে মানত ও তাদের কথা মত চলত তাদেরকে বলবে ঃ

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে আমরা তা পালন করতাম। তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা মেনে চলতাম। এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে নাও। তাদের এ কথার জবাবে ঐ নেতারা বলবে ঃ

إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ আমরা নিজেরাওতো তোমাদের সাথে জ্বলতে-পুড়তে রয়েছি। আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের উপর চাপিয়ে নিতে পারি? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন। এখন তোমাদের শাস্তির অংশ বহন করা সম্ভব নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন। অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবূল করবেননা, বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানই দিবেননা। এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে বলে দিবেন ঃ

ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৮) তখন তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, যাঁরা দুনিয়ার জেলখানার রক্ষক ও প্রহরীর মত জাহান্নামের প্রহরী হিসাবে রয়েছেন ঃ তোমরাই আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এক দিনের জন্য হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। তাঁরা উত্তরে বলবেন ঃ

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি? তারা জবাবে বলবে ঃ

بَلَى قَالُوا فَادْعُوا হ্যাঁ, আমাদের নিকট রাসূলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল বটে। তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ তাহলে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ হতে তাঁর কাছে কোনই

আবেদন করতে পারবনা। বরং আমরা নিজেরাও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমরা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দু'আ কর অথবা অন্য কেহ তোমাদের জন্য দু'আ করুক, উভয়ই সমান। কারণ আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেননা এবং তোমাদের শাস্তিও লাঘব করবেননা।

وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ কাফিরদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থই হয়ে থাকে।

৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে -	٥١. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ
৫২। যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস।	٥٢. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ
৫৩। আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের -	٥٣. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ
৫৪। পথনির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ; বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।	٥٤. هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٥٥. فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ
৫৬। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্ত রে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	٥٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

নিশ্চিত বিজয় রাসূলের (সাঃ) এবং মু'মিনদের

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا *(নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে)* এখানে রাসূলদেরকে (আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা জানতে পারি যে, কতক নাবীকে (আঃ) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। আর কোন কোন নাবীকে (আঃ) হিজরাত করতে হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দুনিয়ায় যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হল কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর এই যে, এখানে *খাবরে আ'ম* বা সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কতক। আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে,

এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দেখা যায় যে, এমন কোন নাবী গত হননি যাঁর কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। যেমন ইয়াহ্ইয়া (আঃ), যাকারিয়া (আঃ) এবং শা'ইয়া (আঃ) প্রমুখের হত্যাকারীদের উপর তাদের শত্রুদেরকে বিজয় দান করেছেন, যারা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে।

ইমাম সুদ্দী (রহঃ) বলেন, যে কাওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন অথবা মু'মিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মেহনত করেছেন, অতঃপর ঐ কাওম ঐ নাবী বা মু'মিনদের অসম্মান করেছে, তাঁদেরকে মারধোর করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই ঐ যুগেই আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়েছে। নাবীগণের (আঃ) হন্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। সুতরাং এখানে যদিও নাবীগণ (আঃ) ও মু'মিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁদের শত্রুদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁদের শত্রুদের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

নাবীকূল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর সহচরদেরকে বিজয় দান করেন, তাঁর কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তাঁর শত্রুদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তাঁর দীন দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর ছড়িয়ে যায়। যখন তাঁর কাওম চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাঁকে মাদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং মাদীনাবাসীকে তাঁর পরম ভক্ত-অনুরক্ত বানিয়ে দেন। মাদীনাবাসী তাঁর জন্য জীবন দান করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। এভাবে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান করেন এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর পরেও যখন তারা অন্যায় কাজ হতে বিরত হলনা, বরং পূর্বের দুষ্কর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকল তখন এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে পায়ে হেঁটে হিজরাত করতে হয়েছিল, সেখানে তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তাঁর শত্রুদেরকে তাঁর সামনে হাযির হতে হল। মাক্কাতুল হারাম শহরের ইযযাত ও হুরমাত মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে পূর্ণভাবে রক্ষিত হল। সমস্ত শির্ক ও কুফরী এবং সর্বপ্রকারের বে-আদবী হতে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হল। অবশেষে ইয়ামানও বিজিত হল এবং সারা আরাব উপদ্বীপের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

তাঁর পরে তাঁর সৎকর্মশীল সাহাবীগণকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, যারা মুহাম্মাদী ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর মাখলূককে তাঁর একাত্মবাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তাঁরা পথের বাধাকে অতিক্রম করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাঁটাকে কেটে পরিস্কার করলেন। এভাবে তাঁরা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দিলেন। এ পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল তাদেরকে তারা বিরোধিতার স্বাদ পাইয়ে দিলেন। এরূপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। কিয়ামাত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত এই দীন দুনিয়ায় স্থায়ী থাকবে ইনশাআল্লাহ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে সাক্ষীগণ বলতে মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪০২)

আল্লাহ তা'আলার يَوْمَ لاَ يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ *যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা* - এই উক্তিটি তাঁর يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ এ উক্তি হতে بَدَل হয়েছে। অন্যেরা يَوْمَ পড়েছেন, তখন এটা যেন পূর্বের يَوْمَ এর তাফসীর। এখানে যালিমদের দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো

হয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গৃহীত হবেনা।

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ সেদিন তাদেরকে আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের জন্য হবে নিকৃষ্ট আবাস অর্থাৎ জাহান্নাম। তাদের পরিণাম হবে কত মন্দ।

রাসূল (সাঃ) এবং মু'মিনগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. ُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ আমি অবশ্যই মূসাকে (আঃ) দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের। অর্থাৎ তাদেরকে ফির'আউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আঃ) আনুগত্যে স্থির থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল। তাদেরকে যে কিতাবের ওয়ারিশ করা হয়েছিল তা ছিল বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ সুতরাং হে মুহাম্মাদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তোমারই পরিণাম ভাল হবে, আর তোমরাই হবে বিজয়ী। তোমার রাব্ব আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দীন সমুচ্চ থাকবে। তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মাতকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। রাতের শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর কালামের কোন মর্যাদা দেয়না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু

যে বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা তারা কামনা করে তা কখনও সফল হবার নয়। ওটা তারা কখনও লাভ করতে সক্ষম হবেনা। অবশ্যই সত্যের বিজয় লাভ হবে। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; আল্লাহতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭। মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা।	٥٧. لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৫৮। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর যারা দুস্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	٥٨. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ
৫৯। কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করেনা।	٥٩. إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَـَٔاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

মৃত্যুর পরের জীবন

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামাতের দিন মাখলূককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করে পুনরায়

তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস করা তার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক বটে। সে যে একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছেনা! বরং এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে!

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, অনুরূপভাবে সৎ কর্মশীল মুসলিম ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করেনা।

৬০। তোমাদের রাব্ব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।	٦٠. وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

সব ব্যাপারে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্য হিদায়াত করছেন এবং তা কবূল করার ওয়াদা করছেন! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলতেন ঃ হে ঐ সত্তা, যাঁর কাছে ঐ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে তাঁর কাছে খুব বেশি প্রার্থনা করে এবং ঐ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেনা। হে আমার রাব্ব! এই গুণতো একমাত্র আপনার মধ্যেই রয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম) অনুরূপভাবে কবি বলেন ঃ

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, তুমি যদি তাঁর কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন সে অসন্তুষ্ট হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কা‘ব আল আহবার (রহঃ) বলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীকে এমন তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী নাবীগণ ছাড়া আর কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন নাবীকে (আঃ) পাঠাতেন তখন তাঁকে বলতেন ঃ তুমি তোমার উম্মাতের উপর সাক্ষী থাকলে। আর তোমাদেরকে (উম্মাতে মুহাম্মাদীকে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী করেছেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে বলা হত ঃ দীনের ব্যাপারে তোমার উপর কোন কঠোরতা অর্পন করা হয়নি। পক্ষান্তরে এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) পূর্ববর্তী প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) বলা হত ঃ তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। আর এই উম্মাতকে বলা হয়েছে ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (ইব্ন আবী হাতিম) নু’মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু‘আ হল ইবাদাত।

অতঃপর তিনি ... ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ৪/২৭১, তিরমিযী ৮/৩০৮, নাসাঈ ৬/৪০৫, ইব্ন মাজাহ ২/১২৫৮, তাবারী ২১/৪০৬, ৪০৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ

বলেছেন। এ ছাড়া অন্য সনদেও ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ১/১৬১, তিরমিযী ৯/১২১, নাসাঈ ৬/৪৫০)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ *যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।* অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত নয় এবং তাঁকে ডাকা থেকে বিরত থাকায় গর্ববোধ করে তাদেরকে অতি অপমানজনকভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ আয়াতে ইবাদাত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আমর ইব্ন শুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে অপমান করার লক্ষ্যে সবাই তাদের উপর দিয়ে হেটে চলে যাবে। অবশেষে তাদেরকে *বূলাস* নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে এবং জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা পান করতে দেয়া হবে। (আহমাদ ১/১৭৯)

৬১। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিনকে। আল্লাহতো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।	٦١. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
৬২। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রাব্ব, সব কিছুর	٦٢. ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَٰلِقُ

স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ?	كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৬৩। এভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে।	٦٣. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ
৬৪। আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ!	٦٤. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য।	٦٥. هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

আল্লাহর একাত্মবাদ এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য, আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল যাতে মানুষ তাদের কাজ-কর্ম, সফর এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং সারা দিনের ক্লান্তি রাতের বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে।

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান আল্লাহর নি'আমাতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ এই সমুদয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেহ নেই। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন ঃ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদাত করছ তারাতো নিজেরাই সৃষ্ট। সুতরাং তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি। বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছ সেগুলোতো তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করে বিভিন্ন আকৃতি ও নাম দিয়েছ। এদের পূর্ববর্তী মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা গাইরুল্লাহর ইবাদাত করত। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করত। নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাকে সম্বল করে তারা বিভ্রান্ত হত। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী। অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ প্রশস্ত করে বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলা-ফিরা এবং গমনাগমন কর। যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে হেলাদোলা করা থেকে বাঁচিয়ে রেখে যমীনকে স্থির রেখেছেন।

وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং ঐ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তিনি সঠিকভাবে সজ্জিত করেছেন। মানানসই দেহ এবং সেই মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা দান করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক বা আহার্য। সুতরাং তিনিই জগতসমূহের রাব্ব। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা এবং তোমরা এটা অবগত আছ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১-২২) আল্লাহ তা'আলা এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ এইতো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব! কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ! তিনি চিরঞ্জীব। তিনি শুরু হতেই আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন।

هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তাঁর কোন গুণ অন্য কারও মধ্যে নেই। তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা তাঁর তাওহীদকে মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে এবং তাঁরই ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে। সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহরই প্রাপ্য।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরে নিম্নলিখিত কালেমাগুলি পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـــدِيْر. وَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْـــبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـــنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায়না এবং ইবাদাত করার শক্তিও থাকেনা। আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি। নি‘আমাত তাঁরই, অনুগ্রহ তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফিরেরা অসন্তুষ্ট হয়। আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ কালেমাগুলি প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৪১৫, ৪১৬১, আবূ দাঊদ ২/১৭৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ৮০, আহমাদ ৪/৪)

৬৬। বল ঃ আমার রবের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।	٦٦. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَٰتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৬৭। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশু	٦٧. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن

تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	রূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার -
٦٨. هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	৬৮। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন ঃ হও, এবং তা হয়ে যায়।

শির্ক থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের ছাড়া অন্য যে কারও ইবাদাত করতে স্বীয় সৃষ্টজীবকে নিষেধ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের হকদার নয়। এর বড় দলীল হল এর পরবর্তী আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। এসব কাজ ঐ এক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা যে, তাঁর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবে। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। কেহ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। কেহ শৈশবেই মারা যায়, কেহ মারা যায় যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে প্রৌঢ় অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিতি রাখি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ইব্‌ন খুযাইমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন এই বিশ্বাস স্থাপন কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে একদিন দণ্ডায়মান হতে হবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তাঁর কোন হুকুমকে, কোন ফাইসালাকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে কেহ টলাতে পারেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর ব্যাপারতো এই যে, তিনি শুধু বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

৬৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা তাদের প্রতি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে	٦٩. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ

বিপথগামী করা হচ্ছে?	
৭০। যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে -	٧٠. ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
৭১। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে -	٧١. إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ
৭২। ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে।	٧٢. فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ
৭৩। এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে -	٧٣. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ
৭৪। আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে ঃ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে, বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন।	٧٤. مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ

৭৫। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে।	٧٥. ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ
৭৬। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরযা দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!	٧٦. ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ

আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিতন্ডাকারীদের পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতণ্ডা করে তাদের এ কাজে কি তুমি বিস্ময় বোধ করছনা? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি তুমি দেখনা? কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আঁকড়ে ধরে থাকছে তা কি লক্ষ্য করছনা?

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অতঃপর কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, অর্থাৎ হিদায়াত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করায় তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে। সেদিন তারা নিজেদের দুষ্কর্মের পরিণাম

জানতে পারবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৩-৪৪) অন্য আয়াতসমূহে তাদের যাক্কুম গাছ খাওয়া ও গরম পানি পান করার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ

আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬৮) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ. فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪১-৪৪) কয়েকটি আয়াতের পর আবার বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ. لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ. فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ. هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৫১-৫৬) (৫৬ ঃ ৫১-৫৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ.

كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩-৫০) উদ্দেশ্য এই যে, এক দিকেতো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে বর্ণিত হল, অপর দিকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য শাসন-গর্জন, ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লেখ করা হল। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ. مِن دُونِ اللَّهِ দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো? কেন আজ তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেনা? তারা উত্তরে বলবে ঃ

ضَلُّوا عَنَّا তারাতো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই উপকার করবেনা। অতঃপর তাদের মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবে ঃ

بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ইতোপূর্বে আমরা তাদের মোটেই ইবাদাত করিনি। পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। অর্থাৎ তারা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ এভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন ঃ

ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ জন্য যে, তোমরা দম্ভ-অহংকার করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ সুতরাং এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর। সেখানে তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে পরিমাণ গর্ব ও অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি দেখিয়েই দিই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই - তাদের প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট।	٧٧. فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
৭৮। আমিতো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের	٧٨. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن

يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ	**কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে, ন্যায় সংগতভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।**

ধৈর্য ধারণের আদেশ এবং বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কাফিরদের অবিশ্বাস করার উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে রাসূল! যারা তোমার কথা মানছেনা, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধারণ কর। তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করবেন। পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে। তুমি এবং তোমার অনুসারীরা সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী থাকবে। আর আখিরাতের কল্যাণতো শুধু তোমাদেরই (মুসলিমদের) জন্য। জেনে রেখ যে, আমি তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেখিয়ে দিব। আর হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মাক্কা বিজিত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরাব উপদ্বীপ তাঁর পদানত হয় এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁর চক্ষু ঠাণ্ডা করেন।

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মৃত্যু দান করে নিজের নিকট উঠিয়েও নেন তবুও তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ আমিতো তোমার

পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা আমি তোমার নিকট বিবৃত করেছি, আর কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। যেমন সূরা নিসায়ও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কাওম কি দুর্ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও বুঝে নাও!

وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ আর তাদের কারও কারও ঘটনা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিনি। এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন আমরা সূরা নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন বা মু'জিযা দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম ও অনুমতির পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা নাবীগণের অধিকারে কোন কিছুই নেই।

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ যখন আল্লাহর আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে সক্ষম হবেনা। মু'মিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭৯। আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক।	٧٩. ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
৮০। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর	٨٠. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ

তোমাদেরকে বহন করা হয়।	وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
৮১। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নি'আমাত অস্বীকার করবে?	٨١. وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ

গৃহ-পালিত পশু-পাখিও আল্লাহর নিদর্শন এবং অনুদান

আল্লাহ সুবহানাহু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আন'আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে এবং কতকগুলের গোশ্ত খাওয়া হয়ে থাকে। উট দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয় এবং চাষাবাদের কাজেও লাগে। দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে অতিক্রম করা যায়। গরুর গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায়। ছাগলের গোশত খাওয়া হয় এবং দুধও দেয়। এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে। যেমন সূরা আন'আম (৬ ঃ ১৪২), সূরা নাহল (১৬ ঃ ৫৮, ৬৬, ৮০) ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ এতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূরণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُرِيكُمْ آيَاته فَأَيَّ آيَات اللَّه تُنكِرُونَ তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। দুনিয়া এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাত বিদ্যমান রয়েছে। সঠিক কথাতো এটাই যে, তাঁর অগণিত নি'আমাত রাশির কোন একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারেনা।

৮২। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল	٨٢. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ

اَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ	এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।
٨٣. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ	৮৩। তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।
٨٤. فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ	৮৪। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহয়ই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।
٨٥. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى	৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান

পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ.

পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার নাসীহাত

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ঐ সমস্ত জাতির বর্ণনা দিচ্ছেন যারা ইসলামপূর্ব যামানার নাবীগণের দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, তাদের তুলনায় তাদের পূর্ববর্তীরা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদেও ছিল অধিক প্রাচুর্যতা, বাসস্থানের জন্য তাদের ছিল বিশাল বিশাল অট্টালিকা যা তাদের শাস্তির সম্মুখীন হয়ে ধ্বংস হওয়ার পর পিছনে পড়ে রয়েছে। এত এত ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং চাকচিক্যময় জীবন যাপন তাদের কোনই উপকারে আসেনি। কেননা তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসহ আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন মু'জিযা ও পবিত্র তা'লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি, গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা বলেছিল যে, তাদের এর কোনই প্রয়োজন নেই। তারাই বড় আলেম বা বিদ্বান। তাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও সাওয়াব এগুলো কিছুই সত্য নয়। (তাবারী ২১/৪২২) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করেছিল।

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون অতঃপর তাদের উপর আল্লাহর এমন শাস্তি এসে পড়ে যা তারা পূর্বে মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিত। ঐ শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তারা ঈমান আনার কথা বলে এবং একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং গাইরুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে। কিন্তু ঐ সময়ের তাওবাহ, ঈমান আনা এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই বৃথা হয়ে যায়। ফির'আউনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিল ঃ

ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯০) তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান কবূল করলেননা। কেননা তাঁর নাবী মূসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে যে বদ দু'আ করেছিলেন তা তিনি কবূল করে নিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) ফির'আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে বদ দু'আয় বলেছিলেন ঃ

وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই চলে আসছে। অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেহই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাওবাহ করবে তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ কবূল করেন যে পর্যন্ত না তার গন্ডদেশে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কণ্ঠাগত হয়)। (ইব্ন মাজাহ ২/১৪২০) যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায় এবং মৃত্যুম্মুখ ব্যক্তি মালাকুল মাউতকে দেখতে পায় তখন তার তাওবাহ কবূল হয়না।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা মু'মিন -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪১ ঃ ফুসসিলাত, মাক্কী

٤١ – سورة فصلت، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৪ রুকূ ৬)

(اٰيَاتُهَا : ٥٤، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. حمٓ	১। হা মীম।
٢. تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	২। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ।
٣. كِتَـٰبٌ فُصِّلَتۡ ءَايَـٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ	৩। এটা এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরাবী ভাষায়, কুরআন রূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য -
٤. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ	৪। সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা।
٥. وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٌ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ	৫। তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।

কুরআন এবং এর অস্বীকারকারীদের বক্তব্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ

তুমি বল ঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২০) আর এক জায়গায় আছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত। ইহা আরাবীতে নাযিলকৃত। এর অর্থ প্রকাশমান এবং আহকাম মযবূত। এর শব্দগুলিও স্পষ্ট এবং পাঠ করতে সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মাযবূত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ এই বর্ণনা ও বিশদ ব্যাখ্যা জ্ঞানী সম্প্রদায়ই অনুধাবন করে থাকে। بَشِيرًا وَنَذِيرًا এই কুরআন এক দিকে মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপর দিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ তাদের অধিকাংশই বিশেষ করে কুরাইশরা বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা। অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কুরাইশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বলে ঃ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত এবং আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। ফলে তুমি যা বলছ তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয়না। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ করে যাও এবং আমরা আমাদের পন্থায় কাজ করে যাই। আমরা কখনও আমাদের নীতি পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারিনা।

৬। বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা‘বূদ একমাত্র মা‘বূদ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য -	٦. قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ
৭। যারা যাকাত প্রদান করেনা এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।	٧. ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ
৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে	٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাওহীদের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ হে মুহাম্মাদ! এই মিথ্যা প্রশ্নকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মা‘বূদ এক আল্লাহ। তোমরা যে কতকগুলো মা‘বূদ বানিয়ে নিয়েছ এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পন্থা। তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং ঠিক ঐভাবে কর যেভাবে তোমরা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানতে পারছ।

وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপ হতে তাওবাহ কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ যারা যাকাত প্রদান করেনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ঃ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই’ এই সাক্ষ্য যারা প্রদান করেনা। (তাবারী ২১/৪৩০) ইকরিমাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২১/৪৩০) এই উক্তিটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ

সে’ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে’ই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা শাম্স, ৯১ ঃ ৯-১০) নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ ঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম

স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ১৪-১৫) আল্লাহ তা'আলার নিম্নের এ উক্তিটিও ঐরূপ ঃ

هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ

এবং (তাকে) বল ঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও? (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৮) এ আয়াতগুলিতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নাফ্স্কে বাজে কাজ হতে মুক্ত রাখা উদ্দেশ্য। আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শির্ক হতে পবিত্র হওয়া। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে অমান্য করা বুঝানো হয়েছে। সম্পদের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই যে, এটা সম্পদকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং সম্পদের বৃদ্ধি ও বারাকাতের কারণ হয়। আর আল্লাহর নির্ধারিত উত্তম পথে ঐ সম্পদ হতে কিছু খরচ করার তাওফীক লাভ হয়। কিন্তু কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন সম্পদের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ আয়াতের সাধারণ অর্থে এটাই বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৪৩১) কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের মতে যাকাত ফার্য হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। যা হোক, বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সাদাকাহ ও যাকাতের আসল হুকুমতো নাবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

আর তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪১) তবে হ্যাঁ, ঐ যাকাত, যার নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মাদীনায়। এটি এমন একটি উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়।

অনুরূপভাবে সালাতের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, সালাত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নাবুওয়াতের শুরুতেই ফার্য হয়েছিল। কিন্তু মিরাজের রাতে হিজরাতের দেড় বছর পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা ফার্য করা হয় এবং পরে ধীরে ধীরে এর সমুদয় শর্ত ও আরকানসমূহ নির্ধারিত হয়ে এ সম্পর্কিত বিষয় পূরা করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা কখনও শেষ হবেনা কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا

যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩) অন্যত্র আছে ঃ

عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৮)

৯। বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের রাব্ব।	٩. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১০। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য।	١٠. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ
১১। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে	١١. ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا

قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ	এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে।
١٢. فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٍ فِي يَوۡمَيۡنِ وَأَوۡحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمۡرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفۡظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ	১২। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

নভোমন্ডলের কিছু বিষয়ের আলোচনা

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু মূর্তি পূজক মুশরিকদের কার্যাবলীর জন্য ধিক্কার দিচ্ছেন। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাথে মানুষের কুফরী করাও উচিতনা এবং শির্‌ক করাও না। ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই পৃথিবীর সবারই পালনকর্তা।

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলিকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইমারাত নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৯) আর আল্লাহ তা'আলা যে বলছেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا. مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَـٰمِكُمْ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩৩)

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, নভোমন্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নভোমন্ডলের সৃষ্টির আগে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম বুখারীর (রহঃ) তাফসীর গ্রন্থে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক লোক ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনে আমি কিছু বিষয় পেয়েছি যে ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। তা হল নিম্নের সূরাগুলি ঃ

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৭) এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا

এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা তাদের কৃতকর্মকে গোপন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে। আর নিম্নের আয়াতে (৪১ ঃ ৯-১১) তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... أَتَيْنَا طَائِعِينَ

বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের রাব্ব। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি

করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলছেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩)

عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬)

سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৮)

এরপর লোকটি বলল ঃ তাহলে কি এর অর্থ হবে, তিনি ছিলেন এবং এখন আর নেই? কারণ *কা'না* শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'ছিল'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ

فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, উহা হবে ঐ সময় যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ

ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৮) এ আয়াতের ভাবার্থ হল তখন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবেনা, আর না কেহ একে অন্যের বোঝা বহন করবে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৭)

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৩) এবং

وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে ...। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪২) উপরের আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর মু'মিন বান্দা তাদের ছোট-খাট পাপ আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ক্ষমা করে দিবেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা নিজেরা পরামর্শ করে বলবে ঃ এসো, আমরাও বলি যে, আমরা কখনও আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করিনি। এমতাবস্থায় তাদের মুখ সীল করে দেয়া হবে। তখন তাদের হাত কথা বলবে। তখন জানা যাবে যে, তারা যা কিছু করেছে তার কোন কিছুই আর গোপন থাকছেনা। তখন অবিশ্বাসী কাফির মুশরিকরা আশা করবে ঃ

يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে ... (৪ ঃ ৪২) আহা! ওগুলি যদি গোপন রাখা যেত !

আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর উহার ছাদকে উচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন দুই দিনে। এরপর তিনি এতে পানি এবং তৃণভূমি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ওতে তিনি সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বতসহ বিভিন্ন প্রাণহীন পদার্থ। এগুলি তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করেন যা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ

এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩০) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ সুতরাং তিনি পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন চার দিনে এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন আরও দুই দিনে।

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ২৩)

عَزِيزًا حَكِيمًا

হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬) এভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন এবং অতঃপর তিনি তাঁর স্থানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ

তা‘আলা যখন যা চান তা হয়েই থাকে। অতএব কুরআনের ব্যাপারে তোমরা সংশয়ে পতিত হয়োনা। নিশ্চিতই ইহা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবেই এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮)

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ যমীনকে আল্লাহ তা‘আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি বারাকাতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফল-মূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا** ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে এভাবে সাজানো হয় মঙ্গল ও বুধবারে।

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়। যে লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا** *এবং ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের* - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা এক এক ভূমিতে এক একটি বস্তু স্থাপন করেছেন যা শুধু ঐ স্থানের জন্যই উপযুক্ত ছিল। (তাবারী ২১/৪৩৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) **سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ** *সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য* - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যারাই এর জন্য প্রার্থনা করে তাদেরকে তা দেয়া হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) **وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ** *এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য* - এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ লোকেরা তাদের জীবিকার জন্য আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দান করেন। (তাবারী ২১/৪৩৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ

أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, খুশি মনে অথবা বাধ্য হয়ে। উভয়েই খুশি মনে হুকুম মেনে নিতে সম্মত হল এবং বলল ঃ

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে আপনার আদেশ মেনে নিলাম এবং আমাদের মধ্যে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করতে চান যেমন মালাইকা, জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই আপনার অনুগত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না করত তাহলে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হত, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করত।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও মালাক/ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলি যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শাইতানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শোনার উদ্দেশে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং সব দিক হতে ঐ শাইতানদের প্রতি অগ্নিপিন্ড নিক্ষিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

১৩। তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল ঃ আমিতো তোমাদেরকে	١٣. فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ

সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ।	صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
১৪। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা তখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের রবের এই রূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।	١٤. إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ
১৫। আর ‘আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।	١٥. فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ
১৬। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন	١٦. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ	করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু, অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবেনা।
١٧. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ	১৭। আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।
١٨. وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ	১৮। আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।

‘আদ এবং ছামূদ জাতির বর্ণনা দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে সতর্কীকরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি তোমাদের জন্য যে বার্তা নিয়ে এসেছি তা হতে তোমরা যদি শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবেনা। জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীদেরকে অমান্য করার কারণে ধ্বংসের

মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন তোমাদেরকে তাদের মত না করে দেয়। ‘আদ, ছামূদ এবং তাদের মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে।

إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের আগমন ঘটেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَٱذۡكُرۡ أَخَا عَادٍ إِذۡ أَنذَرَ قَوۡمَهُۥ بِٱلۡأَحۡقَافِ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦٓ

স্মরণ কর, ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২১) তাঁরা গ্রামে-গ্রামে, বস্তীতে-বস্তীতে এসে তাদেরকে আল্লাহর বাণী শোনাতেন। কিন্তু তারা গর্বভরে তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলে ঃ

لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ আমাদের রবের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, যেহেতু তোমরা মানুষ, তাই তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তাদের গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বলে উঠল ঃ

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে? অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবূত আর কেহ নেই। সুতরাং আল্লাহর আযাব আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً কিন্তু তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী? তাঁর শক্তির অনুমানও করা যায়না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَـٰهَا بِأَيۡيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪৭) তারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحًا صَرۡصَرًا অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হল প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু। অন্যেরা বলেন যে, ইহা হল ঠান্ডা হিমবাহ। এও বর্ণিত আছে যে, ইহা হল প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত বাতাস যা শব্দ সৃষ্টি করে। সত্যি কথা হল এই যে, ওতে এগুলি সবই বিদ্যমান ছিল। ঐ বাতাস এত বেগে প্রবাহিত হয়েছিল যার ফলে তাদের কোন শক্তিই ওকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেনি। ইহা অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল বটে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بِرِيحٍ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٍ

আর 'আদ' সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬) অর্থাৎ অত্যন্ত ঠান্ডা বাতাস। ঐ বাতাস ভীতিকর আওয়াজের সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া তাদের পূর্ব দিকে একটি নদী প্রবাহিত ছিল যার পানি প্রবাহের তীব্রতার জন্য নাম রাখা হয়েছিল 'সারসার'। উহা প্রবাহিত হয়েছিল কয়েক দিন ধরে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

سَبۡعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فِي يَوۡمِ نَحۡسٍ مُّسۡتَمِرٍّ

(তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু) নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিন। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৯) অর্থাৎ ঐ বিপদ শুরু হয়েছিল এক অশুভ সংকেতের মাধ্যমে এবং তা চলতেই ছিল ঃ

سَبۡعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) অর্থাৎ তাদের শেষ ব্যক্তি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ঐ ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল এবং তাদের ঐ পার্থিব ক্ষতি/কষ্টের অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়ামাত দিবসেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى

অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু, অমঙ্গলজনক দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক। অর্থাৎ পরকালে তাদের জন্য রয়েছে আরও নিগ্রহ।

وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ কিয়ামাত দিবসেও তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা যেমন সাহায্য করা হয়নি পার্থিব জীবনে। তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য থাকবেনা কোন সুপারিশকারী, আর না কোন সাহায্যকারী। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ *আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম।* হিদায়াতের পথ তাদের কাছে খুলে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ ছামূদ জাতিকে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হয়েছিল। (তাবারী ২১/৪৪৮) আশ শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছিল এবং নাবীগণের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। তারা তাদের নাবীর (আঃ) সাথে আল্লাহ তা'আলার লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

সালিহ (আঃ) তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তা'আলা যে উষ্ট্রীটি পাঠিয়েছিলেন তারা ওকে হত্যা করে।

فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ফলে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

১৯। যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।	١٩. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
২০। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।	٢٠. حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
২১। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে ঃ আল্লাহ! যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	٢١. وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
২২। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে,	٢٢. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن

তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা।	يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ
২৩। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٣. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ
২৪। এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস স্থল এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা।	٢٤. فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ

কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের অঙ্গসমূহ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ এই মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন তাদের সকলকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে একত্রিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৬)

حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কান, চোখ এবং ত্বক তাদের আমলগুলির সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবে ঃ সে আমার দ্বারা এই পাপ করেছে। তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ভর্ৎসনা করে বলবে ঃ

لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ? তারা উত্তরে বলবে ঃ

أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করছি মাত্র। তিনি আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি কেন হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনা? সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হাসলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দার তার রবের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিস্ময়বোধ করছি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে, আপনি আমার উপর যুল্ম করবেননা? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলবেন ঃ হ্যাঁ (অবশ্যই করেছিলাম)। সে বলবে ঃ আমিতো আমার আমলের উপর আমার নিজের ছাড়া আর কারও সাক্ষ্য কবূল করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমি এবং আমার সম্মানিত মালাইকা/ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যথেষ্ট নই? কিন্তু সে বারবার এ কথাই বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, সে কি করেছে। সে তখন তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে ঃ তোমরা চুপ কর, আমিতো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই তর্ক করছিলাম। (হাকিম ৪/৬০১, তাবারী ২১/৪৫২, মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ বারদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেন ঃ কাফির এবং মুনাফিকদেরকে হিসাবের জন্য ডাক দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের কৃতকর্ম পেশ করবেন। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মহানত্বের শপথ করে বলছি ঃ আপনার মালাইকা এমন কিছু লিখে রেখেছেন যা আমি কখনও করিনি। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন ঃ তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক কাজ করনি? সে উত্তরে বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আমি এ কাজ কখনও করিনি। অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। সর্বপ্রথম তার ডান উরু কথা বলবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ *তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা।* তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে ঃ তুমি যা করতে তা আমাদের থেকে গোপন করে করতেনা, বরং খোলাখুলিভাবে তা করতে এবং কোন পরওয়া করতেনা এবং দাবী করতে যে, আল্লাহ তোমাদের কোন কাজের ব্যাপারেই খবর রাখেননা। কারণ তোমরা বিশ্বাসী ছিলেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ *উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে।* অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করতেনা যে, আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখছেন, এর ফলেই আজ তোমাদের এ দুর্ভোগ ও দুর্গতি এবং তোমাদের রবের কাছে আজ তোমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ আজ বিচারের সম্মুখীন হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনসহ সবকিছু হারালে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আমি কা'বার গিলাফের আড়ালে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় তিনজন লোক এলো যাদের

একজন ছিল কুরাইশ এবং অপর দুইজন ছিল তার শ্যালক যারা ছিল সাকিফ গোত্রের, অথবা একজন ছিল সাকিফ গোত্রের এবং অপর দুইজন ছিল কুরাইশ গোত্রের তার শ্যালক। তাদের পেট ছিল খুবই মোটা এবং তারা বুদ্ধিমানও ছিলনা। তারা চুপিচুপি কিছু বলাবলি করছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝতে পারলামনা। অতঃপর তাদের একজন বলল ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমরা এখন যা বললাম আল্লাহ তা শুনতে পেয়েছেন? অন্য জন বলল ঃ আমরা যদি উচ্চস্বরে বলি তাহলে তিনি শুনতে পাবেন, কিন্তু আমরা যদি উচ্চ স্বরে কথা না বলি তাহলে তিনি শুনতে পাননা। অপর জন বলল ঃ তিনি যদি আমাদের উচ্চ স্বরের কথা শুনতে পান তাহলে অন্য কথাও শুনতে পান। তাদের এ কথা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললে তখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ... مِّنْ الْخَاسِرِينَ

তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরন্ত তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত। (আহমাদ ১/৩৮১, তিরমিযী ৯/১২৩) অন্য বর্ণনাধারা থেকেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৪০৮, মুসলিম ৪/২১৪২, তিরমিযী ৯/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) অন্য বর্ণনাধারায় এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪২৪, ৪২৫, মুসলিম ৪/২১৪১, ২১৪২) এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা। অর্থাৎ জাহান্নামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা সমান। তাদের কোন ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদের পাপও ক্ষমা করা হবেনা। তাদের জন্য দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا

مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَـٰلِمُونَ. قَالَ ٱخۡسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০৬-১০৮) (তাবারী ২১/৪৫৮)

২৫। আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানবদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। তারাতো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٥. وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٍ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَـٰسِرِينَ
২৬। কাফিরেরা বলে ঃ তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।	٢٦. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسۡمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡاْ فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَغۡلِبُونَ
২৭। আমি অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব -	٢٧. فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ

أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	
٢٨. ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ	২৮। জাহান্নাম; এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।
٢٩. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ	২৯। কাফিরেরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! যে সব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

মূর্তি পূজকদের স্বজনেরা খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। এটা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতা। তিনি তাঁর সমুদয় কাজে নিপুণ। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত ও নিপুণতা পূর্ণ। তিনি কতক দানব ও মানবকে মুশরিকদের সাথী করে দেন।

فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তারা তাদের কৃত মন্দ আমলগুলোও তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিক দিয়েও তাদের আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৩৬-৩৭)

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে।

কাফিরেরা একে অপরকে কুরআনের বাণী না শোনার উপদেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিরেরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর কালামকে মানবেনা এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবেনা। বরং তারা একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাঁশী বাজানো এবং চিৎকার করা। কুরাইশরা তাই করত। তারা দোষারোপ করত, অস্বীকার করত, শক্রতা করত এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করত। প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগেনা। এ জন্যই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৪)

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ঐ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআনুল হাকীমের বিরোধিতা করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা

তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি আস্বাদন করবে। আল্লাহর এই শত্রুদের জন্য বিনিময় হল জাহান্নামের আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا *যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।* আয়াতের ভাবার্থ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে *'জিন'* দ্বারা ইবলীস এবং *'ইনস'* (মানুষ) দ্বারা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। (তাবারী ২১/৪৬২)

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তির শির্ক করার দায়ভার ইবলীসের উপরও বর্তাবে এবং কারও দ্বারা বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) হলে তার দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। আসলে ইবলীস প্রতিটি পাপের ভাগী হবে, তা শির্ক হোক অথবা ছোট ছোট পাপ হোক। (তাবারী ২১/৪৬২) আদমের (আঃ) ছেলের পাপের দায়ভার বহনের ব্যাপারে নিম্নের হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

যে কোন হত্যাকান্ড যা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ঘটে তার পাপের দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের উপরও বর্তাবে। কারণ সে'ই প্রথম অন্যকে হত্যার সূচনা করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯)

نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا শাস্তি দানের জন্য তাদেরকে আমাদের পদানত করুন যাতে তারা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছে এর চেয়ে আরও বেশি কষ্ট দিতে পারি।

لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ *যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।* অর্থাৎ জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরের অধিবাসী হয়। এ বিষয়ে সূরা আ'রাফের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে, অনুসারীরা তাদের অনুসৃত নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য আবেদন করবে। তখন বলা হবে ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ

بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

৩০। যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।	٣٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ
৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর।	٣١. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
৩২। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ।	٣٢. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে এবং ওতে দৃঢ় থাকে তাদের জন্য রয়েছে সুখবর

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা'আলাকে রাব্ব বলে মেনে

নিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।

সাঈদ ইব্ন ইমরান (রহঃ) বলেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا এ আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) সামনে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলতেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কালেমা পাঠ করার পর আর কখনও শির্ক করেনা। (তাবারী ২১/৪৬৪) অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا *যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে।* এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর ওতে তারা দৃঢ় থাকে এবং পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেনা। তা হবে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ। অতঃপর ওতে দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মিথ্যা মা'বূদের প্রতি তারা ঝুঁকে পড়েনা। (তাবারী ২১/৪৬৪) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখও এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৪৬৫)

সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একটি লোক বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা সব সময় আমল করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি বল ঃ আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অতঃপর ওর উপর অটল থাক। আমি বললাম ঃ এতো আমল হল। আমি বেঁচে থাকব কি হতে তা আমাকে বলে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন ঃ এটা হতে। (আহমাদ ৩/৪১৩, তিরমিযী ৭/৯১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪)

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস

সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইসলাম সম্পর্কে কিছু নাসীহাত করুন যে সম্পর্কে আপনার পরে আর কেহকে যেন আমার জিজ্ঞেস করতে না হয়। তখন তিনি বললেন ঃ বল, 'আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর,' অতঃপর এর উপর দৃঢ় থেক। অতঃপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম ১/৬৫)

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ *তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা।* মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার ছেলে (আবদুর রাহমান) বলেন ঃ ইহা হল মৃত্যুর সময়। অতঃপর তারা বলবে ঃ أَلَّا تَخَافُوا *তোমরা ভীত হয়োনা।* (তাবারী ২১/৪৬৬, কুরতুবী ১৫/৩৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এরপর পরকালে তুমি যার সম্মুখীন হবে সেই জন্য ভয় করনা। (তাবারী ২১/৪৬৭)

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় তুমি তোমার পিছনে পৃথিবীতে যে স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ এবং ঋণ রেখে যাচ্ছ তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব তোমার পক্ষ থেকে।

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।* সুতরাং তারা দুঃখ-দৈন্য, অমঙ্গল ও কষ্টের সমাপ্তির এবং আগত সুখ-শান্তির সুখবর দিচ্ছেন। আল বা'রা (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের রূহকে সম্বোধন করে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন ঃ হে পবিত্র রূহ, যে পবিত্র দেহে আছ, বের হয়ে এসো, আল্লাহর ক্ষমা, ইনআ'ম এবং নি'আমাতের দিকে। ঐ আল্লাহর দিকে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। (আহমাদ ৪/২৮৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন তাদের কাবর হতে উঠবে তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শোনাবেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ সে যখন মারা যায় তখন তারা তাকে সুসংবাদ দেন এবং আরও সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে কিয়ামাত দিবসে যখন উত্থিত হবে। ইব্ন

আবী হাতিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম অভিমত। মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে এ কথাও বলবেন ঃ

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু হিসাবে ছিলাম, আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে সাওয়াবের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তোমাদের সাথে থাকব, তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিব, কাবরে, হাশরে, কিয়ামাতের মাঠে, পুলসিরাতের উপর, মোট কথা সব জায়গায়ই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে থাকব। সুখময় জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হবনা।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাবে তা পাবে। তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। তাঁর স্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও খুবই প্রশস্ত।

৩৩। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে ঃ আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٣٣. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৩৪। ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।	٣٤. وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ

৩৫। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।	٣٥. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
৩৬। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٣٦. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

অন্যদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার উপকারিতা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে ঃ ‘আমি একজন আনুগত্যকারী’ তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ হল সেই ব্যক্তি যে নিজেরও উপকার সাধন করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। ঐ ব্যক্তি তার মত নয় যে মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করেনা। পক্ষান্তরে, এ লোকটিতো নিজেও ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করে।

এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বোত্তম রূপে এর আওতায় পড়েন। (কুরতুবী ১৫/৩৬০) কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা মুআয্যিনকে বুঝানো হয়েছে যিনি সৎকর্মশীলও বটে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ কিয়ামাতের দিন মুআয্যিনগণ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে। (মুসলিম ১/২৯০) সুনান গ্রন্থে

মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যামীনদার এবং মুআয্যিন আমানাতদার। আল্লাহ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন! (আবূ দাঊদ ১/৩৫৬, তিরমিযী ১/৬১৪) এর অর্থ হচ্ছে সালাতে এবং সালাত বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে লোকেরা সালাত আদায়কারী ইমামকে অনুসরণ করবে এবং সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে মুয়াযযিনের আযানের অপেক্ষা করবে।

সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও গায়ির মুআয্যিন সবাইকেই শামিল করে। যে কেহই আল্লাহর পথে ডাক দেয় সেই এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান দেয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। আর আযান দেয়ার পদ্ধতি শুরু হয় মাদীনায় হিজরাতের পর, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ আবদি রাব্বিহ্ (রাঃ) স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ আযানের শব্দগুলি বিলালকে শিখিয়ে দাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও শ্রুতিমধুর। অতএব সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি আ'ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (*ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে ঃ আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত*) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ এই লোকেরাই আল্লাহর বন্ধু। এরাই আল্লাহর নিকটতর। আল্লাহ তা'আলার নিকট এরাই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং পৃথিবীতে এরাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কেননা তারা নিজেরা আল্লাহর কথা মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও মেনে চলার দা'ওয়াত দেয়। আর সাথে সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই আল্লাহর প্রতিনিধি। (আবদুর রায্যাক ২/১৮৭) কিন্তু মা'মারের (রহঃ) সাথে হাসান বাসরীর (রহঃ) সাক্ষাত ঘটেনি।

দা'ওআতের উপকারিতা/বিচক্ষণতা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, বরং এ দু'য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর।

উমার (রাঃ) বলেন ঃ তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহর আনুগত্য কর। এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ যারা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের সাথে তুমি যদি ভাল ব্যবহার কর তাহলে তোমাদের মধ্যের বিবাদ সহজে মিটে যাবে, তোমাদের একের প্রতি অন্যের দরদ ও ভালবাসার সৃষ্টি হবে এবং তোমরা এক জন অন্য জনের বন্ধুতে পরিণত হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا যারা ধৈর্যশীল তারা ব্যতীত অন্য কেহ এই উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই কঠিন।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ এই ভাল অভ্যাস তার মধ্যেই গড়ে উঠে যে এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে হয় সৌভাগ্যশালী ও সুখী। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে। এরূপ লোককে আল্লাহ তা'আলা শাইতানের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুরা তাদের অন্ত রঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮) এতো হল মানবীয় অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা। এখন মহান আল্লাহ শাইতানী অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা বলে দিচ্ছেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে। তিনিই শাইতানকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে

কুমন্ত্রণা দিবে। শাইতানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّه السَّمِيْعِل الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– مِنْ هَمَزِه وَنَفْخِه وَنَفْثِه

আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, ফুৎকার এবং অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ৫/২৫৩)

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই আয়াতের সাথে তুলনীয় সূরা আ’রাফের একটি আয়াত এবং সূরা মু’মিনূনের একটি আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াত নেই। সূরা আ’রাফের আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৯৯-২০০) সূরা মু’মিনূনের আয়াতটি হল মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তি ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَـٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা। তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে,	٣٧. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ	যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর।
٣٨. فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩	৩৮। তারা অহংকার করলেও যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারাতো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি ও বোধ করেনা। [সাজদাহ]
٣٩. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	৩৯। আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি জীবন দেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহর কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা'ই করে থাকেন।

وَمِنْ آيَاتِه اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ সূর্য, চন্দ্র এবং দিন ও রাত তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে আলোকময়

বানিয়েছেন। এগুলি বিরামহীনভাবে একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দীপ্তিময় আলো সহকারে এবং চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন প্রতিফলিত আলোকের ধারক রূপে। তিনি তাদের জন্য করেছেন বিভিন্ন অবস্থান স্থল এবং নির্দিষ্ট করেছেন ওদের চলাচলের কক্ষপথ। প্রতিদিন ওর স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি। এর ফলে তাদের জন্য সহজ হয়েছে ইবাদাত, বিভিন্ন আচার-আচরণ এবং লেন-দেনের বিষয়। এ ছাড়া সূর্য ও চাঁদের আকাশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ফলে এবং ওদের সৌন্দর্যের কারণে মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দের খোরাক ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং বড়ত্ব। তাই তিনি বলেন ঃ

لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ *তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর*। আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল হল সূর্য ও চন্দ্র, এ জন্যই এই দু'টিকে মাখলূক বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা নত করনা, কেননা এ দু'টিতো মাখলূক বা সৃষ্ট। সৃষ্ট কখনও সাজদাহর যোগ্য হতে পারেনা। সাজদাহর যোগ্য একমাত্র তিনি যিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন মাখলূকের ইবাদাত কর তাহলে তোমরা তাঁর রাহমাতের দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। যারা শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করেনা, বরং তাঁর সাথে সাথে অন্যেরও ইবাদাত করে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদাতকারী। আর তারা যেন এটাও মনে না করে যে, যদি তারা তাঁর ইবাদাত ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর কেহ ইবাদাতকারী থাকবেনা। কখনও নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মালাইকা/ফেরেশতামণ্ডলী দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করেনা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ

সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতির উপর অর্পন করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮৯) অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তাঁর ক্ষমতার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম। তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী। তিনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।	٤٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
৪১। যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার অভাব রয়েছে। ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।	٤١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌ

٤٢. لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ	৪২। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।
٤٣. مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ	৪৩। তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তি দাতা।

অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং কুরআনের কিছু বর্ণনা

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা মতে الْحَادُ শব্দের অর্থ হল কালামকে ওর জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। (তাবারী ২১/৪৭৮) আর কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। যারা আমার নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিক করে দেয় তারা আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব।

أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ *তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর।* মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি হল কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী। (তাবারী ২১/৪৭৮) পাপী, দূরাচার এবং কাফিরেরা যা ইচ্ছা আমল করে

যাক। إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তাদের কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়ায়না। তারা যা কিছু করে তিনি তার দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ *যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে*। যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, এখানে যিক্‌র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪৭৯) এটা ইযযাত ও মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা, সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। কারও কালাম এর সমতুল্য হতে পারেনা। تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ এটা জগতসমূহের প্রশংসিত রবের নিকট হতে অবতারিত, যিনি তাঁর কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও নিপুণ। তাঁর সমুদয় হুকুম পালন করা উত্তম ফলদায়ক। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ তোমার যুগের কাফিরেরা তোমাকে ঐ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল। তাদেরকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তেমনি তোমার কাওমও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঐ নাবীগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তুমিও ধৈর্যধারণ কর। (তাবারী ২১/৪৮১)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকেনা তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন।

৪৪। আমি যদি আরাবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলি	٤٤. وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ

ءَاْعۡجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٌ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًى ۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوۡنَ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٍ	বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে।
٤٥. وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ ۚ وَإِنَّهُمۡ لَفِى شَكٍّ مِّنۡهُ مُرِيبٍ	৪৫। আমিতো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তকর সন্দেহে রয়েছে।

কুরআনকে অস্বীকার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ অবাধ্যতা/একগুয়েমী

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের বাকপটুত্ব, শব্দালংকার এবং এর শাব্দিক ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوۡ نَزَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ بَعۡضِ ٱلۡأَعۡجَمِينَ. فَقَرَأَهُۥ عَلَيۡهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ مُؤۡمِنِينَ

আমি যদি ইহা কোন আজমীর (ভিন্ন ভাষী) প্রতি অবতীর্ণ করতাম এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে ঈমান আনতনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন শেষ নেই। তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত ঃ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। আবার যদি কিছু আরাবী ভাষায় এবং কিছু অন্য ভাষায় হত তবুও এই প্রতিবাদই করত যে, এর কারণ কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৮২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء মু'মিনদের জন্য এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী। এর মাধ্যমে তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে বধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধত্ব। তারা বুঝেনা যে, এতে কি রয়েছে। এরা এমন যে, যেন এদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে বহু দূর হতে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল এমন যে, কেহ বহু দূর থেকে তাদেরকে যেন ডেকে বলছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছেনা যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। (তাবারী ২১/৪৮৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; অতএব তারা বুঝতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১)

তোমাদের জন্য মূসা একটি উদাহরণ

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلفَ فيه আমিতো মূসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তদ্রুপ তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে।

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

وَلَوْلاَ كَلمَةٌ سَبَقَتْ من رَّبِّكَ لَقُضيَ بَيْنَهُمْ তোমার রাব্ব পূর্ব হতেই এটার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এদের উপর হতে শাস্তি সরিয়ে রাখবেন। এ জন্যই তিনি এদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেত। অর্থাৎ এখনই এদের উপর শাস্তি আপতিত হত।

وَإِنَّهُمْ لَفي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب এরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। অর্থাৎ এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (তাবারী ২১/৪৮৭) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই	٤٦. مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ

بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ	ভোগ করবে। তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা।

প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হবে

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই পরিষ্কার। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। মহান রাব্ব আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্ম করেননা। যুল্ম করা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। একজনের পাপের কারণে তিনি অন্যজনকে কখনও পাকড়াও করেননা। যে পাপ করেনা তাকে তিনি কখনও শাস্তি প্রদান করেননা। প্রথমে তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ করে দেন। সবারই কাছে তিনি নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা মানেনা তারাই শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

٤٧. إِلَيۡهِ يُرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٖ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ أَيۡنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٖ	৪৭। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয়না, কোন নারী গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ আমার শরীকরা কোথায়? তখন তারা বলবে ঃ আমরা আপনার নিকট নিবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানিনা।

٤٨. وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا۟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ	৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরে বলেছিলেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেননা। (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ

এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৪) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ প্রত্যেক জিনিসকে তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর আবরণ হতে বের হয়, যে নারী গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, এ সবই তাঁর গোচরে থাকে। যমীন ও আসমানের একটি অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা’দ, ১৩ ঃ ৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১১)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের সামনে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বলবেন ঃ যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদাতে শরীক করতে তারা আজ কোথায়? তারা উত্তরে বলবে ঃ

مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ আমরাতো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, আপনার সাথে ইবাদাতে শরীক করে এমন কেহ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ সেই দিন তাদের বাতিল মা‘বূদরা সবাই হারিয়ে যাবে। এমন কেহকেও তারা দেখতে পাবেনা যে তাদের কোন উপকার করতে পারে।

وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

٤٩. لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَـٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ	৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করেনা, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।
٥٠. وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ	৫০। দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে ঃ এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে; আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকটতো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।
٥١. وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ	৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

কষ্টের পর সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের রূপ পাল্টে যায়

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে মানুষ ক্লান্ত হয়না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে এত বেশি হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনও সে কোন কল্যাণের মুখ দেখতেই পাবেনা। আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন কল্যাণ ও সুখ লাভ করে তখন সে বলে বসে ঃ আল্লাহ তা'আলার উপরতো আমার এটা হক বা প্রাপ্যই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম। এখন সে এই নি'আমাত লাভ করে ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। মহান আল্লাহকে বিস্মরণ হয়ে যায় এবং পরিষ্কারভাবে তাঁকে অস্বীকার করে। তখন সে বলে ঃ

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً *এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে।* সে কিয়ামাত সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে। ধন-দৌলত এবং আরাম-আয়েশ তার কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰٓ. أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ

বস্তুতঃ মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সূরা আ'লাক, ৯৬ ঃ ৬-৭) তাই সে মাথা উঁচু করে হঠকারিতা করতে শুরু করে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্যের উপর সে ভাল আশাও রাখে এবং বলে ঃ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই তাহলে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ পরকালেও সুখেই থাকব। মোট কথা, সে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকেও মানেনা, আবার বড় বড় আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই থাকবে। যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ভয় প্রদর্শন করে বলেন ঃ

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ আমি এই কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি। মহামহিমান্বিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের

বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو

دُعَاء عَرِيضٍ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। كَلاَم عَرِيْض (দীর্ঘ প্রার্থনা) ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশি এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও অর্থ বেশী, ওকে كَلاَم وَجِيْز বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই অন্য জায়গায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

৫২। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?	٥٢. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ
৫৩। আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের	٥٣. سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْأَفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ে অবহিত?	أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ
৫৪। জেনে রেখ, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রেখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।	٥٤. أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ

কুরআন যে সত্য বাণী তার প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ তুমি কুরআন অমান্যকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ এই কুরআন সত্যি সত্যিই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছ! তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে? এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ইসলামপন্থীদেরকে আমি বিজয় দান করব। তারা সাম্রাজ্যসমূহের শাসক হয়ে যাবে। সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে।

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ বদর ও মাক্কা বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মুসলিমের নিকট লাঞ্ছনাজনক পরাজয় বরণ করে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার হাজার হাজার নিদর্শন স্বয়ং মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও গঠন কৌশল, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ ও রং ইত্যাদি তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্যেরই পরিচায়ক, যেগুলি সদা তাদের

চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, তাদের রুগ্নতা ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এত অধিক রয়েছে যে, মানুষ এগুলি দেখে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যখন বলছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নাবী, তখন মানুষের এটা স্বীকার করে নিতে বাধা কিসের? যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ জেনে রেখ যে, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এটা তারা বিশ্বাসই করেনা, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, সাওয়াব অর্জনে রয়েছে উদাসীন এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকছেনা। অথচ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কিয়ামাত ঘটানো তাঁর কাছে খুবই সহজ কাজ। সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। কেহই তাঁর হাত ধরে রাখতে পারেনা। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা অবশ্যই হবেনা। তিনি ছাড়া প্রকৃত হুকুমদাতা আর কেহ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারও সত্তা কোন প্রকারের ইবাদাতের যোগ্য নয়।

সূরা ফুসসিলাত - এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪২ ঃ শূরা, মাক্কী ٤٢ – سورة الشورى، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৩, রুকূ ৫) (اٰيَاتها : ٥٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	١. حمٓ
২। আইন, সীন, কাফ।	٢. عٓسٓقٓ
৩। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।	٣. كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান।	٤. لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ
৫। আকাশমন্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য	٥. تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّۚ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن

فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ	ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
٦. وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمۡ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ	৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

কুরআন নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

হুরূফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে নাবী! তোমার উপর যেমন এই কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলদের প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলি সবই অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যিনি স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ কখনও ঘন্টার অবিরত শব্দের ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ হয়। যখন ওটা অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয় তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনও মালাক/ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। আমার সাথে তিনি কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি বলেন সবই আমি মনে করে নিই। আয়িশা (রাঃ) বলেন, কঠিন শীতের সময় যখন তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হত তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা যেত। (মুআত্তা ১/২০২, ফাতহুল বারী ১/২৫, মুসলিম ৪/১৮১৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৯)

هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

এবং আল্লাহতো সমুচ্চ, মহান। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬২) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ তিনি সমুন্নত, মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে তাঁর প্রতি বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, এর কারণ হল তাঁর (আল্লাহর) ক্ষমতার ব্যাপারে তারা ভীত। (তাবারী ২১/৫০১)

وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭)

أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ *জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু* - এ বিষয়টি বান্দারা যাতে ভুলে না যায় সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরাপুরি শাস্তি প্রদান করবেন।

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ তোমার (নাবীর সাঃ) কাজ শুধু তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর কর্মবিধায়ক হলেন আল্লাহ।

৭। এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	٧. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ
৮। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন। বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।	٨. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সতর্ককারী হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যেমন আল্লাহর অহী অবতীর্ণ হত, অনুরূপভাবে তোমার উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরাবী এবং এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলি, যাতে তুমি মাক্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে পার। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পার। حَوْلَهَا দ্বারা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে বুঝানো হয়েছে। মাক্কাকে *‘উম্মুল কুরা’* বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে ভাল ও উত্তম। এর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলি নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী হামরা ইবনুল যুহ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার এক বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে বলতে শোনেন ঃ হে মাক্কাভূমি! আল্লাহর শপথ! তুমি আল্লাহর সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর শপথ! যদি তোমার উপর হতে আমাকে বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা। (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১০৩৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ আর এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করতে পার কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, যেদিন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাবে। এটা এমন দিন হবে যে, জান্নাতীরা লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৩-১০৫)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তাঁর হাতে দু'টি কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কিতাব দু'টি কি তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম ঃ আমাদের এটা জানা নেই। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে এর খবর দিন। তখন তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার কিতাব। এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া রয়েছে এবং সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটা হল জাহান্নামীদের নাম সম্বলিত বই। এতেও তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিবরণসহ সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে পরিশ্রম করে আমাদের আমল করার প্রয়োজন কি যখন কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ ঠিকভাবে থাক। তোমরা তোমাদের আমলের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ের আমল করতে থাক। কারণ যার তাকদীরে জান্নাত রয়েছে সে জান্নাতের আমল করতে থাকবে এবং পিছনে কি করছে তার সে পরওয়া করবেনা। আর যার তাকদীরে জাহান্নাম রয়েছে সে জাহান্নামের আমল

করে মারা যাবে এবং পিছনে সে কি করেছে তা বিবেচনা করা হবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেন ঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ফাইসালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে। এর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করেন যেন তিনি কোন কিছু নিক্ষেপ করছেন। (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৩৫০, নাসাঈ ৬/৪৫২) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজনের বর্ণনার সঠিকতার ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বেশির ভাগ একে সহীহ বলেছেন।

আবূ নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তারা দেখেন যে, তিনি ফুপিয়ে কাঁদছেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো আপনাকে শুনিয়েছেন ঃ গোঁফ ছোট করে রাখবে যে পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। ঐ সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ এটা ঠিকই বটে। কিন্তু আমাকেতো ঐ হাদীসটি কাঁদাচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ডান মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলূক রাখেন এবং অনুরূপভাবে অপর মুষ্টির মধ্যেও কিছু মাখলূক রাখেন, অতঃপর বলেন ঃ 'এ লোকগুলো জান্নাতের জন্য এবং এ লোকগুলো জাহান্নামের জন্য, আর এতে আমি কোন পরোয়া করিনা।' কিন্তু আমার জানা নেই যে, আমি তাঁর কোন মুষ্টির মধ্যে আছি। (আহমাদ ৪/১৭৬) তাকদীর প্রমাণ করার আরও বহু হাদীস আলী (রাঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে সহীহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান করতেন, না হয় সকলকেই পথভ্রষ্ট করতেন। কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন। কেহকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং কেহকেও সুপথ হতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হিকমাত বা নিপুণতা তিনিই জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী।

৯। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ! অভিভাবকতো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٩. أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। বল ঃ তিনিই আল্লাহ! আমার রাব্ব। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী!	١٠. وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
১১। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের জোড়া; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	١١. فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ
১২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব	١٢. لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن

يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ	**বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।**

আল্লাহই সকলের স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা এবং ন্যায় বিচারক

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শির্কপূর্ণ কাজের নিন্দা করছেন যে, তারা শরীকবিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারীতো আল্লাহ। মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণতো একমাত্র তাঁরই। প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সমুদয় মতভেদের ফাইসালার জিনিস হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ ইনিই আল্লাহ, আমার রাব্ব, আমি নির্ভর করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। সব সময় আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের (গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আন'আমের জোড়া এবং এগুলো আটটি। এভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন। যুগ ও শতাব্দী অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকাজ এভাবেই চলতে

রয়েছে। এদিকে মানব সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবজন্তু সৃষ্টি।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ সত্য কথা এই যে, তাঁর মত সৃষ্টিকর্তা আর কেহ নেই। তিনি এক। তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং অতুলনীয়।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। এ বিষয়ে সূরা যুমারে (৩৯ ঃ ৬৩) এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সারা জগতের ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই। তিনি এক ও অংশীবিহীন। يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তাঁর কোন কাজ হিকমাতশূন্য নয়। কোন অবস্থায়ই তিনি কারও উপর যুল্মকারী নন। তার প্রশস্ত জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

১৩। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।	١٣. شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

১৪। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফাইসালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।	١٤. وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى لَّقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُ مُرِيبٖ

সব নাবীগণের (আঃ) ধর্মই ছিল একই ধর্ম

আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মাতের উপর যে নি‘আমাত দান করেছেন, এখানে মহান আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ আল্লাহ তোমাদের জন্য যে দীন ও শারীয়াত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদের মধ্যবর্তী স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাঁচজন নাবীর (আঃ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আহযাবেও। সেখানে রয়েছে ঃ

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ

৭) ঐ দীন, যা সমস্ত নাবীর মধ্যে মিলিতভাবে ছিল তা হল শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত। আমাদের সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা একজনই। মোট কথা, শারীয়াতের আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসাবে দীন একই। আর তা হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর একাত্মবাদ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ তোমরা দীনকে কায়েম রেখ, দলবদ্ধ হয়ে একত্রিতভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যেওনা। كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয়। সত্য কথা এই যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তখন তার ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা লিখে দেন।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ যখন তার কাছে সত্য এসে যায় এবং আল্লাহর বাক্য অবধারিত হয়ে যায় তখন পারস্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে

পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى হে নাবী! যদি এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে তাদের বিষয়ে এখনই ফাইসালা হয়ে যেত এবং তাদের উপর এই দুনিয়ায়ই শাস্তি আপতিত হত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ঈমান নেই। বরং তারা অন্ধভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করছে যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল।

١٥. فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা। বল ঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক। আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর পাওয়া যায়না। প্রথম হুকুম হচ্ছে ঃ

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ হে নাবী! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) উপরও হত। তোমার জন্য যে শারীয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই দা'ওয়াত দাও। প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানার এবং ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় লেগে থাক।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ দ্বিতীয় হুকুম হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও একাত্মবাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রেখ।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ তৃতীয় হুকুম হচ্ছে ঃ মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গাইরুল্লাহর ইবাদাত করাই যে তাদের নীতি, সাবধান! কখনও তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা এবং তাদের একটা কথাও স্বীকার করনা।

وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ চতুর্থ হুকুম হচ্ছে ঃ প্রকাশ্যভাবে তোমার এই আকীদাহর কথা প্রচার করতে থাক। তা এই যে, তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলির উপরই আমি ঈমান রাখি। আমার এই কাজ নয় যে, কোনটি মানব এবং কোনটি মানবনা, একটিকে গ্রহণ করব ও অপরটিকে ছেড়ে দিব।

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ পঞ্চম হুকুম হচ্ছে ঃ তুমি বলে দাও, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে।

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ষষ্ঠ হুকুম হচ্ছে ঃ তুমি বল, সত্য মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। তিনি সবারই পালনকর্তা ও আহারদাতা। আমরা খুশি মনে তাঁকে এবং তাঁর গুণাবলীকে স্বীকার করছি। খুশি মনে কেহ কেহ তাঁর দিকে ঝুঁকে না পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তাঁর সামনে ঝুঁকে রয়েছে এবং সাজদাহয় পড়ে আছে।

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ সপ্তম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও ঃ আমাদের আমল আমাদের সাথে এবং তোমাদের আমল তোমাদের সাথে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১)

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ অষ্টম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও ঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ হুকুম মাক্কায় ছিল। মাদীনায় আগমনের পর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক। কেননা এটা মাক্কী আয়াত; আর জিহাদের আয়াতগুলি (২২ ঃ ৩৯-৪০) অবতীর্ণ হয় মাদীনায় হিজরাতের পর।

للَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا নবম হুকুম হচ্ছে, বলে দাও ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সকলকেই একত্রিত করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬)

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ দশম হুকুম হচ্ছে, বল ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

১৬। আল্লাহকে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার	١٦. وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمْ

دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ	এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
١٧. ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ	১৭। আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদন্ড। তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামাত আসন্ন?
١٨. يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍ	১৮। যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্ককারীকে সাবধান করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা ঐ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ من بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা মু'মিনদের সাথে বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে হিদায়াত হতে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর দীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও অসার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র।

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ইসলামে প্রবেশের পর তারা (মুশরিক/কাফিরেরা) তাদের সাথে তর্ক করতে থাকবে যে, কেন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অবলম্বন করছে। তারা তাদেরকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা দিবে এবং এই আশা করবে যে, তারা যেন আবার জাহিলিয়াতের পথ অবলম্বন করে। (তাবারী ২১/৫১৮, ৫১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদেরকে বলে ঃ আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম এবং আমাদের নাবী তোমাদের নাবীর পূর্বে আগমন করেছেন, তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এবং তাঁর নিকটবর্তী। (তাবারী ২১/৫১৯) আসলে এগুলি তাদের বানানো ও মিথ্যা কথন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে তাঁর নাবীগণের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তুলাদণ্ড। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল আদল ও ইনসাফ। (তাবারী ২১/৫২০) আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মত ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫) অন্যত্র আছে ঃ

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিযানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৭-৯) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ তুমি কি জান যে, কিয়ামাত খুবই আসন্ন? এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করাও উদ্দেশ্য। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ যারা এটাকে (কিয়ামাতকে) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামাত কেন আসেনা? তারা আরও বলে ঃ যদি সত্যবাদী হও তাহলে কিয়ামাত সংঘটিত কর। কেননা তাদের মতে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অপর পক্ষে মু'মিনরা এ কথা শুনে কেঁপে ওঠে। কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের আগমন সুনিশ্চিত। তারা এই কিয়ামাতকে ভয় করে এমন আমল করতে থাকে যা তাদের ঐ দিন কাজে লাগবে।

মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিয়ামাত কখন হবে? এটা কোন এক ভ্রমনের সময়ের ঘটনা। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু দূরে ছিল। তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তাই বল? সে জবাব দিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি মহব্বত কর। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩, মুসলিম ৪/২০৩৩) আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে। (মুসলিম ৪/২০৩৪) এ হাদীসটি অবশ্যই মুতাওয়াতির। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামাতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং কিয়ামাতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাতের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত

হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে নিরেট মূর্খ। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা যমীন ও আসমানের প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার করছেনা। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

১৯। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।	١٩. ٱللَّهُ لَطِيفُۢ بِعِبَادِهِۦ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡقَوِىُّ ٱلۡعَزِيزُ
২০। যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা।	٢٠. مَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأَخِرَةِ نَزِدۡ لَهُۥ فِى حَرۡثِهِۦۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّنۡيَا نُؤۡتِهِۦ مِنۡهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلۡأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ
২১। তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফাইসালার ঘোষনা না থাকলে, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত।	٢١. أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।
٢٢. تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ	২২। তুমি যালিমদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য; আর এটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাবে তাদের রবের নিকট তা'ই পাবে। এটাইতো মহা অনুগ্রহ।

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আহারদাতা একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু। তিনি একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই যাকে তিনি ভুলে যান। সৎ ও অসৎ সবাই তাঁর নিকট হতে আহার পেয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১১ ঃ ৬) এ বিষয়ে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

يَرْزُقُ مَن يَشَاء তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ যে কেহ আখিরাতের আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করি। তার সাওয়াব আমি বৃদ্ধি করতে থাকি। কারও সাওয়াব দশগুণ, কারও সাতশ' গুণ এবং কারও আরও বেশি বৃদ্ধি করে দিই। মোট কথা, আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়।

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্য হয় এবং আখিরাতের প্রতি যে মোটেই মনোযোগ দেয়না, সে উভয় জগতেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে দুনিয়ায় প্রদান করবেন, আর ইচ্ছা না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও প্রদান করবেননা। খুব সম্ভব যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে। মন্দ নিয়াতের কারণে পরকালতো পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলনা। সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট করে দিল। আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও করে তাতেই বা কি হল? অন্য জায়গায় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও

অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-২১)

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, বিজয় এবং রাজত্বের সুসংবাদ দাও। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশে পরকালের কাজ করবে সে কিছুই লাভ করবেনা। (আহমাদ ৫/১৩৪)

আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন তৈরী করা শির্ক

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ এই মুশরিকরা আল্লাহর দীনের অনুসরণ করেনা, বরং তারা জিন, শাইতান ও মানবদেরকে নিজেদের পূজনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই এরা দীন মনে করে। ইবাদাতের জন্য তারা মিথ্যা মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের নামকরণ করেছে *বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসিলাহ, হাম* ইত্যাদি। বিস্তারিতের জন্য (৫ ঃ ১০৩) আয়াতের তাফসীর দেখুন। তারা ঐ সমস্ত পশুর মাংস ও রক্ত হালাল করেছে যেগুলি যবাহ করা ছাড়াই মারা গেছে। তারা মদ, জুয়াসহ নানাবিধ অবৈধ এবং ঘৃণিত কাজকেও বৈধ করেছে। জাহিলিয়াত যামানায় এভাবে তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। তারা মিথ্যা মা'বূদ বানিয়ে ওর ইবাদাত করত এবং দীনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে চলছে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩) সে ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম *সাইবাহর* নামে ইবাদাত করার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ' গোত্রের বাদশাহদের একজন। সে'ই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সে'ই কুরাইশদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন! প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ফাইসালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তাঁর শাস্তি আপতিত হত।

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে কিয়ামাতের দিন কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সমবেত স্থানে মূর্তি পূজকরা উপস্থিত হবে ত্রাসের সাথে

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ তুমি এই যালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে। সেদিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। পূর্বে এবং পরে যে দুই দলের বর্ণনা দেয়া হল তাদের একের সাথে অপরের কিভাবে তুলনা হতে পারে? যারা তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে কিয়ামাত দিবসে ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে তাদের সাথে কি আল্লাহ তা'আলার আর্শীবাদপুষ্ট ঐ বান্দাদের তুলনা হতে পারে যাদেরকে জান্নাতের সুশীতল বাগানে, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিশাল অট্টালিকা, মনোহারিনী স্ত্রীসহ নানাবিধ জিনিস প্রদান করা হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং এ বিষয়ে কারও কোন চিন্তাও ঐ পর্যন্ত পৌঁছেনি? এরূপ লোকদের সাথে কিভাবে তুলনা হতে পারে? এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ এটাইতো মহা অনুগ্রহ। পূর্ণ সফলতা এটাই।

২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা	٢٣. ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ

عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ	ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
٢٤. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَـٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ	২৪। তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা'ই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ রয়েছে জান্নাত

উপরের আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বলেন ঃ আল্লাহ এই সু-সংবাদ তাঁর ঐ বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। অতঃপর তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى আর হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশ মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি এই দা'ওয়াতের কাজে এবং তোমাদের

মঙ্গল কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা। আমি তোমাদের কাছে শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার রবের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। এটুকু করলেই আমি খুশি হব।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা আলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছ। জেনে রেখ যে, কুরাইশের যতগুলো গোত্র ছিল সবারই সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভাবার্থ হবে ঃ তোমরা ঐ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখ যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩২৬, আহমাদ ১/২২৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। তিনি সৎ কাজের মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন।

'রাসূল (সাঃ) কুরআনের বাক্যকে পরিবর্তন করেছেন' এ অভিযোগের জবাব

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّه كَذبًا فَإِن يَشَأ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্খ

কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত ঃ তুমি এই কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ। মহান আল্লাহ তাদের এ কথার উত্তরে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এটা কখনও নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। যেমন মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَـٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭) অর্থাৎ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতেন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করতেন যে, কেহ তাঁকে রক্ষা করতে পারতনা।

وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ অবহিত।* অর্থাৎ তিনি নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে এবং যুক্তি তর্ক পেশ করে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্ত রে যা আছে সেই বিষয়ে তিনিতো সবিশেষ অবহিত। অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে প্রকাশমান।

২৫। তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।	٢٥. وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
২৬। তিনি মু’মিন ও সৎ কর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তার	٢٦. وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۚ وَٱلْكَٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ	অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
٢٧. وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ	২৭। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মত সঠিক পরিমানেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।
٢٨. وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ	২৮। তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই অভিভাবক, প্রশংসাহ।

আল্লাহ তা'আলা অনুশোচনা এবং তাওবাহ কবূল করেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড় পাপীই হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে তখন তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও স্বীয় অনুগ্রহে তার পাপ ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুস্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার উষ্ট্রীটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও রয়েছে। লোকটি উষ্ট্রীর খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়ল এবং ওটি আর ফিরে পাবার এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করল। উষ্ট্রী হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উষ্ট্রীটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিল। সে এত বেশি খুশি হল যে, আত্মভোলা হয়ে বলে ফেলল ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রাব্ব। অত্যধিক খুশির কারণেই সে এরূপ ভুল করল। (মুসলিম ৪/২১০৪) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/২১০৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ তিনি হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি পাপ মোচন করেন। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাওবাহ কবূল করেন এবং অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। এ আয়াত সম্পর্কে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন মরুভূমিতে তার উটটি হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তাকে মৃত্যুর আশংকায় পেয়ে বসে তখন উটটি ফিরে পেলে সে যতখানি আনন্দিত হয়, তার চেয়েও আল্লাহ সুবহানাহু আরও বেশি খুশি হন যখন তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। (আবদুর রায্যাক ৩/১৯১)

হাম্মান ইব্ন হারিস (রহঃ) বলেন, ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) একবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন মহিলার সাথে অবৈধ মেলামেশা করেছে, অতঃপর তাকে বিয়ে করেছে। তিনি বললেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** *তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন।* (তাবারী ২১/৫৩৩) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার

তাওবাহ তিনি কবূল করে থাকেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ তিনি মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন। অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য আহ্বান করুক অথবা তাদের সাথীদের অথবা আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করুক, তিনি তাদের প্রার্থনা কবূল করে থাকেন।

وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ *এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন।* অর্থাৎ তিনি তাদের প্রার্থনার জবাবে তারা যা চায় তা প্রদান করেন এবং এর চেয়েও আরও বেশি দান করেন। ইবরাহীম নাখঈ আল মুগনী (রহঃ) থেকে কাতাদাহ (রহঃ) **وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করে এবং **وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ** এর অর্থ করেছেন ঃ তারা তাদের ভাইদের ভাইয়ের জন্যও সুপারিশ করে। (তাবারী ২১/৫৩৪)

وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ *এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।* মু'মিন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুখবর জানানোর পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু মুশরিক এবং মূর্তি পূজক কাফিরদের কথা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া হবে বিরামহীন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, যে দিন সকলের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

রিয্‌ক বর্ধিত না করার কারণ

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসত এবং ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু করে দিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করত। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত

(জীবনোপকরণ) দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে ঐ পরিমাণ রিয্ক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হওয়ার যোগ্য এ জ্ঞান তাঁরই আছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ

যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৯) وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ মানুষ যখন রাহমাতের বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরূপ পূর্ণ প্রয়োজন এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। ফলে তাদের নৈরাশ্য দূর হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রাহমাত ছড়িয়ে পড়ে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, একটি লোক উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলে ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় কি?) উত্তরে উমার (রাঃ) বললেন ঃ যাও, ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই বর্ষিত হবে।

অতঃপর তিনি ... وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৫৩৭) অর্থাৎ তিনি হলেন এমন সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব। তাঁর সৃষ্টির কিভাবে উপকার হবে, কিভাবে তারা লাভবান হবে এসব কিছুর দেখভালকারী হলেন একমাত্র তিনি। পরকালের ভাল-মন্দের দিক নির্দেশনাও তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি যা করতে বলেন তার ফলাফল উত্তমই হয়ে থাকে। তাই সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনিই বটে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ তিনিই অভিভাবক, প্রশংসার্হ। অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তাঁর সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য। মানুষের কিসে মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন। তাঁর কাজ কল্যাণ ও উপকারশূন্য নয়।

২৯। তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।	٢٩. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ
৩০। তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।	٣٠. وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ
৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।	٣١. وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলসমূহ সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতদুভয়ের মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের আকৃতি, চেহারা, বর্ণ, ভাষা, তাদের প্রকৃতি, ধরণ, মেজাজ ইত্যাদিও বিভিন্ন ধরণের। মালাক/ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে

রয়েছে, কিয়ামাতের দিন তিনি এ সকলকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন। ঐ দিন এক ঘোষক ঘোষণা দিবেন যার ধ্বনি সবাই শুনতে পাবে এবং সবাইকে জমায়েতের জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে। সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন।

পাপের কারণেই মানুষের জন্য দুর্ভোগ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তবে আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা করে দেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেনন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫)

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু’মিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় ওর কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও (এর বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করা হয়)। (আহমাদ ২/৩০৩)

মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ মু’মিনের প্রতি যে কষ্ট পতিত হয় সেই কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ ৪/৯৮, মুসলিম ৬৫৬৭)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার পাপ যখন বেশি হয়ে যায় এবং ঐ পাপকে মিটিয়ে দেয়ার মত কোন জিনিস তার কাছে না থাকে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেন এবং ওটাই তার পাপ ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। (আহমাদ ৬/১৫৭)

৩২। তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান	٣٢. وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ

كَٱلۡأَعۡلَٰمِ	নৌযানসমূহ।
٣٣. إِن يَشَأۡ يُسۡكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهۡرِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٍ	৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।
٣٤. أَوۡ يُوبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعۡفُ عَن كَثِيرٖ	৩৪। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।
٣٥. وَيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٖ	৩৫। আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিস্কৃতি নেই।

নৌযান তৈরীতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলূকের কাছে রাখছেন যে, তিনি সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন-তখন চলাফিরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলিকে যমীনের বড় বড় পাহাড়ের মত দেখায়। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৪১)

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه যে বায়ু নৌযানগুলিকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। সে এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য জানতে ও বুঝতে পারে।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যেমন বায়ুকে স্তব্ধ করে দিয়ে নৌযানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারেন, অনুরূপভাবে পর্বত সদৃশ নৌযানগুলিকে ক্ষণিকের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে ঐগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ কিন্তু অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا যদি সমস্ত পাপের উপর তিনি পাকড়াও করতেন তাহলে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি যদি চান তাহলে এমন প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করতে পারেন যার ফলে নৌযানসমূহ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলতে বাধ্য হয়। তিনি তাদেরকে এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে যেতে পারেন। এতে তারা পথহারা হয়ে যাবে এবং কখনই তাদের কাংখিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা। এ ব্যাখ্যা থেকেও এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল। এ থেকে এ অর্থও বুঝা যায় যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি বাতাসের গতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এর ফলে নৌযানের চলাচলও স্থির হয়ে যাবে। আবার তিনি যদি বাতাসের গতির তীব্রতা বাড়িয়ে দেন তাহলে নৌযানগুলি তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার ফলে তিনি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস প্রেরণ করেন, যেমন তিনি মানুষের যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমান বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি যদি অতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে মানুষের ঘর-বাড়ি, আবাস স্থল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে। আবার যদি কম বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে ক্ষেতের ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে মিসরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু সেখানে অন্য এলাকায় বর্ষিত বৃষ্টির পানি বহন করে আনার ব্যবস্থা করে মিসরবাসীর পানির প্রয়োজন মিটান। তিনি যদি মিসরেও বৃষ্টি বর্ষণ করাতেন তাহলে ওখানের ঘর-বাড়ি এবং উঁচু দেয়ালসমূহ ধ্বসে যেত। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ যারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আমার ক্ষমতার বাইরে

নয়। আমি যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। সবাই আমার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে।

٣٦. فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ	৩৬। বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী - তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে।
٣٧. وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ	৩৭। যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয় -
٣٨. وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ	৩৮। যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে -
٣٩. وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ	৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে -

আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পাবার ব্যাপারে যারা আশা রাখে

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ধন-সম্পদের অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটা জমা করে কেহ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা এটাতো ক্ষণস্থায়ী। বরং মানুষের উচিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সৎ কাজ করে সাওয়াব সঞ্চয় করা এবং পাপ কাজ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী। সুতরাং অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ অতঃপর মহান আল্লাহ এই সাওয়াব লাভ করার পন্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে তাঁর নিকট হতে সাহায্য লাভ করা যায় এবং তাঁর আহকাম পালন করা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা সহজ হয়।

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ আর যাতে বড় (কবীরাহ) পাপ ও নির্লজ্জতা পূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সূরা আ'রাফে (৭ ঃ ৩৩) বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের অবস্থায়ও সচ্চরিত্রতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও নিকট হতে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর আহকামের বিরোধীতা হলে সেটা অন্য কথা। (ফাতহুল বারী ১০/৫৪১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (মু'মিনদের আরও বিশেষণ এই যে) তারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে যা হল সবচেয়ে বড় ইবাদাত এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ

কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৯) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে তাদের মন আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত করেন। ঐ ছয় ব্যক্তি হলেন ঃ উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), সা'দ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ)। সুতরাং তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমানকে (রাঃ) খলীফা মনোনীত করেন।

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তাঁরা যেমন আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারেও তাঁরা কার্পণ্য করেননা। তাদের সম্পদ হতে তারা দরিদ্র ও অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং নিজেদের আপনজন থেকে সাহায্য করা শুরু করেন। অতঃপর তার চেয়ে দূরত্বের, অতঃপর আরও দূরত্বের লোকদের সাহায্য করেন।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ যারা অন্যায়কারী তাদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের সামর্থ্য থাকলে প্রতিরোধ/প্রতিবাদ করেন। তাঁরা এমন দুর্বল ও কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননা, বরং তাঁরা অত্যাচারিত হলে পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তাঁরা অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্ত্বেও কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন। যেমন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯২) অথচ তখন ইচ্ছা করলে ইউসুফকে (আঃ) কূপের ভিতর নিক্ষেপ করার জন্য তাঁর ভাইদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ নিতে পারতেন। আর যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আশিজন কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল। যখন তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। আর যেমন তিনি গাওরাস ইব্ন হারিস নামক লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক দেন। সাথে সাথে ঐ তরবারী তার হাত হতে পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) ডেকে তাদেরকে এ দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন।

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেননা।	٤٠. وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ
৪১। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।	٤١. وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ
৪২। শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	٤٢. إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

٤٣. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ	**৪৩। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাতো হবে দৃঢ় সম্পর্কেরই কাজ।**

অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা অথবা সম-পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا** মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ

তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪)

وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়িয। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে ফাযীলাতের কাজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٌۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫) আর এখানে বলেন ঃ

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। হাদীসে আছে ঃ ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেননা। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। সে

আল্লাহর শত্রু। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুল্ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, দুই গালিদাতা ব্যক্তির (পাপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর বর্তাবে যে পর্যন্ত না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে। (মুসলিম ৪/২০০০) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন এরূপ ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসি (রহঃ) বলেন, একবার আমি মাক্কায় আসি এবং খন্দক বা পরিখার কাছে চেকপোষ্টে আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বসরার গর্ভনর মারওয়ান ইব্ন মাহলাবের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ! আপনি কি চান? আমি উত্তরে বললাম ঃ আমি এই চাই যে, সম্ভব হলে আপনি বানু আদীর ভাইয়ের মত হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ বানূ আদীর ভাই কে? আমি জবাব দিলাম ঃ তিনি হলেন আলা ইব্ন যিয়াদ। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে এক পত্র লিখেন ঃ হাম্দ ও সানার পর সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পাকস্থলীকে হারাম থেকে মুক্ত রাখবে এবং তোমার হাত যেন মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ দ্বারা অপবিত্র না হয়। যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন পাপ থাকবেনা। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ *শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে*

বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এ কথা শুনে মারওয়ান বলেন ঃ আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা করেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ আমি চাই যে, আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দেয়া হোক। তিনি তখন বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ৭/২৪৫) যুল্‌ম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা করে এবং যুল্‌মের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, ওটাতো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। এর ফলে সে বড় পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে।

৪৪। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?	٤٤. وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ
৪৫। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধ নির্মীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে। মু'মিনরা কিয়ামাত দিবসে বলবে ঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন	٤٥. وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟

أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ	করেছে। জেনে রেখ, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।
٤٦. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ	৪৬। আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবেনা এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।

কিয়ামাত দিবসে অন্যায়কারীদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তা'ই হয়। তাঁর ইচ্ছার উপর কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যা তিনি চান না তা হয়না। কেহ তাকে তা করাতে পারেনা। যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ সুপথে পরিচালিত করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ মুশরিকরা কিয়ামাতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অবাধ্যাচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাতে থাকবে। কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে ওটা থেকে তারা বাঁচতে পারবেনা। শুধু এটুকু নয়, বরং তাদের ধারণা ও কল্পনারও অধিক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। ঐ সময় মু'মিনরা বলবে ঃ

إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নি'আমাত হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকেও বঞ্চিত করেছে। আজ তারা পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা সেই দিন আল্লাহর রাহমাত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। কেহ তাদের শাস্তি হালকা করতেও পারবেনা। ঐ পথভ্রষ্টদের পরিত্রাণকারী সেই দিন আর কেহই থাকবেনা।

৪৭। তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল	٤٧. ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ

ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلۡجَإٖ يَوۡمَئِذٖ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٖ	থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য ওটা নিরোধ করার কেহ থাকবেনা।
٤٨. فَإِنۡ أَعۡرَضُواْ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظًاۖ إِنۡ عَلَيۡكَ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِنَّا رَحۡمَةٗ فَرِحَ بِهَاۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَإِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ كَفُورٞ	৪৮। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

এর আগে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাতের দিন ভীষণ বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে, ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ আকস্মিকভাবে ঐ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহর ফরমানের উপর পুরাপুরি আমল কর। যখন ঐ দিন এসে পড়বে তখন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবেনা। ওটা সংঘটিত হবে চোখের পলকের মধ্যে এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবেনা যেখানে গোপনে লুকিয়ে থাকবে যে, কেহ তোমাদেরকে চিনতে পারবেনা।

يَقُولُ ٱلۡإِنسَـٰنُ يَوۡمَىِٕذٍ أَيۡنَ ٱلۡمَفَرُّ.كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَىِٕذٍ ٱلۡمُسۡتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً এই কাফির ও মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তাদেরকে হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়া। আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করব। এ দায়িত্ব আমার।

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَٰهُمۡ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَـٰغُ وَعَلَيۡنَا ٱلۡحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। ঐ সময় তারা পূর্বের নি'আমাতকেও অস্বীকার করে এবং শুধু তখনকার বিপদের কথাই বারবার বলতে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে বলেছিলেন ঃ হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশি বেশি) দান-খাইরাত কর, কেননা আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি। তখন একজন মহিলা বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশি অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের কারও প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তার কমতি হয় তাহলে অবশ্যই সে তার স্বামীকে বলবে ঃ তুমি কখনও আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি। (মুসলিম

১/৮৬) অধিকাংশ নারীদেরই অবস্থা এটাই। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন এবং সৎকাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে দেন তার কথা স্বতন্ত্র।

যে প্রকৃত মু'মিন হয় সে'ই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে তাহলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর এই বিশেষণ মু'মিন ছাড়া আর কারও মধ্যে থাকেনা। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৪৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।	٤٩. لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ
৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٥٠. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَـٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেননা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই সৃষ্টি করেন।

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন।

বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন লূত (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন ইবরাহীম (আঃ), যার কোন কন্যা সন্তান ছিলনা। (বাগাবী ৪/১৩২)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, যেমন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (বাগাবী ৪/১৩২)

وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন ঃ যেমন ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) সুতরাং চারটি শ্রেণী হল ঃ শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন।

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।

সুতরাং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঐ ফরমানের মতই যা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ

এটাকে যেন আমি লোকদের জন্য নিদর্শন করি। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি দ্বারা, তাঁর পিতাও ছিলনা, মাতাও ছিলনা। হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষের মাধ্যমে। আর ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারীর মাধ্যমে। সুতরাং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করে মহাপ্রতাপান্বিত ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। ঐ স্থানটি ছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হল সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার। সুবহানাল্লাহ! এটাই হল আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন।

৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।	٥١. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
৫২। এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ -	٥٢. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
৫৩। সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।	٥٣. صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ.

কিভাবে অহী অবতীর্ণ হত

অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়, যেটা আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা। যেমন ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রূহুল কুদুস (আঃ) আমার অন্তরে এটা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেনা যে পর্যন্ত তার রিয্ক ও সময় পূর্ণ না হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুযী অনুসন্ধান কর। (মুসনাদ আশ শিহাব ২/১৮৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ অথবা পর্দার অন্তরাল হতে তিনি কথা বলেন। যেমন তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন। মূসা (আঃ) আল্লাহর কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই অনুমতি দেননি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারও সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৩৬০) আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা ছিল আলামে বারযাখের কথা, আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা হয়েছে তা হল ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কালাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء *অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে।* যেমন জিবরাঈল (আঃ) কিংবা অন্য মালাক/ফেরেশতা নাবীগণের (আঃ) নিকট আসতেন।

إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا *এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ।* এখানে রূহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ

نَّشَاء مِنْ عِبَادنَا আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমিতো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

তুমি বল ঃ এটা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য, আর যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّه হে নাবী! তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ– সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। রাব্ব তিনিই। সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা তিনিই। কেহই তাঁর কোন হুকুম অমান্য করতে পারেনা।

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّه تَصِيرُ الأمُورُ সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের ফাইসালা করে থাকেন। তিনি পবিত্র ও মুক্ত ঐ সব দোষ হতে যা যালিমরা তাঁর উপর আরোপ করে। তিনি সমুচ্চ, সমুন্নত ও মহান।

সূরা শূরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৩ ঃ যুখরুফ, মাক্কী ٤٣ – سورة الزخرف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৮৯, রুকূ ৭) (اَيَاتُهَا : ٨٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	١. حمٓ
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের!	٢. وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।	٣. إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ
৪। এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।	٤. وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
৫। আমি কি তোমাদের হতে এই উপদেশ বাণী সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিব এই কারণে যে, তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়?	٥. أَفَنَضۡرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكۡرَ صَفۡحًا أَن كُنتُمۡ قَوۡمًا مُّسۡرِفِينَ
৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নাবী প্রেরণ করেছিলাম।	٦. وَكَمۡ أَرۡسَلۡنَا مِن نَّبِيّٖ فِي ٱلۡأَوَّلِينَ

৭। এবং যখনই তাদের নিকট কোন নাবী এসেছে, তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে।	٧. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৮। তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।	٨. فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন যা সুস্পষ্ট, যার অর্থ জাজ্বল্যমান এবং যার শব্দগুলি উজ্জ্বল। যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা এ জন্য যে, যেন লোকজন জানে, বুঝে ও উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا আমি এই কুরআনকে আরাবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

স্পষ্ট আরাবী ভাষায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থ লাউহে মাহফূয। (আর রাজী ২৭/১৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ لَدَيْنَا অর্থ হচ্ছে আমার নিকট, আমার সম্মুখে। (বাগাবী ৪/১৩৩)

عَلِيٌّ অর্থ মরতবা, ইযযাত, শরাফাত ও ফাযীলাত। (তাবারী ২১/৫৬৭) তিনি আরও বলেন যে, حَكِيْمٌ অর্থ দৃঢ়, মযবূত, বাতিলের দিকে ঝুঁকে না পড়া এবং অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত হওয়া হতে পবিত্র। অন্য জায়গায় এই পবিত্র কালামের গুরুত্বের বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছে ঃ

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ. فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ. لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি‘আ, ৫৬ ঃ ৭৭-৮০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ. فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ. بِأَيْدِى سَفَرَةٍ. كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

না, এই আচরণ অনুচিত, এটাতো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে ইহা স্মরণ রাখবে, ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ১১-১৬) এর পরবর্তী আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছে ঃ

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না করা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবনা? এ আয়াত সম্পর্কে ইহা হল ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২১/৫৬৭-৫৬৮) এ বিষয়ে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই উম্মাতের প্রাথমিক সময়ের লোকেরা যখন এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হত তাহলে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হত। কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রাহমাত এটা পছন্দ করেনি এবং আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী এটি বিশ কিংবা তার অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। (তাবারী ২১/৫৬৮) এ উক্তির ভাবার্থ খুবই উত্তম। তা হল আল্লাহ তা‘আলার স্নেহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও দুষ্টমতি লোকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত ও উপদেশ দান পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং তা এখনও চালু রাখা হয়েছে যাতে তাদের সৎ লোকেরা সংশোধিত হয়ে যায় এবং সংশোধন হতে অনিচ্ছুক লোকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কুরাইশদের ঈমান না আনার কারণে রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ হে নাবী! তোমাকে তোমার কাওম যে অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون এদের পূর্ববর্তী কাওমদের নিকটেও নাবী/রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসকারীরা ছিল তারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৮২) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাদের রীতি-নীতি, শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তী অবিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই সূরার শেষের দিকে বলেন ঃ

فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৬) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ

আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮৫) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلاً

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬২)

৯। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ এগুলিতো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ -	٩. وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ
১০। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;	١٠. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
১১। এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। এবং আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখন্ডকে। এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।	١١. وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
১২। এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি	١٢. وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا

করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর -	وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ
১৩। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে।	١٣. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ
১৪। আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।	١٤. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

'মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা' এর আরও কয়েকটি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা তাঁর একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে ইবাদাতে তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকেও শরীক করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا আমি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছি

শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও মযবূত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও চলা-ফিরা করতে পার এবং শুইতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু মযবূত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ এতে চলাচলের পথ বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে গমনাগমন করতে পার।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, তা জমির জন্য যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। এই পানি মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুও পান করে থাকে।

فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক জমিকে সজীব করে তোলা হয়। শুষ্কতা সিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবিত করার দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন ঃ এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ অতঃপর তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শস্য, ফল-ফুল, শাক-সবজী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপকারের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা প্রকারের জীবজন্তু।

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ সামুদ্রিক সফরের জন্য তিনি নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের জন্য তিনি সরবরাহ করেছেন চতুস্পদ জন্তু। এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর গোশ্ত আহার করে থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে।

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه আর কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা ঐগুলোর উপর তাদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ তোমাদের উচিত, সওয়ার হওয়ার পর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবে ঃ পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। এই আগমন ও প্রস্থান এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আখিরাতের সফরকে স্মরণ কর। দুনিয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাথেয়র দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ

وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ

আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬)

১৫। তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।	١٥. وَجَعَلُواْ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ
১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ	١٦. أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ

করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?	وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ
১৭। দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।	١٧. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে আবৃত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?	١٨. أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।	١٩. وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ
২০। তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারাতো শুধু মিথ্যাই বলছে।	٢٠. وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

‘আল্লাহর সন্তান রয়েছে’ কাফিরদের এরূপ উক্তির প্রতি ধিক্কার

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের ঐ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যে, তারা তাদের পশুদের কতক তাদের দেবতাদের নামে এবং কতক তাঁর নামে উৎসর্গ করত, যার বর্ণনা সূরা আন‘আমের নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩৬) অনুরূপভাবে মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করত আল্লাহর জন্য, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের জন্য পছন্দ করত। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২) এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِه جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে

নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তিকে চরমভাবে অস্বীকার করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন ঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। সমাজে মানুষের কাছে সে মুখ দেখায়না। এটা যেন তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অথচ সে নিজের পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলে যে, আল্লাহর কন্যা সন্তান রয়েছে। এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেনা তা'ই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে! অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢেকে দেয়া হয় এবং বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সজ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, আবার ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়না, এদেরকেই মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গণ্য করেছে। অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তিকে অস্বীকার করে বলেন ঃ

أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে? অর্থাৎ আল্লাহ যে মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? এরপর তিনি বলেন ঃ

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। এরপর তাদের আরও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে ঃ

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। অর্থাৎ আমরা মালাইকাকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং ওদের পূজা করছি, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকত তাহলে তিনি আমাদের এবং ওদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর পূজা করতে পারতামনা। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি আমাদের ও এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছিনা, বরং ঠিকই করছি।

এ বাক্যের মাধ্যমে তারা কয়েকটি বড় ভুল করছে। তাদের প্রথম ভুল এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি তা থেকে বহু উর্ধ্বে। তাদের দ্বিতীয় ভুল হল এই যে, তারা আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে, তারা মালাইকার পূজা শুরু করে দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই এবং আল্লাহও তাদের অনুমতি দেননি। তারা শুধু জাহিলিয়াত যামানার তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তাদের জন্য এদের পূজা করা সম্ভব হতনা। কিন্তু এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তুষ্ট। প্রত্যেক নাবী (আঃ) এটা খণ্ডন করে গেছেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত প্রতিটি কিতাবে এর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিনাম কি হয়েছে! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা সবকিছু নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। অর্থাৎ তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

২১। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?	٢١. أَمْ ءَاتَيْنَـٰهُمْ كِتَـٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ
২২। বরং তারা বলে ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।	٢٢. بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ
২৩। এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।	٢٣. وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

২৪। সেই সতর্ককারী বলত ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তাহলেও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।	٢٤. قَـٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ
২৫। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে!	٢٥. فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

মূর্তি পূজকদের দাবীর কোন প্রমাণ নেই

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভৎর্সনা করে বলেন, যে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। তাই তিনি বলেন ঃ

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِه فَهُم بِه مُسْتَمْسِكُونَ আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শির্কের দলীল স্বরূপ কোন কিতাব বিদ্যমান রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের কাছে নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِۦ يُشْرِكُونَ

আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ তাদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকায় তারা তাই বলে ঃ আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। অর্থাৎ শির্কের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করত। তাদেরকেই তারা অনুসরণ করছে। এখানে '*উম্মাত*' দ্বারা '*দীন*'*কে* বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَٰحِدَةً

এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর শক্তিশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ

وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ. أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে এই একই কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِه كَافِرُونَ তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে? উত্তরে তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অর্থাৎ তারা যদিও জানত যে, নাবীগণের

শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে শ্রেয়, তথাপি তাদের ঔদ্ধত্যতা ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবূল করতে দেয়নি। তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে মু'মিনরা মুক্তি পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর।

২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।	٢٦. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।	٢٧. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ
২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।	٢٨. وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২৯। বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের; অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।	٢٩. بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ
৩০। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল ঃ	٣٠. وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟

هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ	এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি।
٣١. وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ	৩১। এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?
٣٢. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ	৩২। তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।
٣٣. وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ	৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি যাতে তারা আরোহণ করে।

৩৪। এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত।	٣٤. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ
৩৫। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবইতো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।	٣٥. وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

তাওহীদের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) ঘোষণা

কুরাইশ কাফিরেরা বংশ ও দীনের দিক দিয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) সুন্নাতকে তাদের সামনে তুলে ধরে বলেন ঃ দেখ, যে ইবরাহীম ছিলেন তাঁর পরবর্তী সমস্ত নাবীর পিতা, আল্লাহর রাসূল এবং একাত্মবাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু নিজের কাওমকে নয়, বরং স্বয়ং নিজের পিতাকেও বলেন ঃ

إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِه তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু ঐ আল্লাহর সাথে এবং আমি তাঁরই ইবাদাত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আমি তোমাদের এসব মা'বূদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। এদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে তাঁর হক কথা বলার সাহসিকতা ও একাত্মবাদের প্রতি আবেগ ও উত্তেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কালেমায়ে তাওহীদ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* চিরদিনের জন্য জারী রেখে দেন। (তাবারী ২১/৫৮৯) তাঁর সন্তানেরা এই পবিত্র কালেমার উক্তিকারী হবেননা এটা অসম্ভব। তাঁর সন্তানেরাই এই তাওহীদী কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবেন।

মাক্কার কাফিরদের রাসূলের (সাঃ) দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান, তাঁর বিরোধিতা করা এবং প্রতিক্রিয়া

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ আমিই এই কাফিরদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল ঃ هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করল, কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ সত্যিই যদি এটা আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তাহলে কেন এটা মাক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলনা? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের এ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৯২-৫৯৩)

অন্যান্য তাফসীরকারকদের মতে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, উরওয়া ইব্ন মাসঊদ সাকাফী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল যারা ছিল (মাক্কা ও তায়িফের) দুই শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাদের মতে এই দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল। তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ এরা কি তোমার রবের করুণার মালিক যে, এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? আমার বিষয়টি আমারই অধিকারভুক্ত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক হকদার কে তা আমিই জানি। এই নি'আমাত তাকেই দেয়া হয় যে সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার আত্মা পবিত্র, যার বংশ সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত এবং যে মূলগতভাবেও সর্বাপেক্ষা পবিত্র। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহর করুণা যারা বন্টন করতে চাচ্ছে তাদের জীবনোপকরণওতো তাদের অধিকারভুক্ত নয়। আমিই

তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি। এগুলো সবাইকে আমি সমান দিইনি। এর হিকমাত এই যে, এর ফলে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে। (তাবারী ২১/৫৯৫)

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ *এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।* অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ তাদের অবুঝের কারণে যে সমস্ত ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য বিলাস বহুল উপকরণ আল্লাহর কাছে কামনা করে, তার চেয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু যে করুণা বর্ষণ করেন তা অনেক বেশি উত্তম। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (হে নাবী)! তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

সম্পদের মালিক হওয়া পরকালের শান্তির বার্তা বহন করেনা

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ আমি যদি এই আশংকা না করতাম যে, মানুষ ধন-সম্পদকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে সত্য প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে আমি কাফিরদেরকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত হত, এমনকি ঐ সিঁড়িও হত রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে। আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা এবং বিশ্রামের জন্য দিতাম রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পালংক।

وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি‘আমাতরাশির তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর আখিরাতে নি‘আমাত ও কল্যাণ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। দুনিয়া লোভীরা এখানে ভোগ-সম্ভার ও সুখ-সামগ্রী কিছুটা লাভ করবে বটে, কিন্তু আখিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত। সেখানে

তাদের কাছে একটাও সাওয়াব থাকবেনা, যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারে। (মুসলিম ৪/২১৬২) যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত ঃ

আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার পরিমাণও হত তাহলে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১, বাগাবী ৪/১৩৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ পরকালের কল্যাণ শুধু ঐ লোকদের জন্যই রয়েছে যারা দুনিয়ায় সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই মহান রবের বিশিষ্ট নি'আমাত ও রাহমাত লাভ করবে, যাতে অন্য কেহ তাদের শরীক হবেনা।

একদা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে গমন করেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে শারীয়াতের পরিভাষায় ঈলা বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ছিলেন। উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড চাটাইয়ের উপর শুইয়ে রয়েছেন এবং তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রোম সম্রাট কাইসার (সিজার) এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কত শান-শওকতের সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, উমারের (রাঃ) এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন? অতঃপর তিনি বলেন ঃ এরা হল ঐ সব লোক যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি তাদের ভোগ্য বস্তু পেয়ে গেছে। (মুসলিম ২/১১৩) অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত? (মুসলিম ২/১১০)

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করনা এবং এগুলোর থালায় আহার করনা, কেননা এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য। (ফাতহুল বারী ৯/৪৬৫, মুসলিম ৩/১৬৩৭)

আল্লাহ তা'আলার কাফিরদেরকে এ দু'টি বস্তু ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার কারণ এই যে, এগুলো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য। যেমন সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১)

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।	٣٦. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ
৩৭। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে।	٣٧. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ
৩৮। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে শাইতানকে বলবে ঃ হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!	٣٨. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَـٰلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ
৩৯। যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তাই আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, তোমরাতো সবাই	٣٩. وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ

শাস্তিতে শরীক।	مُشۡتَرِكُونَ
৪০। তুমি কি শোনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে?	٤٠. أَفَأَنتَ تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ أَوۡ تَهۡدِى ٱلۡعُمۡىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
৪১। আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিব।	٤١. فَإِمَّا نَذۡهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنۡهُم مُّنتَقِمُونَ
৪২। অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই তাহলে তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	٤٢. أَوۡ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدۡنَٰهُمۡ فَإِنَّا عَلَيۡهِم مُّقۡتَدِرُونَ
৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রয়েছ।	٤٣. فَٱسۡتَمۡسِكۡ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيۡكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡتَقِيمٍ
৪৪। কুরআন তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।	٤٤. وَإِنَّهُۥ لَذِكۡرٌ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَ ۖ وَسَوۡفَ تُسۡـَٔلُونَ
৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম	٤٥. وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن

قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ	**তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়?**

‘আর রাহমান’কে ত্যাগকারীর বন্ধু হল শাইতান

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে তার উপর শাইতান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়াকে আরাবী ভাষায় عَشَى فِى الْعَيْنِ বলা হয়ে থাকে।

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ *অতঃপর সে হয় তার সহচর।* এই বিষয়টিই কুরআনুল হাকীমের আরও বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত,

৪১ ঃ ২৫) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا

جَاءنَا এরূপ গাফিল লোকের উপর শাইতান ক্ষমতা লাভ করে এবং তাকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর সে তার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে যাবে তখন সে তার ঐ সাথী শাইতানকে বলবে ঃ হায়! আজ যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।

এক কিরা'আতে حَتَّى اذَا جَاءانَا রয়েছে। অর্থাৎ যখন শাইতান ও এই গাফেল ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন ঃ

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তোমরাতো সবাই শাস্তিতে শরীক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তুমি কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে? তোমার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলিম করতেই হবে। হিদায়াত তোমার অধিকারভুক্ত বিষয় নয়। তুমি তাদের সম্পর্কে এত চিন্তা করছ কেন? তোমার কর্তব্য হল শুধু দা'ওয়াত দেয়া অর্থাৎ আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ। আমি ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞানময়। আমি যা চাব তা'ই করব। তুমি মন সংকীর্ণ করনা।

আল্লাহর ক্রোধ তাঁর রাসূলের (সাঃ) শত্রুদের প্রতি, যারা তাঁর কাছে একদিন প্রত্যাবর্তিত হবেই

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ হে নাবী! আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিবই।

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি আমি যদি তা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই তাহলেও তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিতে অপারগ নই। মোট কথা, এভাবে এবং ঐভাবে দুইভাবেই আল্লাহ কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু ঐ অবস্থাকে পছন্দ করা হয়েছে যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বেশি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের জান ও সম্পদের তিনি অধিকারী হন। এইরূপ তাফসীর করেছেন সুদ্দী (রহঃ)। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৬০৯)

কুরআনকে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ হে নাবী! তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটা সুখময় জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর আমল করে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারেনা।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ নিশ্চয়ই এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্র অর্থাৎ সম্মানের বস্তু। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১০, ৬১১)

এতে তাঁর জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কুরাইশের পরিভাষায়ই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা প্রকাশমান যে, এরাই সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝবে। সুতরাং এই কুরাইশদের উচিত সবচেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা। এতে বিশেষ করে ঐ মহান মুহাজিরদের বড় কৃতিত্ব ও আভিজাত্য রয়েছে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরাতও করেছেন সবারই পূর্বে। আর যারা এদের পদাংক অনুসরণ করেছেন তাদেরও এ মর্যাদা রয়েছে।

ذِكْر এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমের জন্য উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্য এটা উপদেশ নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১৪) মোট কথা, কুরআনের উপদেশ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সাধারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, কাওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি পরিমাণ আমল করেছ এবং কতখানি মেনে চলেছ? মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ হে নাবী! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? অর্থাৎ হে নাবী! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উম্মাতকে ঐ দা‘ওয়াতই দিয়েছে যে দা‘ওয়াত তুমি তোমার উম্মাতকে দিচ্ছ। প্রত্যেক নাবীর দা‘ওয়াতের সারমর্ম এই ছিল যে, তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার দা‘ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যের ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকে শির্কের মূলোৎপাটন করেছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) মুজাহিদ এবং

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে নিম্নরূপ রয়েছে ঃ

وَسْئَلِ الَّذِيْنَ اَرْسَلْنَ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا

তোমার পূর্বে আমি যাদের কাছে নাবীগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (তাবারী ২১/৬১১) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ইবন্ মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১১, ৬১২) তবে এটা তাফসীরের জন্য মিসাল, তিলাওয়াতের জন্য নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ আমি জগতসমূহের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।	٤٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৪৭। সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।	٤٧. فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَـٰتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ
৪৮। আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।	٤٨. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
৪৯। তারা বলেছিল ঃ হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন; তাহলে	٤٩. وَقَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا

لَمُهۡتَدُونَ	আমরা অবশ্যই সৎ পথ অবলম্বন করব।
٥٠. فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابَ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ	৫০। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই তারা অংগীকার ভংগ করতে লাগল।

তাওহীদের বাণীসহ মূসাকে (আঃ) ফির'আউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) স্বীয় রাসূল করে ফির'আউন, তার সভাষদবর্গ, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দা'ওয়াত দেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক বড় বড় মু'জিযাও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, প্লাবন, উকুন, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি। কিন্তু ফির'আউন ও তার লোকেরা তাঁর কোন মর্যাদা দিলনা। বরং তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিল। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো যাতে তাদের শিক্ষা লাভ হয় এবং মূসার (আঃ) উপর দলীলও হয়। তুফান এলো, আরও এলো ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং শস্য, সম্পদ, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করল। যখনই কোন আযাব আসত তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠত এবং মূসাকে (আঃ) অনুনয়-বিনয় করে বলত যে, তিনি যেন ঐ আযাব সরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। আযাব সরে গেলেই তারা ঈমান আনবে। এভাবে তারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত। কিন্তু মূসার (আঃ) দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেত তখন আবার তারা হঠকারিতায় লেগে পড়ত। আবার আযাব আসত এবং তারা ঐরূপ করত।

سَاحِر অর্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো। তাদের যুগের লোকদের মধ্যে এটা একটা ইল্‌ম বলে গণ্য হত এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় ছিলনা। বরং এটা খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। সুতরাং তাদের মূসাকে (আঃ) 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করা সম্মানের জন্য ছিল, প্রতিবাদ হিসাবে ছিলনা। কেননা তাদের কাজতো চলতেই থাকত। প্রত্যেকবার তারা মুসলিম হয়ে যাওয়ার

অঙ্গীকার করত এবং এ কথাও বলত যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখনই আযাব সরে যেত তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَـٰتٍ مُّفَصَّلَـٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا۟ يَـٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَـٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলত ঃ হে মূসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তাঁর সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৩-১৩৫)

৫১। ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখনা?

٥١. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِۦ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَـٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

৫২। আমিতো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম।	٥٢. أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ
৫৩। মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা/ ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে?	٥٣. فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ
৫৪। এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	٥٤. فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ
৫৫। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে।	٥٥. فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَـٰهُمْ أَجْمَعِينَ
৫৬। অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।	٥٦. فَجَعَلْنَـٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْـَٔاخِرِينَ

ফির‘আউন তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাদেরকে শাস্তি দিলেন

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে তার কাওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করল ঃ

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ আমি কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? আর আমার বাগ-বাগিচায় ও প্রাসাদে কি নদীগুলি প্রবাহিত নয়? তোমরা কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছনা? আর মূসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে দেখতো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৩-২৫)

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ *আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে হীন।* সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তার কথা ছিল ঃ নিশ্চয়ই আমি তার চেয়ে উত্তম, সেতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি। (তাবারী ২১/৬১৬) বসরার কিছু কিছু ভাষাবিদ বলেন ঃ অভিশপ্ত ফির'আউন বলতে চেয়েছিল যে, সে মূসা (আঃ) থেকে উত্তম। কিন্তু ওটি ছিল একটি ডাহা মিথ্যা কথা। আল্লাহ বারী তা'আলা ফির'আউনের উপর কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিরামহীন অভিশাপ বর্ষণ করুন। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, মূসাকে (আঃ) তুচ্ছ বলার অর্থ হল তাকে গুরুত্বহীন ব্যক্তি বলে মনে করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ সে তাকে মনে করেছিল একজন দুর্বল ব্যক্তি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ অভিশপ্ত ফির'আউন তাঁকে (মূসাকে (আঃ)) মনে করেছিল ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন একজন সাধারণ মানুষ।

আসলে এটাও ফির'আউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা। মূসাকে (আঃ) ফির'আউনের তুচ্ছ ব্যক্তি বলা ছিল একটি মিথ্যা কথা, বরং ফির'আউন নিজেই ছিল তুচ্ছ ও নগন্য ব্যক্তি যার ছিলনা কোন যুদ্ধবিদ্যা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং শারীরিক শক্তি। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ) ছিলেন একজন আদর্শবান, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং মর্যাদাবান। তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত ফির'আউন আল্লাহর নাবী মূসাকে (আঃ) কুফরীর চোখে দেখত বলে তাঁকে ঐরূপ দেখত। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত।

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ সেতো স্পষ্ট কথা বলতে পারেনা। কথা বলার সময় তোতলায়, কথায় জড়তা আসে।

বাল্যকালে মূসা (আঃ) তাঁর মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তাঁর

কথা যদিও তোতলা হত, কিন্তু তাঁর তোতলামি যেন দূর হয়ে যায় এজন্য তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে আল্লাহর দয়ায় তাঁর ঐ তোতলামি চলে গিয়েছিল।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ

তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৩৬) আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও তাঁর যবানের কিছুটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই বলেছিলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন সেইভাবেই সে হয়ে থাকে, এতে দোষের এমন কি আছে? আসলে ফির'আউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মূর্খ প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যেমন সে বলেছিল ঃ

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ মূসাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ-বলয়। أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ অথবা তাঁকে সেবা করা কিংবা সব সময় সাহায্য করার জন্য কেন একজন মালাক/ফেরেশতা নিয়োগ করা হলনা যে তাঁর কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে? আসলে মূসার (আঃ) বাহ্যিক দিকেই তার নাযর সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর ভিতরগত দিক অর্থাৎ কথার তাৎপর্য এবং বাস্তবতার দিকে যদি খেয়াল করত তাহলে এই ভ্রম হতনা। আসলে সেতো ঐ ব্যক্তি যে বুঝতে চায়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ সে তার লোকদেরকে কথার মারপ্যাচে মতিভ্রম করল এবং ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করল। ফলে তারাও তার ডাকে সাড়া দিল। আসলে إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ *তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।* অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ 'যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল' এর অর্থ হল তারা আমার থেকে গযব চেয়ে নিল। (তাবারী ২১/৬২২) যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল তার প্রতি আমাকে রাগান্বিত হতে বাধ্য করল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ

(রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের অনেকেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৬২২, দুররুল মানসুর ৭/৩৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি দেখ যে, আল্লাহ কোন মানুষকে ইচ্ছামত দিতে রয়েছেন, আর সে তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে রয়েছে তখন তুমি বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে অবকাশ দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৪/১৪৫)

তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহর (রাঃ) সামনে হঠাৎ মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ মু'মিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্তু কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক। অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (দুররুল মানসুর ৭/৩৮৪)

উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, গাফিলাতি বা অমনোযোগিতার সাথে শাস্তি জড়িত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা যেন তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করে।

আবূ মিযলিয (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল তাদের অগ্রবর্তী দল যারা তাদের অনুরূপ কাজ করে। (কুরতুবী ১৬/১০২) তিনি এবং মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন ঃ তারা হল তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয়। (তাবারী ২১/৬২৪, কুরতুবী ১৬/১০২) আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যিনি সৎ পথে পরিচালিত করেন। তাঁরই কাছে আমাদের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন।

৫৭। যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।	٥٧. وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

৫৮। এবং বলে ঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।	٥٨. وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ أَمۡ هُوَۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَۢاۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُونَ
৫৯। সেতো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।	٥٩. إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
৬০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত।	٦٠. وَلَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَخۡلُفُونَ
৬১। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।	٦١. وَإِنَّهُۥ لَعِلۡمٞ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمۡتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ
৬২। শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	٦٢. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ
৬৩। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে	٦٣. وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ

قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ	বলল ঃ আমিতো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।
٦٤. إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ	৬৪। আল্লাহই আমার রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব। অতএব তাঁর ইবাদাত কর; এটাই সরল পথ।
٦٥. فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ	৬৫। অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ, যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির।

ঈসার (আঃ) প্রতি কুরাইশদের মনোভাব এবং আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ *যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।* এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা তাদের মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসে অটল থেকেছিল এবং অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, يَصِدُّوْنَ এর অর্থ হল ঃ তারা হাসতে লাগল। অর্থাৎ এতে তারা বিস্ময়বোধ করল। (কুরতুবী ১৬/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তারা

হতবুদ্ধি হল এবং হাসতে লাগল। (তাবারী ২১/৬২৭) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। (কুরতুবী ১৬/১০৩)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে নাযর ইব্‌ন হারিসও এসে যায় এবং ওখানে বসে পড়ে। কুরাইশদের আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হারিসের সাথে কথা-বার্তা হচ্ছিল। সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা নিরুত্তর হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা অম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী আত তামীমী আগমন করে। তখন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা তাকে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! নাযর ইব্‌ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের (পৌত্রের) নিকট হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাদেরকে ও আমাদের মা'বূদদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে দাবী করে চলে গেল। সে (আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী) তখন বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাঁর সাক্ষাত পাই তাহলে তর্কে সে নিজেই নিরুত্তর হয়ে যাবে। যাও, তোমরা গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন কর ঃ আমরা এবং আমাদের সমস্ত মা'বূদ যখন জাহান্নামী তখন এটা অপরিহার্য যে, মালাইকা, উযায়ের (আঃ) এবং ঈসাও (আঃ) জাহান্নামী হবেন? কেননা আমরা মালাইকার উপাসনা করে থাকি, ইয়াহূদীরা উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ইবাদাত করে। তার এ কথা শুনে মাজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশি হল এবং বলল যে, এটাই সঠিক কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তর্কে পরাজিত করার জন্য এটি একটি শক্ত যুক্তি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে খুশি মনে নিজেদের ইবাদাত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই জাহান্নামী। মালাইকা/ফেরেশতারা এবং নাবীগণ (আঃ) না নিজেদের ইবাদাত করার জন্য কেহকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আর না তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট। তাঁদের নামে আসলে

এরা শাইতানের উপাসনা করে। সে’ই তাদেরকে শির্কের হুকুম দিয়ে থাকে। আর তারা তার সেই হুকুম পালন করে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০১) অর্থাৎ ঈসা (আঃ), উযায়ের (আঃ) এবং এঁদের ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপাসনা করে, যাঁরা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়েম ছিলেন এবং শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তা হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে পথভ্রষ্ট অজ্ঞ লোকেরা তাঁদেরকে মা‘বূদ বানিয়ে নেয়। তাই তাঁদের ইবাদাতকারীদের ইবাদাত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ।

আর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে তাদের উপাসনা করত তা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৬) আর ঈসার (আঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ যখন মারইয়ামের (আঃ) দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়। এরপর মহান আল্লাহ ঈসার (আঃ) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

সেতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। অর্থাৎ ঈসার মাধ্যমে আমি যেসব মু’জিয়া দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (ইব্ন হিশাম ১/৩৯৬-৩৯৮)

আল আউফী (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তাদের মা'বূদদের জাহান্নামী হওয়ার কথা শুনে ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হয় ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তখন কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইব্ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তিতো শুধু এটাই চায় যে, আমরা যেন তাকে প্রভু বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ *তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।* (তাবারী ২১/৬২৫, মুশকিলুল আছার ১/৪৩১, হাকিম ২/৩৮৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের (أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا) এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমাদের মা'বূদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম। ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে اَمْ هَذَا রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। অর্থাৎ তাদের এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া। মিথ্যার উপরই তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ

সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি নিরর্থক। কেননা প্রথমতঃ আয়াতে **مَا** শব্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ আয়াতে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মূর্তি/প্রতিমা, পাথর ইত্যাদির পূজা করত।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮) তারা ঈসার (আঃ) পূজারী ছিলনা। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশেই এ কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে কথা বলে সেটা যে বাকপটুত্ব শূন্য তা তারা নিজেরাও জানে।

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কাওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনও পথভ্রষ্ট হয়না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার রীতি চলে আসে।

অতঃপর তিনি مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ *তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।* এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৫/২৫৬, তিরমিযী ৯/১৩০, ইব্ন মাজাহ ১/১৯, তাবারী ২১/৬২৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাজ্জাজ ইব্ন দীনার (রহঃ) ছাড়া আমরা এ হাদীসটি আর কারও কাছ থেকে শুনিনি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ঈসাতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়ে বানী ইসরাঈলের নাবী হিসাবে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই করার তিনি ক্ষমতা রাখেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাক/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ তারা পৃথিবীতে

তোমাদের পরিবর্তে বসবাস করত। (তাবারী ২১/৬৩১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছ তেমনিভাবে তাদেরকেও করে দিতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) দুই অবস্থায়ই ভাবার্থ একই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমাদের পরিবর্তে তাদের দ্বারা দুনিয়া আবাদ করতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। বাক্যের هُ সর্বনামটি ফিরেছে ঈসার (আঃ) দিকে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের একটি নিদর্শন। কেননা উপর হতে তাঁরই আলোচনা চলে আসছে। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এখানে ঈসার (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে নাযিল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৯)

এই ভাবার্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে انَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ *ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন।* অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (ঈসা আঃ) কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণ।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল কিয়ামাতের লক্ষণ, অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে আগমন। (তাবারী ২১/৬৩২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইকরিমাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৬৩২, কুরতুবী ১৬/১০৬)

বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী বিচারক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা, বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে খবর দিচ্ছি তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ।

وَلاَ يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ঈসা (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ হে আমার কাওম! আমি তোমাদের নিকট এসেছি হিকমাত অর্থাৎ নাবুওয়াত নিয়ে এবং দীনী বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ২১/৬৩৫) এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত। মহান আল্লাহ বলেন যে, ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই অনুসরণ কর। إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ আল্লাহইতো আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। মনে রেখ যে, তোমরা সবাই এবং আমি নিজেও তাঁর গোলাম এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। আমরা তাঁর দয়ার কাঙ্গাল। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য। তিনি এক ও অংশীবিহীন। এটাই হল তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক পথ। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কেহ কেহ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে স্বীকার করল এবং এরাই ছিল সত্যপন্থী দল। আবার কেহ কেহ তাঁর সম্পর্কে দাবী করল যে, তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর কেহ কেহ তাঁকেই আল্লাহ বলল (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ দুর্ভোগ এই যালিমদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬৬। তারাতো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামাত আসারই অপেক্ষা করছে।	٦٦. هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِيَهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ
৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত।	٦٧. ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۢ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ
৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা -	٦٨. يَٰعِبَادِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ
৬৯। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল।	٦٩. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ مُسۡلِمِينَ
৭০। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।	٧٠. ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ
৭১। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে	٧١. يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ

فِيهَا خَـٰلِدُونَ	তোমরা স্থায়ী হবে।
٧٢. وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	৭২। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।
٧٣. لَكُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ	৭৩। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে।

আকস্মিকভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং কাফিরদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ দেখ, এই মুশরিকরা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। কারণ এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কারও জানা নেই। হঠাৎ করে যখন এটা এসে পড়বে তখন এরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন উপকার হবেনা। এরা যদিও এই কিয়ামাতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত। ঐ সময় বা ঐ সময়ের পরের আমল কোন কাজে আসবেনা।

الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ দুনিয়ায় যাদের বন্ধুত্ব গাইরুল্লাহর জন্য রয়েছে ঐ দিন সেটা শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্য রয়েছে তা বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫)

সুখবর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য, তাদের বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত

কিয়ামাতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবে ঃ

يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এরপর বলা হবে ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। এটা হল তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শারীয়াতের উপর আমল।

মু'তামির ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কাবর হতে উত্থিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও ত্রাসের মধ্যে থাকবে। তখন একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন ঃ

يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এ ঘোষণা শুনে সবাই আশ্বস্ত হবে, কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা সবারই জন্য)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। (তাবারী ২১/৬৩৯) এ ঘোষণা শুনে খাঁটি মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা রূমে-এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ সেখানে সবকিছু রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ এবং تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ এই দুই কিরা'আতই রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রং-বেরংয়ের খাবার রয়েছে যা মনে চায়। এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রাহমাতের গুণে। কেননা কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রাহমাত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের ফলে জান্নাতে যেতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই জান্নাতের যে শ্রেণীভেদ হবে তা সৎ কার্যাবলীর পার্থক্যের কারণেই হবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফল-মূল ইত্যাদির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তারা সেগুলি হতে আহার করবে। মোট কথা, তারা অশেষ নি'আমাতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৪। নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী।	٧٤. إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ
৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে।	٧٥. لَا يُفَتَّرُ عَنۡهُمۡ وَهُمۡ فِيهِ مُبۡلِسُونَ

৭৬। আমি তাদের প্রতি যুল্‌ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।	٧٦. وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ
৭৭। তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক জাহান্নামের অধিকর্তা। তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা এভাবেই থাকবে।	٧٧. وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ
৭৮। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ।	٧٨. لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ
৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।	٧٩. أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ
৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকা/ফেরেশতাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।	٨٠. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

ক্ষতিগ্রস্তদের শাস্তি

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ এর আগে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার এখানে মন্দ ও

অসৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে নিরাশ হয়ে যাবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ আমি তাদের প্রতি যুল্‌ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। দুষ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করেছি। এটা তাদের প্রতি আমার যুল্‌ম নয়, আমিতো আমার বান্দাদের প্রতি মোটেই যুল্‌ম করিনা। জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলবে ঃ

يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ তোমার রাব্ব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন ‘আতা (রহঃ) থেকে, তিনি সাফওয়ান ইব্‌ন ইয়া’লা (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের উপর وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ এ আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এটা ফাইসালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى. ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা ‘আলা, ৮৭ ঃ ১১-১৩)

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবে ঃ **إِنَّكُم مَّاكِثُونَ** তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা।

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ এরপর মহান আল্লাহ তাদের দুষ্কার্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে পেশ করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তখন তারা তা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওটা তারা মানতেই চায়না। তাই তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই রয়েছে তাদের খুব মিল মহব্বত। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা আজ নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ-আফসোস কর। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসেও কোন উপকার হবেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন আমিও কৌশল করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন (তাবারী ২১/৬৪৬) এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহুর নিম্নের উক্তিটি রয়েছে ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করত। আল্লাহ তা‘আলাও তখন তাদেরকে ধোঁকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুলল না। এ জন্যই এর পরেই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখিনা? তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন বিষয়

অবগত রয়েছি। আর আমার মালাইকা তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ আমি নিজেইতো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের খবর রাখি, তদুপরি আমার নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ছোট-বড় সব আমলই লিপিবদ্ধ করে রাখছে।

৮১। বল ঃ দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।	٨١. قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ
৮২। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।	٨٢. سُبْحَـٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
৮৩। অতএব তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।	٨٣. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ
৮৪। তিনিই মা'বূদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বূদ ভূতলের এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	٨٤. وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ
৮৫। কত মহান তিনি, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যবর্তী সব কিছুর	٨٥. وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ

সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।	ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
৮৬। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।	٨٦. وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
৮৭। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?	٨٧. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
৮৮। আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি ঃ হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা।	٨٨. وَقِيلِهِۦ يَـٰرَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ
৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	٨٩. فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَـٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

আল্লাহর কোন সন্তান নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ হে

মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে তাহলে আমিই হতাম প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর ইবাদাত করত। আমি তাঁর না কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তাঁর হুকুম হতে বিমুখ হই। যদি এরূপই হত তাহলে আমিই সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা এরূপ নয় যে, কেহ তাঁর সমান ও সমকক্ষ হতে পারে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, শর্তরূপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। এমন কি ওর সম্ভাবনাও যরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪)

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। তিনিতো এক, অভাবমুক্ত। তাঁর কোন উযির-নাযীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ হে নাবী! তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তুমি বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। তারা এসব খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামাত এসে পড়বে। ঐ সময় তারা তাদের পরিণাম জানতে পারবে।

আল্লাহর অনন্যতা/অদ্বিতীয়তা

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ এরপর মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও শক্তিহীন। তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩)

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কোন সন্তান থাকা থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সবারই অধিকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এমন কেহ নেই যে তাঁর কোন হুকুম টলাতে পারে। কেহ এমন নেই যে তাঁর মর্জীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সবকিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। তিনি ছাড়া কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময়ের জ্ঞান কারও নেই। তাঁর নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎ আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে।

মুশরিকদের সুপারিশ করার কোন সুযোগ থাকবেনা

وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।* অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থাৎ কাফিরেরা তাদের যেসব বাতিল মা‘বূদকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেহই সুপারিশের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারবেনা। কারও সুপারিশে তাদের কোন উপকার হবেনা। এরপরে ‘ইসতিসনা মুনকাতা’ রয়েছে অর্থাৎ তবে তারা ব্যতীত যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়। আর তারা নিজেরাও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। আল্লাহ তা‘আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং সেই সুপারিশ তিনি কবূল করবেন।

মূর্তি পূজকরা স্বীকার করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ হে নাবী! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা জবাবে অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও এর সাথে সাথে অন্যদেরও তারা উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা করে দেখেনা যে, সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদাত করা যায় কি করে? তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এত বেশি যে, এই সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তারা বুঝতে পারেনা। আর বুঝালেও তারা সেই অনুযায়ী আমল করেনা। তাইতো মহান আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলেন ঃ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে!

আল্লাহর কাছে রাসূলের (সাঃ) অভিযোগ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এ বক্তব্য বললেন অর্থাৎ স্বীয় রবের নিকট স্বীয় কাওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে, তারা ঈমান আনবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُوا۟ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

রাসূল বলল ঃ হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩০) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই করেছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬)

رَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) (৪৩ ঃ ৮৮) আয়াতটি وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ *এবং রাসূল তখন বলেন ঃ হে আমার রাব্ব!* এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এটা তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, তিনি স্বীয় রবের কাছে স্বীয় কাওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) সূরার শেষে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (হে নাবী)! সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন এ কাফিরদের মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের জন্য কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই যেন নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন এবং 'সালাম' (শান্তি) এ কথা বলেন। 'সত্বরই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে' এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, তাদের উপর এমন শাস্তি আপতিত হবে যা টলানোর নয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দীনকে সমুন্নত করলেন এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মু'মিন ও মুসলিম বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ এবং শত্রুদেরকে নির্বাসনের হুকুম দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে জয়যুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে অসংখ্য লোক প্রবেশ করল এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আর তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন।

সূরা যুখরুফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৪ ঃ দুখান, মাক্কী ٤٤ – سورة الدخان، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৯, রুকূ ৩) (اٰيَاتها : ٥٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

মুসনাদ বাযযারে আবূ তুফাইল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলাহ (রহঃ) থেকে, তিনি যায়িদ ইব্‌ন হারিসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন সাইয়াদকে বলেন ঃ আমি মনে মনে কিছু গোপন রেখেছি, তুমি কি বলতে পার তা কি? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাইয়াদের) থেকে যা গোপন রেখেছিলেন তা ছিল সূরা দুখান। সাইয়াদ উত্তরে বলল ঃ আদ দুখ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি ধ্বংস হও! আল্লাহ যা চান তাই হয়। (তাবারী ৫/৮৮) এ হাদীসটির বর্ণনার ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সাইয়াদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে বর্ণনা করেছেন তাতে সূরার নাম উল্লেখ করা হয়নি। (বুখারী ১৩৫৪, মুসলিম ৭৩৪৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।	٢. وَٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡمُبِينِ
৩। আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে, আমিতো সতর্ককারী।	٣. إِنَّآ أَنزَلۡنَـٰهُ فِى لَيۡلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
৪। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় -	٤. فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ
৫। আমার আদেশক্রমে; আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি -	٥. أَمۡرًا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا

مُرْسِلِينَ	
٦. رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ	৬। তোমার রবের অনুগ্রহ স্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ -
٧. رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ	৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যস্থিত সব কিছুর রাব্ব - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।
٨. لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ	৮। তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাব্ব।

লাইলাতুল কাদরে কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, এই কুরআনুল কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাতে অর্থাৎ কাদরের রাতে অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে। (সূরা কাদর, ৯৭ ঃ ১) অর্থাৎ ইহা নাযিল হয়েছিল রামাযান মাসে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৫) সূরা বাকারায় এর তাফসীর আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারাক রাতে কুরআনুল কারীম

অবতীর্ণ হয় তা হল শা'বান মাসের ১৫তম রাত। কিন্তু এটা সরাসরি কষ্টকর উক্তি। কেননা কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা কুরআন রামাযান মাসে নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শা'বান মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী শা'বান মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করা হয়, যেমন ভাগ্যের ভাল-মন্দ, চাকরী প্রাপ্তি, আয়-উপার্জন, বিয়ে, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদিও নির্ধারিত হয়, ঐ হাদীস মুরসাল। এ ধরণের হাদীস দ্বারা কুরআনুল হাকীমের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ আমি সতর্ককারী। অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও সাওয়াব সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শারীয়াতের জ্ঞান লাভ করতে পারে।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এই রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ লাউহে মাহফূয হতে লেখক মালাইকা/ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বয়স, জীবিকা এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত যা ঘটবে ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২২/৯) حَكِيْم শব্দের অর্থ হল মুহকাম বা মযবূত, যার পরিবর্তন নেই, সবই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তাঁরা তাঁর নিদর্শনাবলী তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলি আল্লাহ সুবহানাহুর আদেশে, অনুমোদনে এবং জ্ঞাতেই হয়ে থাকে।

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ *আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি*। আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে (আঃ) মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতে যা তাদের জানা খুবই প্রয়োজন।

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এটা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং সবকিছুরই অধিকর্তা। সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনিই একমাত্র মা'বূদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রাব্ব। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।	٩. بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ
১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।	١٠. فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
১১। এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	١١. يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
১২। তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব।	١٢. رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো	١٣. أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ

এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল;	جَآءَهُمۡ رَسُولٌ مُّبِينٌ
১৪। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল।	١٤. ثُمَّ تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجۡنُونٌ
১৫। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।	١٥. إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلۡعَذَابِ قَلِيلاًۚ إِنَّكُمۡ عَآئِدُونَ
১৬। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।	١٦. يَوۡمَ نَبۡطِشُ ٱلۡبَطۡشَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

কাফিরদেরকে ঐ দিনের সাবধান করা হচ্ছে যেদিন আকাশ ধূম্রপুঞ্জে ছেয়ে যাবে

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ সত্য এসে গেছে, অথচ এই মুশরিকরা এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগ্ন রয়েছে! সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যে দিন আকাশ হতে ভীষণ ধূম্র আসতে দেখা যাবে।

মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ একদা আমরা কুফার মাসজিদে গেলাম যা কিনদাহ্র প্রবেশের পথে রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি সেখানে এ আয়াতটি তার সাথীদের পাঠ করে শোনান এবং বলেন যে, এই আয়াতে যে ধূম্রের বর্ণনা রয়েছে এর দ্বারা ঐ ধূম্রকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামাতের দিন মুনাফিকদের বধির ও অন্ধ করে দিবে এবং মু’মিনদের সর্দি হওয়ার মত অবস্থা হবে। আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং ঐ লোকটির বক্তব্য তাঁর সামনে পেশ করি। তিনি ঐ সময় শায়িত অবস্থায়

ছিলেন। এ কথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

বল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৬) জেনে রেখ যে, মানুষ যা জানেনা তার 'আল্লাহই খুব ভাল জানেন' এ কথা বলে দেয়াও একটা ইল্ম। আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে থাকল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু'আ করলেন যে, ইউসুফের (আঃ) যুগের মত বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দু'আ কবূল করলেন এবং তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হল যে, তারা হাড় ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করল। তারা আকাশের দিকে তাকাত। কিন্তু ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৫)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিত। তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৬) কিন্তু এরপর যখন জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে মুযার গোত্রের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ *আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।* এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হবে? আসলে তাদেরকে দেয়া এক ধরণের শাস্তির ব্যাপারে তারা যখন কিছুটা ধাতস্থ হবে তখন তাদেরকে অন্য ধরণের শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ *যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।* তিনি (ইব্ন

মাসউদ (রাঃ)) বলেন ঃ এখানে বদর দিবসের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) আরও বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস সংঘটিত হয়েছে। (এক) ধূম্র অর্থাৎ আকাশ হতে ধূম্র আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, (চার) পাকড়াও অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং (পাঁচ) লিযাম অর্থাৎ খোঁচাদাতা শাস্তি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪, আহমাদ ১/৩৮০, তিরমিযী ৯/১৩৩, নাসাঈ ৬/৪৫৫, তাবারী ২২/১৩, ১৪)

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) ধূম্র দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন সেই ব্যাপারে মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যা আউফী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনেরাও একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/১৬)

আবূ সারিহাহ (রহঃ) হুযাইফা ইব্ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা একদা কিয়ামাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ যত দিন তোমরা দশটি আলামত দেখতে না পাবে তত দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা। ওগুলো হল ঃ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম্র, দাব্বাতুল আর্দ, ইয়াজূজ মা‘জূজের আগমন, ঈসার (আঃ) আগমন, দাজ্জালের আগমন; পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিকম্প হওয়া এবং আদন হতে আগুন বের হয়ে জনগণকে হাঁকিয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা। লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে ঐ আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম নিবে সেখানে ঐ আগুনও থাকবে। (মুসলিম ৪/২২২৫)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এ আয়াতটি স্বীয় অন্তরে গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন সাইয়াদকে বলেছিলেন ঃ আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি বলতো? সে উত্তরে বলে ঃ دُخّ রেখেছেন। তিনি তখন তাকে বলেন ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি চাইলেও তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী আর সামনে আগ বাড়াতে পারবেনা। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্তরে যে কথাটি গোপন রেখেছিলেন তা হল ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ *অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।* তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে আয়াতের অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসের (ফাতহুল বারী ৩/২৫৮, মুসলিম ৪/২২৪০) অংশ নয়। যা হোক, এতেও এক প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্য অপেক্ষা করার সময় বাকী রয়েছে। ইব্ন সাইয়াদ ছিল একজন জোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তা। সে জিন-শাইতানের কাছ থেকে যা শুনতে পেত তা মানুষকে বলত। তার বক্তব্য ছিল এলোমেলো-আগোছালো। তাই সে বলল ঃ আদ দুখ অর্থাৎ ধূম্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন যে, সে তার খবরের সূত্র কোথা থেকে পাচ্ছে অর্থাৎ শাইতান থেকে, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি এর পরে আর সামনে অগ্রসর হতে পারবেনা। মারফূ' হাদীসসমূহেও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধূম্র কিয়ামাতের একটি আলামত, যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে। কুরআনুল হাকীমের বাহ্যিক শব্দও এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ *অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।* কেননা কুরআনে একে স্পষ্ট ধূম্র বলা হয়েছে, যা সবাই দেখতে পায়। আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধূম্রের দ্বারা' এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এটাতো একটা কাল্পনিক জিনিস।

অতঃপর তিনি يَغْشَى النَّاسَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এটা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ উক্তিটিও এ ব্যাপারে পক্ষ সমর্থন করে। কেননা ক্ষুধার ঐ ধোঁয়া শুধু মাক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ধূম্রাচ্ছন্ন করে ফেলবে। এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে এটা ধমক ও তিরস্কার হিসাবে বলা হবে। যেমন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (সূরা তূর, ৫২

ঃ ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিরেরা নিজেরাই একে অপরকে এই কথা বলবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে, তখন তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব। অর্থাৎ কাফিরেরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫১-৫২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, কিন্তু তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ ঃ মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিই তাহলে সেখানে গিয়ে আবার তোমরা ঐ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৫) যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮)

দ্বিতীয় অর্থ ঃ যদি শাস্তির উপকরণ কায়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্য শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবেনা। এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়না যে, তাদের উপর আযাব এসে যাওয়ার পর আবার সরে যায়।

'প্রবলভাবে পাকড়াও করা' এর অর্থ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ *যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।* প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) بَطْشَة এর অর্থ করেছেন বদর দিবস। (তাবারী ২২/২২) সালাফগণের একটি বিরাট দল ইব্ন মাসউদের (রাঃ) ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন যা আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২২) উবাই ইব্ন কা'বও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২৩) এটি বদরের দিনও হতে পারে। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হচ্ছে যে, এটি হচ্ছে কিয়ামাত দিবস, যদিও বদরের দিনও কাফিরদের জন্য ছিল প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ করার একটি ভীষন দুর্দিন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াকূব (রহঃ) আমার কাছে বলেছেন ঃ ইব্ন উলাইয়াহ (রহঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ খালিদ আল হায্যায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, প্রবল পাকড়াওয়ের দিন হচ্ছে বদরের দিন। কিন্তু আমি বলি যে, উহা হল কিয়ামাত দিবস। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, তার কাছ থেকে যে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে এটিই অধিক সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

১৭। এদের পূর্বে আমি ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল।	١٧. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
১৮। সে বলল ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি	١٨. أَنْ أَدُّوٓاْ إِلَيَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّي

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ	তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।
١٩. وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ	১৯। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়োনা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।
٢٠. وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ	২০। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরা -ঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
٢١. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ	২১। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক।
٢٢. فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ	২২। অতঃপর মূসা তার রবের নিকট নিবেদন করল ঃ এরাতো এক অপরাধী সম্প্রদায়।
٢٣. فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ	২৩। আমি বলেছিলাম ঃ তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।
٢٤. وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ	২৪। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

২৫। তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,	٢٥. كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ
২৬। কত শস্য ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ,	٢٦. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত।	٢٧. وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ
২৮। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।	٢٨. كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ
২৯। আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।	٢٩. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ
৩০। আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে -	٣٠. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ
৩১। ফির‘আউনের; সেতো পরাক্রান্ত সীমা লংঘনকারীদের মধ্যে।	٣١. مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ
৩২। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।	٣٢. وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

৩৩। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।	٣٣. وَءَاتَيْنَـٰهُم مِّنَ ٱلْـَٔايَـٰتِ مَا فِيهِ بَلَـٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ

মূসা (আঃ) ও ফির‘আউনের ঘটনা এবং বানী ইসরাঈলের রক্ষা পাওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি ঐ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ তিনি তাদের কাছে তাঁর সম্মানিত রাসূল মূসাকে (আঃ) প্রেরণ করেছিলেন। মূসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমরা বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আমি আমার নাবুওয়াতের প্রমাণ হিসাবে কতকগুলি মু‘জিযা নিয়ে এসেছি। যারা হিদায়াত মেনে নিবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ

সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৪৭)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর অহীর আমানাতদার করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে তোমাদের মোটেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তাঁর বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করছি।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ হতে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ এর অর্থ হল, আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হতে আমার রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি। (তাবারী ২২/২৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মৌখিক ভৎর্সনা করা অর্থাৎ ধিক্কার দেয়া। (তাবারী ২২/২৬) আর কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন পাথর দ্বারা হত্যা করা। মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বললেন ঃ

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ যদি তোমরা আমার কথা মেনে না চল, আমার উপর যদি তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে মন না চায় তাহলে কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং ঐ সময়ের জন্য প্রস্তুত থাক যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।

অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, অন্তর খুলে তাদের মধ্যে প্রচার কাজ চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন। তারপরও দেখলেন যে, দিন দিন তারা কুফরীর দিকেই এগিয়ে চলছে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। অন্যত্র যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلاً فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا

আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গকে

দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮-৮৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ তুমি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তাহা, ২০ ঃ ৭৭)

অতঃপর মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফির'আউন তার লোক-লস্কর নিয়ে বানী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার উদ্দেশে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। সুতরাং তিনি সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) ইচ্ছা করলেন যে, সমুদ্রে লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফির'আউন এবং তার লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী করলেন ঃ وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া না হয় যে পর্যন্ত না শত্রুরা এক এক করে সবাই সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ে। এসে পড়লেই সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর

ফলে সবাই নিমজ্জিত হবে। رَهْوًا এর অর্থ হল শুষ্ক রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত অবস্থার উপর থাকে।

وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا *সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও।* অর্থাৎ এখন যেভাবে আছে ওকে ওভাবেই থাকতে দাও। (দুররুল মানসুর ৭/৪১০) মুজাহিদ (রহঃ) رَهْوًا এর অর্থ করেছেন ওর (সমুদ্রের) পথটি এখন যেমন শুকনা আছে তেমনি থাকুক। তুমি ওকে ওর পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ পানিতে পূর্ণ) ফিরে যেতে বলনা, যতক্ষণ না ফির'আউন বাহিনীর সবাই ঐ শুস্ক পথে প্রবেশ করে। (তাবারী ২২/৩০) ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ), কা'ব আল আহবার (রহঃ), সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৩০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এসব ছেড়ে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। وَمَقَامٍ كَرِيمٍ এর অর্থ হচ্ছে সুরম্য প্রাসাদসমূহ। (তাবারী ২২/৩২) মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ *ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত।* এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঐ জীবন যখন তারা আনন্দ উৎফুল্লতায় কাটিয়েছে, যখন যা খুশি খেতে মন চেয়েছে অথবা পরিধান করতে চেয়েছে তা পেয়েছে এবং তাদের ছিল অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদা। এর সব কিছুই এক ভোরে আকস্মিকভাবে কেড়ে নেয়া হয়। এ পৃথিবীতেই তারা তাদের সব কিছু ফেলে চলে গেছে এবং তাদের জায়গা হয়েছে জাহান্নাম। আবাস স্থল হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট!

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় নি'আমাতের উত্তরাধিকারী করে দেন বানী ইসরাঈলকে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ

وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ আকাশ ও পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি। কেননা ঐ পাপীদের এমন কোন সৎ আমলই ছিলনা যা আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা কাঁদবে বা দুঃখ-আফসোস করবে। আর যমীনেও এমন জায়গা ছিলনা যেখানে বসে তারা আল্লাহর ইবাদাত করত এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবে। অতএব এগুলি তাদের ধ্বংসের কারণে কাঁদলনা এবং দুঃখ প্রকাশ করলনা।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ অবিশ্বাস, ঔদ্ধত্যতা এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে আবুল আব্বাস! আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ *আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।* আসমান ও পৃথিবী কি কারও জন্য কাঁদে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দুনিয়াবাসীর এমন কেহ নেই যার রিয্ক বরাদ্দ হয়ে আসমানের দরযা দিয়ে নিচে নেমে না আসে এবং আমল উপরে উঠে না যায়। যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন ঐ দরযা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার অনুপস্থিতি অনুভব করে তার জন্য কাঁদতে থাকে। সে যে জায়গায় বসে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকে ঐ জায়গাও তার জন্য কাঁদতে থাকে। কিন্তু অভিশপ্ত ফির'আউন

কিংবা তার লোকেরা দুনিয়ায় কোন উত্তম আমল করে যায়নি যা আসমানের দরযা দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেনা। (তাবারী ২২/৩৪) আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে। সে বানী ইসরাঈলকে ঘৃণার পাত্র মনে করত। তাদের দ্বারা সে নিকৃষ্টতম কাজ করিয়ে নিত। সে আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

নিশ্চয়ই ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪) আরও বলা হয়েছে ঃ

فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ

কিন্তু তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি অনুগ্রহের কথা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ঐ যুগে যাদের সাথে বানী ইসরাঈলরা বসবাস করত তাদের উপর তিনি বানী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সম সাময়িক লোকদের উপর তাদেরকে পছন্দ করা হয়েছিল এবং এটাই বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক যামানায় আল্লাহর পছন্দনীয় লোকদেরকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ

হে মূসা! আমি তোমাকেই লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর যুগের লোকদের উপর। যেমন মারইয়াম (আঃ)

সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ ঃ

وَٱصۡطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪২) অর্থাৎ তাঁর যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে মারইয়ামকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে মারইয়ামকে (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাঃ) মারইয়াম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা কমপক্ষে সমানতো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মাযাহিমও (রাঃ) ছিলেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত সমস্ত নারীর উপর তেমনই যেমন সুরুয়ায় বা ঝোলে ভিজানো রুটির ফাযীলাত অন্যান্য খাদ্যের উপর।

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মু'জিযা ও কারামাত দান করেছিলেন যেগুলির মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধানকারীদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪। তারা বলেই থাকে -	٣٤. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ
৩৫। আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হবনা।	٣٥. إِنۡ هِيَ إِلَّا مَوۡتَتُنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُنشَرِينَ
৩৬। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।	٣٦. فَأۡتُواْ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
৩৭। শ্রেষ্ঠ কি তারা না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই	٣٧. أَهُمۡ خَيۡرٌ أَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ أَهۡلَكۡنَٰهُمۡۖ

তারা ছিল অপরাধী।	إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُّجْرِمِينَ

যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জবাব

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কিয়ামাতকে অস্বীকারকরণ এবং এর দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, কিয়ামাত হবেনা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও নেই। আর হাশর নশর ইত্যাদি সবই মিথ্যা। তারা এই দলীল পেশ করে যে, তাদের মাতা-পিতা মারা গেছে, তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসেনা কেন? তাই তারা বলছে ঃ

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ *অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।*

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এটা হবে কিয়ামাতের সময়। এর অর্থ এটা নয় যে, জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে। ঐ দিন এই যালিমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ঐ সময় উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্বের উম্মাতদের উপর সাক্ষী হবে এবং তাদের উপর তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষী হবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই পাপের কারণে এদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল ঐ শাস্তিই না জানি হয়তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের ঘটনাবলী সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। তারা ছিল কাহতানের আরাব এবং এরা হল আদনানের আরাব।

সাবার হিমাইরগণ তাদের বাদশাহকে *'তুব্বা'* বলত, যেমন পারস্যের বাদশাহকে *'কিসরা'*, রোমের বাদশাহকে *'সিজার'*, মিসরের বাদশাহকে *'ফির'আউন'* এবং ইথিওপিয়ার বাদশাহকে *'নাজ্জাসী'* বলা হত। তাদের মধ্যে একজন তুব্বা ইয়ামান হতে বের হন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকেন। সব দেশের বাদশাহদেরকে পরাজিত করতে করতে তিনি সমরকন্দে পৌঁছেন এবং নিজের সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বিরাট সেনাবাহিনী এবং অসংখ্য প্রজা তার অধীনস্থ ছিল। তিনিই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করেন। এটা স্বীকার করা হয় যে, তার যুগে তিনি মাদীনায়ও এসেছিলেন। সেখানের অধিবাসীদের সাথে তিনি যুদ্ধও করেন। কিন্তু জনগণ তাকে বাধা দেয়। মাদীনাবাসীরা তার সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ করত, আবার রাতে তার

মেহমানদারী করত। সুতরাং তিনি লজ্জিত হন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। সেখানের দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা মূসার (আঃ) সত্য দীনের উপর ছিলেন। তারা সদা-সর্বদা তাকে ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকতেন। তারা তাকে বলেন ঃ আপনি মাদীনা ধ্বংস করতে পারেননা। কেননা এটা হল শেষ নাবীর হিজরাতের জায়গা। সুতরাং তিনি সেখান হতে ফিরে যান এবং ঐ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে করে ইয়ামানে নিয়ে যান। যখন তিনি মাক্কায় পৌঁছেন তখন বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঐ দু'জন আলেম তাকে ঐ কাজ হতেও বিরত রাখেন এবং ঐ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা তার সামনে তুলে ধরেন। তারা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এ ঘরের মূল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রকাশ পাবে। ঐ বাদশাহ তুব্বা তাদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। এমনকি তিনি নিজেই বাইতুল্লাহর খুব সম্মান করেন, ওর তাওয়াফ করেন এবং ওর উপর গিলাফ চড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে ইয়ামানে ফিরে যান। স্বয়ং তিনি মূসার (আঃ) ধর্মে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র ইয়ামানে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেন। তখন পর্যন্ত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব ঘটেনি এবং ঐ যুগের লোকদের জন্য মূসার (আঃ) ঐ সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুব্বা নাবী ছিলেন কিনা তা আমি জানিনা। (বাগাবী ৪/১৫৪) 'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ তোমরা তুব্বাকে গালি দিওনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। (আবদুর রায্যাক, ৩/২০৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।	٣٨. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ
৩৯। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।	٣٩. مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	
٤٠. إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَـٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ	৪০। নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস -
٤١. يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ	৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবেনা এবং তারা সাহায্যও পাবেনা।
٤٢. إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ	৪২। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

পৃথিবী সৃষ্টির নিগুঢ়তা/তত্ত্ব

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের আদল ও ইনসাফ এবং তাঁর বৃথা ও অযথা কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং

তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا

ফাইসালার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করবেন, কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনদেরকে দিবেন পুরস্কার। ঐ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০-১১)

وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। ঐ দিন কেহ কেহকেও কোন সাহায্য করবেনা এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য আসবেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৪৩। নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে –	٤٣. إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ
৪৪। পাপীর খাদ্য –	٤٤. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ
৪৫। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে -	٤٥. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ

৪৬। ফুটন্ত পানির মত।	٤٦. كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ
৪৭। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।	٤٧. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ
৪৮। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।	٤٨. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ
৪৯। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।	٤٩. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ
৫০। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।	٥٠. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعَامُ الْأَثِيمِ কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করে দুনিয়ায় সদা পাপ কাজে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন যাক্কুম গাছ খেতে দেয়া হবে। একাধিক তাফসীরকারক বলেছেন ঃ এর দ্বারা আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সেও শামিল রয়েছে, কিন্তু শুধু তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعَامُ الْأَثِيمِ *নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে*

পাপীর খাদ্য। এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান। তখন ঐ লোকটি বলল ঃ উহা হবে ইয়াতীমদের খাদ্য। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন ঃ না, বরং বল যে, যাক্কূম হল বদ আমলকারীদের খাবার। (তাবারী ২২/৪৩) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীর জন্য যাক্কূম ছাড়া আর কোন খাবার থাকবেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই যাক্কুমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর পড়ে তাহলে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। (তাবারী ২২/৪৩) একটি মারফূ' হাদীসেও এটা এসেছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ এটা হবে গলিত তাম্রের মত, এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের রক্ষকদের বলবেন ঃ এই কাফিরকে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও। তখন ৭০ হাজার মালাক তাকে ধরার জন্য দৌড়ে আসবেন।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ তাকে টেনে হিঁচড়ে এবং পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ **خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ** এর অর্থ হচ্ছে তাকে পাকড়াও কর এবং ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাও **إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ** তীব্র আগুনের মাঝখানে।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ *অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।* যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯-২০) ইতোপূর্বে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। ঐ পানি শরীরের যেখানে যেখানে পৌঁছবে সেখানের হাড়কে চামড়া হতে পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের নাড়ি-ভূড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন! অতঃপর তাদেরকে আরও লজ্জিত করার জন্য বলা হবে ঃ

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত

অভিজাত। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর করেছেন ঃ আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয়।

তারপর ঐ কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ এটাতো ওটাই (ঐ শাস্তি), যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৫)

৫১। মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে -	٥١. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।	٥٢. فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
৫৩। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে।	٥٣. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ
৫৪। এরূপই ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়ত লোচনা হুর।	٥٤. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ
৫৫। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে।	٥٥. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ

৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন -	٥٦. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ
৫৭। তোমার রাব্ব নিজ অনুগ্রহে। এটাইতো মহা সাফল্য।	٥٧. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
৫৮। আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	٥٨. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাওতো প্রতীক্ষমান।	٥٩. فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ.

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ জান্নাতে আনন্দের সাথে বসবাস করবেন

আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা দিচ্ছেন। এ জন্যই কুরআনুল কারীমকে مَثَانِي *(আল মাছানী)* বলা হয়েছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ দুনিয়ায় যারা অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। সেখানে তারা মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, শাইতান ও তার চক্রান্ত, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদাপদ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে।

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ কাফিরেরা সেখানে পাবে যাক্কুম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম পানি, পক্ষান্তরে এই জান্নাতীরা লাভ করবে সুখময় জান্নাত এবং প্রবাহমান নদী ও প্রস্রবণ। তারা

আরও পাবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা বসে থাকবে মুখোমুখী হয়ে। কারও দিকে কারও পিঠ হবেনা, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী হবে।

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ এই দানের সাথে সাথে তারা আয়ত লোচনা হুর লাভ করবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানব অথবা দানব স্পর্শ করেনি।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ

সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৬)

كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ

তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৮)

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ *সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল আনতে বলবে।* তারা যা চাবে তা'ই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তাদের কাছে তা হাযির হবে। ওগুলি শেষ হওয়ার বা কমে যাওয়ার কোন ভয় থাকবেনা। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবেনা। ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনা হবে, অতঃপর ওকে যবাহ করা হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে ঃ হে জান্নাতবাসীরা! এটা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান, আর কখনও মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের জন্যও এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান। কখনও আর তোমাদের মৃত্যু হবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮) সূরা মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রহঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা। সদা নি‘আমাত লাভ করতে থাকবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে সে নি‘আমাত লাভ করবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মরবেনা। সেখানে তার কাপড় পুরাতন হবেনা এবং তার যৌবন নষ্ট হবেনা। (তাবারানী ৪৮৯৫)

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ এই আরাম, শান্তি এবং নি‘আমাতের সাথে সাথে আরও বড় নি‘আমাতও রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই এর সাথে সাথেই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটা শুধু আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দয়া, এটাইতো মহাসাফল্য। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাক এবং মেহনত করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, কারও আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (হে নাবী)! আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং উজ্জ্বল রূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার এবং মাধুর্যপূর্ণ, যাতে লোকদের সহজে বোধগম্য হয়। এতদসত্ত্বেও লোকেরা এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

বলছেন ঃ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে দাও ঃ তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমিও অপেক্ষমান রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কার প্রতি সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে দুনিয়া ও আখিরাত লাভ করে তা তোমরা সত্বরই দেখতে পাবে। ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে নাবী! তুমি এ বিশ্বাস রেখ যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে। আমার নীতি এই যে, আমি আমার নাবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত করে থাকি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। (সূরা মুযাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

সূরা দুখান এর তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ৪৫ ঃ জাসিয়াহ, মাক্কী ٤٥ – سورة الجاثية، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৭, রুকূ ৪) (اَيَاتها : ٣٧، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। হা মীম।	١. حمٓ
২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।	٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ
৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।	٣. إِنَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأَيَـٰتٍ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
৪। তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।	٤. وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَـٰتٌ لِّقَوۡمٍ يُوقِنُونَ
৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।	٥. وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزۡقٍ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ

	مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ ءَايَـٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার নাসীহাত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা-গবেষণা করে, তাঁর নি'আমাতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলির কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি আসমান, যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন! মালাক/ফেরেশতা, দানব, মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই স্রষ্টা তিনিই। সমুদ্রের অসংখ্য সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। দিনকে রাতের পরে এবং রাতকে দিনের পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাতের অন্ধকার এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য তাঁরই অধিকারভুক্ত জিনিস। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন। এখানে রিয্ক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে।

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়।

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ দিন ও রাতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পূবালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুষ্ক ও সিক্ত হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রূহের খোরাক হয় এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যও প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রথমে বলেন যে, لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য। এরপর বলেন ঃ يُوقِنُونَ এতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেন ঃ يَعْقِلُونَ এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। এটা একটা সম্মান বিশিষ্ট অবস্থা হতে অন্য

একটা বেশি সম্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নীত করা। এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌ-পথে নৌযানসমূহের চলাচলে - যাতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৪) ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এখানে একটি দীর্ঘ আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার প্রকারের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?	٦. تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ
৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর।	٧. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
৮। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে, অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা	٨. يَسْمَعُ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ

ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
٩. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	৯। যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
١٠. مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا۟ شَيْـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবেনা, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
١١. هَـٰذَا هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ	১১। কুরআন সৎ পথের দিশারী; যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মিথ্যাবাদী পাপীর বর্ণনা এবং তার প্রতিবিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ اللَّه نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ এই যে কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নাবীর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর

আয়াতগুলি যথাযথভাবে তাঁর নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিরেরা শুনে, অথচ এর পরেও ঈমান আনেনা এবং আমলও করেনা। তাহলে আর কোন বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্য দুর্ভোগ, وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ তাদের জন্য আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং অন্তরে কাফির!

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا তারা আল্লাহর বাণী শুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও স্থির থাকছে! যেন ওটা তারা শুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ যখন তারা আল্লাহর কোন আয়াত অবগত হয় তখন তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল কিয়ামাতের মাইদানে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নিয়ে শত্রুদের শহরে সফর করতে নিষেধ করেছেন এই আশংকায় যে, তারা হয়তো কুরআনের অবমাননা করবে। (মুসলিম ৩/১৪৯১)

مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সারা জীবন ধরে যেসব বাতিল মা'বূদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও তাদের কোনই কাজে আসবেনা। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ এই কুরআন সৎ পথের দিশারী। যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।	١٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
১৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।	١٣. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
১৪। মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা, এটা এ জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।	١٤. قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
১৫। যে সৎ কাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে	١٥. مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا

ফَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ	**ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।**

সমুদ্রের নমনীয়তায়ও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরই হুকুমে মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রে সফর করে থাকে। মালভর্তি বড় বড় নৌযানগুলি নিয়ে তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যই রেখেছেন যে, তারা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ *তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে।* আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস মানুষের উপকারের জন্য এবং তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এগুলির সবই তাঁর অনুগ্রহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তাঁর নিকট হতে এসেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ

তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্ত যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৩

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উপরের আয়াতের (৪৫ ঃ ১৩) ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তাঁর দেয়া নামসমূহের মধ্যের নাম। সুতরাং এগুলি সবই তাঁরই পক্ষ হতে আগত। কেহ এমন নেই যে তাঁর নিকট হতে এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে অথবা তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই এ বিশ্বাস রাখে যে, এরূপই হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৬৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

কাফিরদের অনিষ্টতার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা

قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মু'মিনদেরকে ধৈর্য ধারণের অভ্যাস রাখতে হবে। যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের মুখ হতে তাদেরকে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে এবং মুশরিক ও আহলে কিতাবের দেয়া বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে।

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, ইয়াহুদী-নাসারাদের অন্যায় অত্যাচার এড়িয়ে চলার লক্ষ্যে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করে। ফলে মুসলিমদের প্রতি তাদের হৃদয় কিছুটা হলেও নরম থাকবে। অবশ্য মুশরিকরা যদি অন্যায় আচরণ করতেই থাকে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ *তারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা আল্লাহর করুণার না শোকরী করে। (তাবারী ২২/৬৬, ৬৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা' এই উক্তির ভাবার্থ হল ঃ যারা আল্লাহর নি'আমাত লাভ করার চেষ্টা করেনা। তাদের ব্যাপারে মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখ। তাদের আমলের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করবেন। এ জন্যই এর পরেই বলেন ঃ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সেই দিন প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে। সৎকর্মশীলকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৬। আমিতো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম	١٦. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ

وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ	জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর।
١٧. وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ	১৭। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিবসে তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।
١٨. ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ	১৮। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা।
١٩. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ	১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবেনা; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০। এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রাহমাত।	٢٠. هَـٰذَا بَصَـٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর পছন্দ এবং অতঃপর তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ **الطَّيِّبَاتِ** বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নি'আমাত ছিল এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমাত দান করেছিলেন। আর ঐ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। দীন সম্পর্কীয় উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাদের উপর আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ তোমার রাব্ব আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।

বানী ইসরাঈলের অনুরূপ আচরণ না করার ব্যাপারে বর্তমান উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে

এর দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন বানী ইসরাঈলের মত না হয়। এ জন্যই মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ **فَاتَّبِعْهَا** তুমি তোমার রবের অহীর অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করনা। তারা এক বন্ধু অপর বন্ধুকে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করবেনা।

তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করনা। তারাতো পরস্পর বন্ধু।

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে বের করে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু হল শাইতান। সে তাদেরকে জ্ঞানের আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রাহমাত।

২১। দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!	٢١. أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ
২২। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ অনুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা।	٢٢. وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
২৩। তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে	٢٣. أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ

هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ	**নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?**

মু'মিন এবং কাফিরের হায়াত এবং মাউত সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ এরূপ হতে পারেনা যে, কাফির ও দুষ্কৃতিকারী এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীল জীবন ও মরণে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সমান হয়ে যাবে।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ যারা এটা মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ও মু'মিনদেরকে সমান গণ্য করব, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কা'বা ঘরের ভিত্তির মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ তোমরা দুষ্কর্ম করছ, আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছ। এটা ঠিক ঐরূপ যেমন কেহ কোন কন্টকযুক্ত গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করে।

সুবাহ (রহঃ) থেকে তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) বলেন যে, আবুদ দুহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, মাসরূক (রহঃ) তাকে

বলেছেন যে, তামীম আদ দারী (রাঃ) এক রাতে নাফল সালাত আদায় করার সময় সমস্ত রাত ব্যাপী শুধু أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে?* এ আয়াতটি কিরা'আতে পাঠ করে কাটিয়ে দেন। (তাবারানী ২/৫০) এ জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্‌ম করা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ হে নাবী! তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে তার মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে। যে কাজ করতে তার মন চেয়েছে তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে।

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ *আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন।* এর দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি হল আল্লাহ সুবহানাহু জানেন যে, ঐ ব্যক্তি বিপথগামী হবে, অতএব তিনি তাকে ঐ পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বিপথগামী হওয়া, যা তার আমলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তার জন্য ভাল কিছু আর হওয়ার নেই। দ্বিতীয় অর্থটির ভিতর প্রথম অর্থটিও লুকায়িত আছে। তাই একটি অপরটির বিপরীত নয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً তার কর্ণে মোহর রয়েছে, তাই সে শারীয়াতের কথা শোনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা তার হৃদয়ে স্থান পায়না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায়না।

فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে

পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬)

২৪। তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে।	٢٤. وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
২৫। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা শুধু এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।	٢٥. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
২৬। বল ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই।	٢٦. قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।	لَا يَعْلَمُونَ

কাফিরদের শাস্তি, তাদের বাদানুবাদ এবং তার জবাব

কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্প্রদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরাব-মুশরিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا *তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি।*

তারা বলে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। মানুষের মধ্যে কেহ মারা যায়, আবার কেহ জন্মগ্রহণ করে। তাদের কোন পুনর্জীবন নেই এবং বিচারও হবেনা। এটা ছিল আরাবের মুশরিকদের ধারণা। এ ছাড়া নিরীশ্বরবাদী আরাব দার্শনিকরা পুনর্জীবন এবং বিচার-ফাইসালাকে অস্বীকার করত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতনা এবং বলত যে, প্রতি ৩৬ হাযার বছরে পৃথিবী উহার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন ওর সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু হবে। তারা দাবী করে যে, এই পুরানো হওয়া এবং নতুন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চক্রটি মহাকালের জন্য চলতে থাকবে। কিন্তু সঠিকভাবে তারা এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এবং অহীকেও অস্বীকার করে। তারা বলে ঃ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ *আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে।* এর উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ *বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে।* আসলে তারা অনুমানের উপর কথা বলে। তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। দু'টি সুনান গ্রন্থ আবূ দাউদ এবং নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ যুগতো আমি নিজেই। সমস্ত কাজ আমারই হাতে। দিন ও রাতের পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২, আবূ দাউদ ৫/৪২৩, নাসাঈ ৬/৪৫৭)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহ তা'আলাইতো যুগ। (মুসলিম ৪/১৭৬৩)

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ‘তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহই যুগ’ এই উক্তির তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতা যুগের আরাবরা যখন কোন কষ্ট ও বিপদাপদে পড়ত তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিত। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করেনা। সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাদের যুগকে গালি দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই গালি দেয়া যাঁর হাতে ও যাঁর অধিকারে রয়েছে যুগ। সুখ ও দুঃখের মালিক তিনিই। অতএব, গালি আপতিত হয় প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার উপরই। এ কারণেই আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে এ কথা বলেন এবং জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম ইব্ন হাযম (রহঃ) এবং যাহিরিয়াদের যারা বিজ্ঞজন তারা এই হাদীস দ্বারা মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলার উত্তম নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা। অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং পুনর্জীবন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা কোন যুক্তি পেশ করতে পারেনা। তখন তারা বলে ঃ

ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর। অর্থাৎ তাদেরকে জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনব। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তোমাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছ। তোমরাতো কিছুই ছিলেনা। আল্লাহই তোমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে কেন সক্ষম হবেননা? এটাতো জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, যিনি বিনা নমুনায় কোন জিনিস তৈরী করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার তৈরী করাতো তাঁর পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে বেশি সহজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৯)

لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ

এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। (সূরা নাবা, ৭৭ ঃ ১২-১৩)

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪)

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيبَ فِيه তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তোমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় আনয়ন করবেননা, যেমন তোমরা বলছ যে, তোমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক। দুনিয়া হল আমলের জায়গা। প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামাতের দিন। এই

পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয় যাতে কেহ ইচ্ছা করলে ঐ পারলৌকিক জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই বলেই তোমরা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছ। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا. وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৬-৭) তোমরা এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করলেও এটা সংঘটিত হবেই। এতে কোনই সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই মু'মিনরা জ্ঞানী ও বিবেকবান, তাইতো তারা এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমল করছে।

২৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٧. وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ
২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।	٢٨. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَـٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
২৯। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।	٢٩. هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাত দিবসে ভয়াবহ বিচারের মাঠের কিছু বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে চিরদিনের এবং আজকের পূর্বেও সমস্ত আকাশের, সমস্ত যমীনের মালিক, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামাতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذ يَخسَرُ الْمُبْطِلُونَ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত!

ঐ দিন এত ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। এ অবস্থা ঐ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি ঐ সময় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং ঈসা রূহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তাঁরাও সেদিন প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে বলবেন ঃ হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাইনা। ঈসা (আঃ) বলবেন ঃ হে আল্লাহ! আজ আমি আমার মা মারইয়ামের (আঃ) জন্যও আপনার কাছে কিছুই আরয করছিনা। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كُلُّ أُمَّة تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অযুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩-১৫) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ ঐ আমলনামা যা আমার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মালাইকা/ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে বিন্দুমাত্র কম-বেশী করা হয়নি, তা তোমাদের বিরুদ্ধে আজ সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে তোমাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মালাইকা/ফেরেশতারা বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করার পর ঐগুলি নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানে আমলের সংরক্ষক মালাইকা ঐ আমলনামাকে লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাতে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন

মালাইকা/ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম-বেশি দেখতে পাননা। অতঃপর তিনি إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন।

٣٠. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ	৩০। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের রাব্ব তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রাহমাতে। এটাই মহা সাফল্য।
٣١. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ	৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।
٣٢. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ	৩২। যখন বলা হয় ঃ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত - এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক ঃ আমরা জানিনা কিয়ামাত কি; আমরা মনে করি এটা একটি ধারনা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।
٣٣. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا۟	৩৩। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে

পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।	وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
৩৪। আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।	٣٤. وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ
৩৫। এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা।	٣٥. ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
৩৬। প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমন্ডলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব, জগতসমূহের রাব্ব।	٣٦. فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৩৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তাঁরই	٣٧. وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

এ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাঁর ঐ ফাইসালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং স্বীয় হাত-পা দ্বারা শারীয়াত অনুযায়ী সৎ নিয়াতের সাথে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন।

এখানে রাহমাত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেন ঃ তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করব সে তোমাকে লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০)

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ এটাই হল মহাসাফল্য।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন শাসন-গর্জন করে বলা হবে ঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলি শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের কাজ-কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে পাপের উপর পাপ করছিলে। যখন মু'মিনরা তোমাদেরকে বলত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা পাল্টা জবাব দিতে ঃ

مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ কিয়ামাত কি তা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم এখন তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে

শাস্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে করেছিল ঐ শাস্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে দেয়ার জন্য বলা হবে ঃ

الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব। যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং এমন কেহ হবেনা যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় বান্দাকে বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দেইনি? তোমাদের উপর কি আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাযিল করিনি। আমি কি তোমাদের জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদিকে অনুগত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তি তে বাস করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেইনি? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এগুলি সবই সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু বলবেন ঃ তুমি কি কখনও মনে করেছ যে, একদিন আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে ঃ না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব যেমন তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (মুসলিম ৪/২২৭৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا এই শাস্তি তোমাদেরকে এ জন্যই দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে আজ তোমাদেরকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল।

فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা। অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। এখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব। মু'মিনরা যেমন বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এখন তোমাদের তাওবাহ করা বৃথা।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফাইসালা করবেন এটা বর্ণনা

করার পর বলেন ঃ

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ প্রশংসা তাঁরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব এবং জগতসমূহের রাব্ব। অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই যিনি অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা ঐ আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব/গরিমা তাঁরই। আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বড়ই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। সবাই তাঁর অধীনস্ত। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ শ্রেষ্ঠত্ব আমার জামা এবং অহংকার আমার চাদর। সুতরাং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। (আবূ দাউদ ৪/৩৫০, মুসলিম ৪/২০২৩)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি *'আযীয'* অর্থাৎ পরাক্রমশালী। তিনি কারও কাছে কখনও পরাস্ত হননা। তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেহ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ, তাঁর শারীয়াতের কোন বিষয় তাঁর লিখিত তাকদীরের কোন অক্ষর হিকমাত বা নিপুণতা শূন্য নয়। তিনি সমুচ্চ ও সমুন্নত। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

পঞ্চবিংশতিতম পারা এবং সূরা জাসিয়াহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৬ ঃ আহকাফ, মাক্কী

٤٦ – سورة الأحقاف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৩৫, রুকূ ৪)

(اَيَاتتها : ٣٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. حمٓ	১। হা মীম।
٢. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ	২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।
٣. مَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّىۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ	৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
٤. قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِۖ ٱئۡتُونِي بِكِتَـٰبٍ مِّن	৪। বল ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা

قَبْلِ هَـٰذَآ أَوْ أَثَـٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ	পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর - যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
٥. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ	৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়।
٦. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ	৬। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।

কুরআন হল আল্লাহ হতে নাযিলকৃত এবং মহাবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআনুল কারীম স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তা কখনও বাতিল কিংবা কম হওয়ার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর কোন কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়।

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোনটাই তিনি অযথা ও বৃথা সৃষ্টি করেননি।

أَجَلٍ مُّسَمًّى এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবেনা এবং কমেও যাবেনা। وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য নিদর্শনাবলী হতে যে দুষ্টমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় তারা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্বরই জানতে পারবে।

কাফিরদের আচরণের জবাব

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ এই মুশরিকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক এবং যাদের ইবাদাত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো?

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারও এক অণু পরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শির্ক করতে শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারেনা। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তিনি বলেন ঃ

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু আসলে এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শারীয়াত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে। এক কিরা‘আতে وَأَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ *অথবা তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে কি অন্য কিছু*

পেয়েছ? রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞান থাকলে তা পেশ কর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এমন কেহকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইল্মের বর্ণনা দিতে পারে। (তাবারী ২২/৯৪) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলোতো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, আর না দেখতে পায়।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

কিয়ামাতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বূদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের

আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫)

৭। যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন কাফিরেরা বলে ঃ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।	٧. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। তারা কি তাহলে বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বল ঃ যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি তাহলে তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেনা। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٨. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৯। বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।	٩. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের দাবীর জবাব

মুশরিকদের হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অপবাদ দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু যাদুকর বলেই ক্ষান্ত হয়না, বরং এ কথাও বলে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বল ঃ

إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আমি যদি নিজেই কুরআন রচনা করে থাকি এবং আমি আল্লাহ তা'আলার সত্য নাবী না হই তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে আমার এ মিথ্যা বলার অপবাদের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তখন তোমরা কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে আমাকে তাঁর এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ

বল ঃ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় পাবনা। কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ২২-২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৭)

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ এরপর কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছে, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তিনি সবারই মধ্যে ফাইসালা করবেন।

এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তোমরা তাঁর দিকে ফিরে আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সূরা ফুরকানে এ বিষয়েরই আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫-৬)

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই থেকেছেন। সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এত বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও আমি জানিনা।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটির পর নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২) (তাবারী ২২/৯৯) অনুরূপভাবে ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এ আয়াতটি وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ এ আয়াতটি দ্বারা রহিত হয়েছে। যখন لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এ আয়াতটি (৪৮ ঃ ২) অবতীর্ণ হয় তখন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ এ আয়াত দ্বারাতো আল্লাহ তা‘আলা আপনার সাথে যা করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন? তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

এটা এ জন্য যে, তিনি মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৫)

সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মু’মিনরা বলেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের জন্য কি আছে? তখন আল্লাহ তা‘আলা ... لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات (৪৮ ঃ ৫) এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)

খারিযাহ ইব্ন যায়িদ ইব্ন সাবিত (রহঃ) উম্মুল আলা আল আনসারী (রাঃ) হতে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন আনসারগণের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ)। আমাদের এখানেই তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা যখন তাকে কাফন পরিয়ে দিই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ হে আবূ সায়িব (রাঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সম্মান দান করবেন! আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান প্রদান করবেন? তখন আমি বললাম ঃ আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানিনা। তিনি তখন বললেন ঃ তাহলে জেনে রেখ যে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর

শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও (আমার মত্যুর পর) আমার সাথে কি করা হবে তা আমি জানিনা। আমি তখন আল্লাহর শপথ করে বললাম ঃ আজকের পরে আর কখনও আমি কেহকেও পবিত্র ও নিস্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান করবনা। আর এতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) একটি প্রবাহিত ঝর্ণাধারার মালিক হয়েছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ এটা তার আমল। (আহমাদ ৬/৪৩৬, ফাতহুল বারী ৭/৩১০) ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেননি। এর অন্য একটি সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা যে, তার সাথে কি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭)

মোট কথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরও অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারও নেই এবং কারও এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী। তবে ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাদেরকে শারীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি (আশারায়ে মুবাশশারাহ) ঃ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সা'দ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) এবং আবূ উবাইদাহ ইবনুল যাররাহ (রাঃ)। ইব্ন সালাম (রাঃ), গুমাইসা (রাঃ)[১], বিলাল (রাঃ), সুরাকা (রাঃ), যাবিরের (রাঃ) পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রাঃ), বি'রে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ), জা'ফর (রাঃ), ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং এদের মত আরও যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ আমি আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[১] তিনি উম্মে সুলাইম (রাঃ) নামেই বেশি পরিচিত। তিনি হলেন আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) মা।

১০। বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্ত বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ যালিমদেরকে সৎ পথে চালিত করেননা।	١٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
১১। মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে ঃ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা।	١١. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ
১২। এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়, যেন এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।	١٢. وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

১৩। যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা।	١٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
১৪। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।	١٤. أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কুরআন হল আল্লাহর কালাম, এ বিষয়ে মু'মিন এবং কাফিরদের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিক ও কাফিরদেরকে বল ঃ সত্যিই যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে এবং এর পরও যদি তোমরা এটিকে অস্বীকার করতেই থাক তাহলে তোমাদের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছ কি? যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা এই কিতাবকে অস্বীকার করছ এবং মিথ্যা মনে করছ, অথচ এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে ঐ সব কিতাব যেগুলি ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর নাযিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর হাকীকাতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

মাসরুক (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সাক্ষী তার

নাবীর উপর এবং তার কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের নাবীর সাথে ও তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করছ। (তাবারী ২২/১০৩-১০৪)

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেননা।

شَاهِد শব্দটি **اِسْمِ جِنْس** এবং এটা সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি মাক্কী এবং এটা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিম্নের আয়াতটিও এ আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ

যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৩) অন্য জায়গায় আছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮)

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনিনি যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরাকারী কোন মানুষকে তিনি জান্নাতবাসী বলেছেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ছাড়া। তাঁর ব্যাপারেই ... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ *উপরন্ত বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২২/১০৪, ফাতহুল বারী ৭/১৬০, মুসলিম ৪/১৯৩০, নাসাঈ ৫/৭০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

ইকরিমাহ (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রহঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাওরী (রহঃ) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকেই (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/১০৪-১০৫, কুরতুবী ১৬/১৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ এই কাফিরেরা বলে ঃ এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হত তাহলে আমাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং আল্লাহর গৃহীত বান্দাদের পরিবর্তে বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ এবং গৃহের চাকর-চাকরানীসহ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অগ্রগামী হতনা। বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবূল করতাম।

মূর্তি পূজকদের এ কথা বলার কারণ এই যে, তারা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ খেয়াল রাখেন। এর মাধ্যমে তারা একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩) অর্থাৎ তারা বিস্মিত হয়েছে যে, কি করে এ দুর্বল লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে!

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ যদি এটা ভালই হত তাহলেতো তারাই অগ্রগামী হত। কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা নিশ্চিত কথা যে, যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে অগ্রগামীই হয়। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রমাণিত না, ওটা বিদ'আত। কেননা যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকত তাহলে ঐ পবিত্র দলটি, যারা কোন কাজেই পিছনে থাকতেননা, তারা ওটাকে কখনও ছেড়ে দিতেননা।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিরেরা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয়

বলে তারা বলে ঃ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা কথন। এ কথা বলে তারা কুরআন এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভর্ৎসনা করে থাকে। এটাই ঐ অহংকার যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অহংকার হল সত্যকে সরিয়ে ফেলা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১/৯৩) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। ওটা হল তাওরাত। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলির সমর্থক। এই কুরআন আরাবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাষা অলংকার ও বাকচাতুর্যপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা যালিম ও কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর সূরা হা-মীম আস সাজদাহয় (৪১ ঃ ৩০) বর্ণিত হয়েছে।

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদের কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসগুলির জন্য মোটেই দুঃখিত হবেনা।

أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের ভাল কর্মের ফল।

১৫। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে ঃ হে আমার

١٥. وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَـٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।	رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
১৬। আমি এদের সৎ কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।	١٦. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ

মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর উপদেশ

এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ, আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম করা হয়েছিল। এবার এখানে পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরও বহু আয়াত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত

করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫)

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মা তাকে বলে ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখ যে, আমি পানাহার করবনা যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহকে অমান্য করে কুফরী করবে। সা'দ (রাঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তার মা তাই করে অর্থাৎ পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত জোরপূর্বক তার মুখ হা করে খাদ্য ও পানীয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তখন ... وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا *আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮, আবূ দাঊদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৯/৪৮, নাসাঈ ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালেসীও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا *তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে।* অর্থাৎ সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন মূর্ছা যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, বমি হওয়া, শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, শরীরের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা ধরণের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুকাবিলা মাকেই করতে হয়। وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا *এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।* যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হয় তখনও প্রসব বেদনা, খিঁচুনীসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয় ঐ মাকেই। وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا *তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস* - এই আয়াতসহ পরবর্তী দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আলী (রাঃ) প্রমাণ সাব্যস্ত করতেন যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের সর্ব নিম্ন সময় হচ্ছে ছয় মাস।

وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। (সূরা লুকামান, ৩১ ঃ ১৪)

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩৩) আলী (রাঃ) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। তাঁর এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বা'যাহ ইব্ন আবদুল্লাহ আল জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের একটি লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন তার স্বামী উসমানের (রাঃ) নিকট তার ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যতা হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে ঃ তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনও মিলিত হইনি। আমার দ্বারা কখনও কোন দুষ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফাইসালা হচ্ছে তা তুমি সত্বরই দেখে নিবে। মহিলাটি উসমানের (রাঃ) নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন। এ খবর আলীর (রাঃ) কর্ণগোচর হলে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন উসমানকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার নির্দেশ দিয়েছি)। আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেন ঃ আপনি কি কুরআন পড়েননি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছি। আলী (রাঃ) তখন বলেন ঃ তাহলে কুরআনুল হাকীমের وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশমাস) এ আয়াতটি এবং حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল পূর্ণ দুই বছর) এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হল ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস।

তাহলে কুরআনুল কারীম দ্বারা জানা গেল যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে?

এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি। যাও, মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মুআ'ম্মার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশি ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! এটা যে আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার মুখমন্ডলে দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। এটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৯)

এ রিওয়ায়াতটি আমরা অন্য সনদে فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (৪৩ ঃ ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারওয়াহ ইব্ন আবুল মাগরা (রহঃ) বলেছেন যে, আলী ইব্ন মুশীর (রহঃ) তাদেরকে, তিনি দাঊদ ইব্ন আবী হিন্দ (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশ মাস। (বাইহাকী ৭/৩৩২) তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌঁছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান পূর্ণ হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌঁছে এবং সহিষ্ণুতা লাভ করে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় ঐ অবস্থাই থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু'আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলে ঃ

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নি'আমাত ও অনুগ্রহ আপনি দান করেছেন তার জন্য। আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

এতে মানুষকে তাগাদা দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের উচিত পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করা এবং নব উদ্যমে এমন কাজ করে যাওয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হল অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ আমি তাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি। তাদের অল্প আমলের বিনিময়েই আমি তাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭। আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর	١٧. وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ

নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে ঃ এটাতো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।	وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
১৮। এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।	١٨. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَٰسِرِينَ
১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবেনা।	١٩. وَلِكُلّٖ دَرَجَٰتٞ مِّمَّا عَمِلُواْۖ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ
২০। যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ	٢٠. وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ

বِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ	**তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।**

কর্তব্যে অবহেলা করা সন্তানদের পরিণাম

পূর্বে ঐ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা তাদের মাতা-পিতার জন্য দু'আ করে এবং তাদের খিদমাত করে, আর সাথে সাথে তাদের পারলৌকিক মর্যাদা লাভ ও সেখানে তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের রবের প্রচুর নি'আমাত প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এ আয়াতটি আবূ বাকরের (রাঃ) পুত্র আবদুর রাহমানের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরতো (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এমন কি তাঁর যুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারকেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। যে কেহই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তারই ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইউসুফ ইব্ন মাহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের মাধ্যমে মারওয়ান (ইব্ন হাকাম) হিজাযের গর্ভনর নিযুক্ত হন। মারওয়ান তার এক ভাষনে ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেন এবং জনগণকে বলেন যে, তারা যেন ইয়াযীদের কাছে বাইয়াত করেন। তার এ কথার উত্তরে আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) কিছু বললেন। তখন মারওয়ান বললেন ঃ তাকে গ্রেফতার কর। কিন্তু তিনি তখন আয়িশার (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করায় তাকে কেহ গ্রেফতার করতে পারলনা। মারওয়ান তখন বললেন ঃ এ হল সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُوْنُ مِن قَبْلِي *আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস*

তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে।

তখন পর্দার আড়াল থেকে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ আমাদের পরিবারের কারও ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু কোন আয়াত নাযিল করেননি, একমাত্র আমার সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত ছাড়া। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৯) তিনি সূরা নূরের, (২৪ ঃ ১১-১৮) আয়াতসমূহের কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, মুয়াবিয়া যখন তার ছেলের পক্ষে বাইয়াত করার জন্য প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন তখন মারওয়ান ঘোষণা করেন ঃ এতো আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যে পদ্ধতিতে খালীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ এটাতো করা হল হিরাক্লিয়াস ও সিজারের পদ্ধতির অনুসরণ। মারওয়ান তখন প্রতি উত্তরে বললেন ঃ এ হল ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا *আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ আফসোস তোমাদের জন্য।*

এ কথা যখন আয়িশাকে (রাঃ) জানানো হল তখন তিনি বললেন ঃ মারওয়ান মিথ্যুক। আল্লাহর শপথ! এ আয়াত তার (আবদুর রাহমানের) ব্যাপারে নাযিল হয়নি। আমি চাইলে যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তার নাম বলে দিতে পারি। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ানের পিতা হাকাম ইব্ন আবুল আসকে অভিশাপ দেন যখন পর্যন্ত মারওয়ান হাকামের ঔরষে (হাড্ডির মজ্জায়) ছিল। সুতরাং মারওয়ান হল রাসূল সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ অভিশাপেরই ফসল। (নাসাঈ ৬/৪৫৮) আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার মাতা-পিতাকে বলে ঃ

أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ

আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বেতো লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, তাদের একজনকেওতো পুনর্জীবিত হতে দেখিনি? তাদের একজনওতো ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি?

وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ মাতা-

পিতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! এখনও সময় আছে, তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু ঐ অহংকারী তখনও বলে ঃ এটাতো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে, যারা তাদের পীরের সাথে সাথে নিজেদেরও ক্ষতি সাধন করেছে এবং পরিবার পরিজনকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে أُولَئِكَ রয়েছে, অথচ এর পূর্বে اَلَّذِى শব্দ আছে। অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য عَام বা সাধারণ। যে কেহ মাতা-পিতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামাতকে অস্বীকার করবে তারই জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফির, দুরাচার, যারা তাদের মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করেনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অণু পরিমানও অবিচার করা হবেনা।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গেছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলি গেছে উপরের দিকে। (তাবারী ২২/১১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে ধমক হিসাবে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের সাওয়াবের ফলতো দুনিয়ায়ই পেয়ে গেছ। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই সুস্বাদু ও লোভনীয় খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থেকেছিলেন। তিনি বলতেন

ঃ আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ধমক ও তিরস্কারের সুরে যেসব লোককে নিম্নের কথাগুলি বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ঃ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আবূ মিযলিয (রহঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের দুনিয়ায় কৃত সাওয়াবের কাজগুলি কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবেনা এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধ্যত প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল তেমনই তারা ফল পেলো। দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে মগ্ন থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে মহা লাঞ্ছনাজনক ও অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের নিম্ন স্তরে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হতে রক্ষা করুন!

২১। স্মরণ কর, 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল এই বলে ঃ আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٢١. وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

২২। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব দেবীগুলির পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।	٢٢. قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأۡفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
২৩। সে বলল ঃ এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে; আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি শুধু তা'ই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।	٢٣. قَالَ إِنَّمَا ٱلۡعِلۡمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمۡ قَوۡمًا تَجۡهَلُونَ
২৪। অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল ঃ ওটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হূদ বলল ঃ এটাইতো ওটা যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক ঝড় - মর্মন্তদ শাস্তি বহনকারী।	٢٤. فَلَمَّا رَأَوۡهُ عَارِضًا مُّسۡتَقۡبِلَ أَوۡدِيَتِهِمۡ قَالُواْ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمۡطِرُنَا ۚ بَلۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَلۡتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
২৫। আল্লাহর নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই	٢٥. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيۡءِۭ بِأَمۡرِ رَبِّهَا فَأَصۡبَحُواْ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمۡ ۚ

রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ

‘আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) ঘটনাবলী স্মরণ কর যে, তাদের সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এখানে ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হূদকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে আ’দে উলার (প্রথম আ’দের) নিকট পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করত। اَحْقَاف শব্দটি حَقْفٌ শব্দের বহু বচন। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, حَقْف হল বালুর স্তুপ। (তাবারী ২২/১২৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা রয়েছে, যার নাম শিহার, সেখানেই এ লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল। (তাবারী ২২/১২৪)

ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, যখন কেহ দু‘আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রতি ও ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের প্রতি দয়া করুন। (আবূ দাউদ ৩৯৮৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৬৬) শায়খ আল বানী (রহঃ) এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে আল বুসাইরী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ من بَيْنِ يَدَيْه وَمنْ خَلْفه *যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল।* অর্থাৎ আ‘দ জাতি যেখানে বসবাস করত সেখানে নাবীসহ বিভিন্ন সতর্ককারী পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের দা‘ওয়াতের ব্যাপারে কোন কর্ণপাত করেনি। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

অতঃপর আমি করেছিলাম এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবর্তীদের

জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ

তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল ঃ আমিতো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৩-১৪)

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ *আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।* হুদ (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে এ কথা বলার পর তারা এর জবাবে বলেছিল ঃ

أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। তারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে অসম্ভব মনে করত বলেই বাহাদুরী দেখিয়ে শাস্তি চেয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮)

হুদ (আঃ) তার কাওমের কথার উত্তরে বলেন ঃ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে। তিনি যদি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য মনে করেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। আমার দায়িত্বতো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার রবের রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি।

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা তোমরা বুঝতে চাওনা।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ অতঃপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসেই গেল। তারা লক্ষ্য করল যে, এক খণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার

দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির বছর। কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ দেখে তারা খুবই খুশি হল যে, মেঘ তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু আসলে মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল। তাতে ছিল ঐ শাস্তি যা তাদের বস্তীগুলোর ঐ সব জিনিসকে তচনচ করে দিয়েছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার ছিল। আল্লাহ ওকে এরই হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৪২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি, যারা আমার আদেশ এবং আমার রাসূলের দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনও এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলজিহ্বা দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু করত তখন তাঁর চেহারায় চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত হত। একদিন আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মেঘ ও বাতাস দেখেতো মানুষ খুশি হয় যে, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা! ঐ মেঘের মধ্যে যে শাস্তি নেই এ ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? একটি সম্প্রদায়কে বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে বলেছিল ঃ এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (আহমাদ ৬/৬৬, ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ২/৬১৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আকাশের কোন প্রান্তে মেঘ দেখতেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও তিনি সালাতের মধ্যেও থাকতেন। আর ঐ সময় তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللَّهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন তাহলে তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।

আয়িশা (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হত তখন তিনি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا' وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا' وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আপনার নিকট এর অমঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন ঃ যখন আকাশে মেঘ উঠত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রং পরিবর্তন হয়ে যেত। কখনও তিনি ঘর হতে বাইরে যেতেন এবং কখনও বাহির হতে ভিতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি বর্ষন শুরু হত তখন তাঁর এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ দূর হত। আয়িশা (রাঃ) এটা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে আয়িশা! আমি এই ভয় করি যে, না জানি হয়তো এটা ঐ মেঘই হয় নাকি যে সম্পর্কে ‘আদ সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا এটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। (মুসলিম ২/৬১৬) সূরা আ’রাফে (৭ ঃ ৬৫-৭২) এবং সূরা হুদে (১১ ঃ ৫০-৬০) ‘আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলার পূর্ণ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছিনা। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২৬। আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি;	٢٦. وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن

আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা'ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।	مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
২৭। আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে।	٢٧. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২৮। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলনা কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বূদগুলি তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই।	٢٨. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসাবে যে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমান তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون তাদেরও কান, চোখ ও হৃদয় ছিল। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়ল তখন তাদের এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে এলোনা। ঐ আযাব তাদের উপর এসে পড়ল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। সুতরাং তোমাদের তাদের মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শাস্তি তোমাদের উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মূলোৎপাটন করে দেয়া হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ *আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম।* হে মাক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের আশে-পাশে একটু চেয়ে দেখ যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। আহকাফ যা ইয়ামানের পাশেই হাযরা মাউতের অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানের অধিবাসী 'আদ সম্প্রদায়ের পরিণামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণামের কথা একটু চিন্তা কর। ইয়ামানবাসী (সাবা) ও মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমরাতো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে (ফিলিস্তিনের গাজা এলাকা) প্রায়ই গমনাগমন করে থাক। লূতের (আঃ) সম্প্রদায় হতে (মৃত সাগর হতে) তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের পথেই রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ আমি আমার নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَوْلاَ نَصرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِ اللَّه قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল, যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং তারা তাদের ঐ মিথ্যা মা'বূদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল তখন তারা তাদের কোন সাহায্য করল কি? কখনোইনা। বরং তাদের প্রয়োজনে ও বিপদের সময় তাদের ঐসব বাতিল মা'বূদ অন্তর্হিত হল। তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া গেলনা। মোট কথা, তাদেরকে পূজনীয় হিসাবে গ্রহণ করে তারা চরম ভুল করেছিল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই হয়।

২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে।	٢٩. وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ
৩০। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।	٣٠. قَالُواْ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

٣١. يَـٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ	৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।
٣٢. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ	৩২। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনার ঘটনা

মুসনাদ আহমাদে যুবাইর (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ *স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল।* এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা। নাখলাহ হল একটি উপত্যকা যা মাক্কা এবং তায়িফের মাঝে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইশার সালাত আদায় করছিলেন।

كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৯) সুফিয়ান (রাঃ) বলেন ঃ এসব জিন তাঁর আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। (আহমাদ ১/১৬৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম হাফিয আবূ বাকর বাইহাকী (রহঃ) তার *দালাইলুন নাবুওয়াত* গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও জিনদেরকে শোনানোর উদ্দেশে কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি। তিনি স্বীয় সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

এদিকে প্রতি দিনের কার্যাবলীর অংশ হিসাবে জিনদের সাথীরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে? তারা তখন বলল ঃ চুরি করে আকাশবাসীর খবর আনার ব্যাপারে আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি, আমরা যখনই কিছু শুনতে চেয়েছি তখনই বজ্রপাতের/উল্কাপিন্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে আক্রমন করা হয়েছে। তারা বলল ঃ তোমরা যে লুকিয়ে আকাশবাসীর কথা শুনতে চেষ্টা করছিলে তা করতে তোমাদেরকে যে বাধা দেয়া হয়েছে এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ রয়েছে। নিশ্চয়ই আকাশে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড় এবং খবর নাও যে, আকাশ থেকে তোমাদের আঁড়ি পেতে শোনার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কি কারণ ঘটেছে। অতএব তারা পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করার জন্য বের হয়ে গেল। তাদের একটি দল গেল তিহামাহ অঞ্চলে, যা মাদীনা থেকে ৭২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে তারা দেখতে পেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকায বাজারের যাত্রাপথে নাখলাহ নামক স্থানে অবস্থান করছেন এবং সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছেন। জিনেরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে ওখানেই থেমে যায় এবং মনোযাগ দিয়ে তিলাওয়াত শুনতে থাকে। তখন তারা নিজেরা বলাবলি করতে থাকে ঃ আল্লাহর শপথ! এ কারণেই তোমরা আকাশ থেকে গোপনে কিছু শুনতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছ। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমাদের জাতি! আমরা এক অপূর্ব বাণী (কুরআন) শুনতে পেয়েছি যা সকলকে সত্যের পথে আহ্বান করে। সুতরাং আমরা ওতে ঈমান এনেছি এবং এখন থেকে আমাদের ইবাদাতে আমাদের রবের সাথে অন্য কেহকে শরীক করবনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ

বল ঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। (সূরা জিন,৭২ ঃ ১) এভাবে তিনি যা নাযিল করেন তা’ই জিনের ভাষ্যে বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/২৫২, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ২/২২৫,

বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১, মুসলিম ১/৩৩১, তিরমিযী ৯/১৬৮, নাসাঈ ৬/৪৯৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ নাখলায় অবস্থান কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে পাঠ করছিলেন তখন জিনেরা সেখানে অবতরণ করে। তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে তারা বলল ঃ **أَنصِتُوا** *চুপ করে শ্রবণ কর।* অর্থাৎ তোমরা চুপ করে তিলাওয়াত শোন। তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন এবং তাদের একজনের নাম ছিল জাভীআহ। তখন আল্লাহ সুবহানাহু নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (হাকিম ২/৪৫৬) এ বর্ণনা এবং ইতোপূর্বে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেল যে, জিনেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ শুনছিল

সেই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অবহিত ছিলেননা। তখনতো তারা নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়। পরে তাদের একটির পর একটি দল এমনিভাবে দলে দলে জিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গমন করে। অতঃপর তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ *তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে।* অর্থাৎ এরপরে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছে সেই ব্যাপারে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেয়। এ ধরণের আরও একটি আয়াত অন্যত্র পাওয়া যায় ঃ

لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ (হে নাবী!) তুমি স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার। ঐ জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে ফিরে যায়।

এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জিনদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহকেও রাসূল করা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, জিনদের মধ্যে রাসূল নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) ইবরাহীম খলীল (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) সুতরাং ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত নাবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁরই বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু সূরা আন‘আমের নিম্ন আয়াতে এই দুই শ্রেণী বা জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য।

يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩০) সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি জাতির উপরই হতে পারে। আর তা হল মানব জাতি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২২) এখানে আয়াতের শাব্দিক অর্থে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলি উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিচ্ছে ঃ

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার (আঃ) পরে। ঈসার (আঃ) কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ উপদেশ অন্তরকে নরমকারী বর্ণনাসমূহ ছিল। হারাম ও হালালের মাসআলাগুলি খুবই কম ছিল। সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতেই বিদ্যমান। এ জন্যই বিদ্বান জিনগুলি এরই কথা উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে ওরাকা ইব্ন নাউফেল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে জিবরাঈলের (আঃ) প্রথমবারে আগমনের অবস্থা শুনেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ ইনি হলেন আল্লাহ তা‘আলার ঐ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি মূসার (আঃ) কাছে আসতেন। যদি আমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকতাম ...। (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ১/৩০)

অতঃপর مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ কুরআনুল হাকীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটি এর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআনুল কারীম দু'টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হল বার্তা এবং অপরটি হল আদেশ। অতএব, এর বার্তা হল সত্য এবং আদেশ হল ন্যায় সঙ্গত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ

তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হল উপকার দানকারী ইল্ম এবং দীন হল সৎ আমল। জিনদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল।

তারা আরও বলেছিল ঃ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ *ইহা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।*

জিনেরা আরও বলল ঃ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও। এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানব ও মানব এই দুই দলের নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তিনি জিনদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। মহান আল্লাহ জিনদের কথা আরও উদ্ধৃত করেন ঃ

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ (এরূপ করলে) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এখানে 'কিছু কিছু' শব্দটি গৌনক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাহলে বলা যায় যে, এ রূপ ভাষা হ্যাঁ বোধক বিষয়ের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।* বিচারের সময় তিনি তোমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিবেন। এর পর

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা বলল ঃ

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِه أَولِيَاء কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

এই বক্তৃতার পন্থা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই জিনদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন আমরা পূর্বে এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যার জন্য আমরা মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৩। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।	٣٣. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে ঃ আমাদের রবের শপথ! এটা সত্য। তখন	٣٤. وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ

তাদেরকে বলা হবে ঃ শাস্তি আস্বাদান কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।	ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করনা। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা।	٣٥. فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ.

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকারকারী এবং কিয়ামাতের দিন দেহসহ পুনরুত্থানকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কি দেখেনা যে, মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু 'হও' বলার সাথে সাথেই সব হয়ে গেছে? তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে বিনয়ী হয়ে এবং অনুগত হয়ে। তিনি কি মৃতকে জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, প্রথমবারই হোক অথবা দ্বিতীয়বারই হোক। এ জন্যই তিনি এখানে বলেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর ওগুলির মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ধমকের সূরে বলছেন যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবেনা। তাদেরকে বলা হবে ঃ

أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁর শাস্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করছ, নাকি এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছ? তখন তারা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। তাই তারা উত্তরে বলবে ঃ

بَلَى وَرَبِّنَا হ্যাঁ, আমাদের রবের শপথ! সবই সত্য। যা বলা হয়েছিল তা সবই সত্যি হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ তাহলে এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা না দেয় তাহলে এতে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কোনই কারণ নেই। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল। ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছে ঃ নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাবীগণের (আঃ) বর্ণনায় তাঁদের নাম বিশিষ্টভাবে সূরা আহযাবে (৩৩ ঃ ৭) ও

সূরা শূরায় (৪২ ঃ ১৩) উল্লেখ আছে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ হে নাবী! এদেরকে অবশ্যই শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্য তাড়াহুড়া করনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُو۟لِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১১) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ

আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহুর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

بَلَاغٌ *এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা।* এতে অতি পরিস্কার ভাষায় সাবধান বাণী বর্ণিত হয়েছে।

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ *আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত*

কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেহকেই ধ্বংস করেননা, যদি না সে নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

এটা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি প্রদান করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা আহকাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৪৭ ঃ মুহাম্মাদ, মাদানী

٤٧ – سورة محمد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ৩৮, রুকূ ৪)

(اَيَاتُهَا : ٣٨، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেন।	١. ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعۡمَـٰلَهُمۡ
২। যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই কুরআন। তাদের রাব্ব হতে সত্য; তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।	٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡ ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ
৩। এটা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাব্ব হতে প্রেরিত সত্যেরই অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।	٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلۡبَـٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلۡحَقَّ مِن رَّبِّهِمۡ ۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمۡثَـٰلَهُمۡ

মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ যারা নিজেরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নষ্ট করে দিবেন এবং তাদের সৎ কাজ বৃথা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ যারা ঈমান আনে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ দ্বারা শারীয়াত মুতাবেক আমল করে অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ঐ অহীকেও মেনে নেয় যা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য।

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের আবরণ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের বিষয় সম্পর্কিত। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তাদের অবস্থা। আসলে অর্থের দিক দিয়ে এ সবই এক। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলা হয়েছে যে, হাঁচি দানকারীর *'আলহামদুলিল্লাহ'* বলার উত্তরে শ্রবণকারী বলবে ঃ

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

যে হাঁচি দাতার (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) বলে জবাব দেয়া হয়েছে সে যেন জবাবদাতার জন্য বলে ঃ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন! (তিরমিযী ৮/১১)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ কাফিরদের আমল নষ্ট করে দেয়া এবং মু'মিনদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করা ও তাদের অবস্থা ভাল করার কারণ এই যে, যারা কুফরী করে তারাতো সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পথ অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাব্ব প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অর্থাৎ তিনি তাদের পরিণাম বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

٤. فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা।

৫। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।	٥. سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ
৬। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।	٦. وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ
৭। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।	٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ
৮। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দিবেন।	٨. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَـٰلَهُمۡ
৯। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কাজ নিস্ফল করে দিবেন।	٩. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَـٰلَهُمۡ

শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে, বন্দীদেরকে কষে বাঁধতে এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা ক্ষমা করে ছেড়ে দিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন ঃ

إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে এবং হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে এবং তরবারী চালনা করে তাদের মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। অতঃপর যখন দেখবে যে, শত্রুরা পরাজিত হয়েছে এবং তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়েছে তখন তোমরা অবশিষ্টদেরকে শক্তভাবে বন্দী করবে। অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে দু'টি জিনিসের কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। হয় তোমরা অনুগ্রহ করে বিনা মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিবে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে।

বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধের পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা বদরের যুদ্ধে শত্রুদের অধিকাংশকে বন্দী করে তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করা এবং তাদের খুব কম সংখ্যককে হত্যা করার কারণে মুসলিমদের তিরস্কার ও নিন্দা করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَّوْلَا كِتَـٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়। তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৬৭-৬৮) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا যে পর্যন্ত না যুদ্ধ ওর বোঝা মুক্ত করে। মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি মতে যে পর্যন্ত না ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হন। (তাবারী ২২/১৫৭) সম্ভবতঃ মুজাহিদের (রহঃ) দৃষ্টি নিম্নের হাদীসের উপর রয়েছে ঃ

আমার উম্মাত সদা সত্যের সাথে জয়যুক্ত থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ লোকটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। (আবূ দাঊদ ৩/১১)

যুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন নুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ঃ আমি ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছি। কারণ আর যুদ্ধ নেই। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ এখন যুদ্ধের সময় এসে গেছে। আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় লোকদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বক্র করে দিবেন তাদের বিরুদ্ধে ঐ দলটি যুদ্ধ করবে এবং তাদের গাণীমাত হতে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে যাবে এবং তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে। নিশ্চয়ই মু'মিনদের বাসভূমির কেন্দ্র সিরিয়ায়। ঘোড়ার কেশরে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আহমাদ ৪/১০৪, নাসাঈ ৬/২১৪) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নিকট হতে আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। এ জন্যই তিনি জিহাদের আহকাম জারী করেছেন। সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা বারাআতের (সূরা তাওবাহ) মধ্যেও এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে আছে ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) সূরা বারাআতে আছে ঃ

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর

বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪-১৫)

শহীদদের মর্যাদা

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মু'মিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননা। বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশি বেশি করে সাওয়াব দান করেন। কেহ কেহ বারযাখ হতে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সাওয়াব লাভ করতে থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কাসীর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) কায়িস আল জুযামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদকে তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্রই ছয়টি ইনআ'ম দেয়া হয়। (এক) তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। (দুই) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। (চার) সে (কিয়ামাত দিবসের) ভীতি-বিহ্বলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। (পাঁচ) তাকে কাবরের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নেয়া হয়। (ছয়) তাকে ঈমানের অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়। (আহমাদ ৪/২০০)

আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (আবূ দাউদ ২৫২২) শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরও বহু হাদীস রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَيَهْدِيهِمْ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নাহরসমূহ বইতে থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ জান্নাতবাসী প্রত্যেক লোক নিজের ঘর ও জায়গা এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনত। কেহকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবেনা। তাদের মনে হবে যেন পূর্ব হতেই তারা সেখানে অবস্থান করছে। (তাবারী ২২/১৬০)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মু'মিনরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুল্ম করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশি তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

আল্লাহর কাজে সহযোগিতা কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ হে মু'মিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) কেননা যেমন আমল হবে তেমনই প্রতিদান দেয়া হবে।

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ আর আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ যে ব্যক্তি কোন শাসকের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেয় যা ঐ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। অর্থাৎ মু'মিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের। সেখানে তাদের পদস্খলন ঘটবে। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও মখমলের দাসেরা ধ্বংস হোক। সে যদি কাঁটা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা তুলে ফেলার জন্য যেন কোন লোক না পায়। (ফাতহুল বারী ৬/৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৮৬)

وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল ব্যর্থ করে দিবেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ কেননা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, আর না এটা মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

১০। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।	١٠. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا
১১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের	١١. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ	অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।
١٢. إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ	১২। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।
١٣. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ	১৩। তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা।

কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি; আর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا যারা আল্লাহর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? করলে তারা জানতে পারত এবং স্বচক্ষে দেখে নিত যে, তাদের পূর্বে

যারা তাদের মত ছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল কতই না মারাত্মক! তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে শুধু মুসলিম ও মু'মিনরাই পরিত্রাণ পেয়েছিল। কাফিরদের জন্য এরূপই শাস্তি হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। এ জন্যই উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সর্দার আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব যখন গর্বভরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দু'জন খলীফা আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি তখন বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই এরা সবাই মারা গেছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বললে। যাদের বেঁচে থাকা তোমার দেহে কাঁটার মত বিঁধছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তখন বলল ঃ জেনে রেখ যে, এটা বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধেতো কখনও এ পক্ষ জয়ী হয়, আবার কখনও অন্য পক্ষ জয়ী হয়। তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতগুলোকে নাক, কান ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে। আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, তবে এ ব্যাপারে আমি নিষেধও করিনি। অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ করতে শুরু করে। সে বলে ঃ

اُعْلُ هُبَلْ اُعْلُ هُبَلْ আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক, আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা তখন বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? তিনি জবাবে বললেন ঃ

তোমরা বল اَللَّهُ اَعْلَى وَاَجَلُّ আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহাসম্মানিত। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) আবার বলল ঃ

لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ আমাদের উয্যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের উয্যা নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জবাব দিচ্ছনা কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ এর জবাবে বলেন ঃ

اَللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ موْلاَ لَكُمْ

আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৮৮)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ মহামহিমান্বিত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পানাহার ও পেট পূরণ করা। তারা জন্তু-জানোয়ারের মত উদর ভর্তি করে। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তা'ই খায়, অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও হারাম-হালালের কোন ধার ধারেনা। পেট পূর্ণ হলেই হল। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই। তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মু'মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি পাকস্থলীতে। (ফাতহুল বারী ৯/৪৪৬)

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসাবে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ মাক্কার কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা এদের মত তারাও তাঁর নাবীদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছে এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের পরিণাম কি হতে পারে? এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির দূত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শাস্তি

হয়তো এদের উপর আসবেনা, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে কঠিন শাস্তি হতে এরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনা।

مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যখন মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে এবং তিনি গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, ঐ সময় তিনি মাক্কার দিকে মুখ করে বলেন ঃ হে মাক্কা! তুমি সমস্ত যমীন হতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় এবং অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি আল্লাহর সমস্ত যমীন হতে অত্যন্ত প্রিয়। যদি মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিত তাহলে আমি কখনও তোমার মধ্য হতে বের হতামনা। সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সীমা লংঘনকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে বাস করে সীমালংঘন করে, অথবা তাকে যে কখনও হত্যা করতে চেষ্টা করেনি তাকে যে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গোঁড়ামির উপর স্থির থেকে হত্যাকাজ চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ *তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা।* (তাবারী ২২/১৬৫)

১৪। যে ব্যক্তি তার রাব্ব হতে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ কাজগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে?	١٤. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم
১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া	١٥. مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ

ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَـٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ	হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নাহর; আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নাহর এবং পরিশোধিত মধুর নাহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

সত্যের ইবাদাতকারী, আর খায়েশের পূজারী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে অন্তর্চক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে হিদায়াত ও ইল্‌মও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান যে দুষ্কর্মকে সৎকর্ম মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রাদ, ১৩ ঃ ১৯) অর্থাৎ সে এবং অন্ধ কখনও সমান হতে পারেনা। অন্যত্র আছে ঃ

لَا يَسْتَوِيٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশ্‌র, ৫৯ ঃ ২০)

জান্নাত এবং উহার নদীসমূহের বর্ণনা

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তাতে পানির প্রস্রবণ রয়েছে, যা কখনও নষ্ট হয়না। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাতে কোন পরিবর্তনও আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৬) কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন ঃ এর পানি থেকে কোন দুর্গন্ধ আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৭) এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোন খড়কুটা পড়েনা।

وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ *আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।* এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতের দুধের সাথে পৃথিবীর দুধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জান্নাতের দুধের শ্বেতশুভ্রতা, মিষ্টতা এবং ওর গুণগত মান তুলনাহীন। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে ঃ জান্নাতের দুধ কোন গাভী/উট ইত্যাদির বাট থেকে উৎসারিত হবেনা।

وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ *আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নাহর।* অর্থাৎ জান্নাতের মদের কোন খারাপ স্বাদ থাকবেনা এবং খারাপ ঘ্রানও থাকবেনা, যেমনটি পৃথিবীর মদে রয়েছে। বরং উহা দেখতে হবে যেমন আকর্ষনীয় তেমনি ওর স্বাদ, ঘ্রান এবং পান করার পরবর্তী আমেজও হবে অতি উত্তম। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তাতে তারা মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা

ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ১৯) তিনি আরও বলেন ঃ

بَيۡضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৪৬) মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, ঐ সুরা মানুষের পা দ্বারা দলিত ফলের নির্যাস নয়, বরং ওটা আল্লাহর হুকুমে তৈরী। ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য।

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নাহর, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভূত নয়। দুররুল মানসুরে বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি এবং এর পূর্বে যে বর্ণনা রয়েছে তা সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে ইব্ন মুনযির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২৫)

হাকীম ইব্ন মুআবিয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও সুরার হ্রদ রয়েছে। এগুলি হতে এসবের নাহর ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (আহমাদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/২৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে ফিরদাউস জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওটা হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَدۡعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ

সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوۡجَانِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫২)

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ *এবং তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে?* এসব নি'আমাতের সাথে সাথে এটা কত বড় নি'আমাত যে, তাদের রাব্ব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এরপর তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। জান্নাতের এই নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়ি-ভূড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং ঐ জান্নাতীরা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নি'আমাত এবং কোথায় যহ্মত!

১৬। তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে ঃ এই মাত্র সে কি বললো? এদের অন্ত রের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করে।	١٦. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ
১৭। যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন।	١٧. وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ

১৮। তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!	١٨. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ
১৯। সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।	١٩. فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ

মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ যাঞ্চা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মাজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই বুঝেনা। মাজলিস শেষে জ্ঞানী সাহাবীগণকে (রাঃ) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ

مَاذَا قَالَ آنِفًا এই মাত্র তিনি কি বললেন? মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ এরা হচ্ছে ওরাই যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে। এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই নেই। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওতে তিনি তাদেরকে স্থির রাখেন এবং তাদের চলার পথ সহজ করে দেন। ফলে তাদের আমল করাও সহজ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا কিয়ামাতের লক্ষণতো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আছে ঃ

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ. أَزِفَتِ ٱلْـَٔازِفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী; কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৬-৫৮) অন্যত্র রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় রাসূল রূপে আগমন হচ্ছে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। কেননা তিনি রাসূলদেরকে সমাপ্তকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলূকের উপর স্বীয় মিশন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের শর্তগুলি এবং নিদর্শনগুলি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পূর্বে কোন নাবী এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। যেমন স্ব-স্ব স্থানে এগুলি বর্ণিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন কিয়ামাতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম হাদীসে এরূপ এসেছে ঃ نَبِيُّ التَّوْبَةِ অর্থাৎ তিনি তাওবাহর নাবী, نَبِيُّ الْحَاشِرِ অর্থাৎ লোকদেরকে তাঁর পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, نَبِيُّ الْعَاقِبِ তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবেননা।

সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মধ্যমা অঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ আমি এবং কিয়ামাত এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মত (অর্থাৎ এরূপ কাছাকাছি)। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ বৃথা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজর, ৮৯ ঃ ২৩) অর্থাৎ এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই লাভ নেই। অন্যত্র আছে ঃ

وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ হে নাবী! তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলাই সত্য মা‘বূদ। তিনি ছাড়া কোনই মা‘বূদ নেই। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একাত্মবাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যই এর উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ তুমি তোমার ও মু’মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْـــئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ هَزْلِيْ وَ جِدِّىْ وَخَطَئِى وَعَمَدِى وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ.

হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, এগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ, আমার দোষ-ত্রুটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে দিন! এগুলো সবই আমার মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২০০)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَنْتَ اِلَهِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি যেসব পাপ পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, সবই ক্ষমা করে দিন! আপনিই আমার মা'বূদ, আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩)

অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (ফাতহুল বারী ১১/১০৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রা রূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে

থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৬০) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) ইব্ন জুরাইযের (রহঃ) উক্তি এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

২০। মু’মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের।	٢٠. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ
২১। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা	٢١. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

মঙ্গলজনক হত।	
২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।	٢٢. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ
২৩। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।	٢٣. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ

জিহাদের ব্যাপারে মু'মিন এবং দুর্বল হৃদয়ের লোকদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারাতো জিহাদের হুকুমের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু যখন তিনি জিহাদ ফার্‌য করেন ও ওর হুকুম জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত -সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্‌য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্‌য করলেন? কেন আমাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল

ঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানেও বলেন ঃ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ মু'মিনরাতো জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই আয়াতগুলি শোনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে ভীত বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে থাকে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তাদের জন্য এটাই ভাল হত যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনত, মানত ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত!

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ জিহাদের দামামা বেজে উঠলে সম্ভবতঃ তোমরা পালিয়ে থাকার চেষ্টা করবে এবং যাতে জিহাদে যোগদান করতে না হয় সেই বাহানার চিন্তা করবে। তোমরা তখন জাহিলিয়াত যামানার আচরণে ফিরে গিয়ে অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা, সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের উপকার করা। এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও হাসান হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর যখন তা হতে ফারেগ হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দাঁড়াল এবং রাহমানের (আল্লাহ তা'আলার) বস্ত্রের নিম্নাংশ ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সুরে ফরিয়াদ করল)। তখন আল্লাহ বললেন ঃ থাম, কি চাও, বল? আত্মীয়তা আরয করল ঃ আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেহ যেন আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে এবং আত্মীয়তার পবিত্রতা বহাল রাখতে বিরত না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ তুমি কি এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সমুন্নত রাখবে তার সাথে আমিও সদাচরণ করব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আত্মীয়তা বলল ঃ হ্যাঁ, আমি সম্মত আছি। আল্লাহ বললেন ঃ তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি চাও তাহলে নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ কর। فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।* ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছিলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ -এ আয়াতটি পাঠ কর।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্র এই দুনিয়ায়ই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হ্যাঁ, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছে ঃ (এক) অন্যায় বিচার করা এবং (দুই) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। (আহমাদ ৫/৩৮, আবূ দাঊদ ৫/২০৮, তিরমিযী ৭/২১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে চায়, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচুর্য হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (আহমাদ ৫/২৭৯, বুখারী ৫৯৮৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যান্য সহীহ বর্ণনা এটি সমর্থন করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা হয়েছে)। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যুক্ত রেখে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৩৭, আহমাদ ২/১৬৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় যে, ও দেখতে হবে সূতার চরকার মত। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ বাকশক্তি সম্পন্ন। ও বলতে থাকবে, যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা (অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত তার থেকে ছিন্ন করা) হোক এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে তার সাথে আল্লাহর রাহমাত যুক্ত রাখা হোক। (আহমাদ ২/১৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারীদের প্রতি রাহমান (আল্লাহ) অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। 'রাহেম' (আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক) নাম 'রাহমান' হতে নির্গত। যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের রাহমাত যোজনা করেন, আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (আহমাদ ২/১৬০)

আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারার মধ্যে কোন ছেদ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবূ দাঊদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৬/৫১) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৪। তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ -	٢٤. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

২৫। যারা নিজেদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শাইতান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয়।	٢٥. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَـٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ
২৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে ঃ আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব? আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।	٢٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
২৭। মালাইকা/ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের দশা কেমন হবে!	٢٧. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ
২৮। এটা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের কাজ নিস্ফল করে দেন।	٢٨. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ

কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন। তাই তিনি বলেন ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করেনা? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? অর্থাৎ তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তরতো তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না। অন্তরে কালাম পৌঁছলেতো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথইতো বন্ধ রয়েছে।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا । তখন ইয়ামানের একজন যুবক বলে ওঠেন ঃ বরং তাদের অন্তরের উপর তালা রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করতে পারেনা)। উমারের (রাঃ) অন্তরে যুবকের এ কথাটি রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তখন ঐ যুবকের নিকট হতে পরামর্শক হিসাবে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেন। (তাবারী ২২/১৮০)

ধর্মত্যাগীদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শাইতান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শাইতান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হল মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে। তারা কাফিরদের সাথে মিলে-মিশে থাকার উদ্দেশে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকুল্য করে তাদেরকে বলে ঃ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يَكۡتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ

আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াফিকহাল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮১) অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনিতো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শোনেন। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ মালাইকা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۙ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ

আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর

সন্তুষ্টি লাভের পদ্ধতিকে তারা অপছন্দ করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা?	٢٩. أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ
৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।	٣٠. وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ
৩১। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি।	٣١. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

মুনাফিকদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলিমদের নিকট

প্রকাশ করবেননা। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো জানতে পারবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ দুষ্ক্রিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে। তাদের বিভিন্ন অবস্থার কথা সূরা বারাআয় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের কপটতাপূর্ণ বহু অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সূরার অপর নাম ফা'যিহা' বা উম্মোচনকারী বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হল মুনাফিকদের চরিত্রকে উম্মোচনকারী সূরা।

اَضْغَان শব্দটি ضَغْن শব্দের বহুবচন। ضَغْن বলা হয় হিংসা ও শত্রুতাকে। অর্থাৎ ইসলামের প্রতি মুনাফিকরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সেই বিষয়ের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে (নাবী সাঃ) তাদের (মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম। তখন তুমি খোলাখুলিভাবে তাদেরকে জেনে নিতে। কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় আমি প্রদান করিনি এ জন্য যে, যাতে মাখলূকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে, মানুষের কাছে যেন তাদের দোষ ঢাকা থাকে এবং প্রত্যেকের নিকট যেন তারা লাঞ্ছিত রূপে ধরা না পড়ে। ইসলামী বিষয়গুলি বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই জানেন।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ তবে মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন দেখে চেনা যাবে।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলে ও কথায় তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারায় ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

আমি হুকুম আহকাম দিয়ে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করব এবং এভাবে জেনে নিব যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই।

সমস্ত মুসলিম এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস

এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তবে এখানে 'তিনি জেনে নিবেন' এর ভাবার্থ হল ঃ তিনি তা দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং ঐ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন। এ জন্যই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ স্থলে لِنَعْلَم এর অর্থ করতেন لِنَرَى অর্থাৎ যাতে আমি দেখে নিই।

৩২। যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করবেন।	٣٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّوا۟ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَـٰلَهُمْ
৩৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা।	٣٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ
৩৪। যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা।	٣٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব করনা, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুন্ন করবেননা।	٣٥. فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدۡعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلۡمِ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمۡ وَلَن يَتِرَكُمۡ أَعۡمَـٰلَكُمۡ

কাফিরদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিয়ামাতের দিন তারা হবে শূন্যহস্ত, একটিও সাওয়াব তাদের কাছে থাকবেনা। যেমন সাওয়াব পাপকে সরিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকাজ সাওয়াবের কাজকে নষ্ট করে দিবে।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) *'কিতাবুস সালাত'* অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন ঃ সাহাবীগণের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* এর সাথে কোন পাপ ক্ষতিকারক নয় যেমন শির্‌কের সাথে কোন সাওয়াব উপকারী নয়। তখন أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে সাহাবীগণ (রাঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয়তো পাপ কাজ সাওয়াবের কাজকে বিনষ্ট করে ফেলবে। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৫)

অন্য সনদে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ আমরা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অবশেষে যখন أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা একে অপরকে জানতে চাইতাম যে, আমাদের সৎ আমল কিভাবে বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নিলাম যে, আমাদের সাওয়াবের কাজ বিনষ্টকারী হচ্ছে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) ও অন্যান্য অনৈতিক পাপ কাজ। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং

তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) সাহাবীগণ (রাঃ) তখন এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হতে বিরত থাকেন এবং যারা বড় (কাবীরাহ্) পাপ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে তাদের ভয় থাকত। আর যারা এর থেকে বেঁচে থাকেন তাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন আশাবাদী। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি তাদেরকে আরও নির্দেশ দেন যে, দীন থেকে তারা যেন দূরে সরে না যায়। তাহলে তারা যে সৎ আমল করেছে তা সবই বাতিল হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেন ঃ

وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ *এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা।* অর্থাৎ দীন-ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিওনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৮) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় হীনবল হয়োনা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করনা এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করনা। তোমরাতো প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করবেননা। তবে হ্যাঁ, কাফিরেরা যখন শক্তিতে, সংখ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি মুসলিমদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই কল্যাণ বুঝতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা জায়িয। যেমন হুদাইবিয়ায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাঁকে মাক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে বড় সুসংবাদ শোনাচ্ছেন ঃ

وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্য। তোমরা এটা বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সাওয়াবের কাজও বিনষ্ট করা হবেনা, বরং ওর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৬। পার্থিব জীবনতো শুধু ক্রীড়া-কৌতুক। যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা।	٣٦. إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ
৩৭। তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে এবং তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরাতো কার্পন্য করবে, এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন।	٣٧. إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا۟ وَيُخْرِجْ أَضْغَٰنَكُمْ
৩৮। দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ; যারা কার্পণ্য করে তারাতো কার্পণ্য করে	٣٨. هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا

يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم.	নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা।

পার্থিব জীবনকে গুরুত্বহীন মনে করতে হবে এবং আল্লাহর পথে বেশি বেশি ব্যয় করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় তা'ই শুধু বাকী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ তোমাদের ভাল কর্মের সুফল তোমরাই লাভ করবে, তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফার্য করেছেন এ কারণে যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের সাওয়াব সঞ্চয় করতে পার।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষের কার্পণ্য এবং কার্পণ্যের পর অন্তরের হিংসা প্রকাশিত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে এটাতো হয়েই থাকে যে, ওটা মানুষের নিকট খুবই প্রিয় হয় এবং তা ব্যয় করতে তার কাছে খুবই কঠিন মনে হয়।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ *এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অন্যের প্রাপ্য অর্থ (যাকাত) নিজের কাছে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করাও হল অন্যায় আশা করা।

আবদুর রায্যাক ৩/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) সত্য কথাই বলেছেন। কেননা সব মানুষের কাছেই অর্থ-সম্পদ খুবই প্রিয়। তারা তা ব্যয় করতে চায়না যদি না আরও পার্থিব লাভজনক খাতে তা ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ *দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ।* অর্থাৎ ব্যয় করতে তারা মোটেই রাযী নয়।

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ অতঃপর কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত, আর তারা তাঁর চরম মুখাপেক্ষী। অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলূক বা সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ। ঐ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনও পৃথক হবেনা এবং এই গুণ মাখলূক হতে কখনও পৃথক হবেনা। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ তোমরা যদি শারীয়াত মেনে চলতে অস্বীকার কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবেনা। তারা শারীয়াতকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে।

সূরা মুহাম্মাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।

٤٨ – سورة الفتح ، مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٩ ، رُكُوْعَاتُهَا : ٤)

সূরা ফাত্হ এর গুরুত্ব

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পথ চলা অবস্থায় স্বীয় উষ্ট্রীর উপরই সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মধুর সুরে পড়তে থাকেন। বর্ণনাকারী মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন ঃ লোকদের জড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতাম। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) সুবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।	١. إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا
২। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।	٢. لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسۡتَقِيمًا
৩। এবং তোমাকে আল্লাহ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।	٣. وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا

সূরা ফাত্হ নাযিল করার উদ্দেশ্য

ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ করার উদ্দেশে মাদীনা হতে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মাক্কার

মুশরিকরা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং মাসজিদুল হারামের যিয়ারাতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন ঐ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর উমরাহ করার জন্য মাক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাদের সাথে সন্ধি করেন। সাহাবীগণের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ করেননি, যাঁদের মধ্যে উমারও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই স্বীয় পশুগুলো কুরবানী করেন। অতঃপর মাদীনায় ফিরে আসেন। এ ঘটনা এখনই এই সূরারই তাফসীরে আসছে ইন্শাআল্লাহ।

মাদীনায় ফিরার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই সূরায়ই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে ভাল পরিণামের দিক দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের সূচনাকারী হল এই সন্ধি চুক্তি। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেন ঃ তোমরাতো মাক্কা বিজয়কেই বিজয় বলে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে গণ্য করে থাকি। যাবির (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২২/২০১)

সহীহ বুখারীতে বারা (ইব্ন আযীব) (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তোমরা মাক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাক, কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ায় সংঘটিত বাইআতে রিয্ওয়ানকেই বিজয় হিসাবে গণ্য করি। আমরা চৌদ্দশ' জন সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই ঘটনাস্থলে ছিলাম। হুদাইবিয়া নামক একটি কূপ ছিল। আমরা ঐ কূপ হতে আমাদের প্রয়োজন মত পানি নিতে শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই ঐ কূপের সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিলনা। কূপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও পৌঁছে। তিনি কূপের নিকট এসে ওর পাশে বসে পড়েন। অতঃপর এক বালতি পানি চেয়ে নিয়ে উযূ করেন। এরপর তিনি কুলি করেন। তারপর দু'আ করেন এবং ঐ পানি ঐ কূপে ফেলে দেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, কূপটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। ঐ পানি আমরা নিজেরা পান করলাম, আমাদের সওয়ারী উটগুলোকে পান করালাম, নিজেদের প্রয়োজন পূরা করলাম এবং পাত্রগুলি পানিতে ভরে নিলাম। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি এক সফরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনবার আমি তাঁকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। এতে আমি খুবই লজ্জিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চাননা, আর আমি অযথা তাঁকে প্রশ্ন করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না জানি হয়তো আমার বারবার প্রশ্ন করার কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যাবে! সুতরাং আমি আমার সওয়ারী উটকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি উত্তর দিলে সে বলল ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডাকছেন। এ কথা শুনেতো আমার আক্কেল গুড়ুম! ভাবলাম যে, অবশ্যই আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ গত রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি আমাকে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا এই সূরাটি পাঠ করে শোনালেন। (আহমাদ ১/৩১)

ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারায় মালিক (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭৫, তিরমিযী ৯/১৬৭, নাসাঈ ৬/৪৬১) আলী ইবনুল মাদানী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি একটি উত্তম হাদীস যা মাদীনার বিজ্ঞ আলেমগণ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ *যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন* - এ আয়াতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুদাইবিয়াহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নাযিল হয়েছিল।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুদাইবিয়াহ হতে ফিরার পথে لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত হতে বেশি প্রিয়। অতঃপর তিনি ... لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ এ আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে মুবারকবাদ

জানালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এতো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি আছে?

তখন لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ হতে فَوْزًا عَظِيمًا পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৩/১৯৭, ফাতহুল বারী ৭/৫১৬, মুসলিম ৩/১৪১৩)

মুগীরা ইব্ন শু’বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত (নাফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা দু’টি ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আল্লাহ তা‘আলা কি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেননি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবনা? (আহমাদ ৪/৫৫, বুখারী ৪৮৩৬, মুসলিম ২৮১৯, তিরমিযী ৪১২, নাসাঈ ৩/২১৯, ইব্ন মাজাহ ১৪১৯)

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا *নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।*

সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, فَتْح مُبِيْن (স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু’মিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বারাকাত লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ হয়। ফলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে পরকালের শান্তির সন্ধান পাওয়ার সুযোগ লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস বা এটা তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা। এতে তাঁর সাথে আর কেহ শরীক নেই। তবে হ্যাঁ, কোন কোন আমলের সাওয়াবের ব্যাপারে অন্যদের জন্যও এ শব্দগুলো এসেছে। ইহা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা, যিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যতা, আমলের একাগ্রতা এবং সামগ্রিকভাবে সব ধরণের সরল সঠিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কারও দ্বারা বিগত দিনে সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তা কারও দ্বারা সম্ভব হবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হলেন মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সমস্ত মানব জাতির প্রধান পথ প্রদর্শক এবং মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী, দুনিয়ার জন্য এবং আখিরাতের জন্যও। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন এবং থাকবেন সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে সম্মানিত এবং আদেশ-নিষেধ মান্য করার ব্যাপারে উত্তম আদর্শ।

যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁর আহ্কামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী, সেই হেতু তাঁর উষ্ট্রীটি যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেন ঃ যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই এই উষ্ট্রীকে থামিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আজ এ কাফিরেরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তা'ই দিব যদি সেটা আল্লাহর মর্যাদাহানিকর না হয়। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয়ের সূরা অবতীর্ণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নি'আমাত তাঁর উপর পূর্ণ করে দেন।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا *এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।* আর তিনি তাঁকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেন।

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেন এবং বিনয় প্রকাশ করলে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন। (মুসলিম ৪/২০০১)

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দিওনা যে, তুমি আল্লাহরই আনুগত্য করতে থাকবে (অর্থাৎ এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি)।

৪। তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়;	٤. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا

Contents

مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا	আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
٥. لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا	৫। এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।
٦. وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَـٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا	৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭। আল্লাহরই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	٧. وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে *'সাকীনাহ'* প্রেরণ করেন

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি মু'মিনদের অন্তরে সাকীনাহ অর্থাৎ প্রশান্তি, করুণা ও মর্যাদা দান করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তা ছিল হুদাইবিয়াহর দিন। ইরশাদ হচ্ছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন যেসব ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নেন, যদিও তাদের অন্তর তাতে সাড়া দিতে চাচ্ছিলনা, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। এর ফলে তাঁদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। তাঁর সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। একজন মালাক প্রেরণ করলে তিনি সবাইকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মু'মিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তা এই যে, এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং যাকে দ্বারা খুশি তিনি দীনকে জয়যুক্ত করবেন এ দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে। তিনি বলেন ঃ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই জ্ঞান ও নিপুণতা শূন্য নয়। এতে এক যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি স্বীয় উত্তম নি'আমাত দান করবেন যার নিম্নে প্রবাহিত রয়েছে স্রোতস্বিনী নদী এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। পূর্বে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুবারাকবাদ দিলেন এবং তাঁদের জন্য কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَكَانَ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে* - এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)।

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ *এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন।* তাদের ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা। বরং তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তাদের সমস্যার সমাধান করে দিবেন, তাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, তাদের কাজের প্রশংসা করবেন এবং তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন।

وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মহা সাফল্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫)

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ শির্ক ও নিফাকে জড়িত যেসব নর-নারী আল্লাহ তা'আলার আহকাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হবে, আজ হোক বা কাল হোক। এই যুদ্ধে যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তাহলে অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস!

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا পুনরায় মহা

পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে।	٨. إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
৯। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	٩. لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
১০। যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ করার পরিনাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।	١٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا হে নাবী! আমি তোমাকে আমার মাখলূকের উপর সাক্ষীরূপে, মু’মিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং

কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা আহযাবে (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬) বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا যাতে তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। আর এর সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভয় ও পবিত্রতা স্বীকার করে নিবে এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

‘রিযওয়ানের চুক্তি’

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শোনেন। তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণকারী আল্লাহ তা‘আলাই বটে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু’মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়। এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।* এখানে যে বাইয়াত করার কথা বলা হয়েছে তা রিযওয়ানে কৃত বাইয়াত। উহা ছিল হুদাইবিয়ায় সামুরাহ নামক স্থানে একটি গাছের নিচে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সাহাবীগণ তাঁর কাছে বাইয়াত করেন তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০০, ১৪০০ অথবা ১৫০০ জন। যা হোক, মোট সংখ্যা ১৪০০ বলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

হুদাইবিয়াহর চুক্তি/সন্ধির বিবরণ

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১, মুসলিম ৩/১৪৮৪)

সহীহায়িনে বর্ণিত আছে যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ’ জন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে হাত রাখেন, তখন তাঁর অঙ্গুলিগুলির মধ্য হতে পানির ঝর্ণা বইতে শুরু করে। সাহাবীগণের (রাঃ) সবাই ঐ পানি দিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৫, মুসলিম ৩/১৪৮৪) এটা সংক্ষিপ্ত। এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, ঐদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তূণ বা তীরদানী হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে দেন। তারা ওটা নিয়ে গিয়ে হুদাইবিয়ার কূপে নিক্ষেপ করেন। তখন ঐ কূপের পানি উথ্লে উঠতে শুরু করে, এমন কি ঐ পানি সবারই পিপাসা মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যাবিরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ’ জন ছিলাম। কিন্তু যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল পনের শ'।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে বলেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবকে (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ রিযওয়ানে বাইয়াত নেয়ার সময় মোট কতজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন? সাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলেন ঃ ১৫০০ জন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিলেন ১৪০০ জন। সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ তিনি ভুলে গেছেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, তারা ছিলেন ১৫০০ জন। (ফাতহুল বারী ৭/৫০৭) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা পনের শতই ছিল এবং যাবিরের (রাঃ) প্রথম উক্তি এটাই ছিল। অতঃপর তার মনে কিছু সন্দেহ জাগে এবং তিনি তাঁদের সংখ্যা চৌদ্দশ বলতে শুরু করেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/৯৭)

রিযওয়ানের চুক্তির পিছনে নিহিত কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন যে, তিনি যেন মাক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশে আসেননি, বরং শুধু বাইতুল্লাহয় উমরাহ করার উদ্দেশে এসেছেন। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্য উসমান ইব্ন আফ্ফানকে (রাঃ) মাক্কায় আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে পাঠানো উচিত। মাক্কায় আমার বংশের এখন কেহ নেই। অর্থাৎ বানু আদ্দী ইব্ন কা'বের গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করত। কুরাইশদের সাথে আমার যা কিছু হয়েছে তাতো আপনার অজানা নেই। তারাতো আমার উপর ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং উসমানকে (রাঃ) আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উসমান (রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় আবান ইব্ন সাঈদ ইবনুল আসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আবান তাকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মাক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তা পৌঁছে দিলেন। তারা তাঁকে বলল ঃ

আপনি একা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করব এটা অসম্ভব। তখন তারা উসমানকে (রাঃ) মাক্কায় অবস্থান করার জন্য রেখে দিল। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমানকে (রাঃ) শহীদ করা হয়েছে।

এই বর্বরতা পূর্ণ খবর শুনে মুসলিমগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বলেন যে, এ খবর শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

এখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া এখান হতে সরে যাচ্ছিনা। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০) সুতরাং তিনি সাহাবীগণকে (রাঃ) আহ্বান করলেন এবং একটি গাছের নীচে তাঁদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এটাই বাইআতে রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। লোকেরা বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বাইআত গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু যাবির (রাঃ) বলেন যে, এটা মৃত্যুর উপর বাইআত ছিলনা, বরং এই অঙ্গীকারের উপর ছিল যে, তাঁরা কোন অবস্থায়ই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেননা। ঐ মাইদানে যতজন মুসলিম সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বাইআতে রিযওয়ান করেছিলেন। শুধু জাদ্দ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বাইআত করেনি যে ছিল বানু সালমা গোত্রের লোক। যাবির (রাঃ) বলেন ঃ সে তার উষ্ট্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ফলে কেহ তাকে দেখতে পায়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন যে, উসমানের (রাঃ) শাহাদাতের খবরটি মিথ্যা। (ইব্ন হিশাম ৩/৩২৯-৩৩০)

নাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে যে, উমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর উমার (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) একজন আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট হতে নিজের ঘোড়াটি নিয়ে আসেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিকট হতে বাইআত নিচ্ছিলেন। উমার (রাঃ) এ খবর জানতেননা। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে জনগণ বাইআত করছেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও বাইআত করেন।

তারপর তিনি উমারের (রাঃ) ঘোড়াটি নিয়ে তার নিকট যান এবং তাকে খবর দেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছে। এ খবর শোনা মাত্র উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তাঁর হাতে বাইআত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই জনগণ বলতে শুরু করেন যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১) তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ সুবহানাহু রাযী খুশি থাকুন।

সহীহ বুখারী অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। উমার (রাঃ) দেখেন যে, সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রয়েছে এবং তারা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! দেখে এসো তো, ব্যাপারটা কি? আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছেন। এ দেখে তিনিও বাইআত করেন এবং এরপর ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা উমারকে (রাঃ) খবর দেন। উমারও (রাঃ) তখন তাড়াতাড়ি এসে বাইআত করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫২১, মুসলিম ৩/১৪৮৩)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নেয়ার পর লক্ষ্য করলাম যে, উমার (রাঃ) গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে আছেন। ঐ গাছটি ছিল কাঁটাযুক্ত (সামুরাহ)। আমরা আমাদের বাইয়াতে এই ওয়াদা করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবনা। আমরা তাঁর সাথে মৃত্যুর ব্যাপারে বাইয়াত করিনি।

মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন ঃ ঐ সময় আমি গাছের ঝুঁকে থাকা একটি ডালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর হতে উঁচিয়ে ধরেছিলাম। আমরা ঐ দিন চৌদ্দশ' জন ছিলাম। তিনি আরও বলেন ঃ ঐ দিন আমরা তাঁর হাতে মৃত্যুর উপর বাইআত করিনি, বরং বাইআত করেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালানোর উপর। (মুসলিম ৩/১৪৮৫)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলাম। ইয়াযীদ (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ মাসলামাহ (রাঃ)! আপনারা কিসের উপর বাইআত করেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমরা মৃত্যুর উপর বাইআত করেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করে পাশে সরে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ঃ আমি বাইআত করেছি। তিনি বললেন ঃ এসো, বাইআত কর। আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে আবার বাইআত করি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ হে সালামাহ (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বাইআত করেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ১৩/২১১, মুসলিম ৩/১৪৮৬) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) আব্বাদ ইব্ন তামীম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ বাইয়াত ছিল মৃত্যুর উপর। (ফাতহুল বারী ৬/১৩৬)

সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রাঃ) আরও বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যখন হুদাইবিয়ায় পৌঁছি তখন আমাদের সংখ্যা ছিল এক হাযার চার শত। আমরা একটি কূপের কাছে পৌঁছি যে কূপে এতটুকু পানি ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীর পিপাসা মিটানোর জন্যও যথেষ্ট ছিলনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর পাশে বসে দু'আ করলেন এবং তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন ওর পানি উথলে ওঠে। ঐ পানি আমরাও পান করি এবং আমাদের জন্তুগুলোকেও পান করাই। ঐদিন আমরা চৌদ্দশ' জন ছিলাম। অতঃপর তিনি লোকদের বাইআত নিতে শুরু করেন। ঐ প্রথম দলে আমিও ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইআত করবেনা? আমি জবাবে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছি। যখন অর্ধেকের মত লোকের বাইয়াত নেয়া হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে সালামাহ! তুমি বাইয়াত নিবেনা? তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রথমে যারা বাইআত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বাইআত করেছিলাম।

তিনি বললেন ঃ তুমি আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং আমি আবার তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি যুদ্ধের বর্ম পরিহিত নই। তাই তিনি তাঁর থেকে আমাকে তা দান করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। যখন তা প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন তিনি বললেন ঃ ওহে সালামাহ! তুমি কি আমার কাছে বাইয়াত হবেনা? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো প্রথম দিকে এবং

মাঝখানে বাইয়াত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আবার বাইয়াত নাও। সুতরাং তৃতীয়বারের মত আমি তাঁর কাছে বাইয়াত নিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাকে আমি যে বর্ম দিয়েছিলাম তা কোথায়? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে আমিরের (রাঃ) সাক্ষাত হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তার কাছে কোন বর্ম নেই, তাই আমি ওটা তাকে দিয়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন এবং বললেন ঃ তোমার অবস্থাতো পূরা কালের ঐ লোকের মত যে বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের জীবন হতেও প্রিয়।

অতঃপর মাক্কাবাসী সন্ধির জন্য তোড়জোড় শুরু করে। যাতায়াত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। আমি তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহর (রাঃ) কাজ করে দিতাম। আমি তার ঘোড়ার ও তার নিজের খিদমাত করতাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে দিতেন। আমিতো আমার ঘর-বাড়ী, ছেলে-মেয়ে এবং মাল-ধন ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে হিজরাত করে চলে এসেছিলাম। যখন সন্ধি হয়ে যায় এবং এদিকের লোক ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফিরা শুরু করে তখন একদা আমি একটি গাছের নীচে গিয়ে কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ঐ গাছের ছায়ায় শুইয়ে পড়ি। অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক সেখানে আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য করতে শুরু করে। আমার কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে। তাই আমি সেখান হতে উঠে আর একটি গাছের নীচে চলে আসি। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে এবং গাছের ডালে লটকিয়ে রাখে। অতঃপর তারা সেখানে শুইয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অংশে কোন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেন ঃ হে মুহাজির ভাইয়েরা! ইব্‌ন যানীম (রাঃ) নিহত হয়েছেন! এ কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে নিই এবং ঐ গাছের নীচে গমন করি যেখানে ঐ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমি সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই। তারপর এক হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে তাদেরকে বললাম ঃ দেখ, যে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্যের যে তার মাথা

উত্তোলন করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মাথা কর্তন করে ফেলব। যখন এটা মেনে নিল তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ উঠ এবং আমার আগে আগে চল। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলাম। ওদিকে আমার চাচা আমিরও (রাঃ) মিকরায নামক *আবলাত* এলাকার একজন মুশরিককে গ্রেফতার করে আনেন। এই ধরনের সত্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সাহাবীগণকে বলেন ঃ

তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যায়ের সূচনা তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিরও যিম্মাদার তারাই থাকবে। অতঃপর সবাইকেই ছেড়ে দেয়া হয়। এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে।

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। (সূরা ফাত্‌হ. ৪৮ ঃ ২৪) (মুসলিম ১৮০৭, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/১৩৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবের (রাঃ) পিতাও গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ পরের বছর যখন আমরা হাজ্জ করতে যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বাইআত করেছিলাম ওটা আমরা দেখতে পাইনি। অতএব এখন যদি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা অনেক বেশি জান। (ফাতহুল বারী ৭/৫১২, মুসলিম ৩/১৪৮৫)

আবূ বাকর আল হুমাইদী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবাইকে তাঁর কাছে বাইয়াত নেয়ার জন্য ডাকছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের কাওমের এক লোক যার নাম ছিল যাদ ইব্‌ন কায়িস, সে তার উটের কাঁধের পিছনে লুকাতে চেষ্টা করছিল। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫৩৭, মুসলিম ৩/১৪৮৩) হুমাইদী আরও বর্ণনা করেন, আমর বলেন যে, তিনি যাবিরকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ হুদাইবিয়ার দিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১৪০০

জন সাহাবী উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম।

যাবির (রাঃ) আরও বলেন ঃ আমার যদি এখনও দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে ঐ গাছটি কোথায় ছিল তা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫১৪, মুসলিম ৪৮১১) সুফিয়ান (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, পরবর্তী সময়ে ঐ গাছটির অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। (ফাতহুল বারী ৯/৫০৭, মুসলিম ৩/১৪৮৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যাবির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা গাছের নিচে আমার কাছে বাইয়াত নিয়েছে তাদের কেহকেই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবেনা। (আহমাদ ৩/৩৫০)

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি *সানিয়াতুল মুরারের* পথ অতিক্রম করে যাবে তার থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে যেমন বানী ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম বানু খাযরাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবী (রাঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান। তারপর তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তখন ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললাম ঃ চল, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! যদি আমি আমার উট পেয়ে যাই তাহলে তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাঃ) আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার চেয়ে ওটাই হবে আমার জন্য বেশি আনন্দের ব্যাপার। এ কথা বলে ঐ লোকটি তার হারানো উট খোঁজ করা শুরু করল। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ (যাবির) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবূ যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির (রাঃ) বলেন ঃ উম্মে মুবাশশির (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি যখন হাফসার (রাঃ) কাছে ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, হুদাইবিয়ায় রিযওয়ানের বাইআতকারীদের কেহই জাহান্নামে যাবেনা। তখন তিনি (হাফসা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা মনে হয় ঠিক বলা হলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে থামিয়ে দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হাফসা (রাঃ)

আল্লাহর কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭১) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭২) (মুসলিম ৪/১৯৪২)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাতিব ইব্‌ন আবী বুলতাআহর (রাঃ) গোলাম হাতিবের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হাতিব (রাঃ) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে, সে জাহান্নামী নয়, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় হাযির ছিল। (মুসলিম ৪/১৯৪২) এই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারাতো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি মহাপুরস্কার দেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়। (সূরা ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ১৮)

১১। যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে ঃ আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল ঃ আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।	١١. سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا
১২। না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসম্মুখ এক সম্প্রদায়।	١٢. بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا
১৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান	١٣. وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَـٰفِرِينَ سَعِيرًا	আনেনা, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।
١٤. وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	১৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হুদাইবিয়ায় যারা অংশ না নিয়ে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদের অর্থহীন অযুহাত এবং তাদের প্রতি আল্লাহর হুশিয়ারী

যেসব আরাব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের হয়নি, আর ধারণা করে নিয়েছিল যে, এত বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা কখনও টিকতে পারবেনা এবং যারা তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা আর কখনও তাদের ছেলে-মেয়েদের মুখ দেখতে পাবেনা, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা সবাই নিহত হবে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গসহ (রাঃ) আনন্দিত অবস্থায় ফিরে এলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর কাছে এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওযর পেশ করবে। তারা বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি

তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি আল্লাহ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তাহলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে?

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا তোমরা জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক বা কপটদের কপটতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা কোন ওযরের কারণে ছিলনা, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং কপটতা। তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শূন্য। তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত।

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا তারা নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই নিহত হবেন, একজনও রক্ষা পাবেননা যে তাঁদের সংবাদ আনয়ন করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরাতো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি ঐ সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি, যদিও তাদের মনে যা লুকায়িত আছে তা প্রকাশ না করে মানুষের কাছে নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আধিপত্য, শাসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। করুণাময় আল্লাহ তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন।

١٥. سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষনা করেছেন। তারা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছ। বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি সামান্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে বেদুঈনরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রাঃ) সঙ্গে হুদাইবিয়ায় হাযির ছিলনা, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সাহাবীগণকে (রাঃ) খাইবারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখবে তখন তারাও তাদেরকে সাথে নেয়ার জন্য অনুরোধ করবে যাতে বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে তারাও অংশ পেতে পারে। বিপদের সময় তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় মুসলিমদের সঙ্গে তারা যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে নয় যারা বিপদের সময় সরে থাকে, আর আরামের সময় হাযির থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّه তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুআইবির (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাতো আহলে হুদাইবিয়ার সাথে খাইবারের গানীমাতের ওয়াদা করেছেন, অথচ এই মুনাফিকরা চায় যে, হুদাইবিয়ায় হাযির না হয়েও তারা আল্লাহর ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। (তাবারী ২২/২১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবেনা। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তারা তখন বলবে ঃ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا তোমরাতো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। তোমাদের উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে গানীমাতের অংশ না দেয়া। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ

بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন বোধশক্তি নেই।

১৬। যে সব আরাব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল ঃ তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিবেন।	١٦. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

১৭। অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোনো অপরাধ নেই। এবং যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।	١٧. لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে আরও জিহাদ হবে এবং এর মাধ্যমে পরিচয় পাওয়া যাবে যে, কে কত বড় ঈমানদার অথবা মুনাফিক

যেসব মরুবাসী বেদুঈন জিহাদ হতে পিছনে পড়ে রয়েছিল তাদেরকে যে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তারা কোন্ জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন।

কেহ বলেন যে, তারা হল যুদ্ধ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সম্প্রদায়। সুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে অথবা ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অথবা তাদের উভয় হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হল হাওয়াযিন গোত্রের লোক। (তাবারী ২২/২২০) হুশাইমও (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) হতে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/২২০) অন্য এক বর্ণনায় কাতাদাহও (রহঃ) তার থেকে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা হল সাকিফ গোত্রের লোক। যাহহাক (রহঃ) এরূপ বলেছেন।

তৃতীয় মতামত হচ্ছে এই যে, তারা বানূ হানিফা গোত্রের লোক। যুআইবির (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, যেমনটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইকমিরাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (তাবারী ২২/২২০)

চতুর্থ মতামতে বলা হয়েছে যে, আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তারা হল পারস্যবাসী। 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) এ মতামতকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/২১৯, কুরতুবী ১৬/২৭২)

কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, তারা হল রোমানরা। (তাবারী ২২/২২১) অন্য দিকে ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় তার থেকে বলেন যে, তারা হল রোমান এবং পারস্যবাসী। (তাবারী ২২/২১৯) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন যে, তারা হল মূর্তি পূজক। (দুররুল মানসুর ৭/৫২০) অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল এবং এ বিষয়ে সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়নি। শেষের ব্যাখ্যাটিকেই ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হল এবং এই হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তাদের উপর জয়ী হও অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম কবূল করে নিবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার ব্যাপারে যেমন তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে গিয়েছিলে, নাবী ও সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি এখনও কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

জিহাদে অংশ নিতে না পারার গ্রহণযোগ্য কারণ

এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওযরের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 'অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য এবং রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই।' এখানে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকারের ওযরের বর্ণনা দিয়েছেন। (এক) সদা বিদ্যমান ওযর এবং তা হল অন্ধত্ব ও খোঁড়ামী। (দুই) অস্থায়ী ওযর, এবং তা হল রুগ্নতা। এটা কিছু দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তিদের ওযরও গ্রহণযোগ্য হবে যতদিন তারা রুগ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওযর আর গৃহীত হবেনা। এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ যে কেহ (যুদ্ধের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।

وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। দুনিয়ায়ও সে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতেও তার দুঃখের কোন সীমা থাকবেনা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৮। মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্ত রে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।	١٨. لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

১৯। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	১৯. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

রিযওয়ানের চুক্তিতে অংশ নেয়া মুসলিমের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং 'ফাই' প্রাপ্তির সুখবর

আল্লাহ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন যে, যারা গাছের নিচে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বাইআত কার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তারিক (রহঃ) হতে, তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার হাজ্জ করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলি লোক এক জায়গায় সালাত আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কোন্ মাসজিদ? তারা উত্তরে বলে ঃ এটা ঐ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। আবদুর রাহমান (রহঃ) ফিরে এসে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবকে (রহঃ) ঘটনাটি বলেন। তখন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতাও এই বাইআতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পর বছর তারা সেখানে গমন করেন। কিন্তু তারা সবাই বাইআত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তারা ঐ গাছটিও দেখতে পাননি। অতঃপর সাঈদ (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ, যারা নিজেরা বাইআত করেছেন, তারাই ঐ জায়গাটি চিনতে পারেননি, আর তোমরা চিনে ফেললে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে! (ফাতহুল বারী ৭/৫১২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে

প্রশান্তি দান করলেন এবং আসন্ন বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হল ঐ সন্ধি যা হুদাইবিয়া প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই খাইবার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যে মাক্কাও বিজিত হয় এবং এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং মুসলিমরা ঐ মর্যাদা, সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাসন লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময়াবিভূত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا *এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।*

২০। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের হতে মানুষের হস্ত নিবারিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এটা মু’মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।	٢٠. وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا
২১। আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٢١. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا

٢٢. وَلَوْ قَـٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوَلَّوُا۟ ٱلْأَدْبَـٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا	২২। কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা।
٢٣. سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا	২৩। ইহাই আল্লাহর বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা।
٢٤. وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا	২৪। তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যাপারে সুখবর

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا *আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের এবং পরবর্তী সব যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ত্বরান্বিত কৃত

গানীমাত দ্বারা খাইবারের বিজয় লাভ বলেছেন। (তাবারী ২২/২৩০)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, **فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ** দ্বারা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন হুদাইবিয়াহর সন্ধি উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৩০)

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ আল্লাহ তা'আলার এটিও একটি অনুগ্রহ যে, তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মাক্কার কাফিরদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি ঐ মুনাফিকদের মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলিমদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, আর না তাদের সন্তানদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ এটা এ জন্য যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলিমরা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তারা যেন শত্রু সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবগত রয়েছেন। বান্দাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং এতেই যে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে, যদিও আল্লাহর ঐ নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধ রূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ **وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا** আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কারণে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় ইত্যাদিও দান করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে।

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত মুসলিমদের বিজয় লাভের সুখবর

আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের জন্য কঠিন কাজ সহজ করে দিবেন।

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا তাই তিনি বলেন ঃ আরও বহু বিজয় ও সম্পদ আছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আল্লাহভীরু মু'মিন বান্দাদেরকে এমন জায়গা হতে রূযী দান করেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনা।

বিভিন্ন তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এই গানীমাত দ্বারা খাইবারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় করা হয়েছিল, নাকি এর দ্বারা মাক্কা বিজয় বা পারস্য ও রোমের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা এর দ্বারা ঐ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলি কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমরা লাভ করতে থাকবে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এখানে খাইবার বিজয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) পরবর্তী আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাটিই সঠিক বলে মনে হবে। বলা হয়েছে ঃ

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا *আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।* এখানে হুদাইবিয়ার চুক্তির কথা বলা হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ এরূপ অভিমত পোষন করতেন। (তাবারী ২৩/২৩৩, ২৩৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কুরআনের এই আয়াতাংশে মাক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/২৩৪) ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে এ আয়াতে পারস্য এবং রোম বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) তবে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমদের হাতে যত বিজয় লাভ হবে এবং গাণীমাত হস্তগত হবে তার সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩) আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا *আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটাতো আল্লাহর নিকট রক্ষিত আছে* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায়

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তা হল ঐ বিজয়সমূহ যা আজও হতে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৩৩)

হুদাইবিয়ায় অংশ নেয়া মুসলিমদের সাথে মাক্কাবাসীরা যুদ্ধ করলে আল্লাহ তাদের পরাজিত করতেন

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا

কাফিরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তাদের কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। কেননা তারা যদি মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করতে আসে তাহলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেনা। কারণ এটা হবে তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا আল্লাহর বিধান ও নীতি এটাই যে, যখন কাফির ও মু'মিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও মিথ্যাকে দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মু'মিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যা ছিল মু'মিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি এবং তাদের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল বহু গুণ বেশি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহের কথাও ভুলে যেওনা যে, তিনি মাক্কা উপত্যকায় মুশরিকদের হাত তোমাদের হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের হাত তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি। আবার তোমাদেরকেও তিনি মাসজিদে হারামের পাশে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে রাখেন এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম। এই সূরারই তাফসীরে সালামাহ

ইব্ন আকওয়া (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন সত্তর জন কাফিরকে বেঁধে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করেন তখন তিনি বলেন ঃ এদেরকে ছেড়ে দাও। মন্দের সূচনা এদের দ্বারাই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিও এদের দ্বারাই হবে। এ ব্যাপারেই নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا *তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।*

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন মাক্কার আশিজন কাফির সুযোগ পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তানঈম পাহাড়ের দিক হতে নেমে আসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসতর্ক ছিলেননা। তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণকে (রাঃ) খবর দেন। সুতরাং তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া করে তাদের সকলকেই ছেড়ে দেন। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। (আহমাদ ৩/২২, মুসলিম ৩/১৪৪২, আবূ দাঊদ ৩/১৩৭, নাসাঈ ৯/১৪৯)

২৫। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানলা,

٢٥. هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ

Contents

تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا	তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম।
٢٦. إِذۡ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ ٱلتَّقۡوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا	২৬। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তির ফলে যা লাভ হয়েছিল

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ

يَبْلُغَ مَحِلَّهُ আরাবের মুশরিক কুরাইশরা এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কুফরীর উপর রয়েছে। তারাই মু'মিনদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করেছিল, অথচ এই মু'মিনরাই কা'বার জিয়ারাতের অধিকতর হকদার ও যোগ্য ছিল। অতঃপর তাদের ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এত দূর অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহর পথে কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সত্তরটি ছিল। সত্বরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء হে মু'মিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মাক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই ছিল যে, এখনও কতক দুর্বল মুসলিম মাক্কায় রয়েছে যারা এই যালিমদের কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে পারছে, না হিজরাত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না তোমরা তাদেরকে চেনো বা জান। সুতরাং যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হত এবং তোমরা মাক্কাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তাহলে ঐ খাঁটি ও পাকা মুসলিমরাও তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেত। ফলে তোমরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তাই এই কাফিরদের শাস্তিকে আল্লাহ কিছু বিলম্বিত করলেন যাতে ঐ দুর্বল মু'মিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান এনে ধন্য হতে পারে।

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তারা পৃথক হত তাহলে আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতে

অস্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে রাসূলুল্লাহ্ কথাটি যোগ করতেও অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু’মিনদের অন্তর খুলে দেন এবং তাঁদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন, আর তাঁদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করেন অর্থাৎ *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ* কালেমার উপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। মুজাহিদ (রহঃ) এখানে তাকওয়ার অর্থ করেছেন সততা/আন্তরিকতা। (তাবারী ২২/২৫৫)

‘আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ কারও অধিকার নেই যে, সে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে। সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি যা চান তা’ই করতে পারেন। (তাবারী ২২/২৫৫) ইউনুস ইব্ন বুকাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি মিসওয়ার (রহঃ) হতে وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى *এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন* - এর ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, তা হল *‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’* বলা এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক না করা।

হুদাইবিয়াহ চুক্তি বিষয়ক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে মিসওয়ার আল মাখরামাহ (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রহঃ) হতে, যারা একে অন্যের বর্ণনা সত্যায়িত করেছেন, তারা বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েক শত সাহাবীসহ হুদাইবিয়াহর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে তাদের সাথে থাকা কুরবানীর পশুগুলিকে চিহ্নিত করেন, মালা পরিধান করান এবং নিজেরা উমরাহ করার উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পরিধান করেন। অতঃপর তিনি খুযাআহ গোত্রের কিছু লোককে বার্তা বহন করে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং নিজেরাও অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যখন *আল আসতাত* নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাঁর বার্তা বাহকেরা তাঁর সাথে একত্রিত হয় এবং তাঁদেরকে বলে ঃ কুরাইশরা আপনাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সেখানে *আহাবিশ* গোত্রের লোকেরাও রয়েছে। তাদের ইচ্ছা হল আপনার সাথে যুদ্ধ করা, আপনাকে থামিয়ে দেয়া এবং উমরাহ করতে বাধা দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আমার সাহাবীবৃন্দ! তোমরা কি মনে কর যে, যারা আমাদেরকে কা’বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আমাদের

আক্রমণ চালানো উচিত?

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করছে তাদের পরিবারবর্গকে আমাদের আক্রমন করা উচিত? তারা যদি আমাদের বাধা দিতে আসে তাহলে ঐ মুশরিক বাহিনীকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে ফেলবেন অথবা আমরা তাদেরকে চরম দুর্দশায় ফেলে দিব।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তারা যেখানে জমায়েত হয়ে আছে সেখানেই যদি তারা অবস্থান করে তাহলে তা হবে তাদের মনস্তাপ, দিশেহারা এবং বিপর্যয়ের কারণ। তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করতে চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করবেন। অতএব আমরা কি কা’বা ঘরের দিকে অগ্রসর হব এবং কেহ যদি আমাদেরকে ওখানে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনারতো কা’বা ঘরে তাওয়াফ করাই উদ্দেশ্য, কেহকে হত্যা করা কিংবা কারও সাথে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব কা’বা ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। যদি কেহ এ ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবূ বাকর (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন যে, উমরাহ করার উদ্দেশে আমরা এখানে এসেছি, কারও সাথে লড়াই করার জন্য নয়। সুতরাং কেহ যদি কা’বা ঘরে পৌঁছতে বাধা দেয় তাহলে আমরা তার সাথে লড়াই করব। রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে আপনারা এগিয়ে চলুন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তাহলে আল্লাহ সুবহানাহুর নাম নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব তোমরা ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে যাও।

খালিদ (রাঃ) এ খবর জানতে পারলেননা, যতক্ষণ না মুসলিম বাহিনীর পদযাত্রার ফলে ধূলি ধূসরিত বায়ু তার নিকট পৌঁছে। অবশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম *সানিয়া* নামক স্থানে পৌঁছলেন। খালিদের (রাঃ) সেনাবাহিনী যখন দেখল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ পরিবর্তন করেছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরাইশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ খবর অবহিত করল।

ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন *সানিয়াতুল মিরারে* পৌঁছেন তখন তাঁর উষ্ট্রীটি বসে পড়ে। জনগণ তাদের সাধ্য মত উষ্ট্রীটিকে উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হলনা। তাই তারা বলতে লাগল ঃ কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে, কাসওয়া একগুঁয়েমী করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ আমার এ উষ্ট্রী একগুঁয়েমীও করছেনা এবং ওর বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। ওকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি (কা'বায় যাওয়া হতে) হাতীগুলোকে আটকে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জেনে রেখ যে, আজ কুরাইশরা আমার কাছে যা কিছু চাবে আমি তাদেরকে তা দিব যদি তা আল্লাহ সুবহানাহুর বিধি-বিধানের আওতার মধ্যে থাকে।

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীটিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং উষ্ট্রীটি তখন উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করলেন এবং হুদাইবিয়ার দূরতম প্রান্তে পৌঁছে তাঁর উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করেন। সেখানে একটি কূপ ছিল যাতে পানি ছিল খুবই সামান্য পরিমান। সাহাবীগণের তা ব্যবহার করার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে তারা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তূণ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং তা ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কি মহিমা! কূপের পানি তখন ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল এবং গতি প্রবাহের সৃষ্টি হল। ফলে সাহাবীগণ তৃপ্তিসহকারে আকণ্ঠ পানি পান করে তাদের তৃষ্ণা মিটালেন।

এমতাবস্থায় বুদাইল ইব্ন ওয়ারকা আল খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোকসহ সেখানে উপস্থিত হয়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করত এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন করতনা। তারা ছিল *তিহামা* এলাকার লোক। বুদাইল বলল ঃ আমি কা'ব ইব্ন লুআই এবং আমির ইব্ন লুআইকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছি যারা হুদাইবিয়াহর ঐ প্রান্তে অবস্থান করছে যেখানে প্রচুর পানি রয়েছে। তাদের কাছে আরও আছে অনেকগুলি দুধেল উষ্ট্রী। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে চায় এবং কা'বা ঘরের তাওয়াফ করায় বাধা দিতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

আমরা এখানে কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, উমরাহ করা আমাদের উদ্দেশ্য। সন্দেহ নেই যে, কুরাইশদেরকে যুদ্ধ দুর্বল করে ফেলেছে এবং তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমরা তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করতে পারি যে, চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার কিংবা অন্যান্য লোকদের বিষয়ে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে তারা বিরত থাকবে। আমি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করি তাহলে কুরাইশদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকবে যে, তারাও চাইলে অন্যান্যদের মত ইসলাম কবূল করবে। আর পরে তারা যুদ্ধ করতে চাইলে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রচুর সময়ও পাবে। কিন্তু যদি তারা শান্তি চুক্তি করতে রাযী না থাকে তাহলে ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না আমি মারা যাই। কিন্তু (আমি নিশ্চিত যে) আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর দীনকে সমুন্নত রাখবেন।

বুদাইল বলল ঃ আপনি যা বললেন তা আমি তাদেরকে অবহিত করব। সুতরাং সে ঐ স্থান ত্যাগ করল এবং কুরাইশদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে বলল ঃ আমি ঐ ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথাও শুনেছি। এখন আমি সেই কথাগুলি তোমাদের কাছে বলতে চাই, যদি তোমরা তা শুনতে আগ্রহী হও। এ কথা শুনে কুরাইশদের কিছু মূর্খ লোক চেঁচামেচি করতে শুরু করল। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর ব্যাপারে কোন তথ্য তাদের জানার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ছিল তারা বলল ঃ তুমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছ তা আমাদেরকে বল। অতঃপর বুদাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছিল তা বিস্তারিত বর্ণনা করল।

উরওয়া ইব্ন মাসউদ দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ হে লোকসকল! তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। সে আবার বলল ঃ আমি কি তোমাদের পিতৃ তুল্য নই? তারা এবারও বলল ঃ হ্যাঁ। সে তখন বলল ঃ তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল ঃ না। সে বলল ঃ তোমাদের কি মনে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি উকায এলাকাবাসীকে আহ্বান করেছিলাম, কিন্তু তারা তোমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। তখন আমি আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং যারা আমাকে মেনে চলত তাদের সবাইকে নিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলাম? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তখন সে বলল ঃ তোমাদের কথা শুনে আমি খুশি হলাম। এবার শোন! ঐ লোকটি তোমাদের কাছে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে তা একটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম প্রস্তাব,

তোমাদের জন্য উচিত হবে এটি গ্রহণ করা এবং তোমরা চাইলে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পারি। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, আপনি তা'ই করুন। তখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার জন্য রওয়ানা দিল।

তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হলে তাঁর কাছ থেকে ঐ জবাবই শুনল যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। তখন সে তাঁকে বলল ঃ শুনুন জনাব, দু'টি ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন এবং তারা (কুরাইশরা) পরাজিত হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি হবেন পরাজিত। যদি প্রথম ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং তারা হয় পরাজিত, তাতেই বা কি হবে? তারাতো আপনারই কাওম। আর আপনি কি এটা কখনও শুনেছেন যে, কেহ তার কাওমকে ধ্বংস করেছে? আর যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী তাহলেতো আমার মনে হয় যে, আজ যে সমস্ত মর্যাদাহীন লোকেরা আপনার পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে।

ঐ সময় আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে বসেছিলেন। তিনি চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলেন ঃ যাও, 'লাত' এর (দেবী) স্তন চুষতে থাক! তুমি কি মনে কর যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে পালাব? উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এটা আবূ কুহাফার পুত্র। উরওয়া তখন আবূ বাকরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলল ঃ যদি পূর্বে আমার উপর তোমার অনুগ্রহ না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে এর সমুচিত শিক্ষা দিতাম! এরপর আরও কিছু বলার জন্য উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ করল। মুগীরা ইব্ন শু'বা সেখানে মাথায় হেলমেট এবং হাতে খোলা তরবারীসহ রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি উরওয়ার এ বেআদবী সহ্য করতে পারলেননা। তার হাতে থাকা তরবারীর বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করে বললেন ঃ তোমার হাত দূরে রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ স্পর্শ করনা। উরওয়া তখন তাঁকে বলল ঃ তুমি বড়ই কর্কশভাষী ও বাঁকা লোক। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এটা তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ)। উরওয়া তখন মুগীরাকে (রাঃ) বলল ঃ তুমি বিশ্বাসঘাতক।

ঘটনা এই যে, অজ্ঞতার যুগে মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-ধন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হন এবং ইসলাম কবূল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ তোমার ইসলাম আমি মঞ্জুর করলাম বটে, কিন্তু এই সম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন এবং তা তাদের শরীরে অথবা মুখমন্ডলে মেখে নেন। তাঁর ঠোঁট নড়া মাত্রই তাঁর আদেশ পালনের জন্য একে অপরের আগে বেড়ে যান। তিনি যখন অযূ করেন তখন অযূর বাকি পানি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলেন তখন নিম্ন স্বরে বলেন যে, শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায়না। তাঁকে তারা এমন সম্মান করেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের দিকেও তারা বেশীক্ষণ তাকাননা। বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। উরওয়া কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে দেয়।

উরওয়া কুরাইশদেরকে আরও বলে ঃ হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার (সিজারের) এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি ঐ সম্রাটদেরও ঐরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি যেরূপ মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখলাম। তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) তাঁর যে সম্মান করেন এর চেয়ে বেশি সম্মান করা অসম্ভব। আল্লাহর শপথ! যখন তিনি থুথু নিক্ষেপ করেন তখন তা মাটিতে পড়ার আগেই ওটা তারা তাদের হাতে নিয়ে নেয় এবং তা তাদের মুখমন্ডল এবং শরীরে মুছে নেয়। তিনি যদি কোন কিছু আদেশ করেন তাহলে সাথে সাথে তা পালিত হয়। তিনি যখন অযূ করেন অন্যেরা তখন অযূর বাকি পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে। তারা যখন তাঁর সাথে কথা বলে তখন অতি নিচু স্বরে কথা বলে এবং শ্রদ্ধার কারণে তাঁর দিকে কেহ এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকেনা। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রস্তাব মেনে নাও।

কিনানা গোত্রের এক লোক বলল ঃ তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। তারা তাকে অনুমতি দিল। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ

সে হল অমুক গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর উটকে সম্মান করে। তোমরা তোমাদের কুরবানীর উটগুলিকে তার সামনে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা

কুরবানীর পশুগুলিকে তার কাছে নিয়ে এলো এবং *'লাব্বাইক'* পাঠ করতে করতে তাকে অভিনন্দন জানালো। এ দৃশ্য দেখে সে বলল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ লোকদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দেয়া ঠিক হবেনা। সে তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল ঃ আমি তাদের কাছে কুরবানীর উটগুলিকে চিহ্নিত করা এবং মালা পরিধান করানো অবস্থায় দেখেছি। আমি মনে করিনা যে, তাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে বাধা দিতে উপদেশ দেয়া কারও জন্য উচিত হবে। অন্য এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুমতি চাইল। তার নাম ছিল মিকরায। তাকে আসতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে বললেন ঃ

ঐ দেখ, কলুষিত ও পাপাচারী মিকরায আসছে। তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলছিলেন তখন সুহাইল ইব্‌ন আমর সেখানে উপস্থিত হয়।

মা'মার (রহঃ) বলেন ঃ আইউব (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, সুহাইল ইব্‌ন আমর সেখানে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখন তোমাদের ব্যাপারটি সহজ হবে।

মা'মার (রহঃ) বলেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেন ঃ সুহাইল ইব্‌ন আমর এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ আসুন, আমরা একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্‌ন আবী তালিবকে (রাঃ) ডেকে পাঠান এবং তাকে বললেন ঃ লিখ আল্লাহর নামে যিনি রাহমান এবং যিনি রাহীম (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمــَـنِ الرَّحِيمِ) সুহাইল ইব্‌ন আমর বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা জানিনা, আর রাহমান বলতে কি বুঝাচ্ছেন। বরং পূর্বে যেমন আপনারা লিখতেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে - অনুরূপ লিখুন। তখন মুসলিমরা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! বিসমিল্লাহ ছাড়া আমরা অন্য কিছু লিখবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ লিখ, হে আল্লাহ! তোমার নামে (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ) অতঃপর তিনি লিখতে বললেন ঃ এই শান্তি চুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)

সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে

জানতাম তাহলে নিশ্চয়ই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে আপনাকে বাধা দিতামনা এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতামনা। সুতরাং লিখুন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমার লোকেরা আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেনা, লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।

এরপর যুহরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেয়া শর্তগুলি মেনে নিলেন, যেহেতু তিনি আগেই বলেছিলেন যে, তিনি তাদের সমস্ত শর্তই মেনে নিবেন যদি তা আল্লাহ প্রদত্ত দীনের বিধি-বিধানের বাইরে না হয়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন ঃ

তোমাদের সাথে এই শর্ত থাকল যে, তোমরা আমাদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে দিবে। সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা এখন তা হতে দিতে পারিনা। তাহলে আরাবরা মনে করবে যে, আমরা আপনাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছি। তবে আগামী বছর আপনাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা'ই লিখতে বললেন। অতঃপর সুহাইল বলল ঃ এই শর্তের ভিতর আরও যোগ করতে হবে যে, আমাদের কাছ থেকে যদি কেহ আপনাদের কাছে চলে যায় তাহলে আপনারা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন, তা সে যদি আপনাদের ধর্ম কবূল করে তবুও। এ কথায় মুসলিমগণ প্রতিবাদ করলেন। তারা বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কোন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর কি করে তাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে? তাদের এই কথোপকথনের মাঝে সুহাইলের ছেলে আবূ জানদাল ইব্ন সুহাইল ইব্ন আমর (রাঃ) পায়ে শিকলের বেড়ি পড়া অবস্থায় অনেক কষ্টে মুসলিমদের কাছে পৌঁছে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুহাইল তখন বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথে শান্তি চুক্তির এটাই হল প্রধান শর্ত। সুতরাং আবূ জানদালকে (রাঃ) আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

এখনওতো শান্তি চুক্তি সম্পাদন চূড়ান্ত হয়নি। সুহাইল বলল ঃ আল্লাহর শপথ! তাহলে আমরা আপনার সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলকে বললেন ঃ তুমি তাকে আমাকে দিয়ে দাও। এর উত্তরে সুহাইল বলল ঃ আমি কখনও তাকে আপনার কাছে রেখে যাবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি অবশ্যই তাকে রেখে যাবে। সুহাইল বলল ঃ কখনও না। মিকরায বলল ঃ আমরা আপনার কাছে তার

থাকার অনুমতি দিব। আবূ জানদাল (রাঃ) বললেন ঃ হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি মুসলিম হয়ে তোমাদের কাছে চলে আসার পরেও তোমরা কি আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দিবে? তোমরা কি দেখছনা যে, কিভাবে আমার প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি ঈমান আনার কারণে আবূ জানদালকে (রাঃ) কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম ঃ আপনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমাদের দাবী কি সঠিক নয় এবং কাফিরদের দাবী কি অসত্য নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমরা কেন ধর্ম বিষয়ে আপোষ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁর আদেশ অমান্য করিনা, তিনি আমাকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কি বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি আপনাদেরকে এ কথা বলেছি যে, এ বছরই কা'বা ঘরের তাওয়াফ করব? উমার (রাঃ) বললেন ঃ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সুতরাং জেনে রাখুন, আপনারা কা'বার যিয়ারাত করবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

উমার (রাঃ) বললেন ঃ অতঃপর আমি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে যাই এবং তাকে বলি ঃ হে আবূ বাকর! তিনি কি সত্যি আল্লাহর রাসূল নন? আবূ বাকর (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমাদের দাবী কি মহৎ নয় এবং কাফিরদের দাবী কি মিথ্যা নয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের কাছে নতি স্বীকার করব? তিনি বললেন ঃ ওহে উমার! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেননা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে জয়যুক্ত করবেন। অতএব তাঁর কথা মেনে চলুন। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সঠিক পথে আছেন। উমার (রাঃ) তাকে আরও বললেন ঃ তিনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ বলেছিলেন, তবে তিনি কি এ কথা বলেছিলেন যে, এ বছরই আপনারা কা'বা ঘরের তাওয়াফ করবেন? উমার (রাঃ) বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ আপনারা কা'বা ঘরে যেতে পারবেন এবং তাওয়াফও করবেন।

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ তাদেরকে বার বার প্রশ্ন করার কারণে আমি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাবার উদ্দেশে অনেক ভাল কাজ করতে থেকেছি।

শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা উঠ, তোমাদের কাছে থাকা পশু কুরবানী কর এবং তোমাদের মাথা মুন্ডন কর। আল্লাহর শপথ! তারা কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা তিনবার বললেন।

কিন্তু তাদের কেহই উঠে দাঁড়ালেননা। তখন তিনি তাদেরকে ওখানে রেখে উম্মে সালামাহর (রাঃ) কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তাঁর প্রতি সাহাবীগণের আচরণের কথা ব্যক্ত করলেন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি তাদের দ্বারা আপনার আদেশ পালন করাতে চান? তাহলে তাদের কেহকে কিছু না বলে আপনি আপনার কুরবানীর পশু যবাহ করুন এবং নাপিত ডেকে আপনার মাথা মুন্ডন করতে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কেহকে কিছু না বলে উম্মে সালামাহর (রাঃ) পরামর্শ অনুযায়ী পশু কুরবানী করলেন এবং মাথা মুন্ডন করালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের পশু কুরবানী করলেন এবং একজনের পর একজন মাথা মুন্ডন করতে থাকলেন। তাদের অবস্থা শোকে/দুঃখে এমন বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একজন যেন অপরজনকে হত্যা করে ফেলবে। ঐ সময় কিছু মু'মিনা নারী ওখানে আগমন করেন যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা

মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১০)

তখন উমার (রাঃ) তার দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন যারা ছিল কাফির। পরে তাদের একজনকে মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) বিয়ে করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে প্রস্থান করে মাদীনায় চলে আসেন। আবূ বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরাইশী, যিনি মুসলিম ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি মাক্কা হতে পলায়ন করে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে যান। এর পরপরই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আরয করে ঃ চুক্তি অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা কুরাইশদের প্রেরিত দূত। আবূ বাসীরকে (রাঃ) ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আমরা এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং তিনি আবূ বাসীরকে (রাঃ) তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তারা দু'জন তাঁকে নিয়ে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। যখন তারা যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছল তখন তাদের সাথে থাকা কিছু খেজুর খাওয়ার জন্য তারা সওয়ারী হতে অবতরণ করে। আবূ বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেন ঃ তোমার তরবারীখানা খুবই উত্তম। উত্তরে লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, উত্তমতো বটেই। ভাল লোহা দ্বারা এটা তৈরী। আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই তীক্ষ্ণ। আবূ বাসীর (রাঃ) তাকে বললেন ঃ আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর ধার পরীক্ষা করে দেখি। সে তখন তরবারীটা আবূ বাসীরের (রাঃ) হাতে দিল। হাতে নেয়া মাত্রই তিনি ঐ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে দৌড় দিল এবং একেবারে মাদীনার মাসজিদে পৌঁছে নিশ্বাস ছাড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখেই বললেন ঃ

লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখেছে। ইতোমধ্যে সে কাছে এসে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম। দেখুন, ঐ যে সে আসছে। আবূ বাসীরকে (রাঃ) দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার মা ধ্বংস হোক। যুদ্ধের আগুনে ইন্ধন যোগানোর জন্য

সে কত বড় সাংঘাতিক কাজ করেছে।

আবূ বাসীর (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাকে ঐ কুরাইশ কাফিরের হাতেই তুলে দিবেন। তাই তিনি মাদীনা হতে বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পায়ে সমুদ্রের তীরের দিকে চললেন। সমুদ্রের তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবূ জানদাল (রাঃ), যাকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মাক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি আবূ বাসীরের (রাঃ) নিকট চলে যান। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যে কেহই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই সরাসরি আবূ বাসীরের (রাঃ) কাছে চলে আসতেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একটি দল হয়ে যায়। তখন তারা এ কাজ শুরু করেন যে, কুরাইশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে আসত, এ দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে তাদের কেহ কেহ নিহতও হত এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলিমদের হাতে আসত। শেষ পর্যন্ত মাক্কার কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে দেয়। তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দয়া করে সমুদ্রের তীরবর্তী ঐ লোকদেরকে মাদীনায় ডাকিয়ে নিন। আমরা তাদের দ্বারা খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেহ আপনার কাছে আসবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ঐ মুহাজির মুসলিমদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে ডাকিয়ে নিলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ ... حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর

জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা-অজ্ঞতা যুগের অহমিকা।

মুশরিক কুরাইশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে *'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'* লিখতে দেয়নি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে *'রাসূলুল্লাহ'* লিখার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং তাঁকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করতে দেয়নি। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮)

ইহা হল ইমাম বুখারীর (রহঃ) বর্ণনা যা তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১), উমরাত আল হুদাইবিয়াহ (ফাতহুল বারী ৭/৫১৮) এবং হাজ্জ ও অন্যান্য বিষয় (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৪) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আমাদের সমস্ত নির্ভরশীলতা তাঁরই উপর। তিনি ছাড়া কোন কিছু করার ক্ষমতা আর কারও নেই। তিনি মহাজ্ঞানী এবং পরাক্রমশালী।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হাবীব ইব্‌ন আবি সাবিত (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইলের (রাঃ) নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশে। তিনি বলেন, আমরা সিফফীনে ছিলাম। একটি লোক বললেন ঃ তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখনি যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়? আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে কি সন্দিগ্ধ ছিলে? আমরা নিজেদেরকে হুদাইবিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ ঐ সন্ধির সময় যা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদি আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ থাকত তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমার (রাঃ) এসে বললেন ঃ আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ তাহলে কেন আমরা দীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফাইসালা করেননি?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি কখনও আমাকে বিফল মনোরথ করবেননা। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) ফিরে এলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত।

উমার (রাঃ) অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ হে আবূ বাকর! আমরা কি সত্যের জন্য লড়ছিনা এবং কাফিরেরা কি অসত্যের জন্য লড়াই করছেনা? আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ হে ইবনুল খাত্তাব! তিনিতো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কখনও তাঁকে ত্যাগ করবেননা। এরপর সূরা ফাত্‌হ অবতীর্ণ হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়টি তার গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তারা আবূ ওয়াইল সুফিয়ান ইব্‌ন সালামাহ (রাঃ) থেকে, তিনি সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তাদের কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে লোকসকল! শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে তোমরা কেহকে দোষী সাব্যস্ত করনা। আবূ জানদালের (রাঃ) ব্যাপারে আমার মনে হয়েছিল যে, আমার সুযোগ থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করতাম। অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা ফাত্‌হ নাযিল হওয়ার পর উমারকে (রাঃ) ডেকে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সময় সুহাইল ইব্‌ন আমরও তাদের সাথে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বললেন ঃ লিখ ঐ আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়।

সুহাইল বলল ঃ আমরা এর অর্থ বুঝিনা। বরং আমরা যা জানি তা লিখুন ঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লিখ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তখন সুহাইল বলল ঃ আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলে জানতাম তাহলেতো আপনাকেই আমরা অনুসরণ করতাম। বরং লিখুন আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লিখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে করা চুক্তিতে এই শর্তও যুক্ত করতে চাইল

যে, যদি মুসলিমদের কেহ কাফিরদের কাছে ফিরে যায় তাহলে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেনা। কিন্তু কাফিরদের কেহ যদি মুসলিমদের কাছে চলে যায় তাহলে তারা তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত দিবে। আলী (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই শর্তে কি আমাদের সম্মত হওয়া উচিত? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা আমাদের দীন ইসলাম ত্যাগ করে তাদের কাছে চলে যাবে আল্লাহ যেন তাঁর রাহমাত থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ৩/১৪১১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন হারুরিয়ারা বিদ্রোহ ঘোষনা করল এবং তাদের দলভুক্ত লোকদের নিয়ে ভিন্ন তাবু স্থাপন করল তখন আমি তাদেরকে বললাম ঃ হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত হন তখন তিনি আলীকে (রাঃ) বলেন ঃ

হে আলী! তুমি লিখ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই শর্তসমূহে রাযী থাকলেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা বলল ঃ আমরা যদি আপনাকে রাসূল রূপেই জানতাম তাহলেতো আপনার সাথে যুদ্ধ করতামনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আলী! তুমি ঐ লিখা মুছে ফেল। হে আল্লাহ! তুমিতো জান যে, আমি তোমার রাসূল। হে আলী, তুমি ইহা মুছে ফেল এবং এর পরিবর্তে লিখ ঃ ইহা হল শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ যাতে আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সম্মত আছেন।

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী থেকে উত্তম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঐ লিখা মুছে ফেলেন। আর এর অর্থ এই নয় যে, সত্যিকারভাবে তাঁর ব্যাপারে রাসূল নামের পদবী/দায়িত্ব মুছে ফেলা হল কিংবা বাতিল হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আমি কি যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করিনি? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ। (আহমাদ ১/৩৪২, আবূ দাউদ ৩/৩১৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হুদাইবিয়াহর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০টি উট কুরবানী করেন। ঐগুলির ভিতর একটি উষ্ট্রীর মালিক ছিল আবূ জাহল। যখন ঐ উষ্ট্রীটিকে যবাহখানা থেকে বের হয়ে আসতে বাধা দেয়া হচ্ছিল তখন ওটি এমন শব্দ করে কাঁদছিল যেমনভাবে সে তার বাচ্চাদের দেখে ডাকাডাকি করত। (আহমাদ ১/৩১৪)

٢٧. لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا	২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে - কেহ কেহ মাথা মুন্ডন করবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে; তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। আল্লাহ জানেন, তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।
٢٨. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا	২৮। তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাঃ) অন্তঃদৃষ্টিতে যা দেখিয়েছিলেন তা পূরণ করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মাক্কা গিয়েছেন এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি মাদীনায় স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর যখন তিনি উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের

ভিত্তিতে সাহাবীগণের এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তারা সফলতার সাথে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা উল্টা ব্যাপার লক্ষ্য করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাদেরকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো আমাদেরকে বলেছিলেন ঃ আমরা বাইতুল্লাহয় যাব ও তাওয়াফ করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্তু আমিতো এ কথা বলিনি যে, এই বছরই এটা করব? উমার (রাঃ) জবাব দেন ঃ হ্যাঁ আপনি এ কথা বলেননি এটা সত্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ তাহলে এত তাড়াহুড়া কেন? আপনারা অবশ্যই বাইতুল্লাহয় যাবেন এবং তাওয়াফও অবশ্যই করবেন। অতঃপর উমার (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) একই প্রশ্ন করলেন এবং ঐ একই উত্তর পেলেন। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ *নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।*

এখানে إِن شَاء اللَّهُ শব্দটি ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্য নয়, বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের জন্য।

آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ এই বারাকাতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মাক্কায় পৌঁছেছেন এবং ইহরাম ত্যাগ করে কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়েছেন এবং কেহ কেহ চুল কাটান। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর দয়া করুন। সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ চুল কর্তনকারীদের উপরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। আবার জনগণ ঐ প্রশ্নই করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেন ঃ চুল-কর্তনকারীদের উপরও আল্লাহ দয়া করুন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৫৬, মুসলিম ২/৯৪৬)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ لَا تَخَافُونَ তোমাদের কোন ভয় থাকবেনা। অর্থাৎ মাক্কায় যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মাক্কায় অবস্থানও হবে তোমাদের জন্য নিরাপদ। এটাই হয়েছিল। এই উমরাহ সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া হতে যিলকাদ মাসে ফিরে এসেছিলেন। যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাসে মাদীনায়ই অবস্থান করেন। সফর মাসে খাইবার অভিযানে বের হন। ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে। এটা খুব বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খাইবারের (পরাজিত) ইয়াহুদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসাবে রেখে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের সম্পদ শুধু ঐ সব সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যারা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া আর কেহই এর অংশ প্রাপ্ত হননি। তবে তারা এর ব্যতিক্রম ছিলেন যারা হাবশে (ইথিওপিয়ায়) হিজরাত করার পর সেখান হতে ফিরে এসেছিলেন। যেমন জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা এবং আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) ও তার সঙ্গীরা। আবূ মূসা (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই তাঁর সাথে খাইবার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন। তবে ইব্‌ন যায়িদের (রহঃ) মতে, শুধু আবূ দুজানাহ সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ (রাঃ) শরীক ছিলেননা, যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। (তাবারী ২২/২৫৯)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় ফিরে আসেন। তারপর সপ্তম হিজরীর যিলকাদ মাসে উমরাহর উদ্দেশে মাক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন। যুল হুলাইফা হতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা হয়েছে যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট। তাঁরা *'লাব্বাইক'* শব্দ উচ্চারণ করতে করতে যখন মারর্‌ আয যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহকে (রাঃ) কিছু ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন। অবশ্যই তিনি এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশে। 'উভয় দলের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবেনা' এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই তারা মাক্কায় দৌড়ে গিয়ে মাক্কাবাসীকে এ খবর দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারর্‌ আয যাহরানে পৌঁছেন যেখান হতে কা‘বা ঘরের চারিদিকে মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন তিনি শর্ত অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, বল্লম, তীর, কামান *বা‘তনে ইয়াজাজে* পাঠিয়ে দেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শুধু তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে। তখনও তিনি পথেই ছিলেন, ইতোমধ্যে মুশরিকরা মিকরাযকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! চুক্তি ভঙ্গ করাতো আপনার অভ্যাস নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ ব্যাপার কি? সে উত্তরে বলল ঃ আপনি তীর, বর্শা ইত্যাদি সাথে এনেছেন? তিনি জবাব দেন ঃ না, আমিতো ওগুলো *বা‘তনে ইয়াজাজে* পাঠিয়ে দিয়েছি? সে তখন বলল ঃ আপনি যে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অতঃপর মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা মাক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল। তারা দুঃখে ও ক্রোধে ফেটে পড়ল। আজ তারা মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গকে দেখতে চায়না। যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু মাক্কায় রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর দিকে তাকাতে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) ‘লাব্বাইক’ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর পশুগুলোকে যু-তুওয়া নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছিলেন, যার উপর তিনি হুদাইবিয়ার দিন আরোহণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করছিলেন ঃ

তাঁর নামে, যাঁর দীন ছাড়া কোন দীন নেই। (অর্থাৎ অন্য কোন দীন গ্রহণযোগ্য নয়) তাঁর নামে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর রাসূল। হে কাফিরদের সন্তানেরা! তোমরা তাঁর পথ হতে সরে গিয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কর। আজ আমরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে ঐ মারই মারব যে মার তাঁর আগমনের সময় মেরেছিলাম। এমন মার (প্রহার) যা মস্তিষ্ককে ওর ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে। করুণাময় (আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ করেছেন যা ঐ সহীফাগুলির মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু হল শাহাদাতের মৃত্যু যা তাঁর পথে হয়। হে আমার রাব্ব! আমি এই

কথার উপর ঈমান এনেছি। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরাহর সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা পৌঁছেন তখন সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মাক্কাবাসী বলছে ঃ লোকগুলি (সাহাবীগণ) ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গসহ মাক্কায় এলেন এবং সরাসরি বাইতুল্লাহয় গেলেন। কুরাইশরা হিজরের দিকে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব করতে না পারে। তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের মত করে তাওয়াফ শুরু করলেন। রুকনে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌঁছলেন, যেখানে কুরাইশদের দৃষ্টি পড়ছিলনা, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে হাজরে আসওয়াদ হতে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত চলতে থাকলেন। তিন চক্র এভাবেই দিলেন।

তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেন যে, কা'বা ঘরের দুই কোনার মাঝের জায়গাটুকু তারা স্বাভাবিক কদমে হাটবে। কারণ মূর্তি পূজকরা যেখানে বসে তাদেরকে অবলোকন করছিল সেখান থেকে তাদেরকে ঐ জায়গাটুকুতে দেখা যাচ্ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়া পরবশ হওয়ার কারণেই তাওয়াফের প্রতিটি চক্করেই রমল করতে আদেশ করেননি। মূর্তি পূজকরা মন্তব্য করল, এরাই কি ঐ লোক যাদের ব্যাপারে তোমরা দাবী করেছিলে যে, জ্বরের কারণে তারা দুর্বল হয়ে গেছে? এখনতো দেখছি তারা অমুক অমুকের চেয়েও শক্তিশালী। (আহমাদ ১/২৯৪, ফাতহুল বারী ৭/৫৮১, মুসলিম ২/৯২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মাদীনার আবহাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়েছিল। জ্বরের কারণে তাঁরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ যিলকাদ মাসের চার তারিখ মাক্কায় পৌঁছেন তখন মুশরিকরা বলে ঃ এই যে লোকগুলো আসছে, এদেরকে মাদীনার জ্বর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের এই উক্তির খবর অবহিত করেন। মুশরিকরা হাতীমের নিকট বসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন হাজরে আসওয়াদ

থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে দুলকী চালে দৌড়ে চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণ সাত চক্রেই রমল বা দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি। এটা শুধু তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কারণেই ছিল। (ফাতহুল বারী ৩/৫৪৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উমরাহ পালন করতে আসেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ তাওয়াফ করার সময় তোমরা *'রমল'* করবে যাতে কাফিরেরা বুঝতে পারে যে, তোমরা শক্তিহীন নও। তাদের তাওয়াফ করার সময় কাফিরেরা *'কাওয়াকিয়ান'* এলাকায় বসে মুসলিমদের তাওয়াফকে পর্যবেক্ষণ করছিল। *কাওয়াকিয়ান* হল একটি ছোট্ট পর্বত যা কা'বার হিজরের কাছে অবস্থিত ছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ীও করলেন, এ উদ্দেশে যে কাফিরেরা দেখুক যে মুসলিমরা শক্তিহীন নয়। (ফাতহুল বারী ৭/৫৮১)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর উদ্দেশে বের হন, কিন্তু কাফির কুরাইশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাঁকে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই কুরবানী করেন অর্থাৎ হুদাইবিয়ায়ই কুরবানী দেন এবং মাথা মুণ্ডন করিয়ে নেন। আর তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, তিনি এই বছর উমরাহ না করেই ফিরে যাবেন এবং এর পরের বছর উমরাহ করার জন্য আসবেন। ঐ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনতে পারবেননা এবং মাক্কায় তিনি ঐ কয়দিন অবস্থান করবেন যা মাক্কাবাসী চাইবে। ঐ শর্ত অনুযায়ী পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐভাবেই মাক্কায় আসেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তারপর মুশরিকরা বলে ঃ এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন! সুতরাং তিনি ফিরে এলেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫৭১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا আল্লাহ জানেন তোমরা যা জাননা। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। অর্থাৎ এই সন্ধির মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তোমরা জাননা। এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মাক্কা যেতে দেয়া হলনা,

বরং আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের আকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা হল। আর ঐ বিজয় হল সন্ধি যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে হয়ে গেল।

মুসলিমদের জন্য সুখবর, তারা শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জয় করবে

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই শত্রুদের উপর এবং সমস্ত শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। এ জন্যই তাঁকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। শারীয়াতে এ দু’টি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইল্ম ও আমল। সুতরাং শারঈ ইল্মই সঠিক ও বিশুদ্ধ ইল্ম এবং শারঈ আমলই হল গ্রহণযোগ্য আমল। সুতরাং শারীয়াতের খবরগুলি সত্য এবং হুকুমগুলি ন্যায়সঙ্গত।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا আল্লাহ তা‘আলা এটাই চান যে, সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের মধ্যে ও মুশরিকদের মধ্যে দীন নামে যত কিছু রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করবেন। এ কথার উপর আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ তা‘আলারই উত্তম জ্ঞান রয়েছে।

٢٩. مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ	**২৯। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদাহয় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন**

ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا.	থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের।

মু'মিনের গুণাগুণ এবং তাদের শুদ্ধিতা

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ এই আয়াতের প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারপর তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) প্রত্যেক মু'মিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মু'মিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর।

কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً

হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও নম্রতার ব্যাপারে মু'মিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সারা দেহ জ্বর অনুভব করে ও অস্থির থাকে এবং নিদ্রা হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে। তারপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৯)

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদের সাওয়াব বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তারা কামনা করেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। তারা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকটই যাঞ্চা করেন এবং তা হল সুখময় জান্নাত। মহান আল্লাহ তাদেরকে অশেষ নি'আমাতে পূর্ণ এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে সাথে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্টও থাকবেন। এটাই খুব বড় প্রাপ্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৭২)

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ *তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সাজদাহর চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র উদ্দেশ্য। (তাবারী ২২/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল বিনয় ও নম্রতা। (তাবারী ২২/২৬৩)

কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, সাওয়াবের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের

অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়।

আমিরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন ঃ যারা তাদের কৃত কোন কিছু গোপন করে, হয় আল্লাহ তাদের সম্মুখে তা প্রকাশ করে দেন যে, তারা কি করেছে অথবা কোন এক ক্ষণে হঠাৎ করে কৃতকারীদের মুখ দিয়েই সেই গোপন কথাটি বের হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ভাল পন্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নাবুওয়াতের পঁচিশটি অংশের মধ্যে একটি অংশ। (আহমাদ ১/২৯৬, আবূ দাউদ ৫/১৩৬)

মোট কথা, সাহাবীগণের (রাঃ) অন্তর ছিল কলুষমুক্ত এবং আমলও ছিল উত্তম। সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়ত, সে তাঁদের পবিত্রতা অনুভব করতে পারত এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশি হত।

মালিক (রহঃ) বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন সেখানকার খৃষ্টানরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে ঃ আল্লাহর শপথ! এরাতো ঈসার (আঃ) হাওয়ারীগণ হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম! প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি অতি সত্য। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উম্মাতের ফাযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ (রাঃ)। এদের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে।

এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন যে, **ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ** তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই এবং ইঞ্জীলেও। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তারা তাঁর সাথেই সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেতের সাথে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্ত

র্জ্বালা সৃষ্টি করেন।

এই আয়াতটির উপর ব্যাখ্যা করে ইমাম মালিক (রহঃ) এই আয়াতটি রাফেযী সম্প্রদায়ের কুফরীর উপর দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর যারা সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা কাফির। এই মাসআলায় উলামার একটি দল ইমাম মালিকের (রহঃ) সাথে রয়েছেন। সাহাবীগণের ফাযীলাত এবং তাদের পদস্খলন সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, প্রচুর সাওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান করবেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। এটা কখনও পরিবর্তন হবেনা এবং এর ব্যতিক্রম হবেনা। সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্যও এ অঙ্গীকার সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও ফাযীলাত রয়েছে তা এই উম্মাতের অন্য কারও নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি করেছেনও তাই।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) গালি দিওনা ও মন্দ বলনা। যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাদের কারও এক মুদ্দ (০.৬৭ কেজি) এমনকি অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ শস্য দান করার সমান সাওয়াবও সে লাভ করতে পারবেনা। (অর্থাৎ তাদের কেহ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে সাওয়াব পেয়েছেন, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও ঐ সাওয়াব লাভ করতে পারবেনা) (মুসলিম ৪/১৯৬৭)

সূরা ফাত্‌হ -এর তাফসীর সমাপ্ত।